THE
ŚABDAŚAKTI PRAKĀŚIKĀ
OF
JAGADĪŚA TARKĀLAMKĀRA

VOLUME THREE

Edited
WITH
BENGALI TRANSLATION AND ELABORATE EXPOSITION

By
MADHUSUDAN BHATTACHARYA NYĀYĀCHĀRYA
TARKATĪRTHA, TARKARATNA, TARKĀLAṂKĀRA
Professor of Indian Philosophy (Retired),
Department of Post Graduate Training and Research,
Sanskrit College, Calcutta



SANSKRIT COLLEGE
CALCUTTA
1985

Published by
The Principal, Sanskrit College
1, Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

Printed by
S. Mitra, Bodhi Press
5, Sankar Ghosh Lane, Calcutta 700 006

कलिकाता संस्कृतमहाविद्यालय-गवेषणाग्रन्थमाला—ग्रन्थाङ्कः १२६

जगदीशतर्कालङ्कार-विरचिता

शब्दशक्तिप्रकाशिका

तृतीयः खण्डः

वङ्गभाषयाऽनूद्य विवृत्या समलङ्कृत्य
कलिकाता राष्ट्रिय संस्कृतमहाविद्यालयस्य गवेषणाविभागीय-
प्राक्तन-भारतीयदर्शनशास्त्राध्यापकेन
तर्कतीर्थ-तर्करत्न-तर्कालङ्कारोपाधिमता
श्रीमधुसूदनभट्टाचार्य-न्यायाचार्येण
सम्पादिता



१३६२ वङ्गाब्दे कलिकाता नगर्यां प्रकाशिता

প্রাক্‌কথন

পণ্ডিত কুলতিলক ৺আচার্য মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য ভারতীয় বিদ্বৎ-সমাজে একটি অতি সুপরিচিত নাম। তাঁর সম্পাদিত মহানৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালংকারের "শব্দশক্তি প্রকাশিকা" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড 'সমাস প্রকরণ' প্রকাশে কিছু বিলম্ব হলেও নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করছি; সেই সংগে বেদনার সংগে মনে পড়ছে যে গ্রন্থকার জীবিত অবস্থায় এ গ্রন্থটির এই খণ্ডের প্রকাশ দেখে যেতে পারলেন না।

"শব্দশক্তি প্রকাশিকা" চিন্তামণি দীধিতির ন্যায় ন্যায়শাস্ত্রামোদিগণের পক্ষে কৌস্তুভমণি বিশেষ। ব্যাকরণে এই মনীষী জগদীশের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। ব্যাকরণ ও ন্যায়ের গঙ্গা-যমুনাসংগম ঘটেছে এই "শব্দশক্তি প্রকাশিকায়"।

'ব্যাখ্যা গম্যমিদং তত্ত্বম্' বলেই প্রয়াত মহাপণ্ডিত মধুসূদন তাঁর বিবৃতির মাধ্যমে আমাদের কাছে শব্দ গঙ্গাধরের জটা থেকে জাহ্নবীশক্তিকে মুক্তি দিয়ে ভগীরথের ন্যায় সহৃদয়বেদ্য করে তুলেছেন মনোরম প্রকাশশৈলীতে।

আমি এই বইটির বহুলপ্রচার কামনা করি। সংস্কৃত কলেজ গবেষণা বিভাগ থেকে এই গ্রন্থের প্রকাশ নিশ্চয়ই পাঠকদের সাগ্রহ অভ্যর্থনা লাভ করবে—এ আশা নিশ্চয়ই করতে পারি। ইতি

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা ৭৩
২০শে মার্চ, ১৯৮৫

ডঃ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
স্থলে কর্মত্বাদি অংশে ঘটের বিশেষত্ব নিরাস (মূল ও বিবৃতি)	...	৪২-৪৫
'নীলোৎপলম্ সর' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসের ন্যায় 'নীলং পীতঞ্চ উৎপলম্' এইরূপ অর্থে 'নীলপীতোৎপলম্' ইত্যাদি কর্মধারয়ের আপত্তি ও তাহার সমাধান (মূল ও বিবৃতি)	...	৪৬-৪৭
'নীল পীতোৎপলে রম্যে' এই সকল স্থলে নীল পীত পদের সহিত উৎপল পদের কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত নহে। পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে 'নীলপীতে চ উৎপলে চেতি' ইত্যাদি বিগ্রহ বাক্যস্থলে নীলোৎপল এবং পীতোৎপল রমণীয়—এইরূপ অন্বয়বোধের উপপত্তি প্রদর্শন (মূল ও বিবৃতি)	...	৪৮-৪৯
'ঘটানধিকরণম্' এই সকল মধ্যপদ প্রধান তৎপুরুষ সমাস বহুনাম গর্ভিত নহে কিংবা 'একত্রদ্বয়ম্' এই রীতিতে স্বকীয় অর্থের বোধক নহে, এই সাম্প্রদায়িক মত প্রদর্শন (মূল ও বিবৃতি)	...	৪৮-৪৯
'স্যাদেতৎ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে সমাস শক্তিবাদীর পুনরায় আশঙ্কা প্রদর্শন (মূল ও বিবৃতি)	...	৫০
'বৃত্ত্যেকদেশস্যার্থে' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উক্ত আশঙ্কার সমাধান (মূল)	...	৫১
বৃত্তি শব্দের একদেশ যে পদ তাহার অর্থে সম্বন্ধের কিংবা কারকের বোধক নহে এইরূপ বিভক্তির নিজ নিজ অর্থবোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা শূন্যত্ব প্রদর্শন এবং বাচস্পতিমিত্রায়া ইত্যাদি সমাসস্থলে বাক্ প্রভৃতি পদার্থে ষষ্ঠ্যন্ত মিত পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের আপত্তি নিরাস (বিবৃতি)	...	৫২
'চৈত্রস্য গুরুকুলম্', 'শরৈঃ শাতিত পত্রক' ইত্যাদি স্থলে 'গুরু' বা শাতন বৃত্তি শব্দের একদেশ হইলেও তত্তৎ পদার্থে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধের তৃতীয়া বিভক্তির অর্থকরণত্বের অন্বয়ের সর্ববাদিসিদ্ধত্ব প্রদর্শন	...	৫২
সমাসের ন্যায় ক্যচ্, কাঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ মাত্রের বৃত্তিশব্দত্ব কথন	...	৫২

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা



নিবেদন

মা জগদম্বার অহৈতুকী কৃপায় বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মহামনীষী জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত 'শব্দশক্তি প্রকাশিকার' তৃতীয় খণ্ড (সমাস প্রকরণ) মুদ্রিত হইল। সংস্কৃত অনুবাদ ও বিবৃতি সহ 'শব্দশক্তি প্রকাশিকার' সম্পাদনা কার্যে প্রথমতঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম.এ পি.আর.এস. মহোদয় এবং প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এম.এ.পি.এইচ.ডি. মহোদয় আমাকে এই দুরূহ কার্যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এইজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষদ্বয়কে কৃতজ্ঞতা সহকারে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ সংস্কৃত কলেজের প্রকাশন বিভাগের প্রধান (Editor) শ্রীযুক্ত ননীগোপাল তর্কতীর্থ এই প্রস্তাবিত গ্রন্থের প্রকাশনা কার্যে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন ইহার জন্য শ্রদ্ধেয় তর্কতীর্থ মহাশয়কেও কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার প্রিয় বৈবাহিক শ্রীরামরতন ভট্টাচার্য, প্রিয় ছাত্রীদ্বয় কল্যাণীয়া শ্রীমতী সবিতা দত্ত এম.এ. এবং কল্যাণীয়া শ্রীমতী গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. (গবেষণারতা) পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী, প্রুফ্‌ সংশোধন কার্যে সহায়তা করিয়াছেন এইজন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে ইঁহাদের কল্যাণময় সুদীর্ঘ জীবন ও অভ্যুদয় কামনা করি।

ইতি

সম্পাদক

ভূমিকা

মহানৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত শব্দশক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থের প্রকরণ সমূহের মধ্যে সমাসপ্রকরণ একটি অসাধারণ প্রস্থান। নামপ্রকরণের পরেই সমাসপ্রকরণ বিশদ্‌ভাবে গ্রন্থকার কর্তৃক পর্যালোচিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, পাণিনীয় ব্যাকরণ এবং অপরাপর কাতন্ত্রপ্রমুখ ব্যাকরণ সমূহে নাম প্রকরণের পরেই কারক প্রকরণ নিরূপণ করিয়া সমাস প্রকরণের নিরূপণ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ রীতি পরিত্যাগ করিয়া জগদীশ তর্কালঙ্কার কারক প্রকরণের নিরূপণ বর্জন করিয়া সমাসপ্রকরণের নিরূপণ করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য শব্দশক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থখানি ব্যাকরণশাস্ত্র নহে। জগদীশ প্রণীত এই গ্রন্থখানি ন্যায়দর্শনেরই একখানি প্রকরণ গ্রন্থ। কেননা, মহামনীষী গঙ্গেশোপাধ্যায় যে তৎকৃত তত্ত্বচিন্তামণি নামধেয় নব্যন্যায়ের আকর-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ প্রমাণকে উপজীব্য করিয়াই উক্ত মণিগ্রন্থ রচিত, আবার এই মণিগ্রন্থকে উপজীব্য করিয়া বিভিন্ন ন্যায়াচার্যগণ বহু প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কারকৃত 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' গ্রন্থখানিও মণিকারোক্ত খণ্ড চতুষ্টয়াত্মক-নব্যন্যায় গ্রন্থের একখানি অসাধারণ প্রকরণ গ্রন্থ—এ বিষয়ে বিদ্বৎ সমাজের কোন মতবিরোধ নাই। মণিকার শব্দখণ্ডের প্রথমে শব্দপ্রামাণ্য সম্বন্ধে মীমাংসক, বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অভিমত শব্দের অপ্রামাণ্য বিশদ্‌ভাবে আলোচনা পূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন, এবং বিশিষ্ট প্রমাণরূপে শব্দের প্রামাণ্য ব্যবস্থিত করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রস্থানসমূহ নিরূপণকালে জগদীশ তর্কালঙ্কার অন্ধভাবে মণিকারের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলেও মুখ্যতঃ শব্দচিন্তামণির এবং পাণিনি, কাতন্ত্র প্রভৃতি ব্যাকরণের রীতি অনুসরণক্রমেই শব্দশক্তি প্রকাশিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, নাম প্রকরণে (১) শব্দের প্রামাণ্য (২) সার্থক শব্দ (৩) প্রকৃতি (৪) প্রত্যয় (৫) নিপাত (৬) বাক্য (৭) নাম এবং (৮) রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ়, যৌগিকভেদে নামের চতুর্বিধ ভেদ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই নামও নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা, পারিভাষিকী সংজ্ঞা এবং ঔপাধিকী সংজ্ঞা রূপে ত্রিবিধ কীর্তিত হইয়াছে। নৈমিত্তিকী সংজ্ঞা রূপ নামের নিরূপণ প্রসঙ্গে মীমাংসক সম্মত জাতিশক্তিবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে অসাধারণ যুক্তিসহকারে ভট্ট, শ্রীকর, মণ্ডনাচার্য এবং প্রাভাকর সম্প্রদায়ের জাতিশক্তিবাদ পর্যালোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। এইভাবে পারিভাষিকী নাম পর্যালোচিত হওয়ার পরে লক্ষক নাম নিরূপণ প্রসঙ্গে লক্ষণারূপ বৃত্তির বিশদ্‌ভাবে নিরূপণের অনন্তর যোগরূঢ় নামের নিরূপণ করেন। উক্ত যোগরূঢ় নাম

নিরূপণের পরে যৌগিক নামের লক্ষণ এবং সমাস তদ্ধিতান্ত ও কৃদন্ত এই ত্রিবিধ যৌগিক নাম নিরূপণের প্রসঙ্গে সমাসরূপ যৌগিক নামটি প্রথম উল্লিখিত হওয়ায় নাম নিরূপণের পরে প্রস্তাবিত যৌগিক নামের উপপাদকত্বরূপ উপোদ্‌ঘাত সঙ্গতির মাধ্যমে সমাসের নিরূপণ করিয়াছেন। সমাস নিরূপণের পরে তদ্ধিতান্ত ও কৃদন্তনামের নিরূপণ করা হইবে। সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্রে কারকের পরে সমাস নিরূপিত হইলেও শব্দশক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থের ক্রম অনুসারে নাম নিরূপণের পরেই সমাস নিরূপণ করা সঙ্গত হইয়াছে।

এই সমাস প্রকরণের প্রারম্ভে মহাবাক্যঘটিত সমাসের সামান্য লক্ষণ করা হইয়াছে।[১] উক্ত সমাসের সামান্য লক্ষণটি বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে মহাবাক্য কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাবাক্যটির অর্থ বিবৃত করিবার জন্য প্রথমে স্ব-ঘটক অনেক নাম-লভ্য তাদৃশ অর্থ বোধকবাক্যকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে যাদৃশ আনুপূর্বী বিশেষ নিজের অন্তর্গত অনেক নাম লভ্য যাদৃশ বিশিষ্টার্থ বিষয়ক বোধগতজন্যতা নিরূপিত জনকতাবচ্ছেদক হয় তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট শব্দত্বই হইবে তথাবিধ অর্থে মহাবাক্যত্ব। এইভাবে মহাবাক্যত্ব নিরূপণের পরে বাক্যগত মহত্ত্ব কি ইহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন প্রকৃত্যর্থ মাত্রাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক অন্বয়-বোধের প্রতি অযোগ্যত্বই সমাসপ্রকরণে বাক্যগত মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

সমাসশব্দটির ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় কোনও কোনও শাব্দিকগণ 'সমসনং সমাসঃ' এইরূপ ভাববাচ্যে বিহিত ঘঞ্‌ প্রত্যয়ান্ত সমাসপদটির সংক্ষেপ অর্থাৎ অনেক পদের একপদীভাবকেই সমাসপদের অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। আবার কোনও সম্প্রদায় "অকর্তরি চ কারকে" এই পাণিনীয় সূত্র অনুসারে সমাস পদটি কর্মবাচ্যে বিহিত ঘঞ্‌ প্রত্যয়ান্ত বলিয়াছেন।[২] কলাপ ব্যাকরণের 'কবিরাজ' নামক ব্যাখ্যাকার সুষেণ আচার্য বলেন "সমসনং সমাসঃ সংক্ষেপঃ, একার্থীভাবাপন্ন ইতি যাব'দিতি। নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। যেই সমাসের বিগ্রহবাক্য সম্ভব নহে সেই সমাসকেই নিত্য সমাস বলা হইয়াছে। যেমন কৃষ্ণসর্প, লোহিতশালি প্রভৃতি। 'কৃষ্ণসর্প' এই সমস্ত পদসমূহ কেবলমাত্র কৃষ্ণবর্ণসর্পের বোধক নহে পরন্তু বিজাতীয় বিষধর সর্প (কেউটে সাপ) এই নিত্য সমাস হইতে অবগতি হইয়া থাকে। যদি 'কৃষ্ণশ্চাসৌ সর্পশ্চেতি' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে 'কৃষ্ণসর্প' এই সমস্তপদটি নিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে উক্ত 'কৃষ্ণসর্প' এই সমাস হইতে কেবলমাত্র কৃষ্ণবর্ণ সর্পেরই বোধ হইবে বিজাতীয় বিষধর সর্পের নহে।

'নীলোৎপলম্‌', 'রাজপুরুষঃ'—এই সকল সমাস নীলঞ্চ তদ্‌ উৎপলঞ্চেতি এবং রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন হওয়ায় নীলোৎপলম্‌ বা রাজপুরুষঃ এই সকল

১। যাদৃশস্য মহাবাক্যস্যান্তস্থাদিনিজার্থকে।
যাদৃশার্থস্য ধীহেতুঃ স সমাসস্তদর্থকঃ ॥

২। "প্রাক্‌ কডারাৎ সমাসঃ" এই সূত্রের টীকা।

সমাসকে অনিত্যসমাস বলা হইয়াছে। এই অনিত্য সমাসকে বৈকল্পিক সমাসরূপেও অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ বাক্য যেরূপ সমাসরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ বাক্যরূপে ও নীলমুৎপলম্ বা রাজ্ঞঃ পুরুষ এইরূপ বিগ্রহবাক্যরূপেও অবস্থিত থাকে। পাণিনীয় সূত্রের কাশিকা বৃত্তিকার শাব্দিক জয়াদিত্যের মত-অনুসারে সমাসের অন্তর্গত নামসমূহের বিভক্তিমাত্র প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে সমাস-লভ্য অর্থের অবোধ এবং বোধ প্রযুক্ত নিত্য এবং অনিত্য সমাস হইবে।[১] জগদীশতর্কালঙ্কার এই মত অনুসরণ করিয়া 'কৃষ্ণসর্প' 'নির্মক্ষিক' 'অসুর' প্রভৃতি সমাসকে নিত্যসমাস এবং 'রাজপুরুষ' 'পূর্বকায়' ইত্যাদি সমাসকে অনিত্যসমাসরূপে অভিহিত করিয়াছেন।

"স্ফুরদ্‌বাণী, চলচ্চিত্র" এই সকল কর্মধারয় সমাসও অনিত্যসমাস। কারণ উক্ত সমাসে স্ফুরদভিন্ন অংশ ও চলদভিন্ন অংশ উদ্দেশ্য কোটিতে অন্তর্ভুক্ত হইলেও স্ফুরন্তী বাণী ইত্যাদি বিগ্রহে বাণী বিধেয়ক বোধের জনকত্ব না থাকিলেও স্ফুরদভিন্ন বাণী প্রভৃতিতে একত্ব সংখ্যার বোধকত্ব গৃহীত হওয়ায় সমাসার্থের বোধক হইয়াছে। "স্ফুরন্তীং বাণীং" ইত্যাদি বাক্যই উক্ত স্থলে বিগ্রহবাক্য হইতে পারে কেননা, বিগ্রহবাক্যেই সমাসলভ্য অর্থের বোধকত্ব স্বীকৃত কিন্তু সমাসে বিগ্রহ বাক্যের অর্থবোধকত্ব স্বীকৃত নহে। কারণ বিগ্রহ বাক্যলভ্য যে লিঙ্গ ও সংখ্যা তাহার ব্যঞ্জক বৈধুর্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সমাসে, লিঙ্গ ও সংখ্যার বোধক প্রায়শঃ না থাকায় সমাস হইতে বিগ্রহ বাক্যজনিত লিঙ্গ ও সংখ্যার বোধ হইতে পারে না। যদি সমাসে লিঙ্গ ও সংখ্যার ব্যঞ্জক থাকে তাহলে কিন্তু তাদৃশ সমাস হইতেই লিঙ্গ ও সংখ্যার অবগতি হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায় "জরতী চিত্রগুর্জনঃ", "প্রিয়ত্রিষা পুরুষঃ" ইত্যাদিস্থলে স্ত্রীবিহিত ঙীপ্ প্রত্যয় হওয়ায় এবং ত্রিস্ আদেশ যথাক্রমে লিঙ্গ ও সংখ্যার ব্যঞ্জক হওয়ায় 'জরতী চিত্রগুর্জনঃ' এবং 'প্রিয়ত্রিষা পুরুষঃ' এই উভয় বাক্য হইতে স্ত্রীত্বের অবগতি হইবে এবং 'অক্ষপরি' 'শলাকাপরি' 'প্রিয়যুবয়া' 'হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদিস্থলে 'অক্ষ' এবং 'শলাকা' উভয়ের একত্ব সংখ্যা গৃহীত হইলেই অব্যয়ীভাব সমাসের এবং 'যুষ্মদ্' এবং 'অস্মদ্' পদের দ্বিত্বরূপ অর্থ গৃহীত হইলেই যুব এবং আব আদেশ হইয়া থাকে। 'হস্ত্যশ্বম্' এখানেও সেনাঙ্গগত বহুত্বসংখ্যা প্রতীয়মান হইলেই সমাহার দ্বন্দ্ব বিহিত হওয়ায় উক্ত সমাস চতুষ্টয় হইতে একত্ব বা দ্বিত্ব বা বহুত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহার অনুকূলে প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায় বলেন "সংখ্যা তু ব্যঞ্জকাভাবাৎ অব্যক্তা প্রাতরাদিবৎ। যত্র তু ব্যঞ্জকং কিঞ্চিৎ তত্র সংখ্যা প্রকাশতে, শলাকাপরি হস্ত্যশ্বং পূর্বকায়োঽর্ধপিপ্পলী" ইতি। পূর্বপ্রভৃতির এবং অর্ধ পদার্থের ঙস্ বিভক্তির অর্থ একত্বকে অন্তর্ভাব করিয়াই অবয়বির সহিত তৎপুরুষ সমাস ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ স্বীকৃত হয়। সরসিজ এবং কণ্ঠেকাল এই সকল অলুক্ সমাসে সুপ্ বিভক্তি হইতে সংখ্যার অবগতি স্বীকার করিলেও কোনও ক্ষতি নাই। অবশ্য

১। বিভক্তিমাত্র প্রক্ষেপাদ্ নিজান্তর্গতনামসু।
স্বার্থস্যাবোধবোধাভ্যাং নিত্যানিত্যসমাসকৌ ॥ (জয়াদিত্য)

মহাভাষ্যকার সমাসশক্তিবাদি পতঞ্জলির মতে সরসিজ ও কণ্ঠেকাল এই অলুক্ সমাস হইতে সংখ্যার অবগতি হইবে না।

শব্দশক্তি প্রকাশিকার গ্রন্থকার কর্মধারয় (১) দ্বিগু (২) তৎপুরুষ (৩) অব্যয়ীভাব (৪) বহুব্রীহি (৫) ও দ্বন্দ্ব (৬) এই ষড়্‌বিধ সমাস বলিয়া উপপদ সমাস তৎপুরুষ হইতে অতিরিক্ত স্বীকৃতি পক্ষে সমাস সপ্তবিধ হইবে বলিয়াছেন। বাভট্ট প্রমুখ প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায় পূর্ব-মধ্য-অন্ত্য-সর্ব ও অন্যপদের প্রাধান্য প্রযুক্ত পঞ্চবিধ সমাস স্বীকার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যথা প্রাপ্তকায়, অর্দ্ধপিপ্পলী, পূর্বকায় প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাস। উপকুম্ভম্ ইত্যাদি অব্যয়ীভাব ও পুরুষসিংহ ইত্যাদি কর্মধারয় পূর্বপদপ্রধান। এবং ঘটানধিকরণ. প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ইত্যাদি তৎপুরুষ মধ্যপদপ্রধান। রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ. নীলোৎপলমিত্যাদি কর্মধারয়, দ্বিগার্গ্যং ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাস অন্ত্যপদপ্রধান, ধব-খদির-পলাশাঃ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাস সর্বপদপ্রধান এবং আরূঢ়বানরো বৃক্ষঃ ইত্যাদি বহুব্রীহি এবং খলে যবং ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাস অন্যপদপ্রধান বুঝিতে হইবে।

এইভাবে সমাসের অন্তর্গত পদার্থের ভেদপ্রযুক্ত পদের ভেদনিবন্ধন বাভট্ট প্রমুখ প্রাচীন বৈয়াকরণ সম্প্রদায় পঞ্চবিধ সমাস বলেন।

সমাসশক্তিবাদি পতঞ্জলির মত পাণিনিব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি এবং অপরাপর বৈয়াকরণ সম্প্রদায় নীলোৎপলম্, রাজপুরুষঃ, ইত্যাদি সমাসে স্বতন্ত্রশক্তি স্বীকার করেন। অর্থাৎ এই সকল মতে নীলমুৎপলম্ এই অসমস্ত বাক্যটি নীলোৎপলং এই সমাসে পর্যবসিত হয় না। কারণ বৈয়াকরণ মতে ব্যাসবাক্য হইতে সমস্তবাক্য অর্থাৎ সমাস ভিন্ন, অতএব নীলমুৎপলং, রাজ্ঞঃ পুরুষ ইত্যাদি বাক্য হইতে ঐ সকল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের শক্তি বা লক্ষণারূপ বৃত্তি হইতে প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতিক্রমে বিশেষ্য বিশেষণভাবে বাক্যার্থ গোচর অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। নীলোৎপলং এই সকল সমস্তবাক্যটি কিন্তু বিগ্রহবাক্য হইতে স্বতন্ত্র শব্দ, সুতরাং বিগ্রহ বাক্যার্থ বোধের রীতিতে বাক্যার্থ বোধ হইবে না। পরন্তু—নীলোৎপল শব্দের নীলোৎপলত্বাবচ্ছিন্নে শক্তিগ্রহ হইতে নীলোৎপলসমুদায়ের উপস্থিতিক্রমে নীলোৎপলবিষয়ক শাব্দবোধ স্বীকৃত হইবে। অতএব বৈয়াকরণমতে বিশেষ্যতাসম্বন্ধে নামার্থ মাত্রকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধমাত্রের প্রতিনামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী যে বিভক্তি তাহার দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ এইপ্রকার একটিমাত্র লঘুকার্যকারণভাব কল্পনা করেন। নৈয়ায়িকসম্প্রদায় কিন্তু উক্তকার্যকারণভাবের অন্তর্গত কার্যতাবচ্ছেদক কোটিতে প্রকারতাতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিয়া "নীলমুৎপলম্" ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত 'নীলম্' এই নীল পদার্থ প্রকার অমাদি বিভক্তির অর্থবিশেষ্যক অন্বয় বোধের উপপত্তি করেন। অতএব সমাস ও ব্যাস বাক্যের তুল্যার্থকত্ববাদি নৈয়ায়িকমতে তাদৃশ কার্যকারণভাব স্বীকারের ফলে গৌরব স্বীকার করিতে হয়। এই সমাস শক্তিবাদ ব্যবস্থিত করিবার জন্য—ভর্তৃহরি বলেন;
'অবুধানপ্রত্যুপায়াশ্চ বিহিতাঃ প্রতিপত্তয়ে। শব্দান্তরত্বাদত্যন্তং ভেদো বাক্যসমাসয়োঃ'॥
অর্থাৎ অবোধগণের বোধের অনুকূল উপায় সমূহ (মৎ কর্তৃক) পূর্বে অভিহিত হইয়াছে।

যেহেতু বিগ্রহবাক্য হইতে সমাস বাক্যান্তর অতএব বিগ্রহবাক্য ও সমাস এই উভয়ের আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

এই সমাস শক্তিবাদ খণ্ডন করিবার জন্ম জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেন, সমাস শক্তিবাদি বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের এইমত সমীচীন নহে, কারণ নীলোৎপলম্ ইত্যাদি সমাসস্থলে, সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়ি নিশ্চয় না থাকা কালেও নীল প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতি-ক্রমে উৎপল পদার্থে নীল পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ। অতএব উক্ত অন্বয়বোধের অনুরোধে নীলমুৎপলম্ ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে নীলপদার্থের অন্বয়ের অনুরোধে তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন নীলপ্রকারতাক অন্বয় বুদ্ধির প্রতি নামোত্তর বিভক্তি জন্য উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ, সুতরাং কার্যতাবচ্ছেদক কোটিতে প্রকারতাতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্বনিবেশ নিবন্ধন গৌরব প্রমাণ সিদ্ধ হওয়ায় দূষণীয় নহে। যদি কার্যকারণভাবের অনুকূল তাদৃশ গৌরব সমাসশক্তিবাদি বৈয়াকরণ সম্প্রদায়, স্বীকার না করেন তাহা হইলে—

বৈয়াকরণ সম্প্রদায় যেরূপ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে নামার্থ প্রকারক বুদ্ধির প্রতি নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তি বিভক্তিজনিত অর্থের উপস্থিতিকে কারণ কল্পনা করেন, প্রতিবন্ধিরূপে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে ও বিশেষ্যতা সম্বন্ধে নামার্থ প্রকারক বোধ সামান্যের প্রতি নামের উত্তরবর্তিনামজনিত উপস্থিতিকে কারণ কল্পনা করিয়া 'নীলমানয়' ইত্যাদিস্থলে নীলরূপ নামার্থের আধেয়ত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে অন্বয়বোধ স্বীকার না করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত নীলপদের নীলবিশিষ্ট কর্মত্বে সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়ি কল্পিত হইবে কেন? এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় যে বলেন নামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি নামোত্তরবিভক্তিজনিত উপস্থিতিই কারণ নামোত্তর নামজনিত উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ নহে এবিষয়ে কোনরূপ বিনিগমনাও অনুভবসিদ্ধ নহে। এইভাবে আরও বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা সমাস শক্তিবাদি বৈয়াকরণ মত খণ্ডন করিয়া জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রৌঢ় যুক্তির মাধ্যমে সমাস ও ব্যাসবাক্যের তুল্যার্থকত্ব সাধন করিয়াছেন।

কর্মধারয় সমাস

শব্দশক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার, একটি পদের অর্থে অপর পদার্থের তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্বয়বোধের যোগ্য ক্রমিক নামদ্বয়কে কর্মধারয় সমাস বলিয়াছেন।[১] সর্ববর্মাচার্য, পদে তুল্যাধিকরণে সমাসঃ কর্মধারয়ঃ এই সূত্রের মাধ্যমে কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ করিয়াছেন।

১। ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেঽন্যার্থবোধকম্।
তাদাত্ম্যেন ভবেদেষ সমাসঃ কর্মধারয়ঃ॥
(শব্দশক্তি প্রকাশিকা, কর্মধারয় সমাস লক্ষণ)

পাণিনীয় ব্যাকরণে কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসে এবং দ্বিগুসমাসকে কর্মধারয় সমাসে এবং কাতন্ত্র ব্যাকরণে কর্মধারয় এবং দ্বিগু সমাসকে তৎপুরুষ সমাসে অন্তর্ভাব করা হইয়াছে।

সুতরাং এই সকল বৈয়াকরণ মতে তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব মুখ্যতঃ এই চারিটি সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব কর্মধারয় সমাসও তৎপুরুষের অন্তর্গত হওয়ায় স্বতন্ত্র সমাস নহে। দ্বিগু সমাসের ও স্বতন্ত্র সত্তা না থাকায় কর্মধারয়, আবার কর্মধারয়ও তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত। শুধু ইহাই নহে উপপদ সমাস নামে যে একটি সমাস স্বীকৃত হয়, এই সমাসও ব্যাকরণে উপপদ তৎপুরুষ নামেই খ্যাত, স্বতন্ত্র নহে। পাণিনি ব্যাকরণে বলা হইয়াছে "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্মধারয়ঃ" অর্থাৎ সমস্যমান তৎপুরুষ সমাসের পদদ্বয় যদি সমানাধিকরণ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে একই অর্থের প্রতিপাদক হয় তাহাকে কর্মধারয় সমাস বলে। কাতন্ত্র ব্যাকরণেও সূত্রকার "পদে তুল্যাধিকরণে বিজ্ঞেয়ঃ কর্মধারয়ঃ' এইরূপ কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ করিয়াছেন। পঞ্জিকাকার ত্রিলোচন দাস প্রমুখ ঐ সূত্রটির অর্থ করিয়াছেন—'পদে তুল্যাধিকরণে' এখানে তুল্যা মাতা বলিলে যেরূপ একই মাতা এইরূপ অর্থ বোধগম্য হয় 'পদে তুল্যাধিকরণে' এখানেও তুল্য শব্দটি একরূপ অর্থের বোধক, এবং অধিকরণ শব্দটির মাধ্যমে 'অর্থ' এইরূপ অর্থগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং 'পদে তুল্যাধিকরণে' এই অংশের ঘটক পদদ্বয় তুল্যাধিকরণ অর্থাৎ একই অর্থের বোধক হইলে উক্ত (ক্রমপ্রযুক্ত) পদদ্বয় কর্মধারয় সমাস। আমাদের মনে হয় জগদীশ তর্কালঙ্কার এই সকল বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের সূত্রোক্ত কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ মনে রাখিয়া 'ক্রমিকং যন্নামযুগং' ইত্যাদি শ্লোকের মাধ্যমে এবং বিবরণ গ্রন্থের মাধ্যমে পরিস্কৃত কর্মধারয় লক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক কর্মধারয় লক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় সমূহ বিবৃত করিয়াছেন। তবে ইহাও নিশ্চিত ন্যায়মতাবলম্বী জগদীশ তর্কালঙ্কার, কর্মধারয় এবং দ্বিগুকে মুখ্যসমাসরূপে গ্রহণ করিয়া তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব সমাসকে গ্রহণ করিয়া মুখ্যসমাস ষড়্‌বিধ ব্যবস্থিত করিয়াছেন।[১] জগদীশ আরও বলেন, যদি উপপদ সমাস তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত না হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত উপপদ সমাসকে গ্রহণ করিয়া সমাস সপ্তবিধ স্বীকার করা হইবে, ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের নৈয়ায়িক সম্মত সিদ্ধান্ত।

দ্বিগু সমাস

সংখ্যেয়রূপ অর্থের বাচক দ্বি, ত্রি প্রভৃতি শব্দের অব্যবহিতোত্তরবর্তী যে নামটি নিজের অর্থকে বিশেষ্যরূপে এবং দ্বি ত্রি প্রভৃতি পদের সংখ্যেয় অলক্ষ্যার্থকে তাদাত্ম্য

১। বৈয়াকরণ সম্প্রদায় যে কর্মধারয় সমাসকে তৎপুরুষ সমাসে এবং দ্বিগু সমাসকে তৎপুরুষ সমাস বলেন ঐ তৎপুরুষত্বব্যপদেশ, শব্দসংস্কারের অনুকূল গৌণ তৎপুরুষ মুখ্য তৎপুরুষ নহে।

সম্বন্ধে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্য হইবে, উক্ত সংখ্যার বোধক দ্বি ত্রি বিশিষ্ট উক্ত নামটি তাদৃশ অর্থে দ্বিগু সমাস হইবে।[১]

তদ্ধিতার্থ দ্বিগু

এই দ্বিগুসমাস তদ্ধিতার্থ, উত্তরপদ এবং সমাহার ভেদে ত্রিবিধ। যে দ্বিগুসমাস নিজের অব্যবহিতোত্তরবর্তি তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে সম্বদ্ধ হইয়া স্বকীয় অর্থের বোধক হয় সেই দ্বিগুসমাস তদ্ধিতার্থ দ্বিগু নামে অভিহিত হইবে। দুইটি মুদ্রা দ্বারা ক্রীত এই অর্থে দ্বিমুদ্রো বৃষঃ, দুইবৎসর হইতে অভিন্ন এই অর্থে দ্বিবর্ষা গৌঃ, দুইটি কুশের দ্বারা নির্মিত এই অর্থে 'দ্বিদলং পবিত্রম্' এই সকল তদ্ধিতার্থ দ্বিগুর উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে কাতন্ত্র পরিশিষ্টকারের মতে—'দ্বিমুদ্রো বৃষ' ইত্যাদি—যেই দ্বিগু স্থলে ঠক্ প্রভৃতি লুপ্ত তদ্ধিত প্রত্যয় ক্রীতাদি অর্থে লাক্ষণিক হইবে সেই দ্বিগু তদ্ধিতার্থ দ্বিগু বলা হইয়াছে। জগদীশ উক্ত উভয় মতের সমর্থন করেন এবং ভাষ্যকারের মতে দোষ প্রদর্শন করেন।

উত্তরপদ দ্বিগু

যে দ্বিগুসমাস নিজের অন্তর্গত দুইটি নামের সহিত সাকাঙ্ক্ষ অপর একটি নামের দ্বারা ঘটিত বহুব্রীহি প্রভৃতি কোন একটি সমাসান্তরের অন্তর্গত হয় সেই দ্বিগু সমাস উত্তর-পদ দ্বিগু সমাস নামে অভিহিত হয়। যথা পঞ্চ গাবো ধনমস্য এইসকল বিগ্রহ হইতে পঞ্চগবধনঃ পুরুষঃ এই সকল স্থানে বহুব্রীহি সমাসে নিবিষ্ট পঞ্চ গব প্রভৃতি উত্তর পদ দ্বিগু সমাস হইবে।

সমাহার দ্বিগু

যে দ্বিগু সমাসে নিজের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের সমাহাররূপ অর্থে যে দ্বিগু সমাসের অন্তিম নামটি লাক্ষণিক হইবে—সেই দ্বিগু সমাহার দ্বিগু নামে অভিহিত হইবে।

"পঞ্চপুলী" এখানে পঞ্চাভিন্ন পুলগত যে সমাহার তাহাই পুলশব্দের লাক্ষণিক অর্থ হইয়াছে। সমাসরূপ বাক্যে শক্তি যথাকার লক্ষণাও স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব 'পঞ্চপুলী' এখানে দ্বিগু পঞ্চশব্দের পরবর্তী পুল শব্দটি পঞ্চাভিন্ন পুলরূপ যোগ লভ্য পদার্থের সমাহার অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় পঞ্চপুলী প্রভৃতিতে সমাহার দ্বিগুর লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

এইভাবে ত্রিবিধ দ্বিগু সমাসের লক্ষণ এবং লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার পরে ৩৮ সংখ্যক কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের মাধ্যমে গ্রন্থকার সমাহার দ্বিগুর লক্ষণান্তর করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে 'পঞ্চপুলী' এই সমাহার দ্বিগু হইতে সমাহার অর্থের বোধ হইবে

১। সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুঃ (পাণিনিঃ)। সংখ্যাপূর্বো দ্বিগুরিতি জ্ঞেয়ঃ। (কাতন্ত্রম্)

না, কিন্তু পঞ্চসংখ্যাক পুল মাত্রেরই বোধ হইবে। কারণ পঞ্চপুলী—ইত্যাদিস্থলে সমাহার বোধ হইলে 'পঞ্চপুলীং ছিনত্তি' এখানে অনিয়ত একত্ব বুদ্ধিজনিত সমুদায়স্বরূপ যে সমাহার তাহার ছেদন সম্ভবপর নহে বলিয়া উক্ত ছেদন ক্রিয়ার কর্মত্ব সমাহারে বাধিত হওয়ায় উক্ত বাক্যটি নিরাকাঙ্ক্ষ ও অযোগ্য, সুতরাং প্রমাণ হইতে পারে না, পুল প্রভৃতিতে পঞ্চত্ব বা বহুত্ব সংখ্যা থাকিলেও 'রামদারা মৈথিলী' ইত্যাদি বাক্যস্থলে একত্ব বিশিষ্ট রামপত্নী মৈথিলীর বিশেষণ হইলেও দারাশব্দের পরবর্তি জস্‌বিভক্তির দ্বারা যেরূপ বহুত্বসংখ্যা বিবক্ষিত নহে দারাশব্দটি বহুবচনান্ত বলিয়া আনুশাসনিক বহুবচন স্বীকৃত হয়—তদ্ রূপ 'পঞ্চপুলীং ছিনত্তি' এখানেও পুলগত পঞ্চত্ব বা বহুত্বসংখ্যা বিবক্ষিত হইলেও আনুশাসনিক একবচনের উপপত্তি হইবে। এই সকল সূক্ষ্ম বিবেচনার ফলে প্রস্তাবিত দ্বিগুর নাম সমাহার দ্বিগু হইলেও উক্ত সমাহার দ্বিগু সমাস হইতে সমাহার রূপ অর্থের বোধ হইবে না। এইজন্য সমাহার গর্ভিত লক্ষণটি পরিত্যাগ করিয়া তদ্ধিতার্থ এবং উত্তরপদ দ্বিগু ভিন্ন যে দ্বিগু তাহাই সমাহার দ্বিগু সমাস নামে পরিচিত হইবে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় মূল ও বিবৃতিতে পর্যালোচিত হইয়াছে।

তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসটি নিজের অন্তর্গত কোনও পদের অর্থ গত সুপ্‌ বিভক্তির অর্থের দ্বারা বিশেষিত অপর পদার্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য হয় সেই সমাস তাদৃশ পদার্থ সম্বন্ধ অপর পদার্থ গোচর অন্বয়বোধের অনুকূল তৎপুরুষ সমাস হইবে।

গ্রামং গতঃ এই বিগ্রহ বাক্য হইতে 'গ্রামগত' তৎপুরুষ সমাসটি গ্রামপদার্থ গত কর্মত্বরূপ সুপ্‌ বিভক্তির অর্থের দ্বারা বিশিষ্ট গতি ক্রিয়া বিষয়ক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য হওয়ায় গ্রামগত এই বাক্যটি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ হইবে। এইভাবে তৃতীয়াদি তৎপুরুষেও লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। তৎপুরুষ সমাসস্থলে প্রায়শঃ দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ ধাতুর অর্থে অন্বিত হইয়া সমাসের ঘটক হইবে। গ্রামং গত এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন গ্রামগত এখানে গ্রামগত কর্মত্ব, নিরূপকত্ব সম্বন্ধে গতি ক্রিয়াতে, এবং চৈত্রেণ নীতঃ চৈত্রনীত এই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসস্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ চৈত্রগতকর্তৃত্ব নীত এই নয়নক্রিয়াতে অন্বিত হইবে। পীঠং পরিতঃ, পুণ্যেন সুখম্‌ ইত্যাদিস্থলে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ ক্রিয়াতে অন্বিত না হওয়ায় কোনও সম্প্রদায় তৎপুরুষ স্বীকার করেন না। আবার বিশেষবিধি অনুসারে 'বর্ষসুখম্‌' 'লোষ্ট্রকাণঃ' এই সকল স্থলে বিভক্তির অর্থ ক্রিয়াতে অন্বিত না হইলেও তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হইয়া থাকে। ফলকথা প্রয়োগ অনুসারেই তৎপুরুষ সমাস কল্পনা করিতে হইবে।

জগদীশ তর্কালঙ্কার, 'অঘটঃ পটঃ' "অসুরো দৈত্যঃ" এই সকল নঞ্‌ নিপাত ঘটিত সমাসস্থলে নঞ্‌ নিপাতের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থে, প্রতিযোগিত্ব প্রভৃতি ভেদ সম্বন্ধে সর্ববাদি সম্মত অন্বয়বোধকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া 'গ্রামগতঃ' 'রাজপুরুষঃ' এইসকল

স্থলেও কর্মত্ব স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অন্বয়বোধের উপপত্তি করিয়াছেন। যদি গ্রামগত ইত্যাদি স্থলে কর্মত্ব প্রভৃতির ভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে নঞ্‌ঘটিত তৎপুরুষ সমাস সমূহে তৎপুরুষ সমাস লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। এই প্রসঙ্গে জগদীশ আরও বলেন প্রসজ্য নঙ্‌নিপাতের সহিত ঘটাদিপদের অঘটম্ এই আকারের অব্যয়ীভাব সমাসই স্বীকৃত হইবে। এই সিদ্ধান্ত প্রাচীন সম্মত হইলেও পক্ষধর মিশ্র কিন্তু 'ঘটস্য অভাবঃ' এইরূপ অর্থে প্রসজ্য নঞ্‌নিপাতের সহিত ঘটাদিপদের অঘটঃ এই আকারের তৎপুরুষ সমাসই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাসের অনুকূলে আচার্য উদয়নের 'বাদিনামবিবাদঃ' এই প্রয়োগকে প্রমাণরূপে পরিগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে 'গ্রামগত' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামপ্রভৃতি পদের গ্রামকর্মত্বাদিরূপ লাক্ষণিক অর্থ পরিহার করিয়া কর্মত্ব প্রভৃতিকে সংসর্গ মর্যাদায় ভান স্বীকার করিলে, "অনয়ৈব ঋচা নিষাদস্থপিতং যাজয়েৎ" এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত নিষাদস্থপতি এই বাক্যটি তৎপুরুষ সমাস অথবা কর্মধারয় সমাস হইবে? এইরূপ প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়া "মুখ্যে শব্দস্বরসঃ" অর্থাৎ কোনও রূপ বাধক না থাকিলে মুখ্যার্থেই শ্রুতির প্রামাণ্য হইয়া থাকে পরন্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রমাণিত নহে—এইরূপ লক্ষ্যার্থে শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হইবে না। অতএব নিষাদ স্থপতি এই সকল কর্মধারয় স্বীকৃত হইবে তৎপুরুষ নহে। কর্মধারয় পক্ষে বিরুদ্ধবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ উক্ত মীমাংসক সিদ্ধান্ত অনুসারে মীমাংসক মত স্বীকৃত হইলে "অনয়ৈব ঋচা নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" এই সকল স্থলে অপূর্ব বিদ্যার প্রয়োগ কল্পনা নিবন্ধন গৌরব অপরিহার্য হইবে। অতএব 'নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' এইসকল স্থলে নিষাদস্য স্থপতিঃ নিষাদস্থপতিঃ এইরূপ তৎপুরুষ সমাস গৃহীত হওয়াই সমীচীন হইবে। তৎপুরুষ সমাস গৃহীত হওয়ার ফলে নিষাদস্থপতি এই সমাস হইতে বেদের অধিকারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় গৃহীত হওয়ায় অপূর্ববিদ্যার প্রয়োগ নিবন্ধন যে গৌরব তাহাও পরিহার করা সম্ভবপর হইবে। আমাদের মনে হয় ইহাই জগদীশ তর্কালঙ্কারের গূঢ় অভিপ্রায়। তৎপুরুষ সমাসেও স্থলবিশেষে উত্তরপদ পরে থাকিলেও পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না। এইজন্য এই সকল সমাসকে অলুক্ সমাস বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে যুধিষ্ঠিরঃ, বনেচরঃ, আত্মনেপদম্, দেবানাং প্রিয়ঃ, পরস্মৈপদম্, কর্ণে জপঃ, অন্তেবাসী ইত্যাদি গৃহীত হইবে।

অব্যয়ীভাব সমাস

যেই সমাসে নিজের উত্তরপদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থবিশেষিত স্বকীয় অর্থের বোধক অব্যয় (অংশ) পূর্বপদ হইবে সেই সমাস তাদৃশবিশিষ্টার্থবোধের অনুকূল অব্যয়ীভাব সমাস হইবে।[১]

১। পূর্বপদার্থপ্রধানোঽব্যয়ীভাবঃ ইতি পাণিনিঃ। পূর্বং বাচ্যং ভবেদ্ যস্য সোঽব্যয়ীভাব ইষ্যতে ইতি কাতন্ত্রম্।

"উপকুম্ভম্, নির্মক্ষিকম্" ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ।

শলাকাপরি, দ্বিগার্গ্যম্, দ্বিদণ্ডি ইত্যাদিস্থলে সমাসের অন্তর্গত পূর্বপদ অব্যয় না হওয়ায় ঐ সকলস্থলে অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে এইজন্য গ্রন্থকার, উক্ত লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণান্তর করিতেছেন :—

অমাদেশ ব্যতিরেকে শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তির নিজ অর্থে যে সমাসার্থের বোধক হয় না সেই সমাস অব্যয়ীভাব সমাস হইবে।

অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অন্তর্গত ষষ্ঠীবিভক্তির অংশে শ্রূয়মাণ বিশেষণটি না দিলে, 'কৃতয়োরেকাঙ্কান্যথা পাতনয়ো নিষ্ফলত্বম্' এইরূপ অর্থে কৃতয়োরঙ্কপরিব্যর্থত্বম্ এই প্রকার অব্যয়ীভাব সমাসে লুপ্ত ষষ্ঠীবিভক্তি নিজ অর্থে সম্বন্ধে সমাসার্থপ্রকারক অন্বয়-বোধের স্বরূপযোগ্য হওয়ায় উক্ত অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি হইবে। অতএব উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য ষষ্ঠীবিভক্তিতে 'শ্রূয়মাণ' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে।

যদি অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অন্তর্গত 'শ্রূয়মাণ ষষ্ঠীবিভক্তিতে 'অমাদেশং বিনা' এই বিশেষণটি না দেওয়া হয় তাহা হইলে, 'স্নিগ্ধস্য গঙ্গাসমীপস্য পাবিত্র্যম্' এইরূপ অর্থে 'স্নিগ্ধস্য উপগঙ্গং পবিত্রম্' এই অব্যয়ীভাব সমাসে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে, কারণ, শ্রূয়মাণ ষষ্ঠীবিভক্তির নিষ্ঠত্বরূপ অর্থে গঙ্গাসমীপরূপ সমাসার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি শ্রূয়মাণ ষষ্ঠীবিভক্তি স্বরূপযোগ্য হইয়াছে। অতএব উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য 'অমাদেশং বিনা' এই অংশটিকে ষষ্ঠীবিভক্তির বিশেষণরূপে নিবেশ করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় মূল ও বিবৃতিতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

বহুব্রীহি সমাস

যে সমাস স্বপদার্থ গর্ভিত সম্বন্ধিত্বপ্রকারক অন্বয় বোধের যোগ্য এবং নিরূঢ় লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারা 'স্ব'পদার্থের জ্ঞাপক কোনও শব্দের দ্বারা যুক্ত হইবে, সেই সমাস, স্বপদার্থ-গর্ভিত সম্বন্ধিরূপ অর্থের বোধক বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে।[১]

'আরূঢ়ো বানরো যম্' এই বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন 'আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ' এই বহুব্রীহিসমাস স্বকর্মক আরোহণ কর্তৃ বানরসম্বন্ধিত্বরূপ স্বপদার্থ গর্ভিত সম্বন্ধিত্বপ্রকারক বৃক্ষবিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় এবং নিরূঢ় লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা 'স্ব' এই অংশের বোধক 'আপূর্বক রুহধাতু অথবা বানর পদটির দ্বারা ঘটিত হওয়ায় তাদৃশ অর্থবোধের অনুকূল বহুব্রীহি সমাস হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে মণিকারের মতে 'আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ' এখানে বানর পদটি স্বকর্মক আরোহণ কর্তৃ বানর সম্বন্ধিরূপ অর্থে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকৃত হইবে,

---

১ বহুব্রীহিঃ স্বগর্ভার্থ সম্বন্ধিত্বেন বোধকঃ।
নিরূঢ়য়া লক্ষণয়া স্বাংশজ্ঞাপক শব্দবান্॥ (শব্দশক্তি প্রকাশিকা)
অনেকমন্যপদার্থে (বহুব্রীহিঃ) ইতি পাণিনিঃ।

আরূঢ় পদটি তাদৃশ লক্ষণার তাৎপর্য গ্রাহকমাত্র। জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে আ পূর্বক রুহ ধাতুর তাদৃশ অর্থে নিরূঢ়লক্ষণা এবং বানর পদটি তাদৃশ লাক্ষণিক অর্থের তাৎপর্য গ্রাহকমাত্র বুঝিতে হইবে।

'দক্ষিণপূর্বা' এই বিদিক্ বহুব্রীহিস্থলে দক্ষিণয়া (সহ) পূর্বা যস্যাঃ এই বিগ্রহবাক্য হইতে দক্ষিণপূর্বা দিক্ এই বিদিক্ বহুব্রীহি হইতে নিজ পার্শ্বস্থিত দক্ষিণ দিকের সহিত পূর্বদিক্ সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণের) বিদিকের বোধ হইবে। এবং 'পূর্বোত্তরা' এই বিদিক্ বহুব্রীহি হইতে পূর্বয়া (সহ) উত্তরা দিক্ যস্যাঃ এই বিগ্রহবাক্য হইতে পূর্বোত্তরা দিক্ এই বিদিক্ বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বপার্শ্বস্থিত পূর্বদিকের সহিত উত্তরদিক সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে ঈশান কোণ প্রতীয়মান হইবে। উক্ত রীতি অনুসারে উত্তরপশ্চিমা দক্ষিণপশ্চিমা বিদিক্ গৃহীত হইবে। অস্তিক্ষীরা গৌঃ, নাস্তিক্ষীরা গৌঃ এই সকল বহুব্রীহিস্থলে অস্তিক্ষীরং যস্যাঃ, নাস্তি ক্ষীরং যস্যাঃ ইত্যাদি বিগ্রহ বাক্য হইতে অস্তিত্ববিশিষ্ট স্ব ক্ষীরসম্বন্ধিত্বপুরস্কারে এবং নাস্তিত্ববিশিষ্ট স্ব ক্ষীরসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গবাদি-বিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে। কিন্তু এখানে বিশেষ এই যে ঐ সকলস্থলে কাহারও মতে 'অস্তি' 'নাস্তি' এই সকল তিঙন্ত ক্রিয়াপদ আবার কোনও সম্প্রদায়ের মতে 'অস্তি' বা 'নাস্তি' এই সকলপদ ক্রিয়াপদের অনুরূপ অব্যয়পদ বিশেষ।

সমানাধিকরণ এবং ব্যধিকরণ ভেদও দ্বিবিধ বহুব্রীহি সমাস নৈয়ায়িক সম্মত, সমাস প্রসঙ্গে সমানাধিকরণ শব্দটির ব্যুৎপত্তি পর্যালোচনা করিলে 'সমানং তুল্যং 'অধিকরণং' অর্থঃ যয়োঃ (যাসামিতি বা) এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যেই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পদদ্বয় বা পদত্রয় সমানার্থক হইবে, অথবা যেই বহুব্রীহি সমাস, বিশেষ্যবোধক পদের অর্থে বিশেষণবোধক পদের অর্থটি অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের যোগ্য হয় সেই বহুব্রীহি সমাসকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলা হইবে। যেই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পদদ্বয় বা পদত্রয় তুল্যার্থক নহে অথবা যেই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পদদ্বয় বা পদত্রয়, বিশেষ্যবোধক পদের অর্থে বিশেষণবোধক পদের অর্থটি, (অথবা বিশেষণ পদের অর্থসমূহ) ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের যোগ্য হয় সেই বহুব্রীহি সমাস ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসরূপে গণ্য হইবে। সমানাধিকরণ বহুব্রীহির উদাহরণ—'আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ' পীতাম্বরঃ পকঃ কৃষ্ণঃ তণ্ডুলশ্চৈত্র ইত্যাদি। ব্যধিকরণ বহুব্রীহির উদাহরণ :—বাণেন ছিন্ন-করো যেন যস্য বা ইত্যাদি বিগ্রহ হইতে 'বাণছিন্ন করো নর' ইত্যাদি।[১] তত্ত্বচিন্তামণি অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই পূর্বপক্ষব্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যাভাববতো ন বৃত্তির্যত্র' এই বিগ্রহ অনুসারে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তি' এই সমাসটিকেও ত্রিপদ ব্যধিকরণ

১। এবং দণ্ডঃ পাণৌ এই বিগ্রহ অনুসারে দণ্ড পাণিঃ ধনুর্হস্তে যস্য এইরূপ বিগ্রহ-বাক্য হইতে ধনুর্হস্তঃ ইত্যাদি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি বুঝিতে হইবে।

বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[১] এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক বহুব্রাহি সমাসের অন্তর্গত নামদ্বয়, নামত্রয় বা নামচতুষ্টয় ঘটিত বিগ্রহবাক্যের ভেদনিবন্ধনও বহুবিধ বহুব্রীহি সমাস স্বীকৃত হইয়া থাকে। চিত্রা গৌ র্যস্য এই বিগ্রহ-বাক্য হইতে যেরূপ 'চিত্রগুঃ' এই দ্বিপদ বহুব্রীহি স্বীকৃত হইবে তদ্রূপ জরতী চিত্রা গৌ র্যস্য এই বিগ্রহবাক্য হইতে 'জরতীচিত্রগু শৈচত্র' ইত্যাদি ত্রিপদ বহুব্রীহি এবং মত্তা বহবো কৃষ্ণা মাতঙ্গা যস্মিন্ এই বিগ্রহবাক্য হইতে 'মত্ত বহু কৃষ্ণ মাতঙ্গং বনম্' এই প্রকার চতুষ্পদ ঘটিত বহুব্রীহি সমাসও স্বীকার করা আবশ্যক। তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান এবং অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ভেদেও বহুব্রীহি সমাস দ্বিবিধ স্বীকৃত হইয়াছে, নবীনমতে 'তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান' শব্দটি অন্বর্থসংজ্ঞাশব্দ, অতএব স্বার্থগুণীভূতস্য, সম্যগ্ বিশেষ্যবিধয়া, বিজ্ঞানং যস্মাৎ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে, যেই সমাসের বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত যে পদার্থটি বিশেষ্য-রূপে প্রতীয়মান হইবে তদ্‌বিশেষ্যক অন্বয় বোধের জনক বহুব্রীহি সমাস, তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইবে। এবং তাদৃশ বোধজনক ভিন্ন বহুব্রীহি সমাস অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি নামে অভিহিত হইবে। এই নব্য মতে ঘটস্বরূপঃ পদার্থঃ এই বহুব্রীহি সমাসস্থলে ঘটঃ স্বরূপো যস্য এই বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত ঘট পদার্থটি বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় স্বস্বরূপাভিন্ন ঘটসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে অথবা ঘটাভিন্ন স্বস্বরূপসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বিগ্রহবাক্যার্থের অন্তর্গত পদার্থেরই বোধ হইয়া থাকে এবং কুটাদির্গণ এইস্থলে কুট আদি র্যস্য এই বিগ্রহ অনুসারে কুটাভিন্ন স্বধর্মিক ব্যবস্থা ধর্মিসম্বন্ধিত্বপুরস্কারে কুটাভিন্ন ধাতুর ন্যায় কুট ধাতুও গৃহীত হইয়াছে। অতএব ঘটঃ স্বরূপঃ পদার্থ এবং কুটাদির্গণঃ এই উভয় সমাসই তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান বহুব্রাহি সমাস হইবে। এতদ্‌ভিন্ন আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ ইত্যাদি সমাস অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে।

পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে কিন্তু প্রকারান্তরে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি স্বীকৃত হয়। এইমতে সেই বহুব্রীহি স্বকীয় অর্থের অন্বয়ি কর্মত্ব প্রভৃতি অর্থে নিজ অর্থের ঘটক পদার্থের অন্বয় বোধনে সক্ষম হয় সেই বহুব্রীহি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। এই বহুব্রীহির উদাহরণ 'লম্বকর্ণমানয়' 'হারগ্রীবং পশ্য' ইত্যাদি। এই সকলস্থলে, বহুব্রীহি সমাস, ব্যুৎপত্তি-বৈচিত্র্য বশতঃ লম্বকর্ণসম্বন্ধিরূপ স্বকীয় গ্রীবাবৃত্তিহারসম্বন্ধিরূপ স্বকীয় অর্থের অন্বয় কর্মত্ব, পদার্থে, কর্ণ বা হার পদার্থের অন্বয় বোধের যোগ্য হওয়ায় এই সকল সমাস, তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহিই। এই জাতীয় বহুব্রীহি সমাস অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইবে। দৃষ্টান্তরূপে 'দৃষ্টসাগরমানয়' ইত্যাদি অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহাই পাণিনি প্রভৃতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়।

১। মথুরানাথ ব্যাপ্তিপঞ্চকের রহস্য টীকায় "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই লক্ষণটির সাধ্যাভাববতো ন বৃত্তি র্যত্র সাধ্যাভাববদবৃত্তি, এইরূপ ত্রিপদ ব্যধিকরণ সমাস স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাসের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ এবং স্বরূপ বিষয়ে বৈয়াকরণ, মীমাংসক ও নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ঐকমত্য যেরূপ প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ বিষয় বিশেষে মত পার্থক্য ও বিদ্যমান।

পাণিনীয় ব্যাকরণের মতে; সমস্যমান পদার্থ দ্বয়ের অথবা পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ের যেই সমাস স্থলে পরস্পর ভেদ থাকিবে, সেই সমাস স্থলেই দ্বন্দ্ব সমাসের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে। অতএব প্রাচীন সম্প্রদায়, "চার্থে দ্বন্দ্ব" এই পাণিনীয় সূত্রে, ভেদগর্ভ সমুচ্চয়ের বোধক "চ" শব্দটি থাকায়, ভেদগর্ভ সমুচ্চয়ার্থের প্রতিপাদক 'চ' শব্দকে অন্তর্ভাব করিয়া 'ধবখদিরৌ' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে, 'ধবশ্চ খদিরশ্চ' এই আকারের বিগ্রহবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেই সমাসের অন্তর্গত পদসমূহ বিভিন্ন অর্থের বোধক হইবে তাদৃশ পদসমূহ বিভিন্ন অর্থবোধের অনুকূল দ্বন্দ্ব সংজ্ঞক সমাস ইহাই প্রাচীন বৈয়াকরণ পাণিনি প্রভৃতির অভিপ্রেত। পাণিনীয় সূত্রস্থ ভেদার্থক 'চ' শব্দটির দ্বারা যেরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত পদার্থ সমূহের ভেদ গৃহীত হইবে তদ্রূপ পীততৎপটয়োরভেদঃ ইত্যাদিস্থলে পীতপদটি পীতরূপবিশিষ্ট লাক্ষণিক সুতরাং পীতরূপবিশিষ্ট যে পীতপদার্থ এবং তৎপট পদার্থ পরস্পর অভিন্ন হওয়ায় দ্বন্দ্ব সমাস হইতে পারে না। এইজন্য পীত-পদার্থতার অবচ্ছেদক পীতত্ব তৎপটত্ব এতদুভয়ের ভেদ গ্রহণ করিয়া পীততৎপটয়োভেদঃ উক্ত স্থলে দ্বন্দ্ব সমাসের উপপত্তি করিতে হইবে।[১]

এই প্রসঙ্গে জগদীশ তর্কালঙ্কার আরও বলেন, 'পীততৎপটয়োঃ' এই ষষ্ঠীর দ্বিবচন বিভক্তির দ্বিত্ব সংখ্যারূপ যে অর্থ তাহার পর্যাপ্তি সম্বন্ধে প্রকৃতির অর্থে অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইলেও পীততৎপটয়োরভেদঃ এইস্থলে পীত এবং তৎপট অভিন্ন পদার্থ। সুতরাং পীততৎ-পটে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দ্বিত্বসংখ্যার অন্বয় বাধিত। সুতরাং একবচন দ্বিবচন প্রভৃতির অর্থ একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা প্রকৃতির অর্থেই অন্বিত হইবে। এই ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া প্রকৃতার্থতার অবচ্ছেদক যে পীতত্ব এবং তৎপটত্ব এই ধর্মদ্বয় তাহাতেই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে ষষ্ঠী দ্বিবচন বিভক্তির অর্থ দ্বিত্ব সংখ্যা অন্বিত হইবে। জগদীশ উক্ত ব্যুৎপত্তির সঙ্কোচ স্বীকৃতিপক্ষে 'দ্ব্যণুকারম্ভকসংযোগনাশেভ্যঃ কার্যদ্রব্যং নশ্যতি' এই প্রশস্তপাদ ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য উদয়ন 'কার্যদ্রব্যং' এই সুবর্থ একত্ব সংখ্যা দ্রব্যসমূহে বাধিত হওয়ায় দ্রব্যত্বরূপ যে প্রকৃতার্থতার অবচ্ছেদক ধর্ম তাহাতে উক্ত একত্ব সংখ্যার অন্বয় অভিপ্রায়ে 'জাত্যভিপ্রায়মেকবচনম্' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার

১। 'দ্বন্দ্বঃ সমুচ্চয়োনাম্নো র্বহূনাং বাপি যো ভবেৎ' কাতন্ত্র ব্যাকরণে সর্ববর্মাচার্য এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণসূত্র করিয়াছেন। পাণিনীয় মতে ও কলাপ ব্যাকরণের মতে দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ প্রায় অভিন্ন।

যে যে অর্থের উপস্থাপক ক্রমিক যাদৃশ নামসমূহ বিষয়ক নিশ্চয় তত্তৎ অর্থ প্রকারক অন্বয়-বোধের প্রতি তাদৃশ নিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে যোগ্য হইবে তাদৃশ নাম সমুদায়, তত্তৎ অর্থবোধের অনুকূল দ্বন্দ্ব সমাস হইবে বলিয়াছেন। 'ধবখদিরৌ ছিন্ধি' এই সকল স্থলে 'ঔ' প্রভৃতি সুবর্থ কর্মত্ব প্রভৃতিতে ধবখদির প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি 'ঔ' বিভক্তি ধর্মিক ধবখদির ইত্যাদি ক্রমিক নামসমূহের অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় কারণ হওয়ায় ধবখদির অর্থে ধবখদির সমুদায় দ্বন্দ্ব সমাস হইবে। এই দ্বন্দ্ব সমাস ইতরেতর এবং সমাহার ভেদে দ্বিবিধ। 'ধবখদিরৌ' এই সমাস ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস, 'পাণিপাদং বাদয়' এইস্থলে অম্ বিভক্তির অর্থ কর্মত্বাংশে কর-চরণাদি প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি অম্ ধর্মিক পাণিপাদ প্রভৃতি ক্রমিক নামসমূহের অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় কারণ অতএব করচরণাদি অর্থে পাণিপাদ সমুচ্চয় সমাহার দ্বন্দ্ব হইবে। 'পাণিপাদং বাদয়' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে সমাসের ঘটক পাণিপাদ প্রভৃতি নানা হইলেও 'পাণিপাদং' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাসের যে সমাহার পরিভাষা রহিয়াছে তাহার ফল 'পাণিপাদং' ইত্যাদি পদসংস্কার অর্থাৎ 'পাণিপাদং', 'হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে নিয়মিত ক্লীবলিঙ্গ ও নিত্য একবচন হইবে।

জগদীশ তর্কালঙ্কার যেরূপ 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' এই পাণিনীয় সূত্রকে উপজীব্য করিয়া দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ করিয়াছেন, গদাধর ভট্টাচার্য অনুমিতি প্রকরণের টীকাগ্রন্থে উক্ত পাণিনীয় সূত্র এবং

'পদার্থানাং প্রধানত্বে পরস্পরবিভেদতঃ।
একদৈকক্রিয়াযোগাদ্ভবতি দ্বন্দ্বসংজ্ঞকঃ॥'

এই প্রাচীন কারিকাকেও উপজীব্য করিয়া দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ করিয়াছেন। ইতরেতর দ্বন্দ্ব এবং সমাহার দ্বন্দ্ব বিষয়ে জগদীশ ও গদাধরের প্রায়শঃ ঐকমত্য থাকিলেও সরূপৈক-শেষ এবং বিরূপৈকশেষ বিষয়ে উভয়ের মত পার্থক্য রহিয়াছে। জগদীশের মতে সরূপৈক-শেষ বা বিরূকৈপকশেষ দ্বন্দ্বের অপবাদক অর্থাৎ সরূপৈকশেষ বা বিরূপৈকশেষ সম্ভাবিত হইলে দ্বন্দ্ব সমাসকে বাধিত করিয়া সরূপৈকশেষ বা বিরূপৈকশেষ সমাস স্বীকৃত হইবে। গদাধর কিন্তু সরূপৈকশেষ বা বিরূপৈকশেষকে দ্বন্দ্বের অপবাদক বা বাধক স্বীকার করেন নাই। পরন্তু দ্বন্দ্ব সমাস হওয়ার পরে কৃত দ্বন্দ্ব সমাসই স্বরূপৈকশেষ বা বিরূপৈকশেষ রূপে পরিণত হয় বলেন। শেষ পর্যন্ত ভট্টাচার্য এই পক্ষ পরিহার করিয়া সরূপৈকশেষ বা বিরূপৈকশেষ সমাস একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। আশঙ্কা হইতে পারে যে দ্বন্দ্বৈক-শেষ স্বীকৃত না হইলে ঘটাঃ ইত্যাদি পদ হইতে বহুঘটের এবং চৈত্রস্য পিতরৌ ইত্যাদি বাক্য হইতে পিতামাতা উভয়ের বোধ কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে, এই আশঙ্কার উত্তরে গদাধর বলেন, ঐ সকল স্থলে তাৎপর্য বিশেষের জ্ঞানই বহুঘটের বা পিতামাতা উভয়ের বোধের প্রতি নিয়ামক স্বীকৃত হইবে।

প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায় বলেন 'পাণিপাদং বাদয়' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে সর্বত্র উত্তর পদে, পাণি পাদাদি সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। অতএব সমাহারের একত্ব

নিবন্ধন পাণিপাদ সাহিত্যেও একত্বস্বীকৃত হওয়ায় সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে নিত্য একবচন স্বীকৃত হইয়া থাকে, সমাহার দ্বন্দ্বের উত্তরপদ ভিন্ন পদান্তর কিন্তু উক্ত লক্ষণার নিরূঢ়ত্ব সম্পাদক রূপে গণ্য হইবে। 'পাণিপাদং' এই সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস স্থলীয় সাহিত্য ও স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় 'পাণিপাদং বাদয়' ইত্যাদি বাক্যে নিজ অর্থবোধের অনুকূল যোগ্যতাও অবশ্যই থাকিবে। ইহাই প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। জগদীশ বলেন, প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। পাণিপাদং ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে উত্তর পদের (পাদ পদের) যে প্রাচীনগণ সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার করেন, উক্ত সাহিত্য শব্দটির অর্থ পর্যালোচনা করিলে দ্বিবিধ অর্থ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। একটি অর্থ হইবে তুল্যবদেক ক্রিয়ান্বয়িত্ব অর্থাৎ একজাতীয় ক্রিয়াগত একজাতীয় সংসর্গ নিরূপকত্ব এবং অপর অর্থ হইবে বুদ্ধি বিশেষ বিশেষ্যত্ব অর্থাৎ অনেকৈকত্ব বুদ্ধি বিশেষ্যত্ব, এই যদি সাহিত্যের স্বরূপ হয় তাহা হইলে পাণিপাদগত সাহিত্যের নানাত্ব স্বীকৃত হওয়ায় তদ্‌গত দ্বিত্বাদি সংখ্যার অবগতির অনুরোধে উক্ত সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে দ্বিবচনাদির আপত্তি হইবে। (যদি প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন, সাহিত্যগত দ্বিত্ব বহুত্ব স্বীকৃত হইলেও সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে দ্বিত্বাদি সংখ্যাবোধের অনুকূল দ্বিবচনাদি প্রসক্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ সমাহার দ্বিগু সমাস যেরূপ দ্বিত্বাদিবোধের অনুকূল, দ্বিবচনাদি সাকাঙ্ক্ষ নহে তদ্রূপ 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব ও দ্বিবচনাদি সাকাঙ্ক্ষ নহে। প্রাচীনগণের এই বক্তব্যের উত্তরে জগদীশ বলেন, প্রাচীনগণ যদি উক্তরীতি অনুসরণক্রমে সমাহার দ্বন্দ্বস্থলে দ্বিবচন বহুবচনের নিরাকাঙ্ক্ষত্ব কল্পনা করিয়া সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে একবচন মাত্রের উপপত্তি করেন তাহা হইলে সিদ্ধান্তিগণও পাণিপাদ সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার না করিয়া বলিতে পারেন সমাহার দ্বন্দ্বে পাণিপাদ প্রভৃতি নানা হইলেও সমাহার দ্বন্দ্বে দ্বিবচন বহুবচন সাকাঙ্ক্ষত্ব স্বীকৃত হইবে না ইহাই বলা সমীচীন হইবে, সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে পরপদের পাণিপাদাদি সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জগদীশ আরও বলেন, নামার্থদ্বয়ের স্বাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে। সুতরাং 'হস্ত্যশ্বং ধনম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে হস্তি সমূহের ও অশ্বসমূহের সাহিত্য স্বাশ্রয়ত্বাদি সম্বন্ধে ধনপদার্থে অন্বিত হইতে পারে না। তাদৃশ সাহিত্যে ধনাদি পদার্থের অভেদ না থাকায় অভেদ সম্বন্ধেও তাদৃশ সাহিত্যের ধনাদি পদার্থে অন্বয় সম্ভব নহে। অতএব উক্ত বাক্যের অযোগ্যতাও বারণ করা যাইবে না। 'পাণিপাদং' এবং 'হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্বে যে সমাহার পরিভাষা স্বীকৃত হয়, তাহার ফল, কেবলমাত্র ঐ সকল সমাসের ক্লীবলিঙ্গত্ব ও নিত্য একবচনান্তত্ব, এই প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

মীমাংসক সম্প্রদায় ধবখদিরৌ ছিন্ধি ইত্যাদি ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস স্থলেও খদির প্রভৃতি উত্তর পদের ধবখদিরাদি সাহিত্যের আশ্রয়ে লক্ষণা স্বীকার করেন। যদি তাদৃশ সাহিত্যের আশ্রয়ে লক্ষণা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে দ্বিবচন প্রভৃতি বিভক্তি স্বকীয়

প্রকৃতার্থতার অবচ্ছেদক ধর্মের আশ্রয়েই নিজের অর্থ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অন্বয়ের বোধক হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি থাকায় 'ধবখদিরৌ' এই সকল ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইতে ধবদ্বয় বিষয়ক এবং খদিরদ্বয় বিষয়ক বোধের আপত্তি হইবে। উক্ত মীমাংসক মত খণ্ডনের অভিপ্রায়ে জগদীশ বলেন, ধবখদিরৌ ইত্যাদি ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে মীমাংসক সম্প্রদায় যে উত্তর পদের ধবখদিরাদি সাহিত্যে লক্ষণা কল্পনা করেন ইহা সমীচীন নহে, কারণ পূর্বোক্ত রীতিতে তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্ব অথবা ধবখদির বিশেষ্যক ধীবিশেষবিশেষ্যত্ব ধব-খদির দ্বয়ের সাহিত্য বলিতে হইবে। তাদৃশ সাহিত্যের আশ্রয় ধবদ্বয় এবং খদিরদ্বয়ও হইবে সুতরাং তাদৃশ সাহিত্যের আশ্রয়ে মীমাংসক মতে লক্ষণা কল্পিত হইলে ধবখদিরৌ ইত্যাদি ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইতে ধবদ্বয় খদিরদ্বয় বিষয়ক বোধ বারণ করা যায় না।

যদি মীমাংসক সম্প্রদায় নিজমত সমর্থন করিবার জন্য বলেন, ধবখদির বিশেষ্যক ত্রিতয়াবিশেষ্যক ধীবিশেষ বিশেষ্যত্বকেই সাহিত্য বলা হইবে। সুতরাং ধবদ্বয় বিশেষ্যক-খদিরদ্বয় বিশেষ্যক বুদ্ধি গৃহীত হইবে না, জগদীশ বলেন, মীমাংসক সম্প্রদায়ের এই বক্তব্যও সমীচীন নহে। কারণ তাদৃশ সাহিত্য কোনও সম্প্রদায়ের অনুভবসিদ্ধ নহে। সুতরাং ন্যায়সিদ্ধান্তে যেখানে ধবত্ব খদিরত্ব প্রভৃতি নানা ধর্মগত প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকত্ব ভাসমান হইবে, সেখানে তৎতৎ ধর্মের আশ্রয় যে সমুদায় তাহাতেই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্বাদি প্রকারক বোধের অনুকূল ঔ প্রভৃতি দ্বিবচন সাকাঙ্ক্ষ হইবে, পরন্তু এক ধর্ম বিশিষ্টকে পরিহার করিয়া অপর ধর্মবিশিষ্টে নহে। এইভাবে সাকাঙ্ক্ষত্ব নিরুক্তির ফলে ধবখদিরৌ ইত্যাদি ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস হইতে ধবদ্বয় ও খদিরদ্বয় গোচর বোধের আপত্তি তিরোহিত হইল।

দ্বন্দ্ব সমাস নিরূপণের উপসংহারে জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিতেছেন, এই দ্বন্দ্ব সমাসের সমাহার ও ইতরেতর এই দুইটি ভেদ শাস্ত্রসম্মত। এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে যেই দ্বন্দ্ব সমাস একবচন ভিন্ন সুপ্ বিভক্তির সহিত আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইবে, অর্থাৎ কেবলমাত্র একবচন সুপ্ বিভক্তির সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইবে, সেই দ্বন্দ্ব সমাসই সমাহার দ্বন্দ্ব বুঝিতে হইবে। 'পাণিপাদং', 'হন্তশ্মশ্রুং' ইত্যাদি সমাসকে সমাহার দ্বন্দ্বের উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিয়া এবং একবচন ভিন্ন 'ঔ' 'জস্' প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির সহিত সাকাঙ্ক্ষ ধবখদিরৌ, ধবখদির-পলাশান্ ইত্যাদি সমাসকে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বন্দ্ব সমাস নিরূপণের উপসংহার করিয়াছেন।

উপপদ সমাস

ন্যায়সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া জগদীশ উপপদ সমাসকে তৎপুরুষ সমাসে অন্তর্ভুক্ত করিলেও যাঁহারা উপপদ সমাসকে পৃথক্ সমাসরূপে গ্রহণ করিয়া সমাস সপ্তবিধ বলেন তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া উপপদ সমাসের লক্ষণ ও বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপপদ সমাসের সামান্য লক্ষণ হইবে, ধাতুর সহিত কৃৎ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন যেই

সমাসের উত্তর পদটি কোন শব্দান্তরের উত্তরবর্ত্তী না হইয়া যাদৃশ অর্থবোধের প্রতি সমর্থ হয় না তাদৃশ অর্থের বোধক অন্তিম পদঘটিত সমাস উপপদ সংজ্ঞক সমাস হইবে। কুম্ভকার এই উপপদ স্থলে কৃধাতু এবং কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন 'কার' পদ কুম্ভ প্রভৃতি পদান্তরের উত্তররূপে অবস্থিত না হইলে কর্ত্তৃগোচর অন্বয়বোধের যোগ্য হয় না, অতএব কুম্ভকার এই সমস্ত বাক্যটি উপপদ সমাস হইবে, এই রীতি অনুসরণ করিয়া ক্ষীরপায়ী ইত্যাদি উপপদ সমাসেও লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। জগদীশ আরও বলেন উত্তানঃ শেতে, পূর্বং সরতি এইরূপ অর্থে উত্তানশয়ঃ, পূর্বসরঃ প্রভৃতি সমাসে কর্ত্তৃকারক উপপদ, কুম্ভং করোতি, সৌবীরং পাতুং শীলমস্ত এইরূপ অর্থে কুম্ভকার, সৌবীরপায়ী প্রভৃতি সমাস কর্মকারক উপপদ, কচ্ছেন পিবতি এইরূপ অর্থে কচ্ছপ, পার্শ্বেন শেতে এইরূপ অর্থে পার্শ্বশয় প্রভৃতি সমাসে করণকারক উপপদ, উখায়াঃ স্রংসতে এইরূপ অর্থে উখাস্রৎ, বহাৎ ভ্রশ্যতে এইরূপ অর্থে বহভ্রট্ প্রভৃতি সমাসে অপাদান কারক উপপদ, খে-শেতে, এইরূপ অর্থে 'খশয়ঃ', 'কুরুষু চরতি' এইরূপ অর্থে 'কুরুচরঃ' প্রভৃতি সমাসে অধিকরণ কারক উপপদ হইবে, আবার ইহাও দেখা যায় 'ব্রহ্মভূয়ম্' ইত্যাদি স্থলে কারকভিন্ন ব্রহ্মপদ উপপদ রূপে গৃহীত হইয়াছে। যাহারা বলেন কারক-মাত্রকে গ্রহণ করিয়া ষড়্‌বিধ উপপদ সমাস তাঁহাদের মত সমীচীন নহে। কারণ সম্প্রদান কারক কখনও উপপদ রূপে গৃহীত হইয়া উপপদ সমাস হয় না এবং কারক ব্রহ্মপদকে উপপদ রূপে গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মপুরম্ ইত্যাদি উপপদ সমাস গৃহীত হয়।

'সূর্য্যম্পশ্যা' এই সমাসটি উপপদ সমাস নামে অভিহিত হইবে। পরন্তু 'অসূর্য্যম্পশ্যা' এইরূপ নঞ্‌ ঘটিত সমস্ত বাক্যটিই নিজ অর্থবোধের অনুকূলে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং নঞ্‌ রহিত কেবল 'সূর্য্যম্পশ্যা' এই বাক্যের প্রয়োগ কখনও হইবে না। ইহাই গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কারের অভিপ্রায়।

আমরা মহামনীষী জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' গ্রন্থের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্থান সমাস প্রকরণের মূল ও বিবরণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। অতীব ব্যুৎপাদক 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' গ্রন্থের পাঠার্থিগণ মূল গ্রন্থের বিবৃতিসহ বিবরণ গ্রন্থের বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে বৈয়াকরণ দৃষ্টিতে এবং নৈয়ায়িক সম্মত সমাসগত পদার্থতত্ত্ব অবগত হইয়া শাব্দিক এবং ন্যায়নীতি বিষয়ক অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে এবং নব্যন্যায়ের মুক্তাবলীসহ ভাষা পরিচ্ছেদ গ্রন্থে যাঁহারা ব্যুৎপন্ন তাঁহারাই 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' গ্রন্থ অধ্যয়নের অধিকারী।

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য

शब्दशक्तिप्रकाशिका

[वङ्गानुवाद-विवृतिभ्यां समेता]

तृतीयः खण्डः

कलिकाता-संस्कृतमहाविद्यालयगवेषणाविभागीय-
भारतीयदर्शनशास्त्राध्यापकेन
श्रीमधुसूदनभट्टाचार्य न्यायाचार्येण
सम्पादिता

शब्दशक्तिप्रकाशिका

तृतीयः खण्डः

समासप्रकरणम्

मूलम्

यौगिकेषु समासं लक्षयति—

यादृशस्य महावाक्यस्यान्तस्त्वादिर्निजार्थके ।

यादृशार्थस्य धीहेतुः स समासस्तदर्थकः ॥ ३१ ॥

অনুবাদ

যৌগিক নামসমূহের মধ্যে সমাসের লক্ষণ করা হইতেছে—

যাদৃশ মহাবাক্যের অব্যবহিতোত্তরবর্তী ত্ব প্রভৃতি প্রত্যয় স্বকীয় অর্থে যাদৃশ অর্থপ্রকারক অন্বয়বোধের জনক হয়, সেই মহাবাক্যটি তাদৃশ অর্থে সমাস হইয়া থাকে।

বিবৃতি

নামপ্রকরণের অন্তিম কারিকায় (৩০) সমাস, তদ্ধিতান্ত ও কৃদন্ত ভেদে যৌগিক নামের ত্রিবিধ বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিভক্ত উক্ত ত্রিবিধ যৌগিক নামের মধ্যে সমাস প্রথমে উল্লিখিত হওয়ায় ক্রমপ্রাপ্ত সমাসের লক্ষণাদি নিরূপণ করিবার জন্য ভূমিকা রচনা করিতেছেন—"যৌগিকেষু সমাসং লক্ষয়তি"। এখানে যৌগিক পদের পরবর্তী সপ্তমী বিভক্তির নির্ধারণরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। কোন একটি বিশেষ পদার্থে স্বভিন্ন সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন ব্যাবৃতত্বকে 'নির্ধারণ' বলা হয়।[১]

এখানে বিশেষ পদার্থরূপে সমাস গৃহীত হইবে। 'স্বভিন্ন' এখানেও 'স্ব' পদের দ্বারা

১। "বিশেষস্য স্বেতরসামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন ব্যাবৃতধর্মবত্ত্বং নির্ধারণম্। নরাণাং নরেষু বা ক্ষত্রিয়ঃ শূরতম ইত্যত্র ক্ষত্রিয়ান্যনরত্বাবচ্ছিন্নবৃত্তিকভেদ-প্রতিযোগিত্ববচ্ছূরতমাভিন্নঃ ক্ষত্রিয় ইত্যাকারকস্তত্রবোধঃ।" শব্দশক্তি—ষষ্ঠীকারকে জগদীশঃ।

সমাসই গৃহীত হইবে। 'সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন' এখানেও সামান্য ধর্মটি হইবে যৌগিকত্ব, সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন ব্যাবৃত্তত্বপদার্থের ঘটক ভেদে আধেয়ত্ব সম্বন্ধে উক্ত সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নের অন্বয় হইবে। 'নরাণাম্ নরেষু বা ক্ষত্রিয়ঃ শূরতমঃ' ইত্যাদি স্থলে 'ব্যাবৃত্তত্ব' শব্দের দ্বারা ভেদ-প্রতিযোগিত্ব প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং ব্যাবৃত্তত্বের ঘটক 'ব্যাবৃত্তি' কদাচিৎ অত্যন্তাভাবরূপ প্রতীয়মান হইলেও এখানে অন্যোন্যাভাব গৃহীত হইবে। 'যৌগিকেষু' এখানে নির্ধারণার্থক সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা বিশেষগত স্বভিন্ন সামান্যধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যাবৃত্তত্ব গৃহীত হওয়ার ফলে 'যৌগিকেষু' ইত্যাদি বাক্য হইতে সমাসভিন্ন যৌগিক (পাচক প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ান্ত বা তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত শব্দ) বৃত্তি যে অন্যোন্যাভাব তৎ প্রতিযোগি সমাস লক্ষণ-গোচর কৃতিমান্ (গ্রন্থকারঃ) এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে। 'যাদৃশস্য' এখানে যাদৃশ পদের যাদৃশানুপূর্বী বিশিষ্টরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ অভেদ মহাবাক্যে অন্বিত হইবে। 'মহাবাক্যস্য' এই 'মহাবাক্য' পদের দ্বারা নিজের অন্তর্গত অনেক নামার্থের বোধক নামসমূহ গৃহীত হইবে। মহাবাক্য সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিবরণ গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজেই বলিবেন। এখানে প্রকৃতপক্ষে সার্থক সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহই মহাবাক্যরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ত্বাদি' এই আদি পদের দ্বারা ভাববিহিত তল্ প্রভৃতি প্রত্যয় গৃহীত হইবে, 'নিজার্থকে' এখানে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হওয়ায় এবং বিশেষ্যত্বরূপ অর্থে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় নিজার্থ বিশেষ্যকরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। 'যাদৃশার্থস্য' এখানে 'যাদৃশার্থ' পদের দ্বারা পূর্বোক্ত মহাবাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ হইবে প্রকারত্ব বা প্রকারিত্ব। উক্ত উভয়বিধ অর্থই অন্বয়বোধরূপ অর্থে প্রযুক্ত ধী পদার্থে অন্বিত হইবে। 'স' পদের দ্বারা পূর্বোক্ত মহাবাক্য গৃহীত হইবে 'তদর্থক' পদের দ্বারা 'তাদৃশ অর্থবোধের অনুকূল' এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যাদৃশ মহাবাক্যের অব্যবহিতোত্তরবর্তী তল্ প্রভৃতি ভাববিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় নিজ নিজ অর্থবিশেষ্যক যাদৃশ অর্থনিষ্ঠ প্রকারতার নিরূপক অন্বয়বোধের জনক হইবে, সেই মহাবাক্যটি তাদৃশ অর্থবোধের অনুকূল সমাস হইবে। যদিও তল্ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত মহাবাক্যকেই তাদৃশ মহাবাক্যার্থ প্রকারক তল্ প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের হেতু বলা হইয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তাদৃশ মহাবাক্যের অব্যবহিতোত্তরবর্তী তল্ প্রত্যয়ের জ্ঞানই তাদৃশ অর্থবোধের জনক হইবে। অতএব, কারিকাস্থ হেতু পদটির বিষয়বিধয়া জনকতাবচ্ছেদকরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ, জ্ঞায়মান বাক্য শাব্দবোধের জনক নহে।

মূলম্

যাদৃশমহাবাক্যোত্তরস্ত্বতলাদিঃ স্বার্থস্য যাদৃশার্থাবচ্ছিন্নবিষয়তা-শালিবোধে হেতুস্তাদৃশং তদ্বাক্যং তথাবিধার্থে সমাসঃ। পাচকাদিকন্তু

पाककर्त्रर्थकं वाक्यमपि स्वघटकानेकनामलभ्यतादृशार्थकत्वविरहान्न महावाक्यम्। प्रकृत्यर्थमात्रावच्छिन्नप्रत्ययार्थस्यान्वयबोधं प्रत्ययोग्यत्वं वा प्रकृते वाक्यस्य महत्त्वं वाच्यम्, तेन उपकुम्भादौ नाव्याप्तिर्न वा नीलघटत्वत्वमित्यादौ नीलघटत्वादिभागेऽतिप्रसङ्गः। 'क्षीरपायी'त्यादिकन्तु प्रकृत्यर्थावच्छिन्नकृदर्थस्यान्वयबोधे समर्थोऽपि न प्रकृत्यर्थमात्रावच्छिन्नस्य, ततः पानशीलसामान्यस्याप्रत्ययात्। 'राज्ञः पुरुषत्व'मित्यादितो राजन्येव पुरुषभावः प्रतीयते न तु राजपुरुषस्य भावः, तद्धितानां प्रकृत्यर्थमात्रान्वितस्वार्थबोधकत्वादतो 'राज्ञः पुरुषे'त्यादिभागे न प्रसङ्गः। पायं पायमित्यादिणमन्तभागन्तु स्वार्थावच्छिन्नस्य धात्वन्तरार्थस्यैवान्वयबोधको न तु त्वादिप्रत्ययार्थस्य। प्रस्थायेत्यादौ समासव्यपदेशो ल्यवादिशब्दसंस्कारप्रयोजको गौणः ॥ ३१ ॥

অনুবাদ

যাদৃশ মহাবাক্যের অব্যবহিতোত্তরবর্তী ত্ব, তল্ প্রভৃতি (প্রত্যয়) স্বকীয় অর্থবিশেষ্যক যাদৃশার্থনিষ্ঠপ্রকারতার নিরূপক বোধের জনক (হয়,) তাদৃশ মহাবাক্যটি তথাবিধ অর্থে সমাস (হইবে), পাচক প্রভৃতি পদ কিন্তু পাককর্তৃরূপ অর্থের বোধক বাক্য হইলেও নিজের অন্তঃপাতী অনেক নামের দ্বারা উপস্থাপিত তথাবিধ অর্থের বোধক না হওয়ায় ঐ সকল বাক্য মহাবাক্য হইবে না (বাক্যগত মহত্ত্বের স্বরূপ কি হইবে তাহা বলিতেছেন)। অথবা প্রকৃত্যর্থ মাত্র প্রকারক প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি অযোগ্যত্ব সমাসলক্ষণের উপযোগী বাক্যগত মহত্ত্ব স্বীকৃত হইবে। (ইহার ফলে) 'উপকুম্ভ' প্রভৃতি (সমাসে) উক্ত সমাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। কিংবা 'নীলঘটত্বত্বম্' এই সকল বাক্যের ঘটক নীলঘটত্বাদি ভাগে অতিব্যাপ্তিও হইবে না। 'ক্ষীরপায়ী' এই সকল সমাস কিন্তু প্রকৃত্যর্থ বিশেষিত কৃৎ প্রত্যয়ার্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের প্রতিযোগ্য হইলেও প্রকৃত্যর্থ মাত্র বিশিষ্টের বোধক নহে কারণ (উক্ত বাক্য হইতে) 'পানশীল' সামান্যের বোধ উৎপন্ন হয় না। 'রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্' ইত্যাদি (বাক্য হইতে) রাজপদার্থে পুরুষত্বই প্রতীয়মান হইয়া থাকে, পরন্তু রাজপুরুষের ভাবরূপ

তদ্ধিতার্থ প্রতীয়মান হয় না, কারণ ভাববিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়সমূহ প্রকৃত্যর্থ মাত্রের দ্বারা অন্বিত যে স্বকীয় অর্থ তাহারই বোধক হইয়া থাকে। অতএব, 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি ভাগে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 'পায়ং পায়ম্' ইত্যাদি ণমন্ত ভাগ কিন্তু স্বকীয় অর্থবিশিষ্ট অপর ধাত্বর্থেরই অন্বয়-বোধক হইয়াছে, ত্ব, তলাদি প্রত্যয়ার্থের নহে। 'প্রস্থায়' প্রভৃতি স্থলে যে সমাসের ব্যপদেশ হইয়া থাকে, তাহা কিন্তু মুখ্য সমাস নহে। পরন্তু ল্যপ্ প্রভৃতি শব্দ সংস্কারের অনুকূল গৌণ সমাসমাত্র ॥ ৩১ ॥

বিবৃতি

'যাদৃশমহাবাক্যোত্তরত্ব-তলাদিঃ' ইত্যাদি বিবরণ গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার কারিকোক্ত সমাস সামান্য লক্ষণের নিষ্কর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন। 'স্বার্থস্থ' এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা ত্ব, তল্ প্রভৃতি প্রত্যয় গৃহীত হইবে। ষষ্ঠী বিভক্তির নিষ্ঠত্বরূপ অর্থগ্রহণ করিতে হইবে। নিষ্ঠত্বও আধেয়ত্বস্বরূপ বুঝিতে হইবে। উক্ত নিষ্ঠত্বরূপ অর্থের অগ্রিম বিষয়তা পদার্থে অন্বয় করিতে হইবে। 'যাদৃশার্থাবচ্ছিন্নত্ব' ইহার যাদৃশার্থনিষ্ঠপ্রকারতানিরূপকত্ব রূপ অর্থ গৃহীত হইবে। উক্ত আলোচনার ফলে যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্টগত অব্যবহিতোত্তরত্ব-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকারতার নিরূপক অথচ ত্ব, তল্ প্রভৃতি প্রত্যয় বিশেষ্যক নিশ্চয় যাদৃশ বিশিষ্ট অর্থকে বিশেষণরূপে এবং ত্ব, তল্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের অর্থকে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের জনক হইবে, মহাবাক্যগত তাদৃশ আনুপূর্বীমত্বই হইবে সমাসের নিষ্কৃষ্ট সামান্যলক্ষণ। লক্ষ্যরূপে আমরা 'নীলোৎপল' ইত্যাদি কর্মধারয় প্রভৃতি সমাসকে গ্রহণ করিতে পারি, কারণ 'নীলোৎপল' এই মহাবাক্যটিকে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে বিশেষণ-রূপে এবং ত্ব, তল্ প্রভৃতি প্রত্যয়কে বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া 'নীলোৎপলত্বম্' এই আকারের নিশ্চয়টি আধেয়ত্ব সম্বন্ধে নীলাভিন্ন উৎপলপ্রকারক ত্ব প্রত্যয়ার্থবিশেষ্যক অন্বয়বোধের কারণ হওয়ায় নীলপদোত্তর উৎপলপদত্বরূপ তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট 'নীলোৎপলম্' এই মহাবাক্যটি পূর্বোক্ত অর্থে কর্মধারয় সমাস হইবে। এইভাবে 'রাজ-পুরুষঃ' প্রভৃতি তৎপুরুষাদি সমাসেও লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে সমাসসামান্যের লক্ষণে কেবলমাত্র 'বাক্য', নিবেশ না করিয়া 'মহাবাক্য' নিবেশ করা হইয়াছে কেন ? 'নীলোৎপল' প্রভৃতি সমাসস্থলে কেবল 'উৎপল' পদ বাক্য নহে, সুতরাং 'বাক্য' মাত্র নিবেশ করিলেও সমাসের একদেশ 'উৎপল' পদ প্রভৃতিতে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি সম্ভাবিত নহে। এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন—'নীলোৎপল' প্রভৃতি সমাসস্থলে উক্ত সমাসের ঘটক 'উৎপল' প্রভৃতি পদে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলেও পাচক, পাঠক প্রভৃতি পদে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে, কারণ অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে পাচক, পাঠক প্রভৃতি পদপ্রকারক তল্ প্রত্যয়বিশেষ্যক নিশ্চয় পাককর্তৃরূপ বাক্যার্থ প্রকারক অথবা পাঠকর্তৃরূপ

বাক্যার্থ প্রকারক তদ্ প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হইয়াছে। অতএব উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য 'বাক্য' মাত্র নিবেশ না করিয়া সমাসলক্ষণে 'মহাবাক্যে'র নিবেশ করা হইয়াছে। 'মহাবাক্য' এবং 'বাক্য' এতদুভয়ের বৈলক্ষণ্য এই যে, সাকাঙ্ক্ষ, যোগ্য, আসন্ন পদসমূহকে বলা হয় 'বাক্য', 'মহাবাক্য' কিন্তু ঠিক তদ্রূপ নহে, পরন্তু নিজের অন্তর্গত অনেক নামের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থসমূহের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী অন্বয়বোধের জনক যে বাক্য, তাহাই হইবে 'মহাবাক্য'। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন—পাচক, পাঠক প্রভৃতি বাক্যস্থলে পাককর্তৃরূপ অর্থে বা পাঠকর্তৃরূপ অর্থে বাক্য হইলেও নিজের অন্তর্গত বিভিন্ন নামের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থসমূহের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী অন্বয়বোধের জনক না হওয়ায় ঐ সকল বাক্য 'মহাবাক্য' নহে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলিতে পারি যে, যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট শব্দসমূহ নিজের অন্তর্গত একাধিক নামের দ্বারা উপস্থাপিত বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন পদার্থসমূহ-গোচর অন্বয়বোধের বিষয়রূপে জনকতাবচ্ছেদক হইবে, তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট শব্দসমূহ তথাবিধ অর্থে 'মহাবাক্য' হইবে। 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি সমাসস্থলে নীলপদোত্তর উৎপলপদত্বরূপ আনুপূর্বী বিশিষ্ট 'নীলোৎপলম্' এই বাক্যটি নিজের অন্তর্গত 'নীল' পদের দ্বারা এবং 'উৎপল' পদের দ্বারা উপস্থাপিত 'নীল' এবং 'উৎপল' পদার্থদ্বয় অভেদসম্বন্ধে নীলপদার্থ বিশেষিত উৎপল পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় 'নীলোৎপলম্' এই বাক্যজ্ঞানগত জনকতাংশে বিষয়রূপে অবচ্ছেদক হইয়াছে। অতএব নীলাভিন্ন উৎপলপদার্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের অনুকূল 'নীলোৎপলম্' এই বাক্যটি 'মহাবাক্য' লক্ষণের লক্ষ্য হওয়ায় 'মহাবাক্য' রূপে অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, উক্ত রীতিতে মহাবাক্যের লক্ষণ স্বীকৃত হইলে 'অঘটঃ পটঃ' এইরূপ তৎপুরুষ সমাসস্থলে এবং 'উপকুম্ভম্' ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাসস্থলে নঞ্ নিপাত এবং উপ-উপসর্গ নাম না হওয়ায় ঐসকল সমাসনিষ্পন্ন বাক্য নিজের অন্তর্গত একাধিক নামের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের বোধক নহে, সুতরাং তাদৃশ মহাবাক্য ঘটিত সমাসের লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় উক্ত সমাস-দ্বয়ে অব্যাপ্তি হইবে। এইজন্য গ্রন্থকার উক্ত মহাবাক্যের লক্ষণ পরিহার করিয়া 'প্রকৃত্যর্থমাত্রাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে বাক্যগত মহত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন।

তাৎপর্য এই যে, যাদৃশ আনুপূর্বীরূপ ধর্ম বিশিষ্ট বাক্যটি প্রত্যয়ের অর্থকে বিশেষ্যরূপে এবং স্বকীয় প্রকৃত্যর্থমাত্রকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের যোগ্য হয় না; তাদৃশ আনুপূর্বীমত্ত্বই বাক্যগত মহত্ত্ব। নীলোৎপলাদি সমাসস্থলে তাদৃশ বাক্যটি প্রকৃত্যর্থ-মাত্র প্রকারক প্রত্যয়ার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের অযোগ্য হওয়ায় উক্ত বাক্যে মহত্ত্ব অবশ্যই থাকিবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেবল ঘটাদি পদও প্রকৃতির অর্থমাত্রবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থের বোধক না হওয়ায় উক্ত ঘটাদিপদ মহাবাক্য হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য—উক্ত রীতি অনুসারে ঘটাদিপদে মহত্ত্ব থাকিলেও সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহত্ব রূপ বাক্যত্ব না থাকায় উক্ত ঘটাদিপদ মহাবাক্য হইতে পারিবে না। গ্রন্থকার

অনেক নাম ঘটিত মহাবাক্যের লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কেন প্রকারান্তরে মহত্ত্বের স্বরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহার প্রয়োজন 'তেন' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে নিজেই বলিতেছেন।

'উপকুম্ভম্' স্থলে অনেক নাম ঘটিত সমাসলক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া 'নীলঘটত্বত্বম্' এই বাক্যের অন্তর্গত নীলঘটত্বভাগও অনেক নামলভ্য অর্থের বোধকত্বরূপ মহাবাক্যের লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় পূর্বকল্পানুসারে উক্ত বাক্যে একদেশে নীলঘটত্বভাগে যে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা ছিল, তাহাও দ্বিতীয় কল্পানুসারে তিরোহিত হইল।

ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে, গ্রন্থকার যে প্রকৃত্যর্থমাত্রবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থ-গোচর অন্বয়বোধের অযোগ্যত্বকেই মহত্ত্ব বলিয়াছেন, এখানে 'মাত্র' পদটি নিবেশ না করিলে ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার নিজেই 'ক্ষীরপায়ী' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে 'মাত্র' পদটির সার্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যদি 'প্রকৃত্যর্থমাত্রাবচ্ছিন্ন' এখানে 'মাত্র' পদটি প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে 'ক্ষীরপায়ী' এই উপপদ সমাসে তাদৃশ মহত্ত্বঘটিত সমাস লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে, কারণ 'ক্ষীর' উপপদ বিশিষ্ট 'পা' ধাতুরূপ যে প্রকৃতি, তাহার পরে তাচ্ছিল্যার্থে ণিনি প্রত্যয় হওয়ায় ক্ষীরপানশীল কর্তৃত্বের অন্বয়বোধ হওয়ায় প্রকৃত্যর্থ যে পান তদ্বিশিষ্ট কৃৎ প্রত্যয়ার্থ যে তাচ্ছিল্য তদ্বিশিষ্ট কর্তৃবোধক হইয়াছে। সুতরাং উক্ত উপপদসমাসে প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থগোচর অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্যই হইয়াছে। অতএব তাদৃশ অন্বয়বোধের অযোগ্যত্বরূপ মহত্ত্ব না থাকায় উক্ত মহত্ত্বগর্ভ সমাস লক্ষণের ক্ষীরপায়ী প্রভৃতি সমাসে অব্যাপ্তিবারণ করিবার জন্য 'প্রকৃত্যর্থমাত্রাবচ্ছিন্ন' এখানে মাত্র পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে উক্ত উপপদ সমাসে অব্যাপ্তি হইবে না, কারণ উক্ত উপপদ সমাস 'পা' ধাতুরূপ প্রকৃত্যর্থমাত্রের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রত্যয়ার্থের বোধক হয় না, পরন্তু ক্ষীররূপ যে উপপদ তদর্থবিশিষ্ট যে 'পা' ধাত্বর্থ তদবচ্ছিন্ন কৃৎপ্রত্যয়ার্থ তাচ্ছিল্যরূপ স্বভাবের অন্বয় হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন 'ক্ষীরপায়ী' ইত্যাদি উপপদ সমাস প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থের বোধক হইলেও প্রকৃত্যর্থমাত্রবিশিষ্ট প্রকৃত্যর্থের বোধক নহে। কেন নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন, উক্ত সমাসরূপ বাক্য হইতে পানশীল সামান্যের বোধ উৎপন্ন হয় না, এইভাবে বাক্যগত মহত্ত্বের অন্তর্গত 'মাত্র' পদটির সার্থকতা প্রদর্শন করিবার পর 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই ব্যাসবাক্যে উক্ত সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য "রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্" সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, "রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্" এইরূপ তল্ প্রত্যয়ান্ত "রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্" এই বাক্যটি তল্ প্রত্যয়ার্থবিশেষ্যক "রাজ্ঞঃ পুরুষঃ" এই বাক্যার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের যোগ্য হইয়াছে। এবং পূর্বে মহত্ত্বের যে স্বরূপ বলা হইয়াছে, উক্ত মহত্ত্বও 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই বিগ্রহবাক্যে অবস্থিত থাকায় উক্ত বিগ্রহবাক্যে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন, "রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্" ইত্যাদিস্থলে রাজ পদার্থে পুরুষত্বের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু 'রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্' এই বিগ্রহবাক্য হইতে রাজসম্বন্ধী পুরুষের ত্ব প্রত্যয়ার্থের সহিত অন্বয়বোধ

উৎপন্ন হয় না। কেন উক্ত বাক্য হইতে রাজপুরুষত্বের অন্বয়বোধ হয় না, তাহার যুক্তি-প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন, তদ্ধিতপ্রত্যয়সমূহ প্রকৃত্যর্থ মাত্রের দ্বারা অন্বিত যে স্বকীয় অর্থ তদ্বিষয়ক অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। ইহাই ব্যুৎপত্তি। উপসংহারে বলিতেছেন, অতএব 'রাজ্ঞঃ পুরুষত্বম্' এইস্থলে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এইভাগে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যাদৃশ মহাবাক্যের পরবর্তী শব্দ (অথবা যাদৃশ মহাবাক্যোত্তর যে শব্দটি), যাদৃশার্থাবচ্ছিন্নবিষয়তাশালী অন্বয়বোধের জনক হইবে, তাদৃশার্থবোধক তদ্‌বাক্যই তাদৃশ অর্থে সমাস হইবে, এইরূপ লঘুসমাসের লক্ষণ না করিয়া সমাসলক্ষণের অন্তর্গত বিশেষভাবে ত্ব, তলাদি তদ্ধিত প্রত্যয় নিবেশ করিবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'পায়ং পায়ম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'স্বার্থাবচ্ছিন্নস্য' এখানে 'স্বার্থ' শব্দের দ্বারা পৌনঃপুন্যরূপ ণম্ প্রত্যয়ের অর্থ প্রতীয়মান হইবে। 'ধাত্বন্তরার্থস্য' এই অংশের দ্বারা পানকৃতিরূপ পা ধাতুর অর্থ গৃহীত হইবে। ইহার ফলে 'পায়ং পায়ং ব্রজতি' ইত্যাদি বাক্য হইতে পুনঃ পুনঃ পানকৃতি সমানকালীন, গত্যাশ্রয়ের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। কেননা, 'ণমুচাভীক্ষ্ণ্যে দ্বিশ্চ পদম্' এই সূত্র অনুসারে পৌনঃপুন্যরূপ আভীক্ষ্ণ্য অর্থে 'ণম্' (ণমুল্) বিহিত হইয়াছে। যদি স্বরূপতঃ ত্ব, তলাদি তদ্ধিত প্রত্যয় সমাসলক্ষণে প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে 'পায়ং পায়ং ব্রজতি' ইত্যাদি স্থলে ণমন্তভাগে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। 'স্বার্থাবচ্ছিন্নস্য' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে ত্ব, তলাদি নিবেশ পক্ষে উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহার করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'পায়ং পায়ং ব্রজতি' ইত্যাদি স্থলে পৌনঃপুন্যরূপ 'ণম্' প্রত্যয়ের অর্থবিশিষ্ট ধাত্বন্তরের অর্থ যে পান কৃতি তদ্বিষয়ক বোধের জনক হইলেও ত্ব, তলস্বরূপ তদ্ধিতার্থবিশেষ্যক তাদৃশ মহাবাক্যার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের জনক না হওয়ায় উক্ত ণমন্তভাগে সমাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি সম্ভাবিত নহে। ইহার উপরেও প্রশ্ন হইতে পারে, 'প্রস্থায়' ইত্যাদি স্থলে সমাসের পরে বিহিত ল্যপ্ প্রত্যয় হইতে পারে না, কারণ প্র—স্থা ধাতু পূর্বোক্ত সমাসলক্ষণাক্রান্ত নহে। এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশ বলেন, 'প্রস্থায়' ইত্যাদি স্থলে যে প্র—স্থাধাতুর সমাসত্ব ব্যপদিষ্ট হয়, তাহা মুখ্য সমাস নহে, কেবলমাত্র 'প্রস্থায়' ইত্যাদি স্থলে ল্যবাদি পদসংস্কারের অনুকূল গৌণ অর্থাৎ ভাক্ত সমাসমাত্র, প্রকৃত লক্ষণা-ক্রান্ত সমাস নহে।

मूलम्

स चायं षड्विधः कर्मधारयादिप्रभेदतः ।
यश्चोपपदसंज्ञोऽन्यस्तेनासौ सप्तधा मतः ॥ ३२ ॥

स चायं निरुक्तः समासः, कर्मधारय-द्विगु-तत्पुरुषाव्ययीभाव-

बहुव्रीहि-द्वन्द्वभेदात् षड्विधः, यश्च, कुम्भकारादिरप्युपपदसंज्ञकः समासोऽस्ति, तेन समं समासः सप्तविधः। सङ्काश-निभ-नीकाशादीनामिव कारादीनामपि शब्दानामुपपदार्थान्वितस्यैव स्वार्थस्य बोधकतया तथाविध-नामान्तत्वमेव चैतस्य समासान्तराद्विशेषः ॥ ३२ ॥

অনুবাদ

পূর্বোক্ত লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত সমাসের বিভাগ করিতেছেন—সমাস কর্ম-ধারয়াদিভেদে ষড়্বিধ। উপপদসংজ্ঞক যে অপর একটি সমাস স্বীকৃত হয়, তাহাকে গ্রহণ করিয়া এই সমাস সপ্তবিধ হইয়া থাকে।

(পূর্বকারিকায় যে সমাসের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে) এই সমাস (১) কর্মধারয়, (২) দ্বিগু, (৩) তৎপুরুষ, (৪) অব্যয়ীভাব, (৫) বহুব্রীহি এবং (৬) দ্বন্দ্ব ভেদে ছয় প্রকার। কুম্ভকার প্রভৃতি উপপদ সংজ্ঞক যে সমাস রহিয়াছে, তাহার সহিত (এই) সমাস সপ্তবিধ হইবে। সংকাশ, নিভ, নীকাশ প্রভৃতির ন্যায় 'কার' প্রভৃতি শব্দসমূহেরও উপপদের অর্থের দ্বারা বিশেষিত স্বকীয় অর্থের বোধক হওয়ায় তাদৃশ নামান্তত্বরূপেই ইহার (উপপদ সমাসের) সমাসান্তর অপেক্ষা বিশেষত্ব ॥ ৩২ ॥

বিবৃতি

পূর্বকারিকায় (সমাসের সামান্যলক্ষণ নিরূপণ করিবার পরে) উক্ত লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত সমাসের বিভাগ প্রদর্শন করিবার জন্য 'স চায়ম্' ইত্যাদি কারিকার অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পূর্বোক্ত প্রকারে সামান্যলক্ষণের দ্বারা লক্ষিত এই সমাস কর্মধারয়ত্ব, দ্বিগুত্ব, তৎপুরুষত্ব প্রভৃতি সমাসবিভাজকধর্মের ভেদনিবন্ধন ষড়বিধ হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, শাব্দিক সম্প্রদায়ের মতসিদ্ধ উপপদ সমাস নামক অপর একটি সমাস স্বীকৃত থাকায়, সমাসের ষড়বিধ বিভাগ ব্যাহত হইবে না কেন ? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে উক্ত কারিকার দ্বিতীয় পাদের অবতারণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ উপপদ সমাস নামক সমাসান্তরের স্বীকৃতিপক্ষে সমাস সপ্তবিধ হইবে। পূর্বে যে যৌগিক নামের বিভাগ করা হইয়াছে, বিভক্ত উক্ত যৌগিক নামের অন্তর্গত সমাস স্বরূপ নামটি সমাস লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিবরণগ্রন্থে 'স চায়ম্' এই অংশটি বিভাগ কারিকার প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছে। 'নিরুক্ত' পদটির দ্বারা 'স' এই পদটি বিবৃত হইয়াছে, 'নিরুক্ত' পদটিও যৌগিক নামের বিভাজকতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্ট রূপ অর্থের বোধক। 'সমাস' এই পদটির দ্বারা 'অয়ম্' পদটির অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ইতরেতর, সমাহার প্রভৃতি সমাসের বহুবিধ অবান্তরভেদ থাকিলেও মুখ্যতঃ সমাসের ষড়্বিধত্ব ব্যবস্থিত করার জন্য 'কর্মধারয়', 'দ্বিগু' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন, অর্থাৎ কর্মধারয়, দ্বিগু, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্ব এই ছয়টি 'সমাস' সমাসত্বের সাক্ষাৎ ব্যাপ্য যে কর্মধারয়ত্ব, দ্বিগুত্ব, তৎপুরুষত্ব, অব্যয়ীভাবত্ব, বহুব্রীহিত্ব ও দ্বন্দ্বত্ব রূপ ছয়টি ধর্ম, তাহার এক একটি ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইবে। সুতরাং ছয়টি বিভাজক ধর্ম হওয়ার ফলে উক্ত বিভাজক ধর্মসমূহের দ্বারা বিভক্ত সমাসও ষড়্বিধ হইবে। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। অতএব, ইতরেতর, সমাহার ভেদে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমাস বিভিন্ন হইলেও বিভক্ত দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সমাসের অন্তর্গত হইবে। সুতরাং কারিকোক্ত বিভাগ ব্যাহত হইবে না।

'যশ্চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে বিভাগ কারিকার দ্বিতীয় পাদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, কুম্ভকার, রথকার প্রভৃতি উপপদ সমাস উক্ত ষড়বিধ সমাস হইতে অতিরিক্ত স্বীকৃত হওয়ায় সমাসের ষট্সংখ্যা ব্যাহত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন—প্রথমতঃ সমাসের ষট্সংখ্যা বলা হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উক্ত উপপদ সমাসকে গ্রহণ করিয়া সমাস সপ্তবিধই হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, উক্ত উপপদ সমাস তৎপুরুষ সমাসে অন্তর্ভুক্ত হইবে না কেন? উক্ত আশঙ্কার পরিহারকল্পে তৎপুরুষ সমাস অপেক্ষা উপপদ সমাসের বৈলক্ষণ্য উপপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন, সংকাশ, নিভ, নীকাশ প্রভৃতি শব্দ জবাকুসুম প্রভৃতি উপপদের সহিত সমাসবদ্ধ হইলে যেরূপ জবাকুসুম প্রভৃতি উপপদের অর্থের সহিত অন্বিত হইয়াই নিজ নিজ অর্থের বোধক হয়, তদ্রূপ কুম্ভ, রথ প্রভৃতি উপপদ ঘটিত সমাসস্থলেও উক্ত কুম্ভ, রথ প্রভৃতি উপপদার্থের সহিত অন্বিত হইয়াই ঘঞন্ত কৃ-ধাত্বর্থের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। পরন্তু উপপদকে পরিত্যাগ করিয়া কার প্রভৃতি শব্দ অন্বয়বোধের জনক হয় না। রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে কিন্তু রাজপদকে পরিত্যাগ করিয়াও পুরুষ-পদ পদান্তরের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইলে অন্বয়বোধের যোগ্য হয়। সমাসান্তর অপেক্ষা উপপদ সমাসের এই বিশেষত্ব থাকার ফলে উপপদ সমাস সমাসান্তর অপেক্ষায় অতিরিক্তরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

मूलम्

ननु यदि षड्विधः सप्तविधो वा समासस्तदाऽस्य पञ्चविधत्वोक्तिः प्राचामसङ्गतेत्यतस्तामुपपादयति—

पूर्वमध्यान्त्यसर्वान्यपदप्राधान्यतः पुनः ।
प्राच्यैः पञ्चविधः प्रोक्तः, समासो वामटादिभिः ॥ ३३ ॥

অনুবাদ

(প্রশ্ন হইতে পারে) সমাস যদি ষড়্‌বিধ বা সপ্তবিধ (স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে) প্রাচীন-(শাব্দিক) গণ যে সমাস পঞ্চবিধ বলেন, তাহা অসঙ্গত হয়। এইজন্য প্রাচীন মতবাদ উপপাদন করিতেছেন। বাভট প্রভৃতি প্রাচীনগণ পূর্বপদ প্রধান, মধ্যপদ প্রধান, অন্তিমপদ প্রধান এবং সকলপদ প্রধান ও অন্যপদ প্রধান এইরূপে সমাসের পাঁচটি ভেদ বলিয়াছেন।

বিবৃতি

পূর্বকারিকার আলোচনা হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমাস মতবিশেষে ষড়্‌বিধ, আবার কোন মতে সপ্তবিধ। যদি সমাসের ছয়টি ভেদ বা সাতটি ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বাভট প্রভৃতি প্রাচীন বৈয়াকরণ সম্প্রদায় পঞ্চবিধ সমাস বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইজন্য গ্রন্থকার উক্ত প্রাচীন মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পূর্বমধ্যান্ত্য ইত্যাদি কারিকার অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, বাভট প্রভৃতি বৈয়াকরণ সম্প্রদায় যে পঞ্চবিধ সমাস বলেন, ইহার সহিত সমাস ষড়্‌বিধ বা সপ্তবিধ, তাহার কোন বিরোধ থাকিতে পারে না, কারণ তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসমাত্রেরই যথাসম্ভব পাঁচটি অবান্তরভেদ প্রাচীনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, 'উপকুম্ভ' প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস হইলেও উক্ত সমাস পূর্বপদ প্রধান হইয়াছে। 'ঘটাধিকরণ' এই সকল সমাস তৎপুরুষ হইলেও মধ্যপদ প্রধান হইয়াছে। 'নীলোৎপল' প্রভৃতি কর্মধারয় সমাস হইলেও অন্ত্যপদ প্রধান হইয়া থাকে। এইভাবে বহুব্রীহি সমাস এবং দ্বন্দ্ব সমাস অন্যপদ প্রধান এবং সকলপদ প্রধান হইয়া থাকে। সুতরাং বাভটাদির মতের সহিত সিদ্ধান্তিগণের ষড়্‌বিধ বা সপ্তবিধ উক্তির কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।

मूलम्

कश्चित् समासः पूर्वपदार्थधर्मिकान्वयबोधजनकतया पूर्वपदप्रधान उच्यते, यथा प्राप्तजायार्ध-पिप्पली-पूर्वकायादिकस्तत्पुरुषः, यथा वा उपकुम्भाद्यव्ययीभावः, पुरुषसिंहादिकर्मधारयश्च। कश्चिन्मध्यपदार्थ-धर्मिकधीजनकतयैव मध्यपदप्रधानो, यथा पटानधिकरणप्रतियोगितानव-च्छेदकेत्यादिकस्तत्पुरुषः, पटस्य न अधिकरणमित्यादिविग्रहे मध्यपदार्थ-

स्यैव विशेष्यत्वात्, 'बहुपदे बहुव्रीहिरेवे'त्यस्य तत्पुरुषादेर्बहुनाम-गर्भत्वाभावे तात्पर्यमित्यग्रे व्युत्पाद्यत्वात् ।

অনুবাদ

কোন সমাস পূর্বপদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় উক্ত সমাসকে পূর্বপদ প্রধান বলা হয়—যেমন প্রাপ্তজায়ঃ, অর্ধপিপ্পলী এবং পূর্বকায় প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাস, উপকুম্ভ প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস এবং পুরুষসিংহ প্রভৃতি কর্ম-ধারয়। কোনও সময় মধ্যবর্তী পদার্থকে মুখ্যবিশেষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় উক্ত সমাসকে মধ্যপদ প্রধান বলে। যথা পটানধিকরণ-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস। যেহেতু 'পটস্য ন অধিকরণম্' ইত্যাদি বিগ্রহানুসারে মধ্যবর্তী নঞ্ পদার্থ (অভাবে) বিশেষ্যত্ব রহিয়াছে। বহুপদঘটিত সমাস বহুব্রীহিই হইবে (বহুপদে বহুব্রীহিরেব) এই অনুশাসনের তৎপুরুষ সমাস বহুনামগর্ভ হইবে না ইহাই তাৎপর্য। এই বিষয় অগ্রিম গ্রন্থে আলোচিত হইবে।

বিবৃতি

কারিকায় বর্ণিত পূর্ব-মধ্য-অন্ত্য-সর্ব এবং অন্য পদ প্রাধান্য প্রযুক্ত 'বাভট' প্রভৃতি শাব্দিকগণ যে পঞ্চবিধ সমাস বলিয়াছেন, তদন্তর্গত পূর্বপদ প্রধান সমাস উদাহরণ প্রদর্শন মুখে প্রতিপাদন করিবার জন্য 'কশ্চিৎ সমাসঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকার যে পূর্ব পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনকত্বনিবন্ধন সমাসগত পূর্বপদ প্রাধান্য বলিয়াছেন এই পূর্বপদ প্রাধান্য, সমাসের অন্তর্গত যে পদটি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তৎ পদঘটিত উক্ত সমাসের অন্তর্গত অপর পদার্থাংশে তৎ পদার্থটি যদি মুখ্যবিশেষ্যরূপে শাব্দবোধে ভাসমান হয় তাহা হইলে উক্ত বোধজনকত্বই সমাসগত পূর্বপদ প্রাধান্য বুঝিতে হইবে।

পূর্বপদ প্রধান তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য যথা প্রাপ্তজায় ইত্যাদি সন্দর্ভ উপস্থাপিত করিতেছেন। জায়াকে প্রাপ্ত (জায়াং প্রাপ্তঃ) এইরূপ অর্থে প্রাপ্তজায়, পিপ্পলীর অর্ধভাগ (পিপ্পল্যা অর্ধম্) এইরূপ অর্থে অর্ধপিপ্পলী এবং শরীরের পূর্বাংশ (কায়স্য পূর্বম্) এই অর্থে পূর্বকায় এই সকল তৎপুরুষ সমাস যেরূপ পূর্বপদ প্রধান হইবে তদ্রূপ কুম্ভের সমীপ (কুম্ভস্য সমীপম্) এই অর্থে উপকুম্ভ প্রভৃতি অব্যয়ীভাব এবং পুরুষ সিংহ সদৃশ (পুরুষঃ সিংহ ইব) এইরূপ অর্থে পুরুষসিংহাদি কর্মধারয় সমাস পূর্বপদ প্রধান হইয়া থাকে। কোনও সমাস তদন্তর্গত মধ্যবর্তী পদের অর্থকে মুখ্যবিশেষ্যরূপে

গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় মধ্যপদ প্রধান হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণস্বরূপে গ্রন্থকার পটানধিকরণ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাসকে উল্লেখ করিয়াছেন। যদি পটানধিকরণ প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাস দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত মধ্যপদ প্রধান সমাসস্থলে বিগ্রহবাক্যটি কিরূপ হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকার নিজেই সমাসের অন্তর্গত মধ্য পদটি মুখ্য বিশেষ্যরূপে গৃহীত হইবার অনুকূল 'পটস্য ন অধিকরণম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। আদি পদের দ্বারা প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকম্ এই তৎপুরুষ সমাসস্থলেও 'প্রতিযোগিতায়াঃ ন অবচ্ছেদকম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্যের সূচনা করিয়াছেন।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে বহুপদঘটিত সমাস স্থলে 'বহুপদে বহুব্রীহিরেব নেতরো দ্বন্দ্বান্যঃ' এই অনুশাসন অনুসারে বহুব্রীহি সমাস এবং দ্বন্দ্বসমাসমাত্র হইবে। সুতরাং বহুপদঘটিত তৎপুরুষ সমাস কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে 'বহুপদে বহুব্রীহিরেব' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'বহুপদে বহুব্রীহিরেব নেতরো দ্বন্দ্বান্যঃ' এই অনুশাসনের অন্তর্গত 'বহুপদে' এখানে শব্দটি নামমাত্রের বোধক, পদমাত্রের নহে। ইহার ফলে মধ্যপদ প্রধান তৎপুরুষ সমাস বহুপদঘটিত হইলেও বহুনাম ঘটিত হয় নাই কারণ 'প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকম্' ইত্যাদি তৎপুরুষস্থলে নঞ্ নিপাত হইলেও নাম নহে। অতএব উক্ত তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃতিপক্ষেও 'বহুপদে বহুব্রীহিরেব' ইত্যাদি অনুশাসনের বিরোধ হইবে না।

मूलम्

कश्चिदन्त्यपदार्थधर्मिकधीहेतुत्वादन्त्यपदप्रधानः, यथा राजपुरुषादिकस्तत्पुरुषो नीलोत्पलादिकः कर्मधारयो द्विगाग्र्याद्यव्ययीभावश्च। कश्चित् सर्वपदार्थधर्मिकबुद्धिहेतुत्वात् सर्वपदप्रधानः, यथेतरे द्वन्द्वो द्वन्द्वमात्रं वा। कश्चित् स्वघटकान्यपदार्थधर्मिकज्ञानजनकत्वादन्यपदार्थप्रधानः यथा बहुव्रीहिः खले यवाद्यव्ययीभावश्च। तदेवं पञ्च भेदानादायैव पञ्चविधत्वं प्राच्यैरुक्तमतो न विरोधः।

অনুবাদ

কোনও সমাস অন্তিম পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বুদ্ধির কারণ হওয়ায় অন্ত্যপদ প্রধান হইয়া থাকে। রাজপুরুষ প্রভৃতি তৎপুরুষ, নীলোৎপল প্রভৃতি কর্মধারয়

দ্বিগার্গ্য প্রভৃতি অব্যয়ীভাব দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইবে। কোনও সমাসে, সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের অর্থ অন্বয়বোধে বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইলে তাদৃশ অন্বয়বোধের জনক সমাস সর্বপদপ্রধান হইবে আবার কোনও সমাস নিজের অন্তর্গত পদ হইতে অন্য পদের অর্থ মুখ্যবিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হইলে উক্ত সমাস অন্যপদ প্রধানরূপে গণ্য হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'আরূঢ়ো বানরো বৃক্ষঃ' প্রভৃতি বহুব্রীহি এবং 'খলে যবম্' প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস গৃহীত হইবে। অতএব প্রাচীন সম্প্রদায় এই প্রকার (সমাসের) পাঁচটি ভেদ গ্রহণ করিয়াই পঞ্চবিধ সমাস বলিয়াছেন।

বিবৃতি

কশ্চিৎ ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অন্ত্যপদ প্রধান সমাস প্রদর্শন করিতেছেন, যেহেতু রাজপুরুষ, নীলোৎপল প্রভৃতি সমাস উক্ত সমাসের অন্তর্গত অন্তিম পদের মুখ্যবিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে, এইজন্য 'রাজপুরুষ' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস অন্ত্যপদ প্রধান হইয়া থাকে। এখন আলোচনা করিতে হইবে 'রাজপুরুষ' ইত্যাদি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসস্থলে 'রাজ'পদার্থ এবং 'পুরুষ'পদার্থরূপ নামার্থদ্বয়ের স্বত্বাদিরূপ ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া পুরুষ পদার্থে রাজপদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের অনুরোধে রাজপদের রাজসম্বন্ধীতে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে, উক্ত লক্ষ্যার্থ যে রাজ সম্বন্ধী তাহার অভেদ সম্বন্ধে পুরুষ পদার্থে অন্বয় হওয়ার ফলে 'রাজসম্বন্ধী পুরুষঃ' এইরূপ অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে—'রাজ'পদের রাজসম্বন্ধীতে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে সমাস এবং বিগ্রহবাক্যের তুল্যার্থকত্ব নিয়ম ব্যাহত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে—তৎপুরুষ সমাসাতিরিক্ত কর্মধারয় প্রভৃতি সমাস স্থলে সমাস এবং বিগ্রহ-বাক্যের তুল্যার্থকত্ব স্বীকৃত হইবে, ইহাই উক্ত ব্যুৎপত্তির তাৎপর্য। এই সম্পর্কে আরও বক্তব্য—যাঁহারা ব্যাসবাক্য ও সমাসের তুল্যার্থকত্ব বলেন, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা—তুল্যার্থকত্ব বলিতে তাঁহারা কি বুঝাইতে চান? যদি তাঁহারা বলেন, তুল্য বিশেষণ বিশেষ্যকত্বই সমানার্থকত্ব বুঝিতে হইবে, তুল্যার্থকত্ব বাদীর এই উক্তি কিন্তু সমীচীন নহে। "আরূঢ়ো বানরো যম্" ইত্যাদি বিগ্রহ বাক্য অন্য পদার্থ বিশেষ্যক না হইলেও 'আরূঢ়ো বানরো বৃক্ষঃ' এই বহুব্রীহি সমাস কিন্তু অন্যপদার্থ যে বৃক্ষ তদ্‌বিশেষ্যকই হইয়া থাকে। সুতরাং বহুব্রীহি সমাস স্থলে সমাস এবং ব্যাসবাক্যের উক্ত তুল্যার্থকত্ব থাকিবে না। যদি বলা হয়, সমান বিশেষ্য প্রকারকত্ব রূপ তুল্যার্থকত্ব বিবক্ষিত নহে, পরন্তু সমান বিষয়ক বোধজনকত্বই এখানে তুল্যার্থকত্ব বুঝিতে হইবে, এই কল্পনাও ঠিক নহে; কারণ 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস স্থলে বিগ্রহবাক্য অপেক্ষায় সমাহাররূপ সাহিত্যের বোধক হওয়ায় সমাস এবং বিগ্রহবাক্য তাদৃশ তুল্যার্থক হইতে পারে না।

সুতরাং সমাস এবং ব্যাসবাক্যের তুল্যার্থকত্ব কেবলমাত্র 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসবিশেষ স্থলেই স্বীকৃত হইবে, তৎপুরুষাদি সমাস স্থলে নহে। গ্রন্থকার নিজে 'রাজপুরুষ' ইত্যাদি স্থলে স্বত্ব সম্বন্ধে রাজপদার্থের পুরুষ পদার্থে অন্বয়বোধ স্বীকার করেন। 'রাজ্ঞঃপুরুষঃ' এই বিগ্রহ বাক্যস্থলেও স্বত্ব সম্বন্ধেই রাজ পদার্থ প্রকারক পুরুষ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে, ঙস্ এই ষষ্ঠী বিভক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে রাজপদার্থ প্রকারক বোধের তাৎপর্য গ্রাহক মাত্র। সুতরাং প্রাচীনমতে তৎপুরুষ সমাসস্থলে সমাস এবং বিগ্রহ বাক্যের তুল্যার্থকত্ব স্বীকৃত না হইলেও গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে উক্ত রীতিতে তুল্যার্থকত্ব রক্ষিত হইবে।[১]

অন্ত্যপদ প্রধান সমাসে প্রসিদ্ধ উদাহরণান্তর প্রদর্শন করিবার জন্য 'নীলোৎপলাদিকঃ কর্মধারয়ঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন, তাৎপর্য এই যে নীলোৎপল এই কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত উৎপল পদার্থধর্মিক অভেদ সম্বন্ধে নীলপদার্থ প্রকারক অন্বয় বোধের জনক হওয়ায় নীলোৎপল প্রভৃতি সমাস অন্তিম পদপ্রধান হইবে। আরও একটি অন্ত্যপদপ্রধান সমাসের উদাহরণ উপস্থাপিত করিবার জন্য 'দ্বিগার্গ্যাদ্যব্যয়ীভাবাশ্চ' এই সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ দ্বৌ গর্গৌ এইরূপ অর্থে দ্বিগার্গ্য এই অব্যয়ীভাব সমাস সমাসের অন্তিমপদ যে গার্গ্য তদ্ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় উক্ত অব্যয়ীভাব সমাস অন্ত্যপদ প্রধানরূপে গণ্য হইবে।

অন্ত্যপদপ্রধান সমাসের স্বরূপ এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকার সর্বপদ প্রধান সমাসের স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন। কোন সমাস সমাসের অন্তর্গত যাবতীয় পদের অর্থকে মুখ্য বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের জনক হইলে উক্ত সমাস সর্বপদ প্রধান হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঘটপটৌ' এই সমাসটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে ঘটপটগত দ্বিত্ব সংখ্যা প্রকারক তুল্যরূপে ঘটপট এতদুভয়গত মুখ্যবিশেষ্যতার নিরূপক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় 'ঘটপটৌ' এই দ্বন্দ্ব সমাস সর্বপদ প্রধান হইবে। আবার 'ধবখদিরপলাশাংশ্ছিন্ধি' এখানে ছেদন ক্রিয়াতে সমাসের অন্তর্গত ধবখদির-পলাশ পদপ্রতিপাদ্য প্রত্যেকটি অর্থ স্বতন্ত্র ভাবেই ছেদনক্রিয়াতে কর্মত্বকে দ্বার করিয়া অন্বিত হওয়ায় এই দ্বন্দ্বসমাসও সর্বপদ প্রধান হইবে। যদিও গ্রন্থকার সর্বপদার্থ ধর্মিক শাব্দবুদ্ধির জনক সমাসকেই সর্বপদ প্রধান বলিয়াছেন, ইহা সার্বত্রিক নহে, কারণ 'ধবখদিরপলাশাংশ্ছিন্ধি' ইত্যাদিস্থলে ধবখদিরাদি পদপ্রতিপাদ্য পদার্থসমূহ তাদৃশ বাক্যজনিত শাব্দবোধে ধর্মীরূপে ভাসমান নহে। পরন্তু ধবখদিরাদি পদার্থ সাক্ষাৎ কর্মত্বাংশে বিশেষণ এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ ছেদনক্রিয়াংশে বিশেষণ হইয়াছে।

১। জগদীশ তর্কালঙ্কার 'যুজ্যতে চোত্তরকল্পঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, রাজপুরুষঃ ইত্যাদি ব্যাসবাক্যেরও সমাসের তুল্যার্থকত্ব সমর্থন করিবার জন্য সমাসস্থলে যেরূপ স্বত্বসম্বন্ধে রাজপদার্থে পুরুষপদার্থের ভেদান্বয় হইবে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্যস্থলেও ষষ্ঠীবিভক্তির স্বত্বরূপ অর্থ ভান হইবে না, পরন্তু স্বত্বসংসর্গেই রাজপদার্থের পুরুষপদার্থে অন্বয় হইবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং সমাসের অন্তর্গত পদার্থসমূহ একই সময়ে যদি একটি ক্রিয়াতে অন্বিত হয়, তাহা হইলে উক্ত অন্বয়বোধের জনক দ্বন্দ্বসমাস হইবে সর্বপদ প্রধান।

জগদীশ, যে সকল পদার্থ ধর্মিক অন্বয়বোধের জনক সমাসকে সর্বপদ প্রধান বলিয়াছেন, তাহা কেবল 'ঘটপটমঠাঃ' ইত্যাদি প্রথমান্ত দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে বুঝিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাস সম্ভবপর হইলেও 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহারদ্বন্দ্ব স্থলে সমাসের অন্তর্গত উত্তরপদটি ('পাদ' পদটি) পাণিপাদ সাহিত্যে লাক্ষণিক যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে উক্ত সমাস হইতে পণিপাদ সাহিত্যের বোধ হওয়ায় সাহিত্যবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বন্দ্বসমাসমাত্র সর্বপদ প্রধান হইতে পারেনা। এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন, যেমন, ইতরেতরদ্বন্দ্ব (যথা ইতরেতরদ্বন্দ্বঃ)। 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহারদ্বন্দ্বস্থলে উক্ত পদের সাহিত্যরূপ অর্থে লক্ষণা ন্যায়সম্মত নয়। এইজন্য বলিতেছেন—'দ্বন্দ্বমাত্রং বা'।

'কশ্চিৎ স্বঘটক' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অন্যপদার্থ প্রধান সমাসের স্বরূপ এবং উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন অর্থাৎ যে সমাস নিজের অন্তর্গত পদভিন্ন অপর পদ প্রতিপাদ্য পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হয়, তাদৃশ সমাস অন্যপদার্থ প্রধান হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'চিত্রগুঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসকে গ্রহণ করা যাইতে পারে, 'চিত্রা গৌঃ যস্য' এই অর্থে 'চিত্রগুঃ' পদের অন্তর্গত গো পদটি চিত্রগোস্বামীরূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ার ফলে সমাসের অন্তর্গত পদার্থ ভিন্ন অপর পদার্থ যে গোপালক তদ্বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহিসমাস অন্য পদার্থ প্রধান হইবে। কেবলমাত্র যে বহুব্রীহি সমাসই অন্যপদার্থ প্রধান হইবে তাহা নহে, পরন্তু 'খলে যবম্' এই সকল অব্যয়ীভাব সমাসও অন্যপদার্থ প্রধান হইবে, কারণ উক্ত সমাস, সমাসের ঘটক পদার্থভিন্ন কালবিশেষ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার 'খলে যবাদ্যব্যয়ীভাবশ্চ' এই উক্তির দ্বারা অন্যপদার্থ প্রধান সমাসের দৃষ্টান্তান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন।

উপসংহারে গ্রন্থকার বলিতেছেন এইভাবে সমাসগত পাঁচটি ভেদকে অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন সম্প্রদায় পঞ্চবিধ সমাস বলিয়াছেন। সুতরাং পূর্বে গ্রন্থকার যে কর্মধারয়াদিভেদে ছয়প্রকার বা সাতপ্রকার সমাস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সহিত এই পঞ্চবিধ সমাসের ভেদ বলা নিবন্ধন কোন বিরোধ নাই।

মূলম্

नित्यानित्यभेदेन समासस्य द्वैविध्यमप्यस्ति यदुक्तं जयादित्येन, विभक्तिमात्रप्रक्षेपाभिजान्तर्गतनामसु । स्वार्थस्याबोधबोधाभ्यां नित्यानित्यसमासकौ ॥ इति ॥

অনুবাদ

নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ সমাসও বর্তমান। ইহার অনুকূলে জয়াদিত্য বলেন, নিজের অন্তর্গত নাম সমূহে বিভক্তিমাত্র প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে সমাসলভ্য অর্থের অবোধ এবং বোধ প্রযুক্ত নিত্য এবং অনিত্য সমাস হইবে।

বিবৃতি

প্রকারান্তরে বিভক্ত পদার্থের অন্য প্রকারে বিভাগ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। এই তাৎপর্যে গ্রন্থকার জগদীশ বলেন, নবীনসম্প্রদায় কর্মধারয় প্রভৃতি ষড়্‌বিধ বা সপ্তবিধ সমাস স্বীকার করিলেও প্রাচীন সম্মত পূর্ব পদার্থ প্রধান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বিভাগের যেরূপ বিরোধ হইবে না তদ্রূপ বৈয়াকরণ জয়াদিত্য যে নিত্যও অনিত্যভেদে সমাসের দ্বিবিধ বিভাগ বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত নবীন ও প্রাচীন মতসিদ্ধ বিভাগ ব্যাহত হইবে না, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—নিত্যানিত্যভেদেও সমাস দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধ বিভাগও যে প্রাচীন বৈয়াকরণ সম্মত, তাহা বুঝাইবার জন্য বৈয়াকরণ জয়াদিত্যের "বিভক্তিমাত্র প্রক্ষেপাৎ" ইত্যাদি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন।

মূলম্

स्वान्तर्गतनामसु विभक्तिमात्रप्रक्षेपेन यल्लभ्यार्थस्याबोधः स नित्यः समासः। यथा कृष्णसर्पनिर्मक्षिकासुरादिः, कृष्णः सर्पो, मक्षिकाया निः, न सुर इत्यादितस्तल्लभ्यस्य वैजात्यादेरग्रहात्। यल्लभ्यस्य च बोधः सोऽनित्यसमासः यथा राजपुरुष-पूर्वकायादिः तल्लभ्यार्थस्य राज्ञः पुरुषः, पूर्वम् कायस्येत्यादिवाक्यादपि प्रतीतिः।

অনুবাদ

নিজের (সমাসের) অন্তর্গত নামসমূহে বিভক্তিমাত্র প্রয়োগ করিলে (যেখানে) সমাসলভ্য অর্থের বোধ হয় না, তাহাই নিত্য সমাস, যেরূপ কৃষ্ণসর্প, নির্মক্ষিক, অসুর প্রভৃতি, কৃষ্ণঃ সর্পঃ, 'মক্ষিকায়া নিঃ', 'ন সুরঃ' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য হইতে সমাস লভ্য বৈজাত্য প্রভৃতি অর্থ গৃহীত হয় না। (আবার) বিগ্রহ-

বাক্যে বিভক্তি প্রক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ অর্থের অবগতি হয়, সেই সকল সমাস অনিত্য সমাস—যেমন রাজপুরুষ, পূর্বকায় প্রভৃতি। (কেননা) 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ', 'পূর্বং কায়স্য' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য হইতেও তৎ তৎ সমাসলভ্য অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে।

বিবৃতি

"স্বান্তর্গতনামসু" ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে জগদীশ জয়াদিত্যের 'বিভক্তিমাত্র-প্রক্ষেপাৎ' ইত্যাদি শ্লোকটির বিবরণ প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে কোনোও একটি সমাসের বিগ্রহবাক্য প্রদর্শিত হইলে উক্ত বাক্যের অন্তর্গত নাম সমূহের পরে যদি বিভক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিভক্ত্যন্ত নাম সমূহের যেরূপ অর্থবোধ হইবে, উক্ত বিগ্রহ বাক্যানুসারে সমাসনিষ্পন্ন বাক্য হইতেও যদি তাদৃশ অর্থের বোধ হয়, তাহা হইলে উক্ত সমাস অনিত্য সমাস রূপে অভিহিত হইবে, আবার যে সমাস বিভক্ত্যন্ত বিগ্রহবাক্যগত পদার্থের বোধক হয়না, তাহাই নিত্য সমাস। 'রাজপুরুষ,' 'নীলোৎপল' প্রভৃতি সমাস অনিত্য সমাসের উদাহরণ, কারণ গ্রন্থকারের মতে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই বিগ্রহ বাক্য হইতে যেরূপ অন্বয়বোধ হইবে, 'রাজপুরুষ' এই সমাস হইতেও তাদৃশ অন্বয়বোধ হইবে, এই জন্য তৎপুরুষ সমাসের নিরূপণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সমাস এবং বিগ্রহবাক্য উভয়স্থলেই পুরুষ পদার্থে রাজ পদার্থের স্বত্ব সংসর্গে অন্বয়বোধ হয় এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তুল্য যুক্তিতে 'নীলম্ উৎপলম্', নীলোৎপলম্ এইরূপ ব্যাসবাক্য এবং সমাস উভয়স্থলেই অভেদ-সম্বন্ধে নীলপদার্থের উৎপল পদার্থে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—অনিত্যসমাসস্থলে যদি স্বত্ব প্রভৃতি ভেদসম্বন্ধে অথবা অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ অথবা নীলমুৎপলম্ এই বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত ষষ্ঠীবিভক্তি বা প্রথমাবিভক্তি নিরর্থক হইবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার অগ্রিম গ্রন্থে অন্যান্য মতের সমালোচনাপূর্বক উপসংহারে ঐ সকল বিভক্তি ভেদ বা অভেদসংসর্গের অনুকূল তাৎপর্য গ্রাহকত্ব রূপে সার্থকতা ব্যবস্থিত করিয়াছেন। অনিত্যসমাসের উদাহরণরূপে গ্রন্থকার, 'কায়স্য পূর্বম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন পূর্বকায় প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাসকেও অনিত্য সমাস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলকথা, সমাসের দ্বারা প্রতিপাদ্য পদার্থের যদি বিগ্রহবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলেই সমাস এবং বিগ্রহ বাক্যের তুল্যার্থকত্ব নিবন্ধন তাহা অনিত্য সমাস হইবে। যেই সমাস এবং বিগ্রহবাক্য ভিন্নার্থক হইবে, সেই সমাস নিত্য সমাসরূপে গৃহীত হইবে—কৃষ্ণ সর্প প্রভৃতি নিত্য সমাসের উদাহরণ। জয়াদিত্যের শ্লোকে নিত্যসমাসের উল্লেখ প্রথমে থাকায় উক্ত শ্লোকের বিবরণ গ্রন্থে গ্রন্থকার কৃষ্ণসর্প, নির্মক্ষিক ইত্যাদি নিত্যসমাসের উদাহরণ প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণসর্প এই নিত্য কর্মধারয় সমাসস্থলে যদি বিগ্রহবাক্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা

হইলে 'কৃষ্ণশ্চাসৌ সর্পশ্চেতি' এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকৃত হইবে। উক্ত বিগ্রহবাক্য হইতে কৃষ্ণরূপবিশিষ্ট সর্পমাত্রেরই প্রতীতি হইবে, কিন্তু সমাস হইতে যেরূপ বিজাতীয় বিষধর কৃষ্ণসর্পের প্রতীতি হয়, উক্ত বিগ্রহবাক্য হইতে তাদৃশ সমাসলভ্য অর্থের প্রতীতি হয় না। সুতরাং সমাস এবং বিগ্রহবাক্য বিভিন্ন অর্থের বোধক হওয়ায় কৃষ্ণসর্প এবং নির্মক্ষিক প্রভৃতি নিত্য সমাসরূপে অভিহিত হইবে। ইহাই জয়াদিত্যের অভিপ্রায়।

मूलम्

'स्फुरद्वाणी, चलच्चैत्र' इत्यादिकः कर्मधारयोऽप्यनित्य एव समासः, स्फुरन्ती वाणीत्यादि विग्रहस्य वाण्यादौ स्फुरदादिविधेयक बोधाजनकत्वेऽपि स्फुरदभिन्न वाण्यादावेकत्वादि बोधकत्वमादायैव तदर्थप्रकाशकत्वात्, स्फुरन्तीं वाणीमित्यादिवाक्यस्यैव तत्र विग्रहत्वसम्भवाच्च, विग्रह एव समासलभ्यार्थस्य बोधकत्वं तन्त्रं, न तु समासे विग्रहार्थस्य, विग्रहलभ्ययोर्लिङ्गसंख्ययोर्व्यञ्जकवैधुर्येण प्रायशः समासाबोध्यत्वात्। अतएव यत्र समासे तयोर्व्यञ्जकसद्भावस्तत्रावगमोऽपि, यथा, जरतोचित्रगुर्जनः, 'प्रियतिसा पुरुष' इत्यादौ स्त्रीत्वस्य स्त्रीप्रत्यय-तिस्रादेशयोस्तदभिव्यञ्जकयोः सत्त्वात्, यथा वा अक्षपरि, शलाकापरि, प्रिययुवया, हस्त्यश्वमित्यादावेकत्वादेः, अश्वशलाकयोरेकत्व एवाव्ययीभावस्य युष्मदस्मदोर्द्वित्व एव युवाद्यादेशस्य सेनाङ्गानां वहुत्व एव समाहारद्वन्द्वस्य विधानात्।

অনুবাদ

'স্ফুরদ্বাণী', 'চলচ্চৈত্র' এই সকল কর্মধারয় ও অনিত্য সমাস, 'স্ফুরন্তী বাণী' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যে স্ফুরদাদি বিধেয়ক অন্বয়বোধজনকত্ব না থাকিলেও স্ফুরদ ভিন্ন বাণ্যাদি ধর্মিক একত্বাদি প্রকারক বোধজনকত্বকে গ্রহণ করিয়াই সমাসলভ্য অর্থের বোধকত্ব থাকিবে। 'স্ফুরন্তীং বাণীম্' ইত্যাদি বাক্যেরও বিগ্রহবাক্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে। বিগ্রহ বাক্যেই সমাসলভ্য প্রতিপাদকত্ব থাকিবে, ইহাই নিয়ম পরন্তু সমাসে বিগ্রহবাক্যার্থের বোধকত্ব থাকিবে এইরূপ নিয়ম নহে।

বিগ্রহবাক্যলভ্য লিঙ্গ ও সংখ্যা ব্যঞ্জকের বৈগুণ্য বশতঃ প্রায়শঃ সমাসের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না। অতএব যাদৃশ সমাসে ব্যঞ্জকের সদ্ভাব থাকিবে, তাদৃশ সমাসেই লিঙ্গও সংখ্যার অবগতিও অবশ্যই থাকিবে, যেমন জরতী চিত্রগুর্জনঃ, প্রিয়তিসা পুরুষ' ইত্যাদি সমাসস্থলে স্ত্রীত্বের ব্যঞ্জক স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত 'ঈ' প্রত্যয় এবং তিসৃ আদেশরূপ স্ত্রীত্বের ব্যঞ্জক থাকার ফলে উক্ত বহুব্রীহি সমাসদ্বয়ে স্ত্রীত্বের ও বোধ হইবে। যথা অক্ষপরি, শলাকাপরি, প্রিয়যুবা, হস্ত্যশ্বম্ এই সকল সমাস একত্বের বোধক হইয়া থাকে, কেননা, অক্ষ এবং শলাকা এতদুভয়ের একত্ব সংখ্যাস্থলেই অব্যয়ীভাব সমাস যুষ্মদ্, অস্মদ্ গত দ্বিত্বরূপ অর্থেই যুব প্রভৃতি আদেশ এবং সোনাঙ্গগত বহুত্বরূপ অর্থেই সমাহারদ্বন্দ্ব বিহিত হইয়াছে।

বিবৃতি

সমাস ও ব্যাসবাক্য সমানার্থক হইলেই উক্ত সমাস অনিত্য সমাসরূপে গণ্য হইবে, ইহা স্বীকৃত হইলে আপত্তি হইতে পারে, স্ফুরদ্বাণী, 'চলচ্চৈত্রঃ' এই সকল সমাস অনিত্য সমাসরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না, কারণ উক্ত সমাসস্থলে বিগ্রহবাক্য 'স্ফুরন্তী বাণী' বা 'চলন্ চৈত্রঃ' এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমান্তার্থ বিশেষ্যক শতৃন্ অর্থ প্রকারক অন্বয়বোধ নিষিদ্ধ হওয়ায় "বর্তমানে শতৃ-শানচাবপ্রথমৈকাধিকরণামন্ত্রিতয়োঃ" এই অনুশাসন অনুসারে 'স্ফুরন্তী বাণী' বা 'চলন্ চৈত্রঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য সম্ভবপর নহে। অতএব সমাস ও বিগ্রহবাক্য তুল্যার্থক না হওয়ায় ঐ সকল সমাস কি করিয়া অনিত্যসমাস হইবে? এই আপত্তির সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'স্ফুরদ্বাণী' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিয়া ঐ সকল সমাসের অনিত্য সমাসত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'স্ফুরন্তী বাণী' এই বিগ্রহবাক্য হইতেই অভেদ সম্বন্ধে স্ফুরৎ প্রকারক বাণী বিশেষ্যক অন্বয়-বোধ না হইলেও স্ফুরদ্ ভিন্ন বাণী বিশেষ্যক সুবর্থ একত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হওয়ায় সমাসও বিগ্রহবাক্য সমানার্থক বোধজনক হইবে। ইহার ফলে 'স্ফুরদ্ বাণী' প্রভৃতি অনিত্য সমাস হইবে। উক্ত অন্বয়বোধে বাণী পদার্থাংশে স্ফুরৎ পদার্থ বিধেয় রূপে ভাসমান হয় না, কারণ একত্বরূপ বিধেয়াংশে উদ্দেশ্য যে বাণী (পদার্থ) তদংশে শতৃন্ অর্থ উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হইয়াছে। 'স্ফুরদ্ বাণী' এই সমাসস্থলে উক্ত বিগ্রহ বাক্যার্থের অনুরূপ অর্থবোধ হওয়ায় সমাস ও ব্যাসবাক্যের তুল্যার্থকত্ব সিদ্ধ হইবে। এখন আপত্তি হইতে পারে, "বর্তমানে শতৃশানচাবপ্রথমা" ইত্যাদি সূত্রের মধ্যে যে প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থবিশেষ্যক শতৃনর্থপ্রকারক বোধমাত্র নিষিদ্ধ, ইহাই সূচিত হইয়াছে। যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে শতৃন্ ও তৎপরবর্তী প্রথমান্ত পদমাত্র স্থলে সর্বত্রই উক্ত রীতিতে অন্বয়বোধ সম্ভবপর হওয়ায় উক্ত সূত্রের নিষেধার্থকত্ব ব্যাহত হইবে, আরও বক্তব্য 'স্ফুরন্তী বাণী', 'চলন্ চৈত্রঃ', ইত্যাদি স্থলে পূর্বোক্ত রীতিতে অন্বয়বোধ

কথঞ্চিৎ স্বীকৃত হইলেও 'চলৎ একঃ' ইত্যাদিস্থলে চলৎ অভিন্ন যে একত্ববিশিষ্ট, তদ্বিশেষ্যক একত্বপ্রকারক অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তি বিরুদ্ধ হওয়ায় তাদৃশ অন্বয়বোধের অনুকূল "চলদেকঃ" ইত্যাদি বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় অপার্থক হইবে, এই আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার 'স্ফুরন্তীং বাণীম্' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে স্ফুরদ্ বাণী, চলচ্চৈত্র এই সকলস্থলে সমাস ও বিগ্রহবাক্যের উভয়ের সমানার্থকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। সমাসে বিগ্রহ বাক্যলভ্য অর্থের বোধকত্ব কেন থাকিবে না? ইহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন 'ব্যঞ্জকবৈধর্ম্যেণেতি' এখানে ব্যঞ্জক শব্দটির বোধকরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। উক্ত সন্দর্ভে গ্রন্থকার যে প্রায়শঃ শব্দটির উল্লেখ করিয়াছেন, নিজেই তাহার প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে সমাসমাত্রেই যে পূর্বোক্ত "ব্যঞ্জক বৈধর্ম্য" থাকিবে তাহা নহে কারণ যে যে সমাসস্থলে লিঙ্গ বা সংখ্যাদির ব্যঞ্জক অর্থাৎ বোধক উপস্থিত থাকিবে, তাদৃশ সমাসস্থলে কিন্তু সমাস হইতেও লিঙ্গ সংখ্যাদির অবগতি অবশ্যই হইবে। কীদৃশ সমাসস্থলে ব্যঞ্জক উপস্থিত থাকিবে, তাহার নিদর্শন প্রদর্শন করিবার জন্য, যথা—'জরতীচিত্রগুর্জনঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে "জরতী চিত্রা গৌ র্যস্য" এইরূপ অর্থে 'জরতীচিত্রগুঃ' এই সমাসে, এবং 'প্রিয়াস্তিস্রো যস্য' এই অর্থে 'প্রিয়তিসা পুরুষঃ' এইরূপ সমাসে স্ত্রীত্ববিহিত 'ঈপ্' প্রত্যয় এবং তিসৃ আদেশ স্ত্রীত্বের ব্যঞ্জক থাকায় উক্ত সমাসদ্বয় হইতে স্ত্রীত্বের বোধ হইবে। গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন—অক্ষপরি, শলাকাপরি, এই সকল অব্যয়ীভাব সমাস হইতেও একত্ব সংখ্যার অবগতি হইবে। এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন' অক্ষপরি' এখানে অক্ষপদার্থে, 'শলাকাপরি' এখানে শলাকা পদার্থে একত্ব-সংখ্যাবোধের অনুকূলে 'একস্য অক্ষস্য দ্যূতে অন্যথা পাতনম্' এইরূপ অর্থে 'অক্ষপরি' রূপ "একস্যা শলাকায়াঃ দ্যূতে অন্যথা পাতনম্", এইরূপ অর্থে শলাকাপরিরূপ একত্ব সংখ্যার ব্যঞ্জক অব্যয়ীভাব সমাস হইতেও একত্ব সংখ্যার অবগতি হইবে, কারণ "অক্ষ শলাকা সংখ্যা পরিণা" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে অক্ষগত এবং শলাকাগত একত্ব সংখ্যারূপ অর্থে বর্তমান অক্ষ এবং শলাকা শব্দের সহিত 'পরি' শব্দের অব্যয়ীভাব সমাস গৃহীত হইবে। আবার "প্রিয়ৌ যুবাং যস্যাঃ তয়া" এই অর্থে 'প্রিয়যুবয়া' এই বহুব্রীহি সমাস এবং 'হস্তিনামশ্বানাঞ্চ সমাহারঃ' এই অর্থে 'হস্ত্যশ্বম্' রূপ সমাহারদ্বন্দ্ব এতদুভয়ের প্রথমটি 'যুবয়ো দ্বি'বচনে' এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে দ্বিত্বসংখ্যারূপ অর্থে যুষ্মদ্ শব্দস্থানে 'যুব' আদেশ হওয়ায় উহাই দ্বিত্বসংখ্যার ব্যঞ্জক হইবে। ইহার ফলে উক্ত সমাস হইতে দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট সম্বন্ধ পুরুষপদার্থের অবগতি হইবে। দ্বিতীয়স্থলে, "দ্বন্দ্বশ্চ প্রাণিতূর্য-সেনাঙ্গানাম্" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে এই সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস সেনাঙ্গগত বহুত্বসংখ্যারূপ অর্থে গৃহীত হওয়ায় উক্ত সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস হইতেও বহুত্ব সংখ্যার বোধ হইবে।

मूलम्

तदुक्तमभियुक्तैः—

संख्या तु व्यञ्जकाभावादव्यक्ता प्रातरादिवत्। यत्र तु व्यञ्जकं किञ्चित्तत्र संख्या प्रकाशते, शलाकापरि, हस्त्यश्वं पूर्वकायोऽर्धपिप्पलीति, पूर्वादेरर्धस्य च ङसर्थैकत्वमन्तर्भाव्यैवावयविना ततपुरुषस्य व्युत्पन्नत्वात्, "सरसिजादौ", "कण्ठेकालादौ" चालुकसमासे सुपः, संख्यावगमेऽपि न क्षतिः, तत्र व्यञ्जकसुपः सत्त्वेऽपि संख्या न बुध्यत इति तु समासशक्तिवादिनः पातञ्जलाः ॥ ३३ ॥

অনুবাদ

ইহার অনুকূলে বৈয়াকরণ সম্প্রদায় বলেন—'প্রাতঃ' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ব্যঞ্জক না থাকায় সমাসগত সংখ্যার অভিব্যক্তি হয় না। যদি কোন সমাসে ব্যঞ্জক উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে (তাদৃশ সমাস হইতে) সংখ্যা অবগত হইবে। শলাকাপরি, হস্ত্যশ্ব, পূর্বকায় এবং অর্ধপিপ্পলী এই সকল সমাসকে (দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে) পূর্ব প্রভৃতি শব্দের অর্ধ শব্দের ঙস্ প্রত্যয়ান্ত একত্ব সংখ্যাকে অন্তর্ভাব করিয়াই অবয়বী পদের সহিত তৎপুরুষ সমাস ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। 'সরসিজ', 'কণ্ঠেকাল' প্রভৃতি অলুক্ সমাসে সুপ্ প্রত্যয় হইতে একত্ব সংখ্যার অবগতি হইলেও কোন ক্ষতি নাই। পাতঞ্জল মতে কিন্তু সংখ্যার ব্যঞ্জক সুপ্ থাকিলেও সংখ্যার অবগতি হইবে না। ইহাই সমাস শক্তিবাদী পতঞ্জলির অভিমত।

বিবৃতি

শাব্দবোধের অনুকূল ব্যঞ্জক থাকিলে সমাস হইতেও যে স্ত্রীত্বাদি লিঙ্গ বিশেষের এবং একত্বাদি সংখ্যাবিশেষের বোধ হয়, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য "সংখ্যা তু ব্যঞ্জকাভাবাৎ"—ইত্যাদি শ্লোকের মাধ্যমে প্রাচীন বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, যে সমাসে লিঙ্গ বা সংখ্যাবোধের অনুকূল ব্যঞ্জকের অভাব থাকিবে, সেই সমাসে লিঙ্গ সংখ্যা প্রভৃতি 'অব্যক্ত' অর্থাৎ সমাসজনিত শাব্দবুদ্ধির গোচর হইবে না, আবার যেখানে লিঙ্গ ও সংখ্যাদিগোচর

শাব্দবোধের অনুকূল ব্যঞ্জকের সদ্ভাব থাকিবে তাদৃশ সমাস হইতে লিঙ্গ ও সংখ্যা অন্বয়-বোধগম্য হইবে। কীদৃশ সমাসস্থলে ব্যঞ্জক সদ্ভাব প্রযুক্ত লিঙ্গ সংখ্যাদির বোধ হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে কারিকার তৃতীয়পাদে শলাকাপরি, হস্ত্যশ্ব, পূর্বকায়, অর্ধপিপ্পলী এই চারটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। "একস্যাঃ শলাকায়াঃ দ্যূতে অন্যথা পাতনম্" (অর্থাৎ যে সকল শলাকার দ্বারা দ্যূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সকল শলাকার মধ্যে একটি শলাকা অন্যভাবে পতিত হইলে) এইরূপ অর্থে শলাকাপরি এইরূপ সমাস একত্বের ব্যঞ্জক হওয়ায় উক্ত সমাস হইতে শলাকাগত একত্বের বোধক হইয়া থাকে। এইভাবে অব্যয়ীভাব সমাসরূপ সংখ্যা ব্যঞ্জকের প্রতিপাদন পূর্বক 'হস্ত্যশ্বম্' এই সমাহার দ্বন্দ্বের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। এখানে হস্তী এবং অশ্বগত বহুত্ব সংখ্যারূপ অর্থে সমাহারদ্বন্দ্ব সমাস, 'কায়স্য পূর্বম্' এইরূপ কায়গত একত্ব সংখ্যারূপ অর্থে এবং 'অর্ধপিপ্পলী' এখানে 'পিপ্পল্যা অর্ধম্' এইরূপ ক্লীবলিঙ্গ বিহিত অর্ধ শব্দের সহিত তৎপুরুষ সমাস বিহিত হওয়ায় উক্ত উভয় সমাসই যথাক্রমে সংখ্যা ও লিঙ্গের ব্যঞ্জক হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্বকায় ইত্যাদি সমাসে একত্বের, অর্ধপিপ্পলী ইত্যাদি সমাসের পিপ্পলীগত একত্ব এবং অর্ধাদিগত নপুংসকত্বের কেন প্রতীতি হইয়াছে? এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে গ্রন্থকার "পূর্বাদেরর্থস্তু" এই সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে পূর্বকায় এবং অর্ধপিপ্পলী এইসকল স্থলে বিগ্রহবাক্যস্থিত অবয়বীবোধক পদের পরবর্তী 'ঙস্' বিভক্তির অর্থ একত্বকে অন্তর্ভাব করিয়াই ঐ সকল অবয়বী বোধক পদের সহিত পূর্ব বা অর্ধরূপ অবয়ব বোধক পদের সমাস পূর্বকথিত অনুশাসন অনুসারে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, 'কণ্ঠেকালঃ' এবং 'সরসিজম্' প্রভৃতি অলুক্ সমাসের নিত্যসমাসত্ব ব্যবস্থিত হইতে পারে না, কারণ উক্ত সমাস প্রতিপাদ্য অর্থগোচর বোধের প্রতি সপ্তমী বিভক্তি ঘটিত তাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞানের কারণত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার ইষ্টাপত্তি করিতেছেন। উক্ত অলুক্ সমাসস্থলে, সুপ্ বিভক্তি হইতে সংখ্যার অবগতি হইলেও কোন ক্ষতি নাই, অর্থাৎ, ব্যঞ্জক থাকার ফলে তাদৃশ সমাস হইতেও সুবর্থ সংখ্যার বোধ হইবে, সুতরাং এই অলুক্ সমাস অনিত্য সমাসই হইবে, নিত্য সমাস নহে। নিজের বক্তব্য বলিয়া গ্রন্থকার মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত অলুক্ সমাস নিত্যসমাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নিত্যসমাসত্ব ব্যবস্থিত করিবার জন্য বলিতেছেন, একত্বাদি সংখ্যার ব্যঞ্জক সুপ্ বর্তমান থাকিলেও উক্ত সুপ্ বিভক্তি হইতে সংখ্যার অবগতি হইবে না। কারণ পতঞ্জলির মতে সমাসের স্বতন্ত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় সমাসের ঘটক কোন পদ বা সুপ্ বিভক্তি হওয়ায় অর্থবিশেষে শক্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব সমাস হইতে সমাসগত শক্তিলভ্য একটি বিশিষ্ট অর্থের অবগতি হইবে ইহাই পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত।

মূলম্

সমাসেষু কর্মধারয়ং লক্ষয়তি—

ক্রমিকং যন্নামযুগমেকার্থেঽন্যার্থবোধকম্।
তাদাত্ম্যেন ভবেদেষ সমাসঃ কর্মধারয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ

উক্ত সমাসের অন্তর্গত (প্রথমোক্ত) কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ করা হইতেছে। একটি পদের অর্থে অপর পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধের যোগ্য যে ক্রমিক নামদ্বয়, ইহাই কর্মধারয় সমাস।

বিবৃতি

গ্রন্থকার ৩২ সংখ্যক কারিকায় কর্মধারয়, দ্বিগু, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি এবং দ্বন্দ্বভেদে সমাসের বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, বিভক্ত উক্ত সমাসসমূহের মধ্যে কর্মধারয় সমাস প্রথম উল্লিখিত হওয়ায় 'প্রথমোপস্থাপিতত্যাগে মানাভাবাৎ' এই ন্যায়ে "ক্রমিকং যন্নামযুগম্" ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ উপস্থাপিত করিতেছেন। তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্বনামার্থ প্রকারক পরবর্তী নামার্থবিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি যোগ্য যে ক্রমিক নামদ্বয় তাহাই কর্মধারয় সমাস। কলাপ ব্যাকরণে তুল্যাধিকরণ পদদ্বয়কে কর্মধারয় সমাস বলা হইয়াছে। এখানে তুল্যাধিকরণ পদের দ্বারা এক পদার্থে অপর পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের উপযোগী "সমানবিভক্তিকত্ব"ই তুল্যাধিকরণত্ব বুঝিতে হইবে। তদনুসারে অভেদসম্বন্ধে পূর্বনামার্থ প্রকারক উত্তর নামার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ যোগ্য তুল্যাধিকরণ পদদ্বয় ঘটিত সমাসত্বং কর্মধারয়ত্বম্—এইরূপ কর্মধারয়ের লক্ষণ প্রতীয়মান হইবে। 'ক্রমিকং যন্নাম যুগম্' ইত্যাদি কারিকানুসারে কিন্তু অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে প্রথমোদ্দিষ্ট নাম বিশিষ্ট দ্বিতীয়োদ্দিষ্ট নামটি যদি অভেদ সম্বন্ধে প্রথমোদ্দিষ্ট নামার্থ প্রকারক, দ্বিতীয়োদ্দিষ্ট নামার্থবিশেষ্যক অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্য হয়, তাহা হইলে (অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে) উক্ত প্রথমোদ্দিষ্ট নামবিশিষ্ট দ্বিতীয়োদ্দিষ্ট নামত্বই হইবে কর্মধারয়ের লক্ষণ। 'নীলঞ্চ তদুৎপলঞ্চেতি' এই ব্যাসবাক্য অনুসারে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে পূর্বনাম বিশিষ্ট উত্তর নামরূপ ক্রমপ্রযুক্ত নীলোৎপল এই নামদ্বয় অভেদ সম্বন্ধে নীলপদার্থ প্রকারক, উৎপল পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য হওয়ায় নীলোৎপল এই নামদ্বয়ে কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে একনামবিশিষ্ট অপর নামরূপ ক্রমিক নামদ্বয় স্থলে 'ক্রমিক'

পদটি না দিলে 'নীলম্ উৎপলম্' এই বিগ্রহবাক্যে কর্মধারয় সমাসের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। অতএব উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'ক্রমিক' পদটি নিবিষ্ট হইয়াছে। 'তাদাত্ম্যেন' এই অংশটি না থাকিলে 'কুম্ভস্য সমীপম্' এইরূপ অর্থে উপকুম্ভ এই অব্যয়ীভাব সমাসে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই জন্য 'তাদাত্ম্য সম্বন্ধেন' বলা হইয়াছে।

मूलम्

क्रमिकं यन्नामद्वयं तयोरेकस्य नाम्नोऽर्थे धर्मिणि तादात्म्येनापरनाम्नोऽर्थस्यान्वयबोधं प्रति समर्थं तादृशं नामद्वयं कर्मधारयः, नीलोत्पलमित्यादावुत्पलादिपदस्यार्थे नीलादिपदार्थस्य तादात्म्येनान्वयः। तथा 'पुरुषसिंह' इत्यादावपि पुरुषादावुत्तरपदलक्ष्यस्य सिंहादि सदृशस्य पुरुषः सिंह इवेत्यादि विग्रहे "प्रायेनोपमेयस्योपमानैरिति" कर्मधारयानुशासनात्, कुम्भस्य समीपमित्याद्यर्थकं उपकुम्भादिर्न तादात्म्येनान्वयबोधकः प्रवलमपद्रव्यमित्यादेः संग्रहाय नामपदस्य धातुभिन्नोपलक्षकत्वात्, सार्थकसामान्यपरत्वेऽपि क्षत्यभावाच्च, नीलमुत्पलमित्यादिकं तु समानविभक्तिकं नामद्वयं स्वार्थयोरभेदान्वयं बोधयदपि न क्रमिकं, विभक्त्या व्यवधानात्।

অনুবাদ

ক্রমিক যে নামদ্বয় (তদুভয়ের মধ্যে) একটি নামের অর্থরূপ ধর্মীতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অপর নামার্থের অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপযোগ্য হইবে। তাদৃশ নামদ্বয় কর্মধারয় (সমাস) রূপে গণ্য হইবে। নীলমুৎপলমিত্যাদি স্থলে 'উৎপল' পদের অর্থে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নীলাদি পদার্থের অন্বয়বোধ হওয়ায় এবং পুরুষসিংহ ইত্যাদি স্থলে পুরুষ প্রভৃতি উত্তর পদের লক্ষ্যার্থ যে সিংহাদি সদৃশ তাহার (অন্বয়) হইয়া থাকে, কারণ "পুরুষঃ সিংহ ইব" ইত্যাদি বিগ্রহে 'উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ' (পাণিনি ২।১।৪৩ সূত্র), "প্রায়েনোপমেয়স্যোপমানৈঃ"—এই অনুশাসন অনুসারে কর্মধারয় সমাস নির্দিষ্ট হইয়াছে। 'কুম্ভস্য সমীপম্' এইরূপ অর্থে উপকুম্ভাদি (অব্যয়ীভাব) সমাস হইতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্বনামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধ হয় না। 'প্রবলম্, অপদ্রব্যম্' ইত্যাদি কর্মধারয় সমাস সংগ্রহের জন্য (কারিকাস্থ)

নামপদটি ধাতুভিন্নের উপলক্ষক বুঝিতে হইবে, অথবা নামপদটি সার্থক শব্দ সামান্যের বোধকরূপে গৃহীত হইলেও কোন ক্ষতি নাই। 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য কিন্তু উৎপল পদার্থে নীলপদার্থের অভেদান্বয় বোধে সমর্থ হইলেও মধ্যবর্তী বিভক্তির দ্বারা ব্যবহিত হওয়ার ফলে ক্রমিক নহে।

বিবৃতি

"ক্রমিকং যন্নামদ্বয়ম্" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে ৩৪ সংখ্যক কারিকাটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। "ক্রমিকং যন্নামযুগম্" এখানে ক্রমিক পদটি অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে পূর্বপ্রযুক্ত নামটির বৈশিষ্ট্যরূপ অর্থের প্রতিপাদক রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। "তয়োরেকস্য" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা কারিকাস্থ "একার্থে অন্যার্থবোধকম্" এই অংশটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার ফলে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে যে নাম বিশিষ্ট যে নামটি তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সেই নামার্থপ্রকারক, সেই নামার্থবিশেষ্যক অন্বয়বুদ্ধির প্রতি বিষয়রূপে জনকতাবচ্ছেদক হইবে। অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে সেই নাম বিশিষ্ট সেই নামটি কর্মধারয় সমাস—ইহাই হইবে কর্মধারয় সমাসের পর্যবসিত লক্ষণ।

লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। "নীলমুৎপলম্" এখানে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে নীলরূপ নামবিশিষ্ট উৎপলরূপ নামটি অভেদ সম্বন্ধে নীলপদার্থ প্রকারক, উৎপল পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের বিষয়রূপে জনকতাবচ্ছেদক হইবে এবং "পুরুষসিংহ" এই সকল স্থলেও সিংহ পদার্থের লক্ষ্যার্থ যে সিংহ সদৃশ, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে তৎপ্রকারক অন্বয়বোধের বিষয়রূপে কারণতার অবচ্ছেদক হইবে। অতএব 'নীলমুৎপলম্' এইরূপ অর্থে 'নীলোৎপলম্' এইরূপ সমাসে এবং "পুরুষঃ সিংহ ইব" এইরূপ অর্থে 'পুরুষসিংহঃ' এইরূপ সমাসে কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

জগদীশ যে "উত্তরপদ লক্ষিতস্য সিংহাদি সদৃশস্য" অর্থাৎ পুরুষসিংহ এখানে পুরুষ পদের পরবর্তী সিংহ পদটির সিংহ সদৃশরূপ অর্থের লক্ষণা স্বীকার করিয়া পুরুষসিংহ এইরূপ কর্মধারয় সমাসের উপপাদন করিয়াছেন, ইহার ফলে পুরুষ সিংহাদি স্থলে পুরুষরূপ পূর্বপদটির পুরুষ সদৃশ অর্থের লাক্ষণিক হইলে উক্ত অর্থে কর্মধারয় সমাস হইবে না, এবং সিংহপদের সিংহ সদৃশরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইলেও সিংহপদটি যদি পুরুষ পদের পূর্বে উল্লিখিত হয়, তাহা হইলে সিংহপুরুষ এইরূপ কর্মধারয় সমাসও হইবে না। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার "পূর্বপদ লক্ষিতস্য" না বলিয়া 'উত্তরপদ লক্ষিতস্য' বলিয়াছেন। যাদৃশ সমাসস্থলে উত্তরপদটি উপমান পদ হইবে, সেখানেই তথাবিধ সমাস হইবে, ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য "প্রায়েনোপমেয়স্তোপমানৈঃ", এই পাণিনীয় অনুশাসনকে উক্তস্থলে কর্মধারয় বিধায়করূপে উল্লেখ করিয়াছেন। 'পুরুষঃ সিংহ ইব' এইরূপ বিগ্রহবাক্য

প্রদর্শনের ফলে 'পুরুষ ইব সিংহঃ' এইরূপ বিগ্রহের বা 'সিংহ ইব পুরুষঃ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে কর্মধারয় সমাস হইবে না—ইহাই সূচিত হইয়াছে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে "প্রায়েন উপমেয়মুপমানৈঃ" এই সূত্রানুসারে উপমেয় পদটি যে সমাসের বিগ্রহবাক্যে পূর্বনির্দিষ্ট হইবে ইহার অনুকূলে সূত্রে উপমেয়ের পূর্বত্ববোধক কোন পদ না থাকায় উপমেয়ের পূর্বত্ব উক্ত সূত্রের দ্বারা কিরূপে উপপন্ন হইবে ?

এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে টীকাকার কৃষ্ণকান্ত বলেন 'ষষ্ঠ্যাঃ পূর্বস্যৈব'—কাতন্ত্র-পরিশিষ্টের সূত্রানুসারে 'প্রায়েনোপমেয়স্য' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির উল্লেখ থাকায় উক্ত সূত্রানুসারেই পুরুষাদি উপমেয় পদের পূর্বত্ব প্রতীয়মান হইবে।

কারিকায় 'তাদাত্ম্যেন' এই অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য কুম্ভের সমীপ রূপ অর্থে উপকুম্ভ প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়ের বোধক নহে। এই সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে 'উপকুম্ভম্' এই অব্যয়ীভাব সমাস সামীপ্যরূপ উপপদার্থে নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে কুম্ভ পদার্থের অন্বয়বোধজনক হইয়াছে, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নহে। কুম্ভের সামীপ্যও এখানে কুম্ভসংযোগি সংযুক্তত্বাদি রূপ প্রতীয়মান হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'প্রকৃষ্টং বলম্' এইরূপ অর্থে প্রবলম্ এবং 'অপকৃষ্টং দ্রব্যম্' এইরূপ অর্থে অপদ্রব্যম্ এই সকল উপসর্গ ঘটিত কর্মধারয় সমাস ক্রমিক নামদ্বয় ঘটিত না হওয়ায় কর্মধারয় সমাস লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে, কারণ নাম নিরূপণ প্রস্তাবে, প্র, পরা, প্রভৃতি উপসর্গের নামত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন "প্রবলমপদ্রব্যম্" এই সকল কর্মধারয়সমাস সংগ্রহ করিবার জন্য কারিকাস্থ এবং বিবরণস্থ নাম পদের ধাতুভিন্নরূপ অর্থে অজহৎস্বার্থলক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ বলিয়াছেন "নামপদস্য ধাতুভিন্নোপলক্ষকত্বাৎ"। ইহার উপরও আপত্তি হইতে পারে, যদি ধাতুভিন্নরূপ অর্থে নামপদের লক্ষণা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে "স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্" এখানে স্তোকপদের সহিত নম্রপদের কর্মধারয় সমাস উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ নম্র পদার্থের অন্তর্গত ধাত্বর্থ যে নমন্ তাহাতে স্তোক পদার্থের অন্বয়বোধ হইয়াছে। এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য জগদীশ বলিতেছেন, কর্মধারয় সমাস লক্ষণের অন্তর্গত নামপদটির সার্থক সামান্যরূপ অর্থে তাৎপর্য স্বীকৃত হইলেও ক্ষতি নাই। সুতরাং প্রাদি উপসর্গ বা নমনাদি ধাতু নাম না হইলেও নাম পদোপলক্ষিত সার্থক শব্দ হওয়ায় 'প্রবলম্, স্তোকনম্রা', ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'সুপচতি' ইত্যাদিস্থলে ধাত্বর্থ যে পাক, তাহাতে সুপদার্থ শোভনাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হওয়ায় 'শোভন পাক' ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসের ন্যায় 'সুপচতি' এখানে কর্মধারয় সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে যে, কর্মধারয় লক্ষণের বোধকত্বাংশ সুপচতি ইত্যাদি-অংশে থাকিলেও সমাস সামান্যের লক্ষণ না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না, কারণ, সমাসের বিশেষলক্ষণে সর্বত্র 'সমাসত্বে সতি' এই সত্যন্তদল অবশ্যই নিবেশ করিতে হইবে।

'নীলম্ উৎপলম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যে অতিব্যাপ্তিকারক 'ক্রমিক' পদের সার্থক্য

প্রদর্শন করিবার জন্য 'নীলমুৎপলম্ ইত্যাদি তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'নীলম্ উৎপলম্' এইরূপ সুবন্ত নীলপদের অব্যবহিতোত্তরবর্তী সুবন্ত উৎপল পদটি সমানবিভক্তিক হওয়ায় অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের যোগ্য হইলেও সুপ্ বিভক্তির দ্বারা 'নীল'পদ ও 'উৎপল' পদ ব্যবহিত হওয়ায় ক্রমিক নহে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, গ্রন্থকার 'ক্রমিক' পদের দ্বারা কিরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতে চাহেন ? যদি বলা হয়, যোত্তরত্বসম্বন্ধে উৎপলপদগত নীলপদবৈশিষ্ট্যই ক্রমিকত্ব, ইহা কিন্তু ঠিক হইবে না, কারণ, স্বাধিকরণক্ষণধ্বংসাধিকরণ ক্ষণবৃত্তিত্বরূপ যোত্তরত্বসম্বন্ধে নীলপদ বৈশিষ্ট্য, সুবাদি দ্বারা ব্যবহিত উৎপলপদেও থাকায় উক্ত বাক্যে তাদৃশ ক্রমিকত্ব বিবক্ষিত হইলেও অতিব্যাপ্তি হইবে। অতএব এই আপত্তির সমাধানকল্পে স্বাব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে উত্তরপদগত নীলপদবিশিষ্টত্বরূপ ক্রমিকত্বই এখানে বিবক্ষিত। সুতরাং সুবাদি বিভক্তির দ্বারা ব্যবধানস্থলে তাদৃশ ক্রমিকত্ব 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি বাক্যে না থাকায় অতিব্যাপ্তি বারিত হইবে। স্বাব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধও এখানে—'স্বাধিকরণক্ষণধ্বংসাধিকরণক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বে সতি স্বাধিকরণক্ষণ ধ্বংসাধিকরণ যে ক্ষণ তদ বৃত্তিত্ব' বুঝিতে হইবে।

मूलम्

यदि च, तादात्म्येन नीलादिनामार्थस्यान्वयबुद्धौ नीलादिनामोत्तरनामोपस्थाप्यत्वं तन्त्रमतो न तत्राभेदसम्बन्धेन नीलादेरन्वयः, परन्तु विशेषणविभक्त्युपस्थापिते तादात्म्य एवाधेयत्वेन। नीलघटपटावित्यादौ च नीलपदव्यवहितेन घटपटेत्येवं द्वन्द्वात्मकनाम्नैवोपस्थापिते पटे नीलस्य तादात्म्येनान्वयान्न व्यभिचारः, 'स्तोकं पचति', 'धान्येन धनम्', 'प्रकृत्या पटु'रित्यादावपि स्तोकादेर्न धात्वाद्यर्थे तादात्म्येनान्वयः, किन्तु द्वितीयाद्यर्थे तादात्म्य एवाधेयत्वेन इत्यादिकं विभाव्यते, तदा क्रमिकत्वमनुपादेयमेव। 'राजपुरुष' इत्यादिकन्तु तत्पुरुषो न पुरुषे पूर्वपदलक्षितराजसम्बन्धिनस्तादात्म्येनान्वयबोधकः समासविग्रहयोस्तुल्यार्थकत्वहान्यापत्तेः, परन्तु राजसम्बन्धस्यैव, अतएव 'राजपुरुष' इत्यादौ पूर्वपदे षष्ठ्यर्थसम्बन्धे लक्षणेति मणिकृदुक्तमपि सङ्गच्छते। यथा च नामार्थयोर्भेदेनान्वयेऽपि न

क्षतिस्तथोपरिष्टाद्वक्ष्यते । किञ्चिद्विशिष्टसुवर्थानवच्छिन्नस्यैव वा तादात्म्ये-नान्वयबोधकत्वमुक्तनिरुक्तौ निवेश्यम् ।

অনুবাদ

যদি, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নীলাদিনামার্থপ্রকারক অন্বয় বুদ্ধির প্রতি নীলাদি নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী নামের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্বই নিয়ামক স্বীকৃত হইবে, অতএব 'নীলমুৎপলম্' এখানে অভেদ সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে নীলপদার্থের অন্বয়বোধ হইবে না, পরন্তু বিশেষণ বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত তাদাত্ম্যে আধেয়ত্ব সম্বন্ধে (বিশেষণ পদার্থের) অন্বয় স্বীকৃত হইবে, 'নীলঘটপটৌ' ইত্যাদি স্থলে নীলপদের অব্যবহিতোত্তরবর্তী 'ঘটপট' রূপদ্বন্দ্ব সমাসাত্মক নামের দ্বারা উপস্থাপিত পটপদার্থে নীলপদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধ (সম্ভবপর হওয়ায়) পূর্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার হইবে না।

'স্তোকং পচতি', 'ধান্যেন ধনম্', 'প্রকৃত্যা পটুঃ' ইত্যাদিস্থলেও ধাত্বর্থে স্তোকাদি পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত নহে, কিন্তু দ্বিতীয়াদি বিভক্তির তাদাত্ম্যরূপ অর্থে আধেয়ত্ব সম্বন্ধে স্তোকাদি পদার্থের অন্বয়ই (অনুভবসিদ্ধ) এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কর্মধারয় সমাস লক্ষণের অন্তর্গত ক্রমিক পদটি পরিত্যাগ করাই সমীচীন হইবে।

'রাজপুরুষ' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস কিন্তু পুরুষ পদার্থে পূর্বপদলক্ষিত রাজসম্বন্ধীর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধক নহে। (কেন নহে তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন) কারণ তাহা হইলে সমাস ও বিগ্রহবাক্যে এতদুভয়ের সমানার্থকত্বহানির প্রসক্তি হইবে, পরন্তু (রাজপদলক্ষিত) রাজ সম্বন্ধের পুরুষ পদার্থে (অন্বয়বোধ) স্বীকৃত হইবে, অতএব 'রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে পূর্বপদের (রাজপদের) ষষ্ঠী-বিভক্তির অর্থ যে সম্বন্ধ তাহাতে লক্ষণা' এই মণিকারের উক্তিও সঙ্গত হইবে। নামার্থদ্বয়ের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইলেও কোন রূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ইহা পরবর্তী গ্রন্থে ব্যক্ত হইবে। অথবা উক্ত লক্ষণে কিঞ্চিদ্বিশিষ্ট সুবর্থানবচ্ছিন্ন পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধকত্ব স্বতন্ত্র-ভাবে নিবেশ করিতে হইবে।

বিবৃতি

বিশেষণ বিভক্তির অর্থ স্বীকৃতিমূলে 'নীলমুৎপলম্' এই সকল বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত নীলপদের অব্যবহিতোত্তরবর্তী তাদাত্ম্যরূপ বিশেষণ বিভক্তির অর্থে বিশেষণ নীল পদার্থের আধেয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয়বোধ অঙ্গীকার করা হইবে, পরন্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধে উৎপল পদার্থে নীল পদার্থের অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং কর্মধারয় লক্ষণে ক্রমিক পদটি 'নামযুগে'র অংশে বিশেষণপদরূপে নিবেশ না করিলেও 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যে কর্মধারয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি সম্ভাবিত নহে, কারণ উক্ত বিগ্রহবাক্য 'নীলোৎপলম্' এই সমাসের তুল্যার্থক নহে। এই অভিপ্রায়ে উক্ত সমাসলক্ষণের ঘটক ক্রমিকত্ব এই বিশেষণটি পরিহার করিবার জন্য 'যদি চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন।

'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য হইতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে নীলাদি প্রকারক উৎপলাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ বারণ করিবার জন্য অভেদ সম্বন্ধে নীলাদি প্রকারক উৎপলাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রযোজক কে হইবে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার 'তাদাত্ম্যেন' নীলাদি নামার্থস্য" ইত্যাদি গ্রন্থের উপস্থাপনা করিতেছেন, তাৎপর্য এই যে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নীলাদি নামার্থগত প্রকারতার নিরূপক অন্বয়বুদ্ধির প্রতি নীলাদি নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী নামজন্য নামার্থের উপস্থিতি বিষয়তা সম্বন্ধে কারণ, এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পনা করিবার ফলে 'নীলোৎপলম্' এই কর্মধারয় সমাস স্থলে নীল পদের অব্যবহিতোত্তরবর্তী উৎপল পদার্থের উপস্থিতি বিষয়তা সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে থাকায় সেখানে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে অভেদ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নীল পদার্থগত প্রকারতার নিরূপক অন্বয়বোধের উৎপত্তি হইতে পারিবে। 'নীলমুৎপলম্' ইত্যাদি বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত বিভক্তির দ্বারা উৎপল পদ ব্যবহিত হওয়ায় বিষয়তা সম্বন্ধে নীলাদি নামোত্তর নামজনিত নামার্থের উপস্থিতি বিষয়তা সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে না থাকায় সেখানে বিশেষ্যতাসম্বন্ধে অভেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নীলাদিগত প্রকারতার নিরূপক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে না। যদি উক্ত কার্যকারণভাব কল্পনা করা না হয়, তাহা হইলে 'দ্রব্যে সরসিজম্' ইত্যাদি স্থলেও 'দ্রব্য'পদ ও 'সরসি'পদ এতদুভয়ের সমান বিভক্তিকত্ব নিবন্ধন অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে। অতএব উক্ত আপত্তি বারণ করিবার জন্য অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের প্রতি তাদৃশ নীলাদি নামোত্তর নামজনিত উপস্থিতিকে অবশ্যই কারণ কল্পনা করিতে হইবে।

'অতো ন তত্র' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে উক্ত কার্যকারণভাব কল্পনার ফল প্রদর্শন করিতেছেন, বিশেষণ বিভক্তির তাদাত্ম্যরূপ অর্থ স্বীকৃতি পক্ষে কিরূপ অন্বয়বোধ হইবে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য "পরন্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ অভেদরূপ তাদাত্ম্য যাহা 'নীলম্' এই নীল পদের পরবর্তী বিশেষণ বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে উক্ত তাদাত্ম্যাংশে বিশেষণীভূত নীলাদি নামার্থের আধেয়ত্বসম্বন্ধে

অন্বয় হইবে এবং উক্ত তাদাত্ম্যস্বরূপ অভেদের স্বরূপসম্বন্ধে বিশেষ্যীভূত উৎপল পদার্থে অন্বয় স্বীকৃত হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে অভেদ সম্বন্ধে নীলাদি নামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি নীলাদি নামোত্তর নামার্থের উপস্থিতিকে কারণ স্বীকার করিলে "নীলঘটপটৌ" এখানে 'পট' পদার্থে নীলপদের অব্যবহিতোত্তর নামজনিত উপস্থিতি না থাকায় উক্ত স্থলে পট পদার্থে নীলপদার্থের অভেদসংসর্গে অন্বয়বোধের অনুপপত্তি নিবন্ধন উক্ত কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইতে পারে না, এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে উক্তস্থলে ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য গ্রন্থকার 'নীলঘটপটৌ চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন, তাৎপর্য এই যে 'ঘটশ্চ পটশ্চ ঘটপটৌ' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন ঘটপট এই সমুদায় একটি নামরূপে স্বীকৃত হইবে। সুতরাং "নীলৌ চ ঘটপটৌ চেতি নীলঘটপটৌ" এই কর্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন ঘটপট এই উভয়ই একটি নাম হওয়ায় নীল পদোত্তর নামজনিত উপস্থিতির বিষয় নামার্থরূপে ঘটের ন্যায় পট ও গৃহীত হওয়ায় পটপদার্থেও নীল পদোত্তর নামজনিত নামার্থ বিষয়ক উপস্থিতিরূপ কারণ বিষয়তাসম্বন্ধে থাকায় পট পদার্থেও বিশেষ্যতাসম্বন্ধে অভেদ সংসর্গক নীলপ্রকারক অন্বয়বোধের উৎপত্তি হইতে পারিবে। সুতরাং ব্যতিরেক ব্যভিচার নিবন্ধন উক্ত কার্যকারণভাব ব্যাহত হইবে না। ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে 'স্তোকং পচতি', 'ধান্যেন ধনম্', 'প্রকৃত্যা পটুঃ' এই সকল স্থলে স্তোক পদার্থের পাক পদার্থে, ধান্য পদার্থের ধন পদার্থে, প্রকৃতি পদার্থের পটু পদার্থ পটুত্বে অভেদ সংসর্গে অন্বয়বোধের উপযোগী তত্তৎ নামোত্তর নামজনিত নামার্থের উপস্থিতিরূপ কারণ না থাকায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ 'স্তোকং পচতি' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে 'স্তোকং পচতি' ইত্যাদি স্থলে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে স্তোকাদি প্রকারক পাকাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ স্বীকৃত নহে। পরন্তু ঐ সকল স্থলে দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া বিভক্তির অভেদরূপ অর্থই গৃহীত হইবে। সুতরাং 'স্তোকং পচতি' এখানে স্তোকাভেদ প্রকারক পাকবিশেষ্যক, 'ধান্যেন ধনম্' এখানে ধান্যাভেদ প্রকারক ধনবিশেষ্যক এবং 'প্রকৃত্যা পটুঃ' এখানেও প্রকৃত্যভেদ প্রকারক পটুতা বিশেষ্যক অন্বয়বোধই অঙ্গীকৃত হওয়ায় পূর্বোক্ত কার্যকারণ-ভাবের প্রতিকূল ব্যভিচার হইবে না। কারণ 'স্তোক' প্রভৃতি পদের পরবর্তী দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ যে তাদাত্ম্য তাহাতেই স্তোকাদি নামার্থের আধেয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত হইবে। পাকাদি পদার্থে স্তোকাদি পদার্থের অন্বয়বোধ নহে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন "ইত্যাদিকং যদি বিভাব্যতে তদা ক্রমিকপদমনুপাদেয়মিতি"—অর্থাৎ উক্ত কার্যকারণভাব স্বীকৃতির ফলে 'নীলম্ উৎপলম্' ইত্যাদি বাক্যে যদি অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে কর্মধারয় সমাসলক্ষণের অন্তর্গত ক্রমিক পদটি পরিত্যাগ করিয়াই কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ করিতে হইবে। এক্ষণে আরও একটি আশঙ্কা হইতে পারে "রাজপুরুষ" এই তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত রাজপদের রাজসম্বন্ধীরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া উক্ত রাজসম্বন্ধীরূপ অর্থে অভেদসম্বন্ধে পুরুষ পদার্থে অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। কারণ নামার্থদ্বয়ের অভেদান্বয়-

সম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন। সুতরাং উক্ত তৎপুরুষ সমাসে কর্মধারয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তিও অপরিহার্য, এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিতেছেন—"রাজপুরুষ ইত্যাদিকন্তু" ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে রাজপুরুষ ইত্যাদি স্থলে সমাসের ঘটক রাজপদার্থের রাজ-সম্বন্ধীরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃতি মূলে রাজপদার্থ যে রাজসম্বন্ধী তাহার অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকার করা যায় না। কারণ তাহা হইলে "রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, রাজপুরুষঃ" এই বিগ্রহবাক্য ও সমাসবাক্যের তুল্যার্থকত্ব সঙ্গত হয় না। অতএব 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এখানে যেরূপ 'রাজসম্বন্ধবান্ পুরুষঃ' এইপ্রকার অন্বয়বোধ হইবে রাজপুরুষ এই সমাসস্থলেও তাদৃশ বোধের অনুরোধে রাজপদের রাজস্বত্বরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। এই মতটি মণিকারের উক্তির দ্বারা সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন—"অতএব" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই মতটি স্বীকৃত হইলে মণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে বলিয়াছেন 'রাজপুরুষ' ইত্যাদিস্থলে পূর্ববর্তী রাজপদের পরবর্তী ষষ্ঠী বিভক্তির স্বত্বরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। এই উক্তিও সঙ্গত হইবে। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যদি রাজপুরুষ ইত্যাদি স্থলে রাজপদের রাজসম্বন্ধে লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের অভেদাতিরিক্ত সম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন এই ব্যুৎপত্তি ব্যাহত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, তৎপুরুষস্থলে ভেদসম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত হইলেও কোনওরূপ ক্ষতি হইবে না ইহা পরবর্তী গ্রন্থে প্রতিপাদন করা হইবে। অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসের অতিরিক্ত স্থলেই অভেদান্য সম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন এইরূপ উক্ত ব্যুৎপত্তির সংকোচ করিয়া তৎপুরুষস্থলে ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। কল্পান্তর অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'কিঞ্চিদ্বিশিষ্ট সুবর্থানবচ্ছিন্নেতি'—অর্থাৎ ক্রমিক নামদ্বয়ের একটি অর্থকে বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কিঞ্চিদ্বিশিষ্ট সুবর্থের দ্বারা অবিশেষিত অপর নামার্থ প্রকারক বোধের জনক তাদৃশ নামসমুদায়ত্বই কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ পর্যবসিত হইবে। তৎপুরুষ সমাসস্থলে, ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ যে রাজনিরূপিত স্বত্বরূপসম্বন্ধ তদবচ্ছিন্ন তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রকারক পুরুষবিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় রাজপুরুষ এই তৎপুরুষে কর্মধারয় সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

মূলম্

ন চৈবমপি পঞ্চপুল্যাদি-দ্বিগৌ দ্বিগার্গ্যং গচ্ছত ইত্যাদিস্থলীয়ে দ্বিতয়াদ্যভিন্নগার্গ্যাদিবোধকাব্যয়ীভাবে চাতিব্যাপ্তিস্তদন্যত্বেনাপি বিশেষণীয়ত্বাদ্, অত্র চ, মানুষব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণমানুষ ইত্যাদ্যপপ্রয়োগাদ্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োর্যত্র মিথস্তাদাত্ম্যেন ব্যভিচারস্তত্রৈব কর্মধারয়ঃ সাধুঃ।

প্রমেয় ধূম ইত্যাদৌ তু 'নরস্য শরীরম্', 'রাহোঃ শির' ইত্যাদাবিব তাদাত্ম্য-সম্বন্ধার্থকষষ্ঠ্যা তত্পুরুষ এবেতি বৃদ্ধাঃ।

অনুবাদ

উক্ত রীতিতে কর্মধারয় সমাসলক্ষণ নিরূপিত হইলেও আশঙ্কা হইতে পারে পঞ্চপুলী প্রভৃতি দ্বিগু সমাসে এবং "দ্বিগার্গ্যং গচ্ছতঃ" ইত্যাদি স্থলীয় দ্বিতয়াদি হইতে অভিন্ন গার্গ্য প্রভৃতির বোধক অব্যয়ীভাব সমাসেও (কর্মধারয় লক্ষণের) অতিব্যাপ্তি হইবে। (এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন) উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য তদ্ভিন্নত্ব কর্মধারয় লক্ষণে বিশেষণ দিতে হইবে। এখানে, মানুষ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মানুষ ইত্যাদি অপপ্রয়োগ বারণ করিবার জন্য যেখানে বিশেষ্য বিশেষণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পরস্পরের ব্যভিচারী হইবে, তাদৃশ স্থলেই কর্মধারয়ের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে। 'প্রমেয়ধূম' এই সকল স্থলে কিন্তু "নরের শরীর" (নরস্য শরীরম্) রাহুর শির (রাহোঃ শিরঃ) ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বোধক ষষ্ঠী বিভক্তির মাধ্যমে তৎপুরুষ সমাসই স্বীকৃত হইবে। বৃদ্ধগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

বিবৃতি

পূর্বোক্ত রীতিতে অর্থাৎ ক্রমিক নামদ্বয়ের একটি নামার্থরূপ ধর্মীতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কিঞ্চিদ্বিশিষ্ট সুবর্থের দ্বারা অবিশেষিত অপর নামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধজনক তাদৃশ নামসমুদায়ত্বরূপ কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ পরিষ্কৃত হইলেও আশঙ্কা হইতে পারে যে, 'পঞ্চানাং পুলানাম্' এই অর্থে পঞ্চপুলী (পিষ্টক) এই দ্বিগু সমাসে ক্রমিক পঞ্চপুল নামদ্বয় পুল রূপ অর্থে, পঞ্চরূপ অর্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধক হইয়াছে এবং 'দ্বৌ গার্গ্যৌ' এই রূপ অর্থে দ্বিগার্গ্য এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাসে দ্বিপদটির দ্বিত্ব বিশিষ্টে লাক্ষণিক হওয়ায় দ্বিপদার্থের গার্গ্য পদার্থে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধজনক হওয়ায় পঞ্চপুলী এই দ্বিগু সমাসে এবং "দ্বি গার্গ্যং গচ্ছতঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত দ্বি গার্গ্য এই অব্যয়ীভাব সমাসে উক্ত কর্ম-ধারয় সমাসের অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার পরিহার কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন—উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য দ্বিগু এবং অব্যয়ীভাব সমাস ভিন্নত্বরূপ বিশেষণের দ্বারা উক্ত কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ বিশেষিত করিতে হইবে। অতএব উক্ত সমাস দ্বয়ের প্রথমটিতে দ্বিগু ভিন্নত্ব এবং দ্বিতীয়টিতে অব্যয়ীভাব ভিন্নত্ব না থাকায় উক্ত সমাসদ্বয়ে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। এখানে অপর একটি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া প্রাচীন মত অনুসারে উক্ত শঙ্কার সমাধান করিতেছেন—শঙ্কা এই যে, 'মানুষব্রাহ্মণ',

'ব্রাহ্মণ মানুষ' এই সকল প্রয়োগের সাধুত্ব স্বীকৃত না থাকায় এই সকল বাক্য প্রযুক্ত হইলে ইহাদিগকে অপপ্রয়োগ বলা হইয়া থাকে, অথচ অপপ্রয়োগের অন্তর্গত ক্রমিক নামদ্বয় একটি নামার্থে অপর নামার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের যোগ্য হওয়ায় 'মানুষ ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বাক্যে কর্মধারয় সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন, কর্মধারয় সমাস সেখানেই স্বীকৃত হইবে যেখানে সমাসের অন্তর্গত নামার্থ-দ্বয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পরস্পরের ব্যভিচারী হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নীলোৎপলম্' এই সকল স্থলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত সমাসের অন্তর্গত নীল পদার্থ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট পট প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকায় নীল পদার্থ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে উৎপল পদার্থের ব্যভিচারী হইবে, আবার নীল ভিন্ন রক্তোৎপলে উৎপল পদার্থটি অভেদ সম্বন্ধে থাকায় উৎপল পদার্থও তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নীল পদার্থের ব্যভিচারী হইবে। অতএব বিশেষ্য এবং বিশেষণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পরস্পরের ব্যভিচারী হইলে কর্মধারয় সমাস হইবে। 'মানুষ ব্রাহ্মণ', 'ব্রাহ্মণ মানুষ' এখানে কিন্তু মানুষ পদার্থ ব্রাহ্মণ পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ব্যভিচারী হইলেও ব্রাহ্মণ পদার্থ কিন্তু অভেদ সম্বন্ধে মানুষ পদার্থের ব্যভিচারী নহে, কারণ মানুষ ভিন্নে ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না। অতএব "নীলোৎপলম্" ইত্যাদি স্থলেই পরস্পর ব্যভিচার নিবন্ধন কর্মধারয় সমাসের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে, 'ব্রাহ্মণ মানুষ' ইত্যাদি স্থলে নহে, কারণ ব্রাহ্মণ ভিন্নে ক্ষত্রিয় প্রভৃতিতেও মনুষ্যত্ব অবস্থিত থাকায় তদন্তর্ভাবে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের ব্যভিচার হইলেও মনুষ্য ভিন্নে ব্রাহ্মণত্ব না থাকায় ব্রাহ্মণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে মনুষ্যের ব্যভিচারী হইবে না। ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষ্য ও বিশেষণের ব্যভিচার স্থলেই যদি কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হয় তাহা হইলে প্রমেয় ধূম এই সকল স্থলে কর্মধারয় লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে দর্শিত স্থলে প্রমেয় ধূম ব্যভিচারী হইলেও ধূম কিন্তু কখনই তাদাত্ম্য সম্বন্ধে প্রমেয়ের ব্যভিচারী হইবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন 'প্রমেয় ধূমঃ' এখানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ পরস্পরের ব্যভিচারী না হওয়ায় কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত নহে। এখন প্রশ্ন হইবে যদি প্রমেয় ধূম এখানে কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে উহা কোন সমাস হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন গণ বলেন, 'নরস্য শরীরম্' এখানে নর শব্দের দ্বারা মনুষ্য শরীরেরই অবগতি হইয়া থাকে। 'রাহোঃ শিরঃ', এখানেও রাহু পদের অর্থ শির ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সুতরাং উক্ত স্থলদ্বয়ে ষষ্ঠী বিভক্তির ভেদরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না, কারণ নর ও শরীর, রাহু এবং শির পরস্পর অভিন্ন হওয়ায় "রাজ্ঞঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় ষষ্ঠী বিভক্তির ভেদ সম্বন্ধ কি করিয়া স্বীকৃত হইবে? অতএব ঐ সকল স্থলে যেরূপ ষষ্ঠী বিভক্তির অভেদরূপ অর্থ সর্বজন স্বীকৃত তদ্রূপ "প্রমেয়স্য ধূমঃ" এইরূপ বিগ্রহবাক্যানুসারে 'প্রমেয় ধূমঃ' এই সমাস তৎপুরুষরূপেই গণ্য হইবে। কর্মধারয় নহে। সুতরাং প্রমেয়ধূম এই সমাস কর্মধারয় সমাসের লক্ষণের লক্ষ্য না হওয়ায় সেখানে লক্ষণের সমন্বয় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

मूलम्

चन्दनतरु विन्ध्यगिरि वसन्त समय इत्यादि प्रयोगस्य प्रामाणिकत्वात् विशेष्यस्यैव विशेषणव्यभिचारित्वं (अत्र) कर्मधारये तन्त्रं न तु विशेषणस्यापि तद्व्यभिचारित्वम् । "पुरुषोत्तम इत्यत्र चोत्तमत्वं न नित्यज्ञानादिमत्त्वम्, किन्तु भ्रमविधुरत्वम्, अतएव तत्र पुरुषस्येव पुरुषेऽपि तस्य व्यभिचारसत्त्वादुत्तमपुरुष" इत्यादि कर्मधारयः साधुरिति तु नव्याः ।

অনুবাদ

চন্দনতরু, বিন্ধ্যগিরি এবং বসন্ত সময় এই সকল প্রামাণিক প্রয়োগের অনুরোধে (কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত) বিশেষ্য (পদার্থ) গত বিশেষণ (পদার্থের) ব্যভিচারই কর্মধারয় সমাসের নিয়ামক হইবে, কিন্তু বিশেষণ পদার্থগত বিশেষ্য পদার্থের ব্যভিচার নহে, পুরুষোত্তম এখানে উত্তমত্ব নিত্যজ্ঞানাদির আশ্রয়ত্বাদিরূপ নহে পরন্তু ভ্রমশূন্যত্ব, অতএব সেখানে (উত্তম পদার্থে) পুরুষ পদার্থের ন্যায় পুরুষ পদার্থেও তাহার (উত্তম পদার্থের) ব্যভিচার রহিয়াছে বলিয়া উত্তম পুরুষ এইরূপ কর্মধারয় সমাস সমীচীন—ইহা নব্যমতে স্বীকৃত।

বিবৃতি

পূর্বোক্ত প্রাচীনমতে অস্বরস উদ্ভাবন পূর্বক নবীন সিদ্ধান্ত ব্যবস্থিত করিবার জন্য চন্দনতরু, বিন্ধ্যগিরি ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে যদি সমাসের অন্তর্গত বিশেষণ পদার্থ ও বিশেষ্য পদার্থ এতদুভয়ের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পরস্পরের ব্যভিচার কর্মধারয় সমাসের নিয়ামকরূপে অঙ্গীকৃত হয় তাহা হইলে চন্দনতরু, বিন্ধ্যগিরি, বসন্তসময় ইত্যাদি স্থলে বিশেষ্য তরু, গিরি, বা সময় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিশেষণ যে চন্দন, বিন্ধ্য এবং বসন্ত যথাক্রমে ইহাদের ব্যভিচারী হইলেও চন্দন প্রভৃতি বিশেষণ পদার্থ কিন্তু তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষ্য যে তরু প্রভৃতি তাহাদের ব্যভিচারী নহে, অথচ ঐ সকল স্থলীয় কর্মধারয় সমাস প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় অবশ্য সাধু হইবে ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অতএব প্রাচীন সম্প্রদায় যে বলিয়াছেন বিশেষ্য ও বিশেষণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পরস্পরের ব্যভিচারী হইলে কর্মধারয় সমাস হইবে ইহা সঙ্গত নহে।

"বিশেষ্যস্যৈব" এই ষষ্ঠী বিভক্তির আধেয়ত্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত আধেয়ত্ব আশ্রম 'ব্যভিচারিত্ব' পদার্থে অন্বিত হইবে। ইহার ফলে বিশেষ্যগত বিশেষণের ব্যভিচারিত্বই এখানে কর্মধারয় সমাসের নিয়ামক হইবে। পরন্তু বিশেষণগত বিশেষ্যের ব্যভিচারিত্ব নিয়ামক নহে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে বিশেষ্যগত বিশেষণের ব্যভিচার যেরূপ কর্মধারয় সমাসের নিয়ামক স্বীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ স্থলবিশেষে বিশেষণগত বিশেষ্যের ব্যভিচারও কর্মধারয় সমাসেরই নিয়ামক স্বীকার করিতে হইবে, তাহা না হইলে পুরুষোত্তম ইত্যাদি স্থলে বিশেষ্য বিশেষণের ব্যভিচারী না হওয়ায় কর্মধারয় সমাসের উপপত্তি হইতে পারে না কারণ "পুরুষোত্তম" এখানে পুরুষ পদটির যদি পুংস্ত্ব বিশিষ্টরূপ অর্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে নিত্যজ্ঞানাদি বিশিষ্টরূপ উত্তম পদটিও পুংস্ত্বের আশ্রয় না হওয়ায় পুরুষপদার্থ তাদাত্ম্যসম্বন্ধে উত্তম পদার্থে অন্বিত না হওয়ার ফলে উক্ত সমাস কর্মধারয় হইতে পারিবে না। যদি পুংস্ত্বরূপ পুরুষত্ব স্বীকার না করিয়া আত্মত্ব জাতিবিশিষ্ট পুরুষপদার্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও সুখদুঃখাদি সমবায়ি কারণতার অবচ্ছেদক রূপে সিদ্ধ আত্মত্বজাতি উত্তমপদার্থ পরমেশ্বরে না থাকায় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পুরুষপদার্থে উত্তমপদার্থের অন্বয় সম্ভবপর নহে। যদি পরমাত্মাস্বরূপ পুরুষপদার্থ স্বীকৃত হয় তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ উত্তমপদার্থ পরমাত্মাস্বরূপ হওয়ায় উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক ও বিধেয়তাবচ্ছেদক ধর্ম এক হওয়ায় উত্তমপদার্থে পুরুষপদার্থের অভেদান্বয় সম্ভবপর নহে। এই সকল সমস্যা সমাধান করিবার জন্য গ্রন্থকার "পুরুষোত্তম" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পুরুষপদের পূর্বোক্ত পরমাত্মত্ব, নিত্যজ্ঞানবত্ত্বরূপ অর্থ স্বীকার করিলে কর্মধারয় সমাসের অনুপপত্তি হইবে, ইহা ঠিক, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 'পুরুষোত্তম' এখানে উত্তম পদার্থটি নিত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বরূপে উপস্থাপিত হইবে না, পরন্তু ভ্রমশূন্যত্বরূপে গৃহীত হইবে। ইহার ফলে পুংস্ত্ব বা স্ত্রীনপুংসকত্ব শূন্যত্ব অথবা ধ্বংস শূন্যত্ব প্রভৃতি যে কোনরূপে উপস্থাপিত হউক না কেন বিশেষ্যপদার্থটি বিশেষণ পদার্থের ব্যভিচারী হওয়ায় কর্মধারয় সমাসের উপপত্তি হইবে। 'পুরুষোত্তম' এখানে উত্তমপদের ভ্রমশূন্যত্বরূপ অর্থ স্বীকৃতির পর একটি প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার জন্য অতএব ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে পুরুষোত্তম এই কর্মধারয় সমাসের ন্যায় উত্তমপুরুষ এখানে পূর্বোক্ত বিশেষ্য বিশেষণ-ভাবের বৈপরীত্য ঘটিলেও উত্তমপদার্থে ভ্রমশূন্যত্বরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ায় উত্তমপদার্থ যেরূপ পুরুষপদার্থের ব্যভিচারী হইবে তদ্রূপ পুরুষপদার্থও ভ্রান্তপুরুষ অন্তর্ভাবে উত্তমপদার্থের ব্যভিচারী হওয়ায় 'উত্তম পুরুষ' এইরূপ কর্মধারয় সমাস প্রমাণসিদ্ধ হইবে। কাতন্ত্র পরিশিষ্টকার "উত্তমপুরুষ" ও "পুরুষোত্তম" এই দ্বিবিধ কর্মধারয় সমাস অঙ্গীকার করিতেছেন।

मूलम्

तदाद्युत्तरपदकः कर्मधारयः प्रायशो नेष्यते, नीलतदस्तीत्यादितो जात्वपि नीलोत्पलादेरस्तित्वाद्यप्रतीतेः ।

पक्कयद्भोजनं रम्यमामतद्भोजनं वृथा । नीलयद्रस आस्वाद्य कटुतद्रूपमीक्ष्यते ॥ इत्यादिप्रयोगात् क्वचिदिष्यतेऽपि, प्रयुक्तन्तु जुमरनन्दिना परमः स इत्याद्यर्थे "परमसः" परमतावित्यादि । ततपुरुषोऽप्येतेन व्याख्यातः ॥

অনুবাদ

'তৎ প্রভৃতিকে' উত্তর পদ রূপে গ্রহণ করিয়া কর্মধারয় সমাস প্রায়শঃ অভীষ্ট নহে, (কারণ) নীলতদস্তি ইত্যাদি বাক্য হইতে কখনও নীলোৎপল প্রভৃতিতে অস্তিত্বাদি প্রতীয়মান হয় না। পক্ক যে ব্যঞ্জন তাহার ভোজন রমণীয়, অপক্ক সেই ব্যঞ্জনের ভোজন বৃথা (নীল যদ্রস আস্বাদ্য)। নীলা ভিন্ন যে রস আস্বাদ যোগ্য (কটু তদ্রূপমীক্ষ্যতে) কটু হইতে অভিন্ন সেই রূপ দর্শন করিতেছে, এই সকল (প্রামাণিক) প্রয়োগ বশতঃ স্থল বিশেষে (তৎ, যৎ, প্রভৃতি) উত্তর পদের সহিত কর্মধারয় সমাস কদাচিৎ অভিপ্রেত হইয়া থাকে। শাব্দিক জুমরনন্দী পরমঃ স এই সকল অর্থে পরমসঃ পরমতৌ ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার দ্বারা তৎপুরুষও ব্যাখ্যাত হইল।

বিবৃতি

যদ্‌ঘটঃ, তদ্‌ঘটঃ প্রভৃতিস্থলে যৎ তৎ প্রভৃতিকে পূর্বপদরূপে গ্রহণ করিয়া কর্মধারয় সমাস সর্ববাদীসম্মত। এইজন্য সমাসের উত্তরপদরূপে যৎ তৎ প্রভৃতি পদকে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য 'তদাদ্যুত্তরপদকঃ কর্মধারয়ঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'নেষ্যতে' এখানে 'বুধৈঃ' এই কর্তৃপদ পূরণ করিতে হইবে। কেন পণ্ডিতগণ যৎ তৎ ইত্যাদি উত্তরপদকে অবলম্বন করিয়া কর্মধারয় সমাস স্বীকার করেন না তাহা 'নীলতদস্তি' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। তাৎপর্য এই, নীলঞ্চ তচ্চেতি এইরূপ অর্থে 'নীলতদস্তি' এইরূপ এবং নীলঞ্চ যচ্চেতি এইরূপ অর্থে 'নীলযদস্তি' এইসকল বাক্য হইতে সমাসের অন্তর্গত যৎ ও তৎপদের দ্বারা পূর্বোপস্থাপিত উৎপলকে গ্রহণ করিয়া নীলাভিন্ন উৎপল বিশেষ্যক অস্তিত্ব প্রকারক অন্বয়বোধ কখনও হয়না। অতএব উক্তস্থলে কর্মধারয়ের

লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় তৎ যৎ প্রভৃতি উত্তরপদ গৃহীত হইলে তাদৃশ বাক্য কর্মধারয় সমাসের লক্ষ্য নহে। 'প্রায়শো নেষ্যতে' এই প্রায়শ পদটির ব্যবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য "পকযত্তোজনং রম্যম্" ইত্যাদি কারিকাটির অবতারণা করিতেছেন। পকঞ্চ তৎ যচ্চেতি এইরূপ অর্থে পক যৎ এইরূপ কর্মধারয় সমাস হওয়ায় পরে "পক যস্য ভোজনম্" 'পক যত্তোজনম্' এইরূপ তৎপুরুষ সমাস হওয়ায় উক্ত বাক্যটি কর্মধারয়গর্ভ তৎপুরুষ সমাস হওয়ায় ফলে পক যে বস্তু তাহার ভোজন রমণীয় এইরূপ অর্থে উক্ত সমাস স্বীকৃত হয়। এইরূপ যৎ পদঘটিত কর্মধারয় সমাস প্রদর্শন করিবার পর তৎ পদকে উত্তর পদরূপে গ্রহণ করিয়া কর্মধারয় সমাসের সাধুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, 'আমতদ্ব্যঞ্জনং বৃথা' এখানে আম শব্দটি অপকরূপ অর্থাৎ কাঁচা এই অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমঞ্চ তচ্চেতি এই অর্থে 'আম তৎ' এইরূপ কর্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার পরে অপক তদ্বস্তুর ভোজন (আমাভিন্নস্য তস্য ব্যঞ্জনস্য ভোজনম্) এইরূপ অর্থে কর্মধারয় গর্ভ তৎপুরুষ স্বীকৃত হয়। কেবলমাত্র যথার্থ বোধকরূপে যে তাদৃশ যৎ, তৎ পদঘটিত সমাস স্বীকৃত হয় তাহা নহে ভ্রমাত্মক অন্বয়বোধের জ-ক নীলঞ্চ তৎ যচ্চেতি এইরূপ অর্থে নীলযৎ এবং কটু চ তৎ তচ্চেতি এইরূপ অর্থে কটু তৎ এই আকারের কর্মধারয় সমাস হওয়ার পরে নীলতৎ পদের সহিত রূপপদের এবং কটু তৎপদের সহিত রসপদের কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত বাক্যদ্বয় যথাক্রমে নীলাভিন্ন যৎপদার্থের অভেদান্বয়ের এবং কটু তৎপদার্থের অভেদান্বয়ের বোধক হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে কর্মধারয়ের পরে পুনর্বার কর্মধারয়ের সাধুত্ব স্বীকৃত নহে। অতএব নীল যৎ এবং কটু তৎ এইরূপ কর্মধারয় সমাস হওয়ায় পরে 'নীলাভিন্নস্য যস্য রস' এইরূপ অর্থে নীলযদ্রস এইরূপ এবং কটুপদের সঙ্গে তৎপদের কর্মধারয় নিষ্পন্ন কটু তৎপদের সহিত রূপ পদের 'কটুতস্য রূপম্' এই অর্থে তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হওয়াই সমীচীন। ইহার ফলে নীল যদ্ রস আস্বাদ্য ইত্যাদি কারিকার দ্বিতীয়ার্ধে উল্লিখিত সমস্ত বাক্যদ্বয় ও যথার্থ অন্বয়বোধের জনক হইতে পারে। কারণ, নীলাভিন্ন বস্তু বিশেষের রস আস্বাদন যোগ্য হইতে পারে এবং কটু দ্রব্য বিশেষের রূপও দর্শনযোগ্য হওয়ায় উক্ত সমাস ঘটিত 'নীলযদ্রস আস্বাদ্য', 'কটু তদ্রূপমীক্ষ্যতে' এই বাক্যদ্বয়জনিত অন্বয়বোধ যথার্থই হইবে।

গ্রন্থকার পূর্বোক্ত যত্তদ্ পদঘটিত কর্মধারয় সমাসের প্রামাণিকত্ব সমর্থন করিবার জন্য অতি প্রাচীন শাব্দিক জুমরনন্দী কথিত প্রয়োগ প্রদর্শন করিবার জন্য 'প্রযুক্তস্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। জুমরনন্দী বলিয়াছেন "পরমশ্চাসৌ স চেতি" এইরূপ অর্থে 'পরমসঃ' এবং 'পরমৌ চ তৌ চেতি' এইরূপ অর্থে পরমতৌ ইত্যাদি সমাসস্থলে তৎপদকে উত্তর পদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব প্রামাণিক প্রয়োগস্থলে কর্মধারয় সমাসের পরবর্তী যৎ তৎ পদকে গ্রহণ করিয়া কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হইবে। ইহাই গ্রন্থকার প্রায়শঃ এই পদের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন। স্থলবিশেষে যৎ তৎ পদকে উত্তর পদরূপে গ্রহণ করিয়া প্রামাণিক প্রয়োগস্থলে তৎপুরুষ সমাসও স্বীকৃত হইবে এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "তৎপুরুষোঽপ্যেতেন ব্যাখ্যাতঃ", অর্থাৎ "পাদপদ্মং শিবা

যদ্ধি বিশ্বতং শম্ভু তদ্ হৃদি" এই সকল প্রামাণিক প্রয়োগস্থলে 'শিবা' পদের সহিত 'যৎ' পদের, 'শম্ভু' পদের সহিত 'তৎ' পদের তৎপুরুষ সমাস অঙ্গীকৃত হইবে।

মূলম্

ননু বিশেষ্যতয়া নামার্থপ্রকারকান্বয়বুদ্ধিমাত্রং প্রত্যেব নামোত্তর-বিভক্ত্যুপস্থাপ্যত্বং তন্ত্রং ন তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন-তত্প্রকারকবুদ্ধিং প্রতি গৌরবাত্, অতো নামার্থযোর্নীলোত্পলযোরন্বয়াসম্ভবাত্ কর্মধারয়াদিকঃ সমাসো ন যৌগিকঃ, কিন্তু নীলোত্পলত্বাদিবিশিষ্টে রূঢ় এব, তদুক্তং ভর্তৃহরিণা—

অবুধান্ প্রত্যুপায়াশ্চ বিহিতাঃ প্রতিপত্তয়ে।
শব্দান্তরত্বাদত্যন্তং ভেদো বাক্যসমাসয়োঃ ॥ ইতি বৈয়াকরণাঃ ॥

অনুবাদ

সমাসশক্তিবাদী পতঞ্জলির মত খণ্ডন করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন— বিশেষ্যতা সম্বন্ধে নামার্থক প্রকারক অন্বয়বোধ মাত্রের প্রতি উক্ত নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী বিভক্তির দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ। পরন্তু অভেদ সম্বন্ধানবচ্ছিন্ন নামার্থ প্রকারক বোধমাত্রের প্রতি তাদৃশ বিভক্তিজনিত উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ নহে (ঈদৃশ কার্যকারণভাব কল্পিত হইলে) গৌরব হইবে। অতএব সমাসের অন্তর্গত নীল পদার্থ এবং উৎপল পদার্থ এতদুভয়ের অন্বয়বোধ সম্ভবপর নহে বলিয়া কর্মধারয় প্রভৃতি সমাস যৌগিক নহে কিন্তু নীলোৎপলত্বাদিবিশিষ্ট রূপ সমুদায়ে শক্তি কল্পিত হওয়ায় নীলোৎপল প্রভৃতি সমাস রূঢ় নামরূপেই গণ্য হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই ভর্তৃহরিও বলিয়াছেন—অবোধগণের প্রতি, বোধের অনুকূল উপায়সমূহ (মৎকর্তৃক) পূর্বে অভিহিত হইয়াছে। বিগ্রহ বাক্য হইতে সমাস যেহেতু শব্দান্তর অতএব বাক্য ও সমাস এতদুভয়ের আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিতে হইবে।

বিবৃতি

'নন্ন' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে সমাসশক্তিবাদী মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মত আশঙ্কা করিতেছেন—'বিশেষ্যতয়া' অর্থাৎ বিশেষ্যতা সম্বন্ধে, তাৎপর্য এই যে মহাভাষ্যকারের মতে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে যে কোন নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধমাত্রেই স্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী বিভক্তি প্রযোজ্য উপস্থিতিবিষয়ত্ব কারণ। এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ্যতাসম্বন্ধে তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন নামার্থপ্রকারক অন্বয়-বুদ্ধির প্রতি উক্ত স্বরূপ সম্বন্ধে তাদৃশ নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী বিভক্তি প্রযোজ্য উপস্থিতিবিষয়ত্ব কারণ নহে। 'কেন কারণ নহে?' এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন 'গৌরবাৎ'। সমাসশক্তিবাদিগণের বক্তব্য এই যে—নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধগত কার্যতার অবচ্ছেদক কোটিতে প্রকারতাংশে যদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত নিবেশনিবন্ধন তাদৃশ কার্যকারণভাব গৌরবগ্রস্ত হইবে, তদপেক্ষায় সমাসশক্তি-বাদিগণের কল্পিত পূর্বপ্রদর্শিত কার্যকারণভাব কল্পিত হইলে কার্যতার অবচ্ছেদক কোটিতে প্রকারতাংশে তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্বের নিবেশ না থাকায় অবশ্যই লাঘব হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে বৈয়াকরণসম্মত পূর্বোক্ত কার্যকারণভাব কল্পিত হইলে 'নীলোৎপলম্' এই সমাসস্থলে পূর্বোক্ত কারণ না থাকিলেও অর্থাৎ বিভক্তি জন্য উপস্থিতি বিষয়ত্বরূপ কারণ না থাকা সত্ত্বেও উৎপলপদার্থে নীলরূপ নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষনিবন্ধন তাদৃশ কার্যকারণভাব কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। অতএব তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্নত্ব কার্যতাবচ্ছেদক কোটি প্রবিষ্ট প্রকারতাতে নিবেশ নিবন্ধন উক্ত গৌরব ফলমুখ অর্থাৎ কার্যকারণভাবের অনুকূল হওয়ায় দূষণীয় নহে।

এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে 'অতো নামার্থয়োঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, নীলোৎপল ইত্যাদি স্থলে সমাসের অন্তর্গত উৎপল পদার্থে নীল পদার্থের অভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধের সম্ভাবনা না থাকায় সমাসস্থলে কল্পিত তাদৃশ কার্যকারণভাবের প্রতিকূল ব্যভিচার সম্ভাবনা না থাকায় উক্ত গৌরবদোষ কার্যকারণ-ভাবের অনুকূল নহে বলিয়া অবশ্যই দূষণীয় হইবে।

বৈয়াকরণমতের উপসংহারে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বিবৃত করিতেছেন 'কর্মধারয়াদিকঃ সমাসো ন যৌগিকঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি সমাস পাচক, পাঠক প্রভৃতির ন্যায় যৌগিক শব্দ নহে; পরন্তু গো, ঘটাদি পদের ন্যায় রূঢ় হইবে। তাৎপর্য এই যে, গো ঘটাদি পদকে যেরূপ গোত্বাবচ্ছিন্নে বা ঘটত্বাবচ্ছিন্নে সঙ্কেত বিশিষ্ট হওয়ায় রূঢ় নামরূপে গণ্য করা হয়, তদ্রূপ 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি সমাসস্থলে 'নীলোৎপল' পদটিও নীলোৎপলত্বরূপ উপাধিবিশেষাবচ্ছিন্নে সঙ্কেত বিশিষ্ট হওয়ায় রূঢ় নামরূপে পর্যবসিত হইবে, যৌগিক নহে। ইহাই পতঞ্জলির অভিপ্রায়।

ভর্তৃহরির উক্তি উদ্ধৃতিমূলে উক্ত বৈয়াকরণ মত সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন

'তদুক্তং ভর্তৃহরিণা' ইত্যাদি। 'অবুধান্ প্রত্যুপায়াশ্চ' ইত্যাদি—যাহারা অবোধ তাহাদের প্রতিপত্তির অর্থাৎ বিশিষ্টজ্ঞানের অনুকূল উপায়সমূহ মৎকর্তৃক পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে বিহিত হইয়াছে ইহাই পূর্বার্ধের অভিপ্রেতার্থ, উক্ত কারিকার দ্বিতীয়ার্ধে পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত যে সমাস এবং বিগ্রহবাক্য অত্যন্ত ভিন্ন ইহা সমর্থন করিয়া সমাসশক্তি ব্যবস্থিত করিতেছেন 'শব্দান্তরত্বাৎ' ইতি। তাৎপর্য এই যে যেহেতু নীলোৎপল প্রভৃতি সমাস 'নীলম্ উৎপলম্' এই বাক্যরূপ শব্দ হইতে শব্দান্তর অতএব সমাস এবং ব্যাসবাক্য এতদুভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

मूलम्

तन्मन्दम्, नीलोत्पलमित्यादौ समुदाये रूढ्यप्रतिसन्धानेऽपि नीलादिप्रत्येकपदोपस्थित्या तयोस्तादात्म्येनान्वयबोधस्यानुभविकत्वेन गौरवस्य प्रामाणिकत्वात्, अन्यथा नामार्थस्यान्वयबोधसामान्यं प्रत्येव नामोत्तरनामोपस्थाप्यत्वं तन्त्रमुररीकृत्य 'नीलमानयेत्यादौ' नामार्थसुवर्थयोर्नान्वयबोधः, परन्तु सुबन्तभागस्य नीलविशिष्ट कर्मत्वादौ रूढ़िरेवेत्यपि किन्न रोचयेः। न च समासस्याशक्तत्वे 'नीलो द्रव्यञ्च घट' इत्यादाविव 'नील घटो द्रव्यमि'त्यादावपि घटे धर्मिण्येकत्र द्वयमिति न्यायेन नीलद्रव्ययोस्तादात्म्येनान्वयापत्तिरिति वाच्यम्। नामार्थस्य मुख्य विशेष्यताक इव तादात्म्यावच्छिन्न विधेयताकेऽपि बोधे नाम्नः प्रथमान्तत्वस्य तन्त्रत्वात्। विधेयत्वन्तु विषयतावच्छेदकत्वान्यप्रकारत्वं प्रकारताभेदो वेत्यन्यदेतत्, 'पटमित्या'दौ तु कर्मत्वादौ पटादि र्न तादात्म्येन विधेय इति न तत्र व्यभिचारः।

অনুবাদ

উক্ত বৈয়াকরণ মত সমীচীন নহে। 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি সমাসস্থলে সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়ি নিশ্চয় না থাকাকালেও নীল প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থের উপস্থিতি মূলে উৎপল পদার্থে নীলপদার্থের অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায়

(পূর্বোক্ত কার্যকারণ ভাবের) গৌরব প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় দূষণীয় নহে। যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ সামান্যের প্রতিও নামের অব্যবহিতোত্তর নামজনিত উপস্থিতি বিষয়ত্বের কারণত্ব অঙ্গীকার করা যাইতে পারে। ইহার ফলে 'নীলমানয়' ইত্যাদিস্থলে সুবর্থে নামার্থের অন্বয়-বোধ হইবে না, পরন্তু (নীলম্ এই) সুবন্তভাগের নীলবিশিষ্ট কর্মত্ব প্রভৃতিরূপ অর্থে রূঢ়ি স্বীকৃত হইবে না কেন ? সমাসশক্তিবাদিগণ আশঙ্কা করিতে পারেন, সমাসে শক্তি স্বীকৃত না হইলে নীলদ্রব্যবিশিষ্ট ঘট ইত্যাদিস্থলের ন্যায় 'নীলো ঘটো দ্রব্যম্' ইত্যাদিস্থলেও ঘটরূপধর্মীতে 'একত্র দ্বয়মিতি' রীতি অনুসারে নীল এবং দ্রব্য এতদুভয়ের তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে। এই আশঙ্কা সমীচীন নহে, (কারণ) নামার্থ মুখ্যবিশেষ্যক (বোধের ন্যায়) তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নামার্থ বিধেয়তাক অন্বয়বোধের প্রতিও প্রথমান্ত নামপদজনিত উপস্থিতিবিষয়ত্ব কারণ, (এখানে) বিধেয়ত্ব কিন্তু বিষয়তাবচ্ছেদকত্ব ভিন্ন প্রকারত্ব অথবা প্রকারতা-বিশেষরূপ ইহার যে কোন একটি স্বীকৃত হইবে। 'পটম্' ইত্যাদিস্থলে কিন্তু কর্মত্বাদ্যংশে পট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিধেয় নহে, অতএব উক্তস্থলে ব্যভিচার হইবে না।

বিবৃতি

'তন্মন্দম্' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে সমাসশক্তিবাদী বৈয়াকরণমত খণ্ডন করিতেছেন। বৈয়াকরণগণ ন্যায়মতসিদ্ধ কার্যকারণভাবের যে গৌরবদোষ প্রদর্শন করিয়াছেন উক্ত গৌরবদোষ কার্যকারণভাবের অনুকূল, অতএব উক্ত গৌরবদোষ দূষণীয় নহে। এই অভিপ্রায়ে 'নীলোৎপলমিত্যাদৌ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'নীলম্ উৎপলম্' এইরূপ অসমস্ত বাক্য হইতে প্রথমান্ত উৎপল পদার্থে অভেদসম্বন্ধে নীলপদার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ যেরূপ অনুভবসিদ্ধ তদ্রূপ 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ সমুদায়ে সমুদায়শক্তিরূপ রূঢ়ির নিশ্চয় যখন থাকিবে না তখন 'নীলোৎপলম্' এই সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের শক্তি বা লক্ষণা রূপ বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপিত নীলপদার্থ এবং উৎপল পদার্থ এতদুভয়ের বিশেষ্যবিশেষণভাবে অন্বয়বোধ অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত অন্বয়বোধের অনুরোধে বিশেষ্যতাসম্বন্ধে তাদাত্ম্যসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন নামার্থপ্রকারক অন্বয়বুদ্ধির প্রতি নামোত্তর নামজনিত উপস্থিতি বিষয়ত্বকে অবশ্যই কারণ কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং কার্যতাবচ্ছেদকের গৌরব প্রামাণিক হওয়ায় বৈয়াকরণগণ যে গৌরবদোষের আশঙ্কা করিয়াছেন, উক্ত গৌরব উপদর্শিত কার্যকারণভাবের অনুকূল হওয়ায় প্রামাণিক বলিয়া দূষণীয় নহে।

যদি কার্যকারণভাবের অনুকূল গৌরব বৈয়াকরণসম্প্রদায় প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বৈয়াকরণসম্প্রদায় যেরূপ বিশেষ্যতাসম্বন্ধে নামার্থপ্রকারক অন্বয়-

বোধের প্রতি নামের উত্তরক্ষণবর্তিবিভক্তিজনিত অর্থের উপস্থিতিবিষয়ত্বকে কারণ কল্পনা করেন, প্রতিবন্দিরূপে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও বিশেষ্যতাসম্বন্ধে নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি নামোত্তরবর্তিনামজনিত পদার্থোপস্থিতি বিষয়ত্বকে কারণ কল্পনা করিতে পারেন এবং 'নীলমানয়' ইত্যাদিস্থলে নীলরূপ নামার্থের আধেয়ত্বসম্বন্ধে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে অন্বয়বোধ স্বীকার না করিয়া দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত নীল পদের নীলবিশিষ্ট কর্মত্বে সমুদায়শক্তিরূপ রূঢ়ি কল্পনা করা হইবে না কেন? এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। বৈয়াকরণসম্প্রদায় যে বলেন, নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি নামোত্তর-বিভক্তির দ্বারা উপস্থিতিবিষয়ত্বই কারণ হইবে, নামোত্তর নামের দ্বারা উপস্থিতিবিষয়ত্ব কারণ হইবে না,—এই বিষয়ে কোনরূপ বিনিগমনা অনুভবসিদ্ধ নহে।

নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উক্ত প্রতিবন্দিরূপদোষ প্রদর্শন করিলে সমাসশক্তিবাদিগণ নিজ সিদ্ধান্তব্যবস্থাপিত করিতে না পারিয়া "ন চ সমাসস্যাশক্তত্বে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা নৈয়ায়িকমতের উপর দোষের আশঙ্কা করিতেছেন। 'ন চ' এই অংশটিকে পরবর্তী 'বাচাম্' এই অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, 'নীলো দ্রব্যঞ্চ ঘটঃ' এইরূপ বাক্যে লাক্ষণিক নীলপদের অর্থ যে নীলরূপবিশিষ্ট এবং দ্রব্যপদের অর্থ যে দ্রব্যত্ববিশিষ্ট এতদুভয়ের প্রত্যেকটি পদার্থের অভেদসম্বন্ধে ঘটপদার্থে অন্বয় যেরূপ অনুভবসিদ্ধ, তদ্রূপ 'নীলো ঘটো দ্রব্যম্' এই বাক্যের অন্তর্গত সমস্ত নীলঘটরূপ বিশেষ্যে দ্রব্যপদার্থোপস্থাপিত দ্রব্যের অভেদসম্বন্ধে অন্বয় স্বীকার না করিয়া অসমস্তপূর্ববাক্যের ন্যায় ঘটরূপ বিশেষ্যে অভেদসম্বন্ধে দ্রব্যের ন্যায় ঘটের 'একত্রদ্বয়ম্' এই রীতিতে অন্বয়বোধ হইবে না কেন? সমাসশক্তিবাদিগণ বলিবেন, 'নীলঘটো দ্রব্যম্' এখানে নীলঘটরূপ সমাসলভ্য বিশিষ্টার্থে অভেদসম্বন্ধে দ্রব্যপদার্থের অন্বয় হইতে পারিবে। ন্যায়মতে কিন্তু সমাস এবং ব্যাসবাক্য তুল্যার্থক হওয়ায় ঘটরূপ একটি বিশেষ্যে 'একত্রদ্বয়ম্' এই রীতিতে নীল পদার্থ এবং দ্রব্য-পদার্থের যুগপৎ অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে ইহাই শঙ্কার্থ।

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বলেন যে, বৈয়াকরণসম্প্রদায়ের উক্ত আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ নামার্থমুখ্যবিশেষ্যক তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নামার্থবিধেয়ক অন্বয়-বোধের প্রতি প্রথমান্তবিধেয়বোধক নাম কারণ, 'নীলো ঘটো দ্রব্যম্' এই স্থলে কিন্তু দ্রব্য পদার্থটি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটাংশে বিধেয় হইলেও নীলপদার্থ কিন্তু উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকরূপে প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং উক্তস্থলে নীলপদার্থবিধেয়ক অন্বয়বোধ সম্ভাবিত নহে। পরন্তু উক্ত সমস্তবাক্য হইতে অভেদসংসর্গাবচ্ছিন্ন নীলত্বাবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতাক সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বনিষ্ঠাবচ্ছেদকতাক ঘটনিষ্ঠোদ্দেশ্যতাক দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বিধেয়তাক অন্বয়বোধই স্বীকৃত হইবে।

এখন প্রশ্ন হইবে—'নীলো ঘটো দ্রব্যম্' এখানে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান নীলপদার্থ বিধেয় হইবে না কেন? যদি বিধেয় হয়, তাহা হইলে প্রথমান্তপদের দ্বারা নীলরূপ নাম উপস্থাপিত না হওয়ার ব্যতিরেক ব্যভিচার অবশ্যম্ভাবী। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"বিধেয়ত্বন্তু বিষয়তাবচ্ছেদকত্বাত্মপ্রকারত্বম্" অর্থাৎ

অন্বয়বোধে যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ভাব গৃহীত হইবে, উক্ত বিধেয়ত্ব প্রকারতামাত্র বা অবচ্ছেদকতারূপ বিষয়ত্ব নহে, পরন্তু বিষয়তাবচ্ছেদকতাভিন্ন বিষয়তাকেই যদি বিধেয়ত্ব বলা হয়, তাহা হইলে 'নীলো ঘটঃ' ইত্যাদি স্থলে ঘটগত বিশেষ্যতারও বিধেয়ত্ব প্রসক্তি হইবে। এইজন্য বিধেয়ত্ব না বলিয়া প্রকারত্ব বলা হইয়াছে। যদি প্রকারতামাত্রকে বিধেয়ত্ব বলা হয়, তাহা হইলে অবচ্ছেদকত্বও প্রকারতাবিশেষ হওয়ায় তাহারও বিধেয়ত্বপ্রসক্তি হইবে। এইজন্য প্রকারতাতে 'বিষয়তাবচ্ছেদকত্বান্যত্ব' বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি অনুমানস্থলে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ, পর্বতীয় বহ্নীতর বহ্ন্যভাববাংশ্চ' এইরূপ পরামর্শকালে পর্বতীয় বহ্নীতর বহ্নির বাধনিশ্চয় থাকিলে "পর্বতঃ পর্বতীয় বহ্নিমান্" এই আকারের অনুমিতি হইয়া থাকে। উক্ত অনুমিতিতে পর্বতীয় বহ্নিত্ব পুরস্কারে পর্বতীয় বহ্নি প্রকার হইলেও বিধেয় নহে, কারণ যদ্ধর্ম পুরস্কারে সাধ্যে প্রকৃত হেতুর ব্যাপকত্ব গৃহীত হইবে, ঠিক তদ্ধর্ম পুরস্কারে সাধ্যবিধেয়তাক অনুমিতিরূপ ফল স্বীকৃত হইবে। আলোচ্য অনুমিতি স্থলে বহ্নিত্বমাত্র পুরস্কারে হেতুর ব্যাপকত্ব জ্ঞান হওয়ায় বহ্নিগত বিধেয়তাও বহ্নিত্বমাত্রধর্ম পুরস্কারে গৃহীত হইবে, পর্বতীয় বহ্নিত্ব পুরস্কারে নহে। অথচ বিধেয়তার যাহা স্বরূপ বলা হইয়াছে উক্ত বিষয়তাবচ্ছেদকত্ব-ভিন্ন প্রকারত্ব পর্বতীয় বহ্নিতেও রহিয়াছে। এইজন্য উক্ত কল্প পরিত্যাগ করিয়া বিধেয়তাস্বরূপ বলিয়াছেন—'প্রকারতা প্রভেদো বা'। এই পর্যন্ত বিধেয়ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইহা কিন্তু "পৃথিব্যামিতর ভেদঃ" ইত্যাদি স্থলে ইতরভেদ গত বিধেয়ত্ব অস্বীকার করিয়াই বলা হইয়াছে। 'পক্ষতা'-গ্রন্থে কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কার নিজেই বিশেষ্যগত বিধেয়তা স্বীকার করিয়াছেন।[১]

তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নামার্থ বিধেয়তাক অন্বয়বোধের প্রতি প্রথমান্ত নামপদজনিত উপস্থিতি বিষয়ত্বের যে কারণত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। উক্ত কার্যকারণভাবের অন্তর্গত কার্যতার অবচ্ছেদক অংশে প্রবিষ্ট বিধেয়তাতে "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব" কেন নিবেশ করা হইয়াছে স্বয়ং গ্রন্থকারই তাহার ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'ঘটম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'ঘটম্' এই আকারের 'অম্' প্রত্যয়ান্ত 'ঘট' পদ হইতে আধেয়ত্ব সম্বন্ধে ঘটগত বিধেয়তার নিরূপক কর্মত্ব বিশেষ্যতাক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। যদি পূর্বোক্ত কার্যতার অবচ্ছেদক কোটিতে বিধেয়তাংশে "তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ না করা হয়, তাহা হইলে উক্তস্থলে কর্মত্ববিশেষ্যক ঘটবিধেয়ক অন্বয়বোধরূপ কার্যের পূর্বক্ষণে প্রথমান্ত পদোপস্থাপ্যত্বরূপ কারণটি না থাকায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে। অতএব উক্ত ব্যতিরেক ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য গ্রন্থকার বিধেয়তাংশে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করিয়াছেন। এখন একটি আশঙ্কা হইতে

১। "বিধেয়ত্বন্তু ন প্রকারত্বনিয়তমপি তু পর্বতে বহ্নিমনুমিনোমি ন তু বহ্নৌ পর্বতঃ"—ইত্যনুভবসাক্ষিক বিষয়তা বিশেষঃ।

পারে 'নীলোৎপলম্' এখানে নীল পদার্থটি উৎপলাংশে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিধেয় হইয়াছে বটে কিন্তু প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই বলিয়া এখানে ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে না কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে 'নীলমুৎপলম্' এখানে নীলপদার্থ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে বিধেয় নহে পরন্তু প্রথমাবিভক্তির অর্থ যে একত্ব তাহাই এখানে বিধেয় হইবে নীলপদার্থ ধর্মিতাবচ্ছেদকরূপে শাব্দবোধের বিষয় হইবে।

মূলম্

ননু নীলং পীতশ্চোৎপলং যত্র ইত্যর্থে 'নীলোৎপলং সর' ইত্যাদিকো বহুব্রীহিরিব, নীলং পীতশ্চোৎপলমিত্যর্থে নীলপীতোৎপলং পুষ্পমিত্যাদিকঃ কর্মধারয়োঽপ্যেকত্রদ্বয়মিতি ন্যায়েন নীলপীতাভ্যামবচ্ছিন্নোৎপলনিষ্ঠ-ধর্মিতাকধীজনকঃ কথং ন স্যাদিতি চেন্ন। 'বহুপদে বহুব্রীহিরেব নেতরো দ্বন্দ্বান্যঃ সমাসঃ' ইত্যনুশিষ্টিবলেন বহুব্রীহিরেব স্বনিবিষ্টনামদ্বয়ো-পস্থাপ্যার্থদ্বয়াবচ্ছিন্ন তাদৃশনামান্তরার্থনিষ্ঠ বিষয়তাকবোধং প্রতি হেতুত্বেন সমাসান্তরস্য তাদৃশধিয়ং প্রত্যসমর্থত্বাৎ।

অনুবাদ

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, নীল এবং পীত উৎপল যেখানে (নীলং পীতশ্চোৎপলং যত্র) এই প্রকার অর্থে নীল ও পীত উৎপলের আশ্রয় সরোবর (নীলপীতোৎপলং সরঃ) এই সকল বহুব্রীহি সমাসের ন্যায় নীল এবং পীত উৎপল (নীলপীতশ্চোৎ-পলং) এই প্রকার অর্থে নীলপীতোৎপল পুষ্প (নীলপীতোৎপলং পুষ্পম্) এই সকল কর্মধারয় সমাস ও "একত্রদ্বয়ং" এই রীতি অনুসারে নীল এবং পীত এই উভয়াবচ্ছিন্ন উৎপল গত বিশেষ্যতার নিরূপক অন্বয়বোধের জনক হইবে না কেন ? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন) এই প্রশ্ন সমীচীন নহে, কারণ, বহুপদঘটিত সমাস স্থলে বহুব্রীহিসমাসই বিহিত, দ্বন্দ্ব ভিন্ন অপর কোন সমাস বিহিত নহে। এই অনুশাসন অনুসারে বহুব্রীহি সমাসই নিজের অন্তর্গত নামদ্বয়ের দ্বারা উপস্থাপিত যে অর্থদ্বয়, তদবচ্ছিন্ন তাদৃশ নামান্তরার্থগত বিষয়তাশালী অন্বয় বোধের প্রতি জনক হইবে। অতএব কর্মধারয় প্রভৃতি সমাসান্তর তাদৃশ অন্বয়বোধের প্রতি যোগ্য নহে।

বিবৃতি

গ্রন্থকার পূর্বোক্তপ্রকারে কার্যকারণভাব কল্পনাপূর্বক 'নীলঘটো দ্রব্যম্' এই সকল স্থলে 'একত্রদ্বয়ম্' এই রীতি অনুসারে অন্বয়বোধের আপত্তি বারণ করিবার পর 'ননু' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে অপর একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। আশঙ্কাটি এই যে, 'নীলং পীতঞ্চোৎপলং যত্র' এই আকারে বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'নীলপীতোৎপলং সরঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইতে যেরূপ স্বাধিকরণক যে নীল পীতোভয় তৎ সম্বন্ধিত্ব গত প্রকারতা নিরূপিত সরোবর গত বিশেষ্যতাশালী বোধ উৎপন্ন হয় তদ্রূপ 'নীলংপীতঞ্চ তদুৎপলম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'নীলপীতোৎপলং' এইরূপ কর্মধারয় সমাস হইতে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন নীল-পীত উভয়নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতানিরূপিত উৎপলবিশেষ্যতাক অন্বয়বোধ হইবে না কেন? কারণ, নীলপদ এবং পীতপদটি প্রথমান্ত না হওয়ায় পূর্বোক্ত কার্যকারণ ভাব অনুসারে উৎপলাংশে নীল অথবা পীত কোনটিই বিধেয় হইতে পারিবে না। সুতরাং 'নীলপীতোৎপলম্' এখানে প্রথমা বিভক্তির অর্থ যে একত্ব তাহাই বিধেয় হইবে। উক্ত বিধেয়াংশে উদ্দেশ্যরূপে ভাসমান উৎপলাংশে ধর্মিতাবচ্ছেদকরূপে 'একত্র দ্বয়মিতি রীত্যা' তাদাত্ম্যসম্বন্ধে নীল এবং পীত এতদুভয়ের ভান স্বীকৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে সমাসে 'বহু' পদ প্রবিষ্ট থাকিলে তাদৃশস্থলে বহুব্রীহি সমাস এবং দ্বন্দ্ব সমাসই স্বীকৃত হইবে, কর্মধারয় প্রভৃতি অপর কোন সমাস নহে। অতএব "বহুপদে বহুব্রীহিরেব নেতরো দ্বন্দ্বান্যঃ সমাসঃ" এই অনুশাসন অনুসারে সমাসের অন্তর্গত নীলপীতরূপ পদার্থদ্বয়কে অবচ্ছেদকরূপে গ্রহণ করিয়া সমাসের অন্তর্গত নহে এইরূপ পুষ্পাদি অপর নামার্থনিষ্ঠ বিষয়তার নিরূপক অন্বয়বোধ সম্ভাবিত নহে। পরন্তু পূর্বোক্ত অনুশাসন অনুসারে "নীলং পীতঞ্চোৎপলং যত্র" এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে "নীলোৎপলং সরঃ" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসই হইবে এবং নীলপীতরূপ পদার্থদ্বয় 'একত্র দ্বয়মিতি'রীতিতে উৎপলগত প্রকারতার অবচ্ছেদকরূপে উক্ত সমাসজনিত বাক্যার্থবোধে ভান হইবে।

मूलम्

नीलपीतोत्पले रम्ये पीतनीलोत्पलाश्रितमित्यादौ तु नीलोत्पलं पीतोत्पलञ्च रम्यमित्याकारक एवान्वयबोधो न तु नीलं पीतञ्च यदुत्पलं तद्रम्यमित्याकारः। अतएव द्वन्द्वात् परस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धसूचनार्थं नीलपीते च ते उत्पले चेत्यादिकमेव तत्र विग्रहं वर्णयन्ति, न तु नीलं पीतञ्च तदुत्पलञ्चेत्यादिकम्। घटस्य नाधिकरणमित्यादि विग्रहे 'घटा-

নধিকরণমিত্যাদিকন্তু মধ্যপদপ্রধানস্তৎপুরুষো ন বহুনাম গর্ভো নবৈকত্র-দ্বয়মিতি ন্যায়েন স্বার্থস্য বোধক ইতি সম্প্রদায়বিদঃ।

অনুবাদ

"নীলপীতোৎপলে রম্যে পীতনীলোৎপলাশ্রিতম্" এইসকল স্থলে নীলোৎপল ও পীতোৎপল রমণীয় এই আকারের অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। পরন্তু নীলরূপবিশিষ্ট এবং পীতরূপবিশিষ্ট যে উৎপল তাহা রমণীয় এই আকারের অন্বয়বোধ হইবে না। অতএব দ্বন্দ্ব সমাসের পরবর্তী পদার্থে দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থের স্বতন্ত্রভাবে সম্বন্ধ সূচনা করিবার জন্য উক্তস্থলে 'নীলপীতে চ তে উৎপলে চ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য বর্ণন করা হয়। কিন্তু 'নীলং পীতঞ্চ তদুৎপলঞ্চেতি' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইবে না। 'ঘটস্য নাধিকরণম্' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'ঘটানধিকরণম্' এই সকল মধ্যপদ প্রধান তৎপুরুষ সমাস বহুনাম গর্ভিত নহে কিম্বা একত্রদ্বয়ম্ এই রীতিতে স্বকীয় অর্থের বোধকও নহে, ইহাই সাম্প্রদায়িকগণের সিদ্ধান্ত।

বিবৃতি

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে "নীলপীতোৎপলে রম্যে" এই সকল স্থলে 'নীলং পীতঞ্চ তদুৎপলঞ্চেতি' এই আকারের বিগ্রহবাক্য অনুসারে নীলপীতোৎপলে এইরূপ কর্মধারয় সমাস হওয়ার ফলে বহুব্রীহি সমাসের অতিরিক্ত স্থলেও বহুপদগর্ভ কর্মধারয়াদি সমাস হওয়ায় সঙ্কুচিত কার্যকারণভাব অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র বহুব্রীহি বা দ্বন্দ্ব সমাসেই তাদৃশ অন্বয়বোধের সামর্থ্য কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ—'নীলপীতোৎপলে রম্যে' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে পূর্বোক্ত রীতিতে নীলপীতপদের সহিত উৎপল পদের কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত নহে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নীলপদার্থ এবং পীতপদার্থ উৎপল পদার্থে অন্বিত হইবে, সুতরাং কেবলমাত্র নীলবিশেষিত উৎপল পদার্থ এবং কেবলমাত্র পীতপদার্থ বিশেষিত উৎপল পদার্থ রম্য পদার্থে অন্বিত হইবে, সুতরাং 'নীলঞ্চ পীতঞ্চ নীলপীতে' এইরূপ দ্বন্দ্বসমাসোত্তর 'নীলপীতে চ তে উৎপলে চেতি' এই প্রকার কর্মধারয় সমাস উৎপন্ন হইলেও 'দ্বন্দ্বাৎ পরঃ পূর্বং বা শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে' অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের পরবর্তী বা পূর্ববর্তী শব্দের সহিত দ্বন্দ্ব সমাসের ঘটক প্রত্যেক শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে দ্বন্দ্ব সমাসের পরে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত নীলপদার্থ এবং পীতপদার্থ উভয়েরই পৃথক্‌ভাবে উৎপল পদার্থে অন্বয়ক্রমে সমাসার্থের বোধ হইবে। এই অভিপ্রায়েই

জগদীশ বলিয়াছেন—"নীলোৎপলং পীতোৎপলঞ্চ রম্যমিত্যাকারক এবান্বয়বোধঃ," 'ইত্যাকারক এব' এই এব কারের দ্বারা কাহার ব্যাবৃত্তি হইবে, তাহা স্বয়ংই বলিতেছেন—"ন তু নীলং পীতঞ্চ যদুৎপলং তদ্রম্যমিত্যাকারঃ"। তাৎপর্য এইযে, 'নীলপীতোৎপলে' এখানে নীলঞ্চ পীতঞ্চ নীলপীতে—এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের পরে 'নীলপীতে চ তে উৎপলে চেতি' এইরূপ কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত। 'নীলং পীতঞ্চ তদুৎপলঞ্চেতি' এইরূপ ত্রিপদগর্ভ কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত নহে, যাহার ফলে নীলাভিন্ন পীতাভিন্ন উৎপল বিষয়ক সমাসার্থের বোধ স্বীকৃত হইতে পারে। দ্বন্দ্ব সমাসের পরবর্তী কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হওয়ার ফলে নীলাভিন্ন উৎপল বিষয়ক এবং পীতাভিন্ন উৎপল বিষয়ক উক্ত সমাসার্থবোধের অনুকূলে প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায়ের সম্মতি প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ যেহেতু 'নীলপীতোৎপলে' এইরূপ সমাস হইতে নীলোৎপলবিষয়ক-পীতোৎপলবিষয়ক সমূহালম্বনবোধ উৎপন্ন হয় এইজন্য দ্বন্দ্ব সমাসের পরবর্তীপদের অর্থের সহিত দ্বন্দ্ব সমাসনির্দিষ্ট প্রত্যেকটি পদার্থের অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ করিবার জন্য "দ্বন্দ্বাৎ পরস্য" ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে নীলপীতে চ তে চ উৎপলে চেতি প্রাচীনসম্মত বিগ্রহবাক্য বর্ণনা করিয়াছেন। যদি উক্ত সমাসস্থলে তাদৃশ সমূহালম্বন বোধ স্বীকৃত না হয় এবং ত্রিপদ কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হয় তাহা হইলে প্রাচীন সম্প্রদায় বর্ণিত তাদৃশ বিগ্রহবাক্য অসঙ্গত হইয়া পড়ে, অতএব প্রাচীনমতবিরুদ্ধ বিগ্রহবাক্যে নিজের সম্মতি প্রদর্শন পূর্বক ত্রিপদ কর্মধারয়কে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন 'ন তু নীলং পীতঞ্চ তদুৎপলঞ্চে' ত্যাদিকম্।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে "বহুপদে বহুব্রীহিরেব নেতরো দ্বন্দ্বান্যঃ" এই অনুশাসন বলে বহুব্রীহিস্থলে যেরূপ সমাসের অন্তর্গত নামদ্বয়ের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থ বিশেষিত অপর পদার্থ-বিষয়ক অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে তদ্রূপ 'ঘটস্য ন অধিকরণম্,' এইসকল তৎপুরুষ সমাসও বহু নামগর্ভ হওয়ায় সমাসের ঘটক নামদ্বয়ের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থদ্বয় বিশেষিত সমাসের অন্তর্গত অপর নামার্থক বিষয়ক শাব্দ বোধের জনক হওয়ায় পূর্বোক্ত অনুশাসন অনুযায়ী নিয়ম অসঙ্গত হইবে না কেন? এইআশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিতেছেন "ঘটানধিকরণম্" এইস্থলে মধ্যপদপ্রধান তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত উক্ত সমাসের অনুকূল বিগ্রহবাক্য হইবে 'ঘটস্য ন অধিকরণম্' এইরূপ, অতএব উক্ত সমাস নঞ্ পদ ঘটিত হওয়ায় বহুনামগর্ভিত সমাস নহে। নঞ্ নিপাতের নামত্ব পূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার আরও বলেন, যেরূপ উক্ত তৎপুরুষ সমাস বহুনাম গর্ভ নহে তদ্রূপ "একত্রদ্বয়-মিতি রীত্যা" নামার্থদ্বয়াবচ্ছিন্ন পদার্থান্তরবিষয়ক অন্বয়বোধেরও জনক নহে। অতএব নঞ্ নিপাতের "তুষ্যতু দুর্জনঃ" এই ন্যায়ে নামত্ব স্বীকৃতির পক্ষেও পূর্বোক্ত অনুশাসনের বিরোধ থাকা সম্ভবপর নহে।

मूलम्

स्यादेतत् समासानां समुदायशक्तत्वे 'वाचस्पतिर्मितायाः स श्यामे कण्ठे व्रणः पुमान्' इत्यादौ वाचि मितायाः कण्ठे च श्यामादेर्नाभेदे नान्वयो वागादेः पदार्थैकदेशत्वेन तत्र पदार्थान्तरस्य पशुरपशु र्गगनं समवेतमित्यादाविव निराकाङ्क्षत्वात्, एवं पत्न्या द्विजाति स्वाध्यायो, जटाभिस्तापसस्पृहेत्यादौ पत्नीसहभावस्य द्विजातौ जटावैशिष्ट्यस्य च तापसे भेदेनापि नान्वयो यथा—इहाकाशमभिघातात्। यौगिकत्वे तु तत्र तथाविधान्वयो दुर्वारः। वाक् प्रभृतेः पदार्थत्वादिति चेन्न।

অনুবাদ

সমাস শক্তিবাদী পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন—সমাস সমূহের সামুদায়িক শক্তি (স্বীকৃত হইলে) 'বাচস্পতির্মিতায়াঃ', 'স শ্যামে কণ্ঠে ব্রণঃ পুমান্' এই সকল স্থলে বাক্ পদার্থে 'মিত' পদার্থের এবং কণ্ঠ পদার্থে 'শ্যামাদি' পদার্থের অভেদান্বয় হইবে না। কারণ বাক্ প্রভৃতি পদার্থের একদেশ হওয়ায় সেখানে পদার্থান্তরের অন্বয় 'পশুরপশুঃ', (পশু ভিন্ন পশু) 'গগনম্ সমবেতম্' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে এবং 'পত্ন্যা দ্বিজাতি স্বাধ্যায়ো' 'জটাভিস্তাপস স্পৃহা' ইত্যাদি স্থলে দ্বিজাতিতে পত্নীর সাহচর্য এবং তাপসে জটার-বৈশিষ্ট্যরূপ ভেদ সম্বন্ধেও অন্বয় হইবে না, যেরূপ 'আকাশমভিঘাতাৎ' ইত্যাদিস্থলে জন্যত্ব সম্বন্ধে অভিঘাত পদার্থের অন্বয় হয় না। যদি সমাসে সমুদায় শক্তি স্বীকৃত না হইয়া যৌগিকত্ব স্বীকৃত হয় তাহা হইলে (পূর্বোক্ত স্থল সমূহে) ভেদ বা অভেদ সম্বন্ধে (পদার্থান্তরের) অন্বয়বোধ বারণ করা দুষ্কর, কারণ সমাসের যৌগিকত্ব পক্ষে বাক্ প্রভৃতি পদার্থ, পদার্থের একদেশ নহে।

বিবৃতি

গ্রন্থকার 'স্যাদেতৎ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে সমাসশক্তি-বাদী বৈয়াকরণগণের একটি আকাঙ্ক্ষা উত্থাপন করিতেছেন। প্রথমতঃ বৈয়াকরণ মত সমর্থন করিয়া সমাসের যৌগিকত্ববাদী নৈয়ায়িকমতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সমাসশক্তিবাদিগণের বক্তব্য

এই যে, 'নীলোৎপলম্', 'রাজপুরুষঃ' এই সকল সমাসবদ্ধপদ 'গো' প্রভৃতি পদের ন্যায় 'রূঢ়' অর্থাৎ সমুদায় শক্ত। এই সমাসশক্তি স্বীকারের ফলে 'পশুরপশুঃ', 'গগনং সমবেতম্' এই সকল বাক্যে পশুপদার্থের একদেশ লোমবৎলাঙ্গুলাদিতে যেরূপ পশুভিন্নত্ব এবং শব্দাশ্রয়রূপ গগনপদার্থের একদেশ শব্দে সমবেত পদার্থের অন্বয়বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃত নহে, তদ্রূপ 'বাচস্পতিমিতায়াঃ', 'শ্যামে কণ্ঠে ব্রণঃ পুমান্' এই সকলবাক্যস্থলেও 'বাচস্পতি-মিতায়াঃ' এই সমাসের অর্থ যে বাক্যের অধিপতি তাহার একদেশ যে বাক্য তাহাতে মিত পদার্থের এবং শ্যামে 'কণ্ঠে ব্রণঃ' এই সমাসার্থের একদেশ যে কণ্ঠ তাহাতে শ্যাম পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃত হইবে না। কেবল মাত্র যে তাদৃশ অন্বয় বোধের প্রতি উক্ত বাক্য সমূহ নিরাকাঙ্ক্ষ হইবে, তাহা নহে পরন্তু 'পত্ন্যা দ্বিজাতি স্বাধ্যায়ঃ' এবং 'জটাভিস্তাপসস্পৃহা' এই সকল বাক্যস্থলেও 'দ্বিজাতি স্বাধ্যায়ঃ' এই সমাসার্থের একদেশ দ্বিজাতিতে পত্নী সাহচর্যের এবং 'তাপসস্পৃহা' এই সমাসার্থের একদেশ তাপসে জটাবৈশিষ্ট্যের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় বোধেও তাদৃশ বাক্যদ্বয় নিরাকাঙ্ক্ষ হইবে। অর্থাৎ পূর্বে প্রদর্শিত সমাসসমূহ সমুদায়শক্ত হওয়ায় গোপ্রভৃতি পদের ন্যায় 'রূঢ়' শব্দরূপে প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং 'পদার্থঃ পদার্থেনৈব অন্বীয়তে, ন তু পদার্থৈকদেশেন' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে সমাসার্থের একদেশের সহিত পদার্থান্তরের অন্বয় বোধ স্বীকৃত হইবে না। এইভাবে সমাসশক্তিবাদীগণ নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া 'যৌগিকত্বে তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে সমাসের যৌগিকত্ববাদীমতে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, সমাস যদি যৌগিক হয় তাহা হইলে বিশেষ্য-বিশেষণভাবাক্রান্ত অপরাপর বাক্যার্থের ন্যায় 'বাচস্পতিমিতায়াঃ' ইত্যাদি স্থলেও যৌগিক সমাসের অন্তর্গত বাক্যপদার্থে মিতাদি পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে এবং 'পত্ন্যা দ্বিজাতি স্বাধ্যায়ঃ' ইত্যাদি স্থলেও সমাসের অন্তর্গত দ্বিজাতিতে পত্নী সাহচর্যের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাদৃশ অন্বয়বোধের আপত্তি হইবে। অতএব সমাসের সমুদায় শক্তি স্বীকৃত হওয়াই সমীচীন। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে সিদ্ধান্তিগণ বলেন, এই আশঙ্কা ঠিক নহে।

मूलम्

वृत्त्यैकदेशपदस्यार्थे सम्बन्धस्य कारकस्य वा बोधकान्यविभक्तेः स्वार्थानुभावकतायां निराकाङ्क्षत्वादेव तस्य निरस्तत्वादतएव चैत्रस्य गुरुकुलं शरैः शातित पत्रक इत्यादौ गुर्वादिपदस्य वृत्त्यैकदेशत्वेऽपि तदर्थे षष्ठ्यर्थ-सम्बन्धस्य तृतीयार्थकरणत्वादेश्चान्वयः सर्वसिद्धः। समासस्येव क्यजादि-प्रत्ययान्तस्यापि वृत्तित्वात्। "परिष्कृतायाः सततं यस्तु वाचस्पतीयते।

सम्पदा जटया वापि पुत्रीयति स पुरुष" इत्यादेरपि वागाद्यंशे 'परिष्कृतादेः' पुत्राद्यंशे च 'सम्पदादेः' सहभावादि बोधकतायां न सामर्थ्यमतएव "प्रतियोगिपदादन्यद्यदन्यत् कारकादपि। वृत्तिशब्दैकदेशार्थे न तस्यान्वय इष्यते" इत्यपि पठन्ति। "कर्मचाण्डालयोगोत्थं कुरु पापक्षयं ममे"त्यत्र च योगोत्थमित्यस्य योगप्रयोज्यमित्यर्थः, स चाभेदेन पापक्षयेऽन्वितः। "यस्मिन् राशिगते सूर्ये विपत्तिं यान्ति मानवाः। तेषां तत्रैव कर्तव्या पिण्डदानादिका क्रिये"ति वचनन्तु अमूलं, समूलत्वे तु यस्मिन् राशौ गते सूर्ये इत्येव तत्र पाठ इत्यास्तां विस्तरः।

অনুবাদ

(কারণ) বৃত্তি শব্দের একদেশ যে পদ তাহার অর্থে, সম্বন্ধের বোধক কিংবা কারকের বোধক নহে এইরূপ বিভক্তি নিজ নিজ অর্থ গোচর অন্বয়বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা শূন্য হওয়ায় পূর্বোক্ত 'বাচস্পতির্মিতায়া' ইত্যাদি সমাস যৌগিক হইলেও বাক্ প্রভৃতি পদার্থে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত 'মিত' পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের আপত্তি নিরস্ত হইবে। অতএব চৈত্রের গুরুকুল (চৈত্রস্য গুরুকুলম্) শরকরণক ছিন্নপত্র সম্বন্ধী (শরৈঃ শাতিত পত্রকঃ) ইত্যাদি বৃত্তিশব্দ-স্থলে গুরুপ্রভৃতি পদ, বৃত্তি শব্দের একদেশ হইলেও তৎ তৎ পদার্থে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধের এবং তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ করণত্ব প্রভৃতির অন্বয় সর্ববাদিসিদ্ধ। কেবলমাত্র সমাসই যে বৃত্তিশব্দ হইবে তাহা নহে, পরন্তু ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দও বৃত্তি শব্দরূপে গণ্য হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বদা পরিষ্কৃত বাক্যের অধিপতিকেই ইচ্ছা করেন এবং সেই পুরুষ, সম্পত্তি ও জটাবিশিষ্ট পুত্র কামনা করেন এইরূপ অর্থে 'বাচস্পতীয়তে', 'পুত্রীয়তি' এই সকল বৃত্তিশব্দের একদেশ বাক্ পদার্থে এবং পুত্র পদার্থে পরিষ্কৃত বা সম্পত্তি প্রভৃতির সাহচর্যবোধের অনুকূল সামর্থ্য (আকাঙ্ক্ষা) স্বীকৃত নহে।

অতএব প্রতিযোগিপদ হইতে অতিরিক্ত এবং কারক পদ হইতে ভিন্ন যে পদার্থ তাহার সহিত বৃত্তিশব্দের একদেশ পদার্থের অন্বয় অভীষ্ট নহে। এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন।

'কর্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম' এখানে কিন্তু 'কর্মচাণ্ডালযোগোত্থং'

এই অংশের কর্মচাণ্ডাল যোগ প্রযোজ্য রূপ অর্থ গৃহীত হইবে। তাদৃশ প্রযোজ্য রূপ অর্থও পাপক্ষয় পদার্থে অন্বিত হইবে। সূর্য যেই রাশি গত হইলে মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সূর্য উক্ত রাশিগত হইলেই (পুত্রাদিকর্তৃক) পিণ্ডদান প্রভৃতি ক্রিয়া কর্তব্য। এই বচনটি অমূলক। যদি সমূলক হয়, তাহা হইলে 'যস্মিন্ রাশিগতে' এখানে 'যস্মিন্ রাশৌ গতে সূর্যে' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। এবিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিবৃতি

কেন উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে তাহা বিবৃত করিবার জন্যে 'বৃত্ত্যেকদেশস্যার্থে' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'বৃত্তি' শব্দটি এখানে কৃৎ, তদ্ধিত এবং ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দের এবং সমাসের উপস্থাপক অর্থাৎ 'বৃত্তি' শব্দের দ্বারা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত, ক্যচ্প্রত্যয়ান্ত এবং সমাস উপস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীপতি দত্ত 'কাতন্ত্র পরিশিষ্ট' গ্রন্থে, 'পদানাং প্রত্যয়ৈর্যোগে সমাসাৎ চেহ বৃত্তয়ঃ' এইরূপ বৃত্তি শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে প্রত্যয় শব্দটি কিন্তু সুপ্ তিঙ্ প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় বুঝিতে হইবে। যদি উক্ত প্রত্যয় শব্দটি সুপ্, তিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়েরও বোধ হয় তাহা হইলে 'নীলম্ ঘটমানয়' এই সকল বাক্যের 'ঘট' পদার্থে 'নীল' পদার্থের এবং আঙ্পূর্বক 'নী' পদার্থে 'ঘট' পদার্থের অন্বয় হইতে পারে না। 'চৈত্রস্য দাস-ভার্যেয়ম্' এখানে 'দাস' পদার্থে ষষ্ঠীবিভক্ত্যন্ত 'চৈত্র' সম্বন্ধের এবং 'শরৈঃ শাতিতপত্রকঃ' পত্রের একদেশ শাতনে শর গত করণতা নিরূপকত্বের অন্বয়বোধ সকলমতেই স্বীকৃত হয়। এই জন্য পদার্থাংশে সম্বন্ধ বোধক এবং কারক বোধক যে বিভক্তি তদ্ভিন্নত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। তাৎপর্য এইযে বৃত্তিশব্দের একদেশে কর্তৃত্ব করণত্ব প্রভৃতি কারকের বোধক তৃতীয়াদি বিভক্তি ভিন্ন এবং সম্বন্ধের বোধক ষষ্ঠী বিভক্তি ভিন্ন বৃত্তিশব্দের ঘটক নহে এইরূপ কোনও পদের অর্থ বৃত্তি শব্দের একদেশীভূত পদের অর্থে অন্বয়বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা শূন্য হওয়ায় উক্ত বৃত্তি শব্দের অন্তর্গত নহে এইরূপ কোনও পদের অর্থ বৃত্তি শব্দের একদেশীভূত পদের অর্থে অন্বিত হইতে পারিবে না, অতএব আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানরূপ কারণ না থাকার ফলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত ও সমাস প্রভৃতি বৃত্তি শব্দের একদেশীভূত পদার্থে পদার্থান্তরের অন্বয়বোধ হইবে না।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে 'পশুরপশুঃ' 'গগনং সমবেতম্' এই সকল বাক্যকে অযোগ্য না বলিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ বলা হইল কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য পশুপদের একদেশ যে পশুত্ব তাহা লোমবৎ লাঙ্গুলরূপ দ্রব্য বিশেষ, তাহাতে পশুর ভেদ এবং 'গগনং সমবেতম্' এখানে শব্দাশ্রয়ত্বরূপ গগনের একদেশ যে শব্দ তাহাতে সমবেতত্ব অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব থাকায় ঐ সকল বাক্য অযোগ্য নহে, এইজন্য যোগ্যতার অভাব না বলিয়া নিরাকাঙ্ক্ষ বলা হইয়াছে।

পদার্থান্তরে তাদৃশান্বয় বিশেষণটি কেন দেওয়া হইয়াছে তাহার ফল প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'অতএব' অর্থাৎ যেহেতু পদার্থান্তরে তাদৃশ অন্যত্ব নিবেশ করা হইয়াছে, এইজন্য 'চৈত্রস্য গুরুকুলম্' এখানে গুরুকুল শব্দের এক-দেশ গুরু পদের অর্থে চৈত্র সম্বন্ধিত্বের এবং 'শরৈঃ শাতিতপত্রক' এখানে 'শাতিত পত্রক' এই বৃত্তি শব্দের একদেশে শাতনরূপ অর্থে 'শরৈঃ' এই শর পদোত্তর তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ করণত্বের নিরূপকত্ব সম্বন্ধে অন্বয়বোধ সকল সম্প্রদায়েরই সম্মত। 'করণত্বাদেঃ' এই আদি পদের দ্বারা অপাদান প্রভৃতি কারকান্তর গৃহীত হইবে। কেবলমাত্র সমাসই যে বৃত্তি শব্দ হইবে তাহা নহে পরন্তু ক্যচ্, ক্যঙ্, কৃৎ প্রত্যয়ান্ত, তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দও বৃত্তি শব্দ রূপে গণ্য হইবে[১]। এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন "সমাসস্যেব ক্যজাদি প্রত্যয়ান্তস্যাপি বৃত্তিত্বাৎ"—'বৃত্তিত্বাৎ' এই অংশটি অগ্রিম "ন সামর্থ্যম্" এই অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে।

"পরিষ্কৃতায়াঃ সততমিত্যাদি" কারিকার মাধ্যমে বৃত্তি শব্দের একদেশ পদার্থে পদার্থান্তরের অন্বয় বোধের প্রতি 'পরিষ্কৃতায়াঃ সততম্' ইত্যাদি বাক্যের নিরাকাঙ্ক্ষত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, 'পরিষ্কৃতায়াঃ' এই পদটির পূর্বে 'অভেদেন' এই পদটি যোজনা করিতে হইবে। বাচস্পতীয়তে শব্দটি ক্যঙ্ প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় যেরূপ বৃত্তিশব্দ হইয়াছে তদ্রূপ ক্যঙ্ প্রত্যয়ের প্রকৃতিভূত বাচস্পতি শব্দটি সমাস নিবন্ধনও বৃত্তি শব্দ হইয়াছে, সুতরাং বাচস্পতি শব্দের একদেশ বাক্ পদার্থেরও পদার্থান্তর যে পরিষ্কৃত পদার্থ তাহার অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারিবে না এইজন্য "বাচস্পতীয়তে" এই ক্যঙন্ত বৃত্তি শব্দটি পরিত্যাগ করিয়া ক্যজন্ত "সম্পদা জটয়া বাপি পুত্রীয়তি স পুরুষঃ" এই দ্বিতীয় বৃত্তি শব্দের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, "ইত্যাদেরপি" এই অংশেরও অগ্রিম 'ন সামর্থ্যম্' এই অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'পরিষ্কৃতাদেঃ' এই অংশটির পূর্বে 'অভেদেন' এই অংশটি পূরণ করিতে হইবে। "পরিষ্কৃতাদেঃ" এই অংশেরও অগ্রিম "বোধকতায়াঃ" এই অংশে অন্বিত হইবে। 'সহভাবাদেঃ' এই আদি পদের দ্বারা বৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধ গৃহীত হইবে, 'সহভাব' শব্দের দ্বারাও সাহচর্যরূপ সামানাধিকরণ্য প্রতীয়মান হইবে। কেন উক্ত বৃত্তি শব্দের একদেশ পদার্থের পদার্থান্তরে অন্বয়বোধ হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—"ন সামর্থ্যম্"—তাৎপর্য এই যে উক্ত কারিকার অন্তর্গত "বাচস্পতীয়তে" এই বৃত্তি শব্দের অন্তর্গত বাক্ পদার্থে অভেদ সম্বন্ধে "পরিষ্কৃত" পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়-বোধের প্রতি এবং "পুত্রীয়তি" এই বৃত্তি শব্দের একদেশ পুত্র পদার্থে, সম্পদ পদার্থের সহভাব রূপ সম্বন্ধে এবং জটা পদার্থের বৈশিষ্ট্যরূপ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের প্রতি তাদৃশ বৃত্তিশব্দ ঘটিত বাক্যদ্বয় নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় অন্বয়বোধের যোগ্য হইবে না।

১। "পদানাং প্রত্যয়ৈর্যোগে সমাসশ্চেহ বৃত্তয়ঃ"-এই শাব্দিক নিয়মানুসারে সমাসের অনুরূপ ক্যচ্ ক্যঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত পদ মাত্রেই বৃত্তি শব্দ হইবে।

'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে শাব্দিক শ্রীপতিদত্তের মত উদ্ধৃত করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের প্রামাণিকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। "প্রতিযোগিপদাৎ"—এখানে প্রতিযোগী শব্দটি ষষ্ঠী প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ যে সম্বন্ধ তাহার প্রতিযোগী বুঝিতে হইবে, 'পদ্যতে অনেন' ইতি পদম্ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে পদ শব্দটির জ্ঞাপকরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে এবং "প্রতিযোগী পদং জ্ঞাপকং যস্য" এইরূপ বহুব্রীহিসমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন "প্রতিযোগী পদ" শব্দটি প্রতিযোগী বিশেষিত সম্বন্ধের বোধক হইবে। কেননা প্রতিযোগী এবং অনুযোগিরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ের দ্বারা নিরূপণীয় সম্বন্ধগোচর জ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই সম্বন্ধিদ্বয়ের জ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। অতএব 'প্রতিযোগিপদাদন্যৎ" এই অংশের সসম্বন্ধিক পদ হইতে ভিন্ন এইরূপ অর্থ পর্যবসিত হইবে।

'যদন্যৎ কারকাপি' এই অংশেরও 'কারকবিভক্ত্যন্ত' পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থ হইতে ভিন্ন এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, "বৃত্তিশব্দৈকদেশার্থে" এখানেও বৃত্তিশব্দের দ্বারা পদের সহিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দ, সমাস, ও কৃদন্ত শব্দ প্রতীয়মান হইবে।

সাম্প্রদায়িকগণের মতে "প্রতিযোগীপদ" এই সমাসবদ্ধ বাক্যটি হইতে নিয়ত সম্বন্ধী পদ রূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে, ইহার ফলে "চৈত্রস্য গুরুকুলম্" এই সকল স্থলে 'চৈত্রস্য' এই পদটি নিয়ত সম্বন্ধী পদরূপে গৃহীত হইবে। কারক পদটির দ্বারা করণত্ব কর্তৃত্ব কর্মত্ব সম্প্রদানত্ব অপাদানত্ব এবং অধিকরণত্বকে বুঝিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 'শরৈঃ শাতিতপত্রোঽয়ং বৃক্ষাৎ' এই স্থলে তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ করণত্ব, পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ অবধিতা নিরূপকত্ব এই দুইটি বিভক্ত্যর্থের "শাতিত পত্র" রূপ বৃত্তি শব্দের একদেশ শাতন ক্রিয়ায় অন্বয় নৈয়ায়িক এবং বৈয়াকরণ উভয়ের সম্মত। এই জন্য কারিকার যৎ পদার্থে প্রতিযোগিপদভিন্নত্ব এবং কারকভিন্নত্ব বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।

ইহার ফলে প্রতিযোগি পদ এবং কারক ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থের বৃত্তি শব্দের একদেশীভূত পদের অর্থে অন্বয় বোধ হইবে না। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে আপত্তি হইতে পারে, প্রতিযোগি পদ এবং কারকভিন্ন পদার্থের যদি বৃত্তি শব্দের একদেশী ভূত অর্থে অন্বয়বোধ স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে, "উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ। কর্ম চাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥" এখানে পাপক্ষয়ের একদেশ যে পাপ, তাহাতে যোগোত্থ পদের অর্থ যে যোগজন্যত্ব তাহার অন্বয় কি করিয়া সঙ্গত হইবে? 'যোগোত্থং' এই দ্বিতীয়া বিভক্তিও সঙ্গত হইতে পারে না। এই আপত্তির সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন 'কর্মচাণ্ডালযোগোত্থং' ইত্যাদি স্থলে 'যোগোত্থং' শব্দের দ্বারা যোগ প্রযোজ্যত্ব-রূপ অর্থটি অভেদ সম্বন্ধে পাপক্ষয়ে অন্বিত হইবে। অতএব 'ক্রিয়াবিশেষণানাং কর্মত্বম্" ইত্যাদি ন্যায় অনুসারে দ্বিতীয়াবিভক্তির সাধুত্ব রক্ষিত হইবে। যোগ শব্দটি এখানে চন্দ্রের সহিত রাহুর সম্বন্ধবোধক বুঝিতে হইবে। যোগ প্রযোজ্যত্বও পাপক্ষয়ের প্রতিযোগী যে পাপ তাহাকে দ্বার করিয়া বুঝিতে হইবে। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে পাপধ্বংসের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে প্রতিযোগী কারণ হওয়ায় পাপ এবং ধ্বংসরূপ পাপক্ষয় এতদুভয়ের জন্য জনক ভাব গৃহীত হইবে। ইহাই তাৎপর্যার্থ। ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে, যদি

বৃত্তিশব্দের একদেশে পদার্থান্তরের অন্বয় ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ না হয় তাহা হইলে—"যস্মিন্ রাশিগতে সূর্যে বিপত্তিং যান্তি মানবাঃ। তেষাং তত্রৈব কর্তব্যাঃ পিণ্ডদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ"।[১] এই স্মৃতিবাক্যে "যস্মিন্" এই সপ্তম্যন্ত যৎ পদের অর্থ "রাশিগতে" এই বৃত্তিশব্দের একদেশে রাশি পদার্থে অন্বয় বোধ কিরূপে সমীচীন হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলেন এই বচনটি অমূলক অর্থাৎ সংহিতা বা পুরাণ প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থের অন্তর্গত নহে। "তুষ্যতু বা দুর্জনঃ" এই নীতি অনুসারে বিকল্প আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন—যদি উক্ত বচনটি সমূলক হয় তাহা হইলে "যস্মিন্ রাশৌ গতে সূর্যে" এইরূপ পাঠ স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে সপ্তম্যন্ত রাশি পদার্থে বৃত্তি শব্দার্থের একদেশ না হওয়ায় যৎ পদার্থের অন্বয় হওয়ার পক্ষে কোনও রূপ বাধা রহিল না।

মূলম্

দ্বিগুং লক্ষয়তি—

संख्याशब्दयुतं नाम तद्लक्ष्यार्थबोधकम्।
अभेदेनैव यत् स्वार्थे स द्विगुस्त्रिविधो मतः ॥ ३५ ॥

অনুবাদ

দ্বিগু সমাসের লক্ষণ করিতেছেন—সংখ্যা বিশিষ্টের বোধক যাদৃশ শব্দের অব্যবহিতোত্তরবর্তী যে নামটি স্বার্থ বিশেষ্যক অভেদ সম্বন্ধে লক্ষ্যার্থভিন্ন প্রকারক অন্বয়বোধের যোগ্য হয় অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ শব্দ বিশিষ্ট সেই নামটি দ্বিগু সমাস হইবে। এই দ্বিগু সমাস ত্রিবিধ কীর্তিত হইয়াছে।

বিবৃতি

কর্মধারয় সমাস নিরূপণ করিবার পরে অবসর সঙ্গতিক্রমে ক্রমপ্রাপ্ত দ্বিগুসমাস নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন, "দ্বিগুং লক্ষয়তি"—'আদশতঃ সংখ্যা সংখ্যেয়ে বর্ততে' এই বৈয়াকরণ বিধি অনুসারে এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শব্দ পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দ সংখ্যা বিশিষ্টের অর্থাৎ একত্ব, দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাবিশিষ্টের বাচক হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার "সংখ্যা শব্দ যুক্তং নাম" ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে দ্বিগুসমাসের লক্ষণ করিতেছেন। "সংখ্যা শব্দযুতং" এখানে সংখ্যা শব্দটি "সংখ্যেয়" অর্থাৎ সংখ্যা বিশিষ্টরূপ অর্থের বাচক দ্বি, ত্রি প্রভৃতি শব্দের বোধক। "যুত"

১। 'পিণ্ডদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ' এই স্থলে কোনও প্রাচীন পুস্তকে "পিণ্ড দানোদক-ক্রিয়াঃ" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

শব্দের দ্বারা যদিও "যুক্ত" রূপ অর্থ প্রতীয়মান হয় এখানে কিন্তু অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে উক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট রূপ অর্থে সংখ্যা শব্দযুত শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে, নাম পদটির দ্বারা উক্ত সংখ্যেয় বোধক পদের অর্থটি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে যে পদার্থে অন্বিত হইবে উক্ত পদার্থের বোধক (পুল—গো প্রভৃতি) নাম গ্রহণ করিতে হইবে। "তদলক্ষ্যার্থ বোধকম্" এখানে তস্য অলক্ষ্যং তদলক্ষ্যম্ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে তৎ পদের দ্বারা পূর্বে কথিত সংখ্যা শব্দ গৃহীত হইবে। তদলক্ষ্যশ্চাসৌ অর্থশ্চেতি এইরূপ অর্থে "তদলক্ষ্যার্থ" এই সমস্ত পদটি-নিষ্পন্ন হওয়ায় উক্ত সমস্ত শব্দের দ্বারাও সংখ্যাবিশিষ্টরূপ দ্বি ত্রি প্রভৃতি শব্দের শক্যার্থ গৃহীত হইবে। "তদলক্ষ্যার্থস্য বোধকম্" এইরূপ অর্থে তৎপুরুষ সমাস হওয়ায় তদলক্ষ্যার্থ প্রকারক বোধজনকরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। উক্ত অলক্ষ্যার্থ প্রকারক বোধে কে বিশেষ্য হইবে ? কোন সম্বন্ধেই বা উক্ত অলক্ষ্যার্থ প্রকার হইবে ? তাহা বুঝিবার জন্য বলিতেছেন—"অভেদেনৈব যৎ স্বার্থে" এখানে স্বার্থে এই সপ্তমী বিভক্তির বিশেষ্যতারূপ অর্থ নিরূপকত্বসম্বন্ধে পূর্বোপস্থাপিত বোধে এবং 'অভেদেন' এই তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত অভেদপদের অভেদসংসর্গাবচ্ছিন্নরূপ অর্থ অলক্ষ্যার্থস্য এই ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ প্রকারতাতে অন্বিত হইবে। ইহার ফলে কারিকা হইতে, সংখ্যেয়রূপ অর্থের বাচক শব্দের অব্যবহিতোত্তরবর্তী যে নামটি স্বকীয় অর্থবিশেষ্যক অভেদসম্বন্ধে উক্ত সংখ্যেয়রূপ (দ্বিত্রি প্রভৃতি) পদের অর্থ প্রকারক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য হইবে, উক্ত সংখ্যেয় বোধক শব্দ বিশিষ্ট উক্ত নামটি তাদৃশ অর্থে দ্বিগু সমাস হইবে। এই দ্বিগু সমাস তদ্ধিতার্থ দ্বিগু, উত্তরপদ দ্বিগু এবং সমাহার দ্বিগু ভেদে ত্রিবিধ। অন্যান্য বিষয় বিবরণ গ্রন্থে বিশদ ভাবে আলোচিত হইবে।

मूलम्

संख्यावच्छिन्नशक्तयत्पदोत्तरत्वविशिष्टं यन्नाम स्वार्थधर्मिकं तादात्म्येन तदलक्ष्यार्थस्यान्वयबोधं प्रति समर्थं तन्नामोत्तरतापन्नं तन्नामैव तदलक्ष्यार्थाभिन्नस्वार्थे द्विगुरुच्यते। त्रिकटु, त्रिभुवन, चतुर्युग, चतुर्वर्ग, पञ्चगव्य, पञ्चामृत, षड्रस, षट्पदार्थ, सप्तर्षि, अष्टनाग, अष्टवसु, नवरस, नवग्रह, दशमूल, एकादशरुद्र, एकादशेन्द्रिय द्वादशादित्यादिकस्तु कर्मधारयः शुण्ठ्यादिपर्याप्तत्रित्वावच्छिन्नबोधकतया न पूर्वपदालक्ष्यार्थस्य बोधकस्त्रिकटुप्रभृतिभ्यः कटुत्रयादि सामान्यस्याप्रतीतेः पञ्चमूलीत्यादौ तु मूलपञ्चकत्वेनैव मूलविशेषेषु तात्पर्यं न तु विशेषरूपेणापि।

অনুবাদ

সংখ্যাবিশিষ্টে শক্ত (বাচক) পদের অব্যবহিতোত্তরত্ব বিশিষ্ট যে নামটি স্বকীয় অর্থধর্মিক, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন উক্ত সংখ্যাবিশিষ্ট অলক্ষ্যার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি যোগ্য হইবে, সেই নামোত্তরত্ববিশিষ্ট সেই নাম লক্ষ্যার্থাভিন্ন নিজ অর্থে দ্বিগুসমাসরূপে অভিহিত হইবে। ত্রিকটু, ত্রিভুবন, চতুর্যুগ, চতুর্বর্গ, পঞ্চামৃত ষড়্রস, ষট্পদার্থ, সপ্তর্ষি, অষ্টনাগ, নবগ্রহ, দশমূল, একাদশরুদ্র, দ্বাদশাদিত্য এই সকল সমাস কিন্তু কর্মধারয়, কারণ শুণ্ঠ্যাদিত্রয়ে পর্যাপ্ত যে ত্রিত্ব তদ্বিশিষ্টের বোধক হওয়ায় পূর্বপদের অলক্ষ্যার্থপ্রকারক বোধজনক নহে, অতএব ত্রিকটু প্রভৃতি সমাস হইতে কটুত্রয়াদি সামান্যের অবগতি হয়না। পঞ্চমূলী প্রভৃতি দ্বিগুসমাসে কিন্তু মূলগত পঞ্চত্ব পুরস্কারে পঞ্চসংখ্যা বিশিষ্টে মূলবিশেষে তাৎপর্য স্বীকৃত, পরন্তু ত্রিকটু প্রভৃতি শব্দের ন্যায় বিশেষরূপে তাৎপর্য স্বীকৃত নহে।

বিবৃতি

'সংখ্যাশব্দযুতম্' ইত্যাদি কারিকা বিবৃত করিবার জন্য 'সংখ্যাবচ্ছিন্ন' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'সংখ্যাবচ্ছিন্ন যৎ পদোত্তরবিশিষ্ট যন্নাম' এই সন্দর্ভের দ্বারা 'সংখ্যাশব্দযুতং নাম' এই অংশটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, মূলোক্ত সংখ্যাশব্দ এই অংশটি সংখ্যাবিশিষ্টে শক্তিমান যে পদ তাহার বোধক এবং যুত শব্দটি অব্যবহিতোত্তরত্বের বোধক। 'যন্নাম' এই নাম পদটির দ্বারা দ্বিগু সমাসের অন্তর্গত উত্তর পদটি গৃহীত হইবে। 'যৎ স্বার্থে' এই সপ্তম্যন্ত স্বার্থ পদটি স্বার্থধর্মিক এই অংশের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'তাদাত্ম্যেন' এই উক্তির দ্বারা 'অভেদেন' এই তৃতীয়ান্ত পদটির অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'স্বরূপযোগ্যত্ব' রূপ কারণত্ব নিবেশের অভিপ্রায়ে 'কারণম্' না বলিয়া 'সমর্থম্' এইরূপ কারিকোক্ত বোধক শব্দের অর্থ করা হইয়াছে।

কারিকার উক্ত বিবরণ প্রদর্শনের ফলে যাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞান, নিজের অন্তর্গত সংখ্যাবিশিষ্ট নিরূপিত শক্তি বিশিষ্ট নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী নাম প্রতিপাদ্য যাদৃশার্থ বিশেষ্যক লক্ষ্যার্থভিন্ন যাদৃশ অর্থগত প্রকারতাশালি অন্বয় বোধের স্বরূপযোগ্য হইবে, তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট সমাসটি তাদৃশ অর্থে দ্বিগু সমাস হইবে। এইরূপ লক্ষণেই বিবরণের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। "পঞ্চমূলানি" এইরূপ বিগ্রহ বাক্যে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অন্তিম সমাস পদটি দেওয়া হইয়াছে। 'পঞ্চানাং ভার্য্যাঃ পঞ্চভার্য্যাঃ' এই তৎপুরুষ সমাসে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রকারতাতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। ত্রিকটু প্রভৃতি কর্মধারয়ে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য যে লক্ষ্যার্থ-

ভিন্ন নিবেশ করিতে হইবে ইহা নিজেই ত্রিকটু, ত্রিভুবন ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে বলিয়াছেন।

অন্তেবাসিগণের বিশদ্ ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য ত্রিকটু, ত্রিভুবন প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে ত্রয়াণাং কটূনাং সমাহারঃ এইরূপ অর্থে শুণ্ঠী, পিপ্পলী এবং মরিচ এই তিনটিতে পর্যাপ্ত সংখ্যাবিশিষ্টে ত্রি শব্দটি লাক্ষণিক হওয়ায় সমাস নিবিষ্ট পূর্বপদটি লক্ষ্যার্থের বোধক হইয়াছে, অর্থাৎ শক্যার্থের বোধক হয় নাই। ত্রিভুবন প্রভৃতি কর্মধারয় সমাস স্থলেও এইভাবে ত্রি প্রভৃতি শব্দ লাক্ষণিক হওয়ায় ত্রিকটু হইতে দ্বাদশাদিত্য পর্যন্ত কোন কর্মধারয় সমাসেই দ্বিগু সমাসের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, ত্রিকটু, ত্রিভুবন প্রভৃতি সংখ্যা শব্দযুক্ত প্রযুক্ত স্থল সমূহ যদি দ্বিগু লক্ষণের লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে উক্ত দ্বিগুলক্ষণের লক্ষ্য কে হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার নিজেই দ্বিগুলক্ষণের লক্ষ্য প্রদর্শন করিবার জন্য, "পঞ্চমূলীত্যাদৌ-তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, ত্রিকটু প্রভৃতি সমাস হইতে কটুত্রয়াদি সামান্যের প্রতীতি না হইলেও পঞ্চমূলী প্রভৃতি দ্বিগু সমাস হইতে কিন্তু মূল পঞ্চকত্ব পুরস্কারে মূল বিশেষের তাৎপর্য রহিয়াছে। সুতরাং পঞ্চমূলী এখানে পঞ্চ শব্দটি পঞ্চত্ব সংখ্যাবিশিষ্টে শক্ত হওয়ায় তাদৃশ অলক্ষ্যার্থ অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধে শক্যার্থ প্রকারক বোধের স্বরূপযোগ্য হইয়াছে। পরন্তু ত্রিকটু প্রভৃতি কর্মধারয় সমাস হইতে কটুত্রয়াদি পর্যাপ্ত ত্রিত্বরূপ বিশেষ ধর্ম পুরস্কারে ত্রিত্ববিশিষ্টের অভেদ সম্বন্ধে মূল পদার্থে অন্বয় বোধ হইলেও, দ্বিগুস্থলে কিন্তু পঞ্চত্বরূপ সামান্য ধর্ম পুরস্কারে পঞ্চত্ব বিশিষ্টের অভেদ সংসর্গে মূল পদার্থে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। এইভাবে ত্রিভুবন, চতুর্যুগ প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসের সহিত 'পঞ্চমূলী' ইত্যাদি দ্বিগু সমাসের বৈলক্ষণ্য বুঝিতে হইবে।

मूलम्

अतएव—

"कण्टकार्यादिकं स्वल्पं, गाम्भीर्यादि च यन्महत् ।
पञ्चमूलं तदुभयं दशमूलमुदाहृतम् ॥"

इत्यादिकस्तद्रूपेण बोधस्थलीय प्रयोगः। "वर्षाकाले मघर्क्षेण युक्ता चापि त्रयोदशी"त्यादिवदेकवचनस्य साधुत्वसम्भवात्। द्वयोरूपमित्याद्यर्थे द्विरूपादिपदं, नाभेदेन द्विप्रभृतेरनुभावकम्, एकत्वसंख्यया

विशिष्टं बोधयदपि एकपदं न पर्याप्तिं संसर्गेण तदवच्छिन्नस्य बोधकं, द्वितीयादिपदं पर्याप्त्या द्वित्वावच्छिन्नं प्रतिपादयदपि न तत्र शक्तं, वाक्यत्वात्, अतो नैकघटद्वितयपटेत्यादिकर्मधारयेऽतिप्रसङ्गः। सप्तशती पठ्यतामित्यादौ च यद्यपि शते धर्मिणि सप्तानामभेदेन नान्वयो वाधितत्वान्नापि सप्तपदलक्षितस्य सप्तगुणितस्य द्विगुत्वहान्यापत्तेः तथापि शत पदार्थैकदेशे शतत्वसंख्यायां, तस्याः सप्तत्वसम्भवादिति वदन्ति। द्विगार्ग्यं गच्छत इत्याद्यव्ययीभाववारणन्तु पूर्ववत्। स चायं द्विगु-स्त्रिविधः, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारभेदात् ॥ ३५ ॥

অনুবাদ

অতএব কণ্টকারী প্রভৃতি অল্পমাত্রায় রহিলে এবং গাম্ভীরী প্রভৃতি অধিকমাত্রায় অবস্থিত থাকিলে এতদুভয়ের প্রত্যেকটি পঞ্চমূলনামে, উক্ত পঞ্চ-মূলদ্বয় দশমূল নামে উদাহৃত হয়। তাৎপর্যবশতঃ বিশেষরূপে বোধের অনুকূল এই সকল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, বর্ষাঋতুতে মঘা নক্ষত্রের সহিত সম্বদ্ধ ত্রয়োদশী— এইরূপ মঘা শ্রাদ্ধের বিধায়ক বচনে যেরূপ একবচনের সাধুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ "পঞ্চমূলং" "দশমূলং" ইত্যাদিস্থলেও একবচনের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে। "দ্বয়ো রূপম্" (দ্বিত্ববিশিষ্টের রূপ) এইরূপ অর্থে দ্বিরূপ প্রভৃতি পদ অভেদসম্বন্ধে দ্বি প্রভৃতির অন্বয়বোধের জনক নহে, একপদ কিন্তু একত্ব সংখ্যাবিশিষ্টের জনক হইলেও পর্যাপ্তিসম্বন্ধের একত্ববিশিষ্টের বোধক নহে, দ্বিতয়াদি পদ পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্ববিশিষ্টের প্রতিপাদক হইলেও তাদৃশ অর্থে শক্ত নহে (কারণ দ্বিতয় শব্দটি পদ নহে পরন্তু বাক্য) এইজন্য "এক ঘট", 'দ্বিতয় পট' এইসকল কর্মধারয় সমাসে দ্বিগু লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 'সপ্তশতী পঠ্যতাম্' এই সকল স্থলে যদিও শতত্বের আশ্রয় যে ধর্মী তাহাতে সপ্ত পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারে না, কারণ শতত্বের আশ্রয়ে সপ্তত্ব সংখ্যা বাধিত, যদি সপ্তগুণিত রূপ সপ্তপদের লক্ষ্যার্থের শত পদার্থে অন্বয় স্বীকৃত হয় ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ এইভাবে অন্বয় স্বীকৃত হইলে উক্ত সমাসে দ্বিগুত্বের হানির আপত্তি হইবে। তথাপি শত পদার্থের একদেশে শতত্বসংখ্যারূপ ধর্মীতে সপ্তত্ব সংখ্যার অন্বয় করিতে হইবে, কেননা শতত্ব সংখ্যাতে সপ্তত্ব সংখ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনগণ

এইরূপ বলেন। 'দ্বিগার্গ্যং গচ্ছতঃ' এইসকল অব্যয়ীভাব সমাস বারণ করিবার জন্য পূর্বকথিত রীতি অনুসরণ করিতে হইবে। এই দ্বিগু সমাস তদ্ধিতার্থ, উত্তরপদ এবং সমাহারভেদে ত্রিবিধ। (৩৫)।

বিবৃতি

এখন প্রশ্ন হইবে 'পঞ্চমূলী' প্রভৃতিস্থলে তাৎপর্যবিশেষ রূপ কারণ হইতে পঞ্চাভিন্ন মূল প্রভৃতি বিশেষ পদার্থের যেরূপ ভান হইবে, তদ্রূপ কণ্টকার্যাদিকং স্বল্পং' ইত্যাদি কারিকার অন্তর্গত 'পঞ্চমূলম্', 'দশমূলম্' এই সকল প্রয়োগ স্থলে 'পঞ্চমূলী', 'দশমূলী' এইরূপ দ্বিগু সমাস স্বীকৃত হইবে না কেন? যদি ইষ্টাপত্তি করা হয় তাহা হইলে দ্বিগু সমাসের লক্ষণে 'তদলক্ষ্যার্থে' এই বিশেষণটি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান কল্পে উক্ত মূলদ্বয়ে দ্বিগুসমাসত্বের অভাব প্রদর্শনপূর্বক তাদৃশ তাৎপর্যের অভাব প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব অর্থাৎ যেহেতু পঞ্চমূলী প্রভৃতি স্থলে বক্তার তাৎপর্যবিশেষ নিয়ামকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব উক্ত কারিকার অন্তর্গত 'পঞ্চমূল', 'দশমূল' প্রভৃতিস্থলে পঞ্চমূলত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্মপুরস্কারে বোধস্থলীয় প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যদি 'পঞ্চমূল' প্রভৃতিস্থলে মূল পঞ্চকাদির বোধ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে পঞ্চমূল প্রভৃতির প্রয়োগ একবচনান্ত না হইয়া বহুবচনান্ত হইবে না কেন? আশঙ্কার উত্তরে 'বর্ষাকালে' প্রভৃতি মঘাশ্রাদ্ধের বিধায়ক বচনটি উদ্ধৃত করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'মঘা' শব্দটির দ্বারা প্রতিপাদ্য মঘা নক্ষত্রগত বহুত্ব সংখ্যা এবং ত্রয়োদশীগত বহুত্ব সংখ্যা স্বীকৃত হইলেও মঘা এবং ত্রয়োদশী শব্দের পরে প্রথমার একবচন যেরূপ সাধু হইয়া থাকে তদ্রূপ পঞ্চমূল প্রভৃতিস্থলেও মূলগত বহুত্ব সংখ্যা প্রতীয়মান হইলেও একবচনের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে। দ্বিগুলক্ষণের অন্তর্গত প্রকারতাতে তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার "দ্বয়োরূপমিত্যাদ্যর্থে দ্বিরূপাদি-পদমি"ত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে গ্রন্থকারোক্ত 'দ্বিরূপম্' এই সমাসের কর্মধারয়ত্ব ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য 'দ্বয়ো রূপম্' এই বিগ্রহ বাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 'ইত্যাদ্য'র্থে এই উক্তির দ্বারা 'দ্বিরূপম্' এইসমাসটি যে তৎপুরুষ অর্থাৎ কর্মধারয় সমাস নহে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'দ্বয়োঃ রূপম্' 'দ্বিরূপম্' এখানে এই তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত দ্বি পদটি দ্বিত্ব বিশিষ্টে শক্ত হইলেও উক্ত দ্বি পদার্থের সমবেতত্বরূপ ভেদ সম্বন্ধে রূপ পদার্থে অন্বয় হইয়াছে। অতএব তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্বি পদার্থ রূপ পদার্থে অন্বিত না হওয়ায় উক্ত ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন দ্বিরূপ এই বাক্যে দ্বিগু লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে 'এক ঘট' ইত্যাদিস্থলে একপদের অর্থ যে একত্ব বিশিষ্ট তাহার অভেদ সম্বন্ধে ঘট পদার্থে অন্বয় হওয়ায় তাদৃশ অন্বয়ের বোধক 'এক ঘট' এই কর্মধারয় সমাসে দ্বিগু লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন উক্ত কর্মধারয় সমাস অভেদ সম্বন্ধে

একত্ব বিশিষ্ট প্রকারক বোধের জনক হইলেও পর্যাপ্তি সম্বন্ধে একত্ব বিশিষ্টের বোধক হয় নাই। অর্থাৎ উক্ত কর্মধারয়ের অন্তর্গত এক পদটির সমবায় সম্বন্ধে একত্ব বিশিষ্টের উপস্থাপক হইয়াছে, পর্যাপ্তি সম্বন্ধের নহে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তিগ্রন্থে 'অয়মেকো ঘটঃ' ইত্যাদি প্রতীতির অনুরোধে 'ইদন্ত্বাবচ্ছেদে' ঘট প্রভৃতি ধর্মীতে একত্বরূপ সংখ্যার পর্যাপ্তি ও স্বীকৃত হইয়াছে,* অতএব 'এক ঘট' এই কর্মধারয়-সমাসও পর্যাপ্তি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন একত্ব গত অবচ্ছেদকতা নিরূপক অভেদসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন একত্ব বিশিষ্টগত প্রকারতাক বোধজনক সম্বন্ধ হওয়ায় দ্বিগু লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে জগদীশ যে পর্যাপ্তি সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন উক্ত পর্যাপ্তি পদের দ্বারা ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্নানুযোগিতাক পর্যাপ্তি সম্বন্ধ গৃহীত হওয়ায় দ্বিত্বাদির পর্যাপ্তিই-ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন অনুযোগিতার নিরূপক হইয়া থাকে। একত্বের পর্যাপ্তি স্বীকৃত হইলেও উক্ত পর্যাপ্তির অনুযোগিতা কিন্তু ইদন্ত্ব বা তদ্ ব্যক্তিত্বরূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্না হইয়া থাকে, অতএব ইদন্ত্ব বা একত্ব একাধিক ব্যক্তিতে বর্তমান নয় বলিয়া ব্যাসজ্যবৃত্তি নহে। সুতরাং 'এক ঘট' ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসে দ্বিগু লক্ষণের অতিপ্রসক্তি হইবে না। এইভাবে গ্রন্থকার কর্মধারয় সমাসে অতিব্যাপ্তি বারণ করিলেও 'দ্বিতয়,' 'ত্রিতয়' প্রভৃতি পদ পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্বাদি বিশিষ্ট প্রকারক বোধের জনক হওয়ায় উক্ত পদদ্বয়ে দ্বিগু লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'দ্বিতয়াদিপদম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের তাৎপর্য এই যে দ্বিতয়াদিপদ পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্ববিশিষ্টের বোধক হইলেও অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই কারণ 'দ্বিতয়, ত্রিতয়' প্রভৃতি শব্দ বাক্য, পদ নহে। বাস্তবিক পক্ষে পদে শক্তি কল্পিত হইয়া থাকে, বাক্যে নহে। অতএব বাক্যে শক্তি না থাকায় দ্বিতয়াদি শব্দ দ্বিত্ববিশিষ্টরূপ অর্থে শক্তি নহে। অতএব 'এক ঘট' এই কর্মধারয় সমাসে যেরূপ পূর্বোক্ত যুক্তি বলে দ্বিগু লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিরাকৃত হইয়াছে তদ্রূপ দ্বিতয়াদি বাক্যরূপ শব্দ শক্ত না হওয়ায় 'দ্বিতয়পট', 'ত্রিতয়পট' এই সকল কর্মধারয়েও দ্বিগুলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হইল। এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'সপ্তশতী পঠ্যতাম্' এই সকল স্থলে সপ্তশতী এই দ্বিগুসমাসে দ্বিগু লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ সপ্ত পদের শক্যার্থ যে সপ্তত্ব বিশিষ্ট তাহা শতত্ব সংখ্যা বিশিষ্ট শতপদার্থে বাধিত। যদি এখানে সপ্তপদের সপ্তগুণিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া শতপদার্থে অন্বয় স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সপ্ত পদার্থটি লক্ষ্যার্থ ভিন্ন না হওয়ায় উক্ত সমাসে দ্বিগুর লক্ষণ সমন্বয় হইতে পারেনা। এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার 'সপ্তশতী পঠ্যতাম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে শঙ্কা প্রদর্শন পূর্বক প্রাচীন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উক্ত শঙ্কার সমাধান করিতেছেন। সিদ্ধান্তীগণের অভিপ্রায় এই যে শত পদার্থে সপ্তপদার্থের কিংবা সপ্তগুণিতরূপ অর্থের অন্বয় অব্যাপ্তি দোষ বশতঃ স্বীকৃত

* পর্যাপ্তিশ্চ 'অয়মেকো ঘটঃ', 'ইমৌ দ্বাবি'ত্যাদি প্রতীতিসাক্ষিকঃ স্বরূপ-সম্বন্ধ-বিশেষ এব। জাগদীশ্যাঃ ব্যাপ্তিবাদে অবচ্ছেদকতা নিরুক্তিঃ। পৃঃ-২৬২

না হইলেও শত পদার্থের একদেশ যে শতত্ব সংখ্যা তাহাতে সপ্তপদের শক্যার্থ যে সপ্তত্ব সংখ্যা তাহার অন্বয়ের পক্ষে কোনরূপ বাধক না থাকায় সপ্তশতী এই দ্বিগুসমাসে শত পদার্থের একদেশ শতত্বে অর্থাৎ শতত্ব সংখ্যাতে সপ্ত পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত দ্বিগুসমাসে অব্যাপ্তি হইবে না। ইহার উপরেও আশঙ্কা হইতে পারে শত পদার্থের একদেশ শতত্ব সংখ্যা বিশেষ হওয়ায় সেখানে সপ্তত্ব সংখ্যার অন্বয় হইতে পারে না। কারণ শতত্ব বা সপ্তত্ব সংখ্যাগুণ বিশেষ হওয়ায় শতত্ব সংখ্যারূপগুণে সপ্তত্ব সংখ্যারূপ গুণের অন্বয় "ন গুণে গুণবৃত্তিঃ" এই নিয়মানুসারে বাধিত। এই আশঙ্কার উত্তরে টীকাকার কৃষ্ণকান্ত বলেন—সমবায় সম্বন্ধে শতত্ব সংখ্যায় সপ্তত্ব বাধিত হইলেও পর্যাপ্তি সম্বন্ধে শতত্ব সংখ্যারূপ ধর্মীতে সপ্তত্ব সংখ্যা থাকার পক্ষে কোন বাধা না থাকায় সপ্তশতী এখানে শত পদার্থের একদেশে শতত্বরূপ ধর্মীতে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে সপ্ত পদার্থের একদেশ যে সপ্তত্ব তাহার অন্বয় স্বীকৃত হইবে। গদাধর ভট্টাচার্যের মতে দ্বিত্বাদি সংখ্যা যখন গুণবিশেষ রূপ হইবে তাহার সম্বন্ধ হইবে সমবায়। আবার যখন অপেক্ষাবুদ্ধি বিশেষ বিষয়ত্বরূপ দ্বিত্বাদি সংখ্যা স্বীকৃত হইবে তখন কিন্তু উক্ত দ্বিত্বাদির নিয়ামক সম্বন্ধ পর্যাপ্তি হইবে, সমবায় নহে। অতএব অপেক্ষাবুদ্ধি বিশেষ বিষয়ত্বরূপ সপ্তত্ব সংখ্যা পর্যাপ্তি সম্বন্ধে শতত্ব সংখ্যাতে অবাধে অন্বয় হইতে পারিবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে দ্বৌ গার্গ্যৌ এইরূপ অর্থে 'দ্বিগার্গ্যম্' এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাসে দ্বিগুলক্ষণের সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য জগদীশ 'দ্বিগার্গ্যম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'দ্বিগার্গ্যম্' এখানে একবচনান্ত এই রূপ ভ্রম নিরসনের জন্য গচ্ছতঃ এই ক্রিয়া পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। জগদীশ বলিতেছেন পূর্বোক্ত রীতিতে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে। তাৎপর্য এই যে, যেরূপ তৎপুরুষ সমাস বিশেষে কর্মধারয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য উক্ত লক্ষণে তৎপুরুষান্যত্ব নিবেশ করা হইয়াছে তদ্রূপ দ্বিগুলক্ষণেও অব্যয়ীভাবসমাসান্যত্ব নিবেশ করিয়া অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে।

এই পর্যন্ত কারিকার তিনটি চরণ ব্যাখ্যাত হওয়ার পরে 'স চায়ং দ্বিগুস্ত্রিবিধঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

मूलम्

तत्र तद्धितार्थं द्विगुं लक्षयति,—

तद्धितार्थान्वितस्वार्थस्तद्धितार्थद्विगुर्मतः ।

तद्धितार्थे लाक्षणिकस्वान्त्यनामा त्वसर्वगः ॥ ३६ ॥

অনুবাদ

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ দ্বিগুসমাসের মধ্যে তদ্ধিতার্থ দ্বিগু'র লক্ষণ করিতেছেন—যে দ্বিগু (সমাস)তদ্ধিতার্থের সহিত অন্বিত স্বকীয় অর্থের বোধক হয় সেই দ্বিগু-সমাসকে তদ্ধিতার্থ দ্বিগু বলা হয়। যে দ্বিগুসমাসের অন্তিম নামটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে লাক্ষণিক হয় সেই দ্বিগু সমাসই তদ্ধিতার্থ দ্বিগু—ফণিভাষ্যকারের এই মত সমীচীন নহে, কারণ সকল তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসে উক্ত লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় ভাষ্যকারসম্মত উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

বিবৃতি

পূর্বকারিকার অন্তিম চরণে যে তদ্ধিতার্থ, উত্তরপদ এবং সমাহারভেদে ত্রিবিধ দ্বিগু সমাসের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত বিভক্ত দ্বিগু সমাসের মধ্যে প্রথম উল্লিখিত তদ্ধিতার্থ দ্বিগু'র লক্ষণ করিতেছেন 'তদ্ধিতার্থ' ইত্যাদি। উক্ত কারিকার প্রথমার্ধে গ্রন্থকার নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তদ্ধিতার্থ দ্বিগু'র লক্ষণ করিয়াছেন। উত্তরার্ধে পাণিনি ভাষ্যকার পতঞ্জলি সম্মত লক্ষণ প্রদর্শন পূর্বক উক্ত লক্ষণের খণ্ডন করা হইয়াছে। 'তদ্ধিতার্থান্বিত-স্বার্থ' এই প্রথম চরণের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত সম্মত লক্ষণের সূচনা করিয়া দ্বিতীয় চরণের দ্বারা উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যে দ্বিগু সমাস নিজের অব্যবহিতোত্তরবর্তী তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে সংবদ্ধ হইয়া স্বকীয় অর্থ প্রতিপাদন করে সেই দ্বিগুসমাস তদ্ধিতার্থ দ্বিগু। ইহাই সর্বসম্মত তদ্ধিতার্থ 'দ্বিগু'র লক্ষণ। 'দ্বিমুদ্রো বৃষঃ' ইত্যাদি স্থলে 'দ্বাভ্যাং মুদ্রাভ্যাং ক্রীতঃ' এই ক্রীতার্থে বিহিত 'ঠক্' প্রভৃতি লুপ্ত হইলে ক্রীতরূপ অর্থের জ্ঞাপক হওয়ায় তাদৃশ ক্রীতরূপ তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে দ্বিমুদ্র এই দ্বিগুসমাসের অর্থে অন্বয় হওয়ায় দ্বিমুদ্র এই দ্বিগুসমাস তদ্ধিতার্থদ্বিগু হইয়াছে।

ফণিভাষ্যকার বলেন—যে দ্বিগুসমাসে অন্তিম পদটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে লাক্ষণিক হইবে সেই দ্বিগু সমাসই তদ্ধিতার্থ দ্বিগু নামে অভিহিত হইবে। এই মতে 'দ্বিমুদ্রো বৃষঃ' এখানে 'দ্বাভ্যাং মুদ্রাভ্যাং ক্রীতঃ' এই অর্থে উক্ত দ্বিগুসমাসের মুদ্রারূপ অন্তিম নামটি 'মুদ্রাভ্যাং ক্রীতঃ' এইরূপ ক্রীতরূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় দ্বিত্ববিশিষ্টাভিন্ন মুদ্রা করণক ক্রয়ের অন্যত্র বৃষে অন্বিত হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন ফণিভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে কারণ উক্ত লক্ষণ 'পাঞ্চপুরুষিঃ' ইত্যাদি তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসে অপত্যার্থক ইঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারাই অপত্যরূপ অর্থ প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত দ্বিগুসমাসে পুরুষরূপ অন্তিম নামটি অপত্যরূপ অর্থে লাক্ষণিক না হওয়ায় ফণিভাষ্য সম্মত উক্ত লক্ষণ ঐ সকল তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসে সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হইবে। (৩৫)।

मूलम्

यो द्विगुः स्वोत्तरतद्धितार्थान्वितान्वयस्वार्थकः स तद्धितार्थद्विगुः। 'द्विमुद्रो वृषः' इत्यादौ द्वाभ्यां मुद्राभ्यां क्रीतस्य, 'द्विवर्षा गौ'रित्याद्यौ द्वाभ्यां वर्षाभ्यामभिन्न वयस्कस्य, 'द्विदलं पवित्रमि'त्यादौ द्वाभ्यां दलाभ्यां निर्मितस्य, 'द्विगुञ्जं स्वर्णमि'त्यादौ द्वाभ्यां गुञ्जाभ्यां तुलितस्य, 'त्रिकाण्डः पुरुष' इत्यादौ त्रिभिः काण्डैः परिमितस्य, 'पञ्चकपालश्चरु'रित्यादौ पञ्चभिः कपालैः संस्कृतस्य बोधने लुप्तस्यैव ठगादितद्धितस्य क्रीताद्यभिधायकत्वात्, परिशिष्टकृतां मतेनेदम्। उक्तप्रयोगेषु द्विगोरन्तिमनाम्नैव क्रीतादि-रूपार्थो लक्ष्यते, न तु लुप्तष्ठगादिरप्यपेक्ष्यतेऽतस्तद्धितार्थलाक्षणिकस्वान्त्य-नामको द्विगुरेव तद्धितार्थद्विगुरिति फणिभाष्यमतन्तु न युक्तम्, अस-वर्गत्वात्, 'पाञ्चपुरुषि'रित्यादौ पञ्चानां पुरुषाणामपत्यस्य, 'पञ्चगर्गरूप्यो गौ'रित्यादौ पञ्चानां गर्गाणां श्रुतपूर्वस्य बोधने तद्धितेनैव स्वार्थस्यापत्य-प्रभृतेरुपस्थापनात्। 'द्विस्वर्णमुद्रः पशुरि'त्याद्यावुत्तरपदस्य शक्तिविरहेन क्रीताद्यर्थे लाक्षणिकत्वायोगाच्च ॥ ३६ ॥

অনুবাদ

যে দ্বিগু (সমাস) নিজের অব্যবহিতপরবর্তী তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে সম্বদ্ধ হইয়া স্বকীয় অর্থের প্রতিপাদক হয়, সেই দ্বিগু সমাস তদ্ধিতার্থ দ্বিগু নামে অভিহিত হইবে। 'দ্বিমুদ্রো বৃষঃ' ইত্যাদিস্থলে দুইটি মুদ্রার দ্বারা ক্রীতরূপ অর্থে, 'দ্বি বর্ষা গৌঃ' ইত্যাদি স্থলে দ্বিবর্ষ হইতে অভিন্ন বয়স্করূপ অর্থে, 'দ্বিদলং পবিত্রম্' এই সকলস্থলে দুইটি কুশের দ্বারা নির্মিতরূপ অর্থে, 'দ্বিগুঞ্জং স্বর্ণং' ইত্যাদিস্থলে দুইটি গুঞ্জার (কুচের) দ্বারা তুলিতরূপ অর্থে, 'ত্রিকাণ্ডঃ পুরুষঃ' ইত্যাদিস্থলে তিনটি কাণ্ডের (শাখাবিশেষের) দ্বারা পরিমিতরূপ অর্থে এবং 'পঞ্চকপাল চরুঃ' ইত্যাদিস্থলে পাঁচটি কপালের অর্থাৎ নির্মাণ পাত্র বিশেষের দ্বারা সংস্কৃতরূপ অর্থের প্রতিপাদন করিতে হইলে লুপ্ত ঠক্ প্রভৃতি তদ্ধিত

প্রত্যয়ের উত্তর ক্রীতাদিরূপ অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। পরিশিষ্টকার (শ্রীপতিদত্তের) ইহাই সিদ্ধান্ত। মতান্তরে উক্ত প্রয়োগসমূহে দ্বিগুসমাসের অন্তিম নামটি ক্রীতাদিরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে (সুতরাং এইমতে লুপ্ত ঠক্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা থাকিবে না)। অতএব যেই দ্বিগুসমাসের অন্তিম নাম তদ্ধিতার্থে লাক্ষণিক হইবে সেই দ্বিগু তদ্ধিতার্থ দ্বিগু নামে পরিচিত, ফণিভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এইরূপ লক্ষণের সকল তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসে সমন্বয় হয় না, 'পাঞ্চ পুরুষিঃ' এই সকল স্থলে পঞ্চানাং পুরুষাণাম্ অপত্যস্য অর্থাৎ পঞ্চপুরুষের অপত্যরূপ অর্থে, এবং "পঞ্চগর্গ্যরূপ্যো গৌঃ" ইত্যাদিস্থলে পঞ্চগর্গাদিগের ভূতপূর্বরূপ অর্থের প্রতিপাদন করিতে হইবে। তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারাই অপত্য প্রভৃতিরূপ স্বকীয় অর্থ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ক্রীতরূপ 'দ্বিস্বর্ণমুদ্রঃ পশুঃ' ইত্যাদিস্থলে স্বর্ণমুদ্রা রূপ দ্বিগুসমাসের অন্তিম পদটি শক্তি শূন্য হওয়ায় ক্রীতাদিরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইতে পারিবে না।

বিবৃতি

"স্বোত্তরতদ্ধিতার্থান্বিতান্বয় স্বার্থকঃ" এখানে দুইটি 'স্ব' পদের দ্বারা দ্বিগুসমাস গৃহীত হইবে। এই বাক্যের অন্তর্গত 'স্বোত্তর তদ্ধিতার্থ' এই অংশটি 'স্বোত্তরশ্চাসৌ তদ্ধিতার্থশ্চেতি' এই রূপ বিগ্রহ অনুসারে কর্মধারয় সমাসের দ্বারা সমস্ত হওয়ার পরে 'স্বোত্তরতদ্ধিতার্থে অন্বিতঃ স্বার্থঃ যস্য' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা নিষ্পন্ন উক্ত মহাবাক্য হইতে, যে দ্বিগুসমাসের নিজের অব্যবহিতোত্তরবর্তী ঠক্ প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ের অর্থে নিজের অর্থটি অন্বিত অর্থাৎ সম্বদ্ধ হইবে সেই দ্বিগু সমাস তদ্ধিতার্থ দ্বিগু সমাসরূপে গণ্য হইবে। 'তদ্ধিতার্থ দ্বিগুঃ' এই অংশের দ্বারা তদ্ধিতার্থ দ্বিগু সমাস লক্ষণের লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত দ্বিগুসমাসের লক্ষণটি বক্ষ্যমাণ রীতিতে পরিষ্কার করিতে হইবে। যথা যাদৃশ আনুপূর্বী রূপ ধর্মটি নিজের আশ্রয়ের অব্যবহিত পরবর্তী তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থাপিত যাদৃশার্থ বিশেষ্যক, যাদৃশার্থ প্রকারক অন্বয়বোধগত জন্যতা নিরূপিত জনকতাবচ্ছেদক বিষয়িতার নিরূপকতাবচ্ছেদক হইবে, তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট দ্বিগুসমাসটি তাদৃশ তদ্ধিতার্থ বিশেষ্যক তাদৃশ সমাসার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের অনুকূল দ্বিগুসমাস হইবে। ইহাই 'যো দ্বিগুঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রদর্শিত তদ্ধিতার্থ দ্বিগু সমাসের পর্যবসিত লক্ষণ হইবে। টীকাকার কৃষ্ণকান্তও প্রায় এই ভাবেই তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসের নিষ্কর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"দ্বিমুদ্রো বৃষঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসাসের ছয়টি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। উক্ত ছয়টি উদাহরণের মধ্যে প্রথম উদাহরণ "দ্বিমুদ্রো বৃষঃ" এখানে

'দ্বাভ্যাং মুদ্রাভ্যাং ক্রীতঃ' এইরূপ অর্থে দ্বিমুদ্রা শব্দের পরে ক্রীত অর্থে ঠক্ প্রত্যয় হওয়ার পরে উক্ত তদ্ধিতপ্রত্যয় (ঠক্) লুপ্ত হওয়ায় পরে দ্বিমুদ্র এই সমস্ত পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ লুপ্ত তদ্ধিতান্ত দ্বিগুস্থলে অনুসন্ধীয়মান লুপ্ত ঠক্ প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থাপিত ক্রীত-রূপ ধর্মীতে দ্বিমুদ্র পদত্বরূপ আনুপূর্বী বিশিষ্ট দ্বিগুসমাসের অর্থ যে দ্বিমুদ্রাকরণকত্ব তাহা ক্রীত পদার্থের বিশেষণ হওয়ায় তাদৃশ সমাসার্থপ্রকারক ক্রীতরূপ লুপ্ত তাদ্ধতার্থ বিশেষ্য অন্বয়বোধের প্রতি তাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞানরূপের জনক হইবে আনুপূর্বী বিশিষ্ট জ্ঞান। উক্ত জনকতার অবচ্ছেদক যে বিষয়তা তাহার নিরূপকতাব-চ্ছেদক যে দ্বিমুদ্র পদত্বরূপ আনুপূর্বী তাদৃশ আনুপূর্বিমত্ত্ব এবং সমাসত্ব 'দ্বিমুদ্র' এই সমাসে থাকায় তদ্ধিতার্থ দ্বিগুর লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এই ভাবে 'দ্বিবর্ষা গৌঃ', 'দ্বিদলং পবিত্রম্' ইত্যাদি পাঁচটি উদাহরণেও লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে।

অন্তেবাসিগণের বিশদ্‌ভাবে ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য এখানে ছয়টি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। জগদীশ বলিতেছেন—উক্ত ছয়টি উদাহরণেই ক্রমে দুইটি মুদ্রার দ্বারা ক্রীত, দ্বিবর্ষ হইতে অভিন্ন বয়স্ক, দুইটি কুশের দ্বারা নির্মিত, দুইটি কুঁচের দ্বারা তুলিত, তিনটি কাণ্ডের দ্বারা পরিমিত এবং পাঁচটি কপালের দ্বারা সংস্কৃত এইসকল অর্থবোধের অনুকূল যে ঠগাদি তদ্ধিত প্রত্যয় তাহারই ক্রীতাদিরূপ অর্থের অভিধায়ক অর্থাৎ শক্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা উপস্থাপক হইবে। এই যাহা সিদ্ধান্ত করা হইল তাহা কাতন্ত্র পরিশিষ্টকার শ্রীপতিদত্তের মত অনুসরণ করিয়া বলা হইয়াছে।

ফণিভাষ্যকার পতঞ্জলি তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহার মতে লুপ্ত ঠক্ প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রীতাদিরূপ অর্থের উপস্থিতি হইবে না। পরন্তু তদ্ধিতার্থ দ্বিগুস্থলে দ্বিগুসমাসের অন্তিম পদটি ক্রীতাদিমত্ত্বরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে। জগদীশ তর্কালঙ্কার ফণিভাষ্যকারের উক্ত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য বলেন—যদি সর্বত্রই ক্রীতাদিরূপ অর্থে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয় লুপ্ত হইত তাহা হইলে সমাসের অন্তর্গত অন্তিম পদের লাক্ষণিক অর্থ স্বীকৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ 'পাঞ্চপুরুষিঃ' প্রভৃতিস্থলে পঞ্চানাং পুরুষাণামপত্যার্থে বিহিত 'ইঞ্' প্রত্যয়টি বিদ্যমান থাকায় সেখানে উক্ত 'ইঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারাই অপত্যরূপ অর্থটি প্রতীয়মান হইবে। অতএব সমাসের অন্তিম পুরুষ পদটি পঞ্চপুরুষের অপত্যরূপ অর্থে লাক্ষণিক অর্থ সম্ভবপর নহে বলিয়া উক্ত তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসের উক্ত লক্ষণে ফণিভাষ্যকার মতে অব্যাপ্তি হইবে। এইভাবে "পঞ্চ গর্গারূপ্যো গৌঃ" এখানেও পঞ্চ গর্গের ভূতপূর্বরূপ অর্থবোধের অনুকূল "রূপ্যঃ" এই তদ্ধিত প্রত্যয়টি অবস্থিত থাকায় তাহার দ্বারাই ভূতপূর্ব শক্যার্থের উপপত্তি হইবে। সুতরাং অন্তিম নাম যে 'গর্গ্য' শব্দ তাহার লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না অতএব এখানেও তদ্ধিতার্থ দ্বিগুলক্ষণের অব্যাপ্তি অবশ্যই হইবে। যদি বলা যায় 'পাঞ্চপুরুষিঃ', 'পঞ্চগর্গারূপ্যঃ' এই সকল দ্বিগুসমাসস্থলে অন্তিম যে পুরুষাদি পদ তাহার অপত্যাদিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, অপত্যার্থক 'ইঞ্' প্রত্যয়টি তাদৃশ লাক্ষণিক অর্থে তাৎপর্য গ্রাহকমাত্র স্বীকৃত হইবে। এখন আপত্তি হইতে পারে উক্ত দ্বিগুসমাসস্থলে পুরুষ পদের লক্ষ্য পুরুষের অপত্য-

রূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে উক্ত পুরুষাপত্যে পঞ্চ পদার্থটি অন্বিত হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ অপত্যরূপ অর্থে পঞ্চত্ব সংখ্যা বাধিত। এই আশঙ্কার উত্তরে যদি ভাষ্যকার বলেন—'পদার্থঃ পদার্থেনৈব অন্বিয়তে'-এই ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া উক্তস্থলে পুরুষাপত্য রূপ লক্ষ্যার্থ একদেশে পুরুষে পঞ্চপদার্থের অভেদান্বয় স্বীকৃত হইবে। সুতরাং ঐ সকল স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। জগদীশ বলেন এইভাবে কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তি পরিহার সম্ভবপর হইলেও যেখানে তদ্ধিতার্থ দ্বিগুসমাসের অন্তিম শব্দটি দুইটি পদের দ্বারা ঘটিত হইবে সেখানে অর্থাৎ 'দ্বিস্বর্ণমুদ্রঃ পশু' এই সকল স্থলে পদদ্বয় ঘটিত অন্তিম শব্দটি যেহেতু শক্তিমান নহে সুতরাং শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাও সেখানে স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব 'দ্বিস্বর্ণমুদ্রো বৃষঃ' ইত্যাদি স্থলে 'দ্বাভ্যাং স্বর্ণমুদ্রাভ্যাং ক্রীতঃ' এইরূপ অর্থে তদ্ধিত অন্‌ প্রত্যয় হওয়ায় লুপ্ত অন্‌ প্রত্যয়ে অভিসন্ধি পূর্বক উপস্থাপিত ক্রীতরূপ তদ্ধিত প্রত্যয়ার্থে 'দ্বিস্বর্ণমুদ্রঃ' পদার্থের অন্বয় অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়।

मूलम्

उत्तरपदद्विगुं लक्षयति—

स्वान्तर्निविष्टशब्दाभ्यां शब्दान्तरसमासगः।

यो द्विगुः शाब्दिकैरुक्तः स उत्तरपदद्विगुः ॥ ३७ ॥

यो द्विगुः, स्वघटकनामभ्यां सह साकाङ्क्षनामान्तरेण समासान्तर्गतः, स उत्तरपदद्विगुः, यथा पञ्च गावो धनमस्येत्यादिविग्रहे पञ्च गवधनः पुरुष इत्यादौ बहुव्रीह्यादिनिविष्टः पञ्च गवादिः ॥

অনুবাদ

উত্তরপদ দ্বিগুসমাসের লক্ষণ করিতেছেন—যে দ্বিগু (সমাস) নিজের অন্তর্গত দুইটি শব্দের সহিত অপর একটি শব্দকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত অর্থাৎ অপর একটি সমাসের অন্তর্গত হয় সেই দ্বিগুসমাস শাব্দিক সম্প্রদায় কর্তৃক উত্তরপদ দ্বিগু (সমাস) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দ্বিগু সমাস নিজের অন্তঃপাতী নামদ্বয়ের সহিত আকাঙ্ক্ষাযুক্ত অপর একটি নামান্তরের সহিত সমাসের অন্তর্গত হওয়ায় সেই সমাস উত্তরপদ দ্বিগু (সমাস হইবে)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় 'পঞ্চ গাবো ধনমস্য' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'পঞ্চ গবধনঃ

পুরুষঃ' ইত্যাদিস্থলে বহুব্রীহি প্রভৃতি সমাসে নিবিষ্ট যে 'পঞ্চগব' প্রভৃতি (তাহাই হইবে উত্তরপদদ্বিগু)।

বিবৃতি

তদ্ধিতার্থ দ্বিগু (সমাস) নিরূপণ করিবার পরে পূর্বোক্ত বিভাগ অনুসারে বিভক্ত উত্তর পদ দ্বিগুসমাসের লক্ষণের অনুকূল 'স্বান্তর্নিবিষ্ট' ইত্যাদি কারিকাটির উল্লেখ করিতেছেন। 'স্বান্তর্নিবিষ্ট' এখানে স্বপদের দ্বারা দ্বিগুসমাসকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'অন্তর্নিবিষ্ট' পদটি ঘটকরূপ অর্থের বোধক, ঐ অংশটি শব্দের বিশেষণরূপে অভিহিত হইয়াছে। 'শব্দাভ্যাং' এখানে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা সহার্থ প্রতীয়মান হইবে। 'শব্দান্তরসমাসবৎ' এই শব্দান্তর শব্দের পূর্বে সাকাঙ্ক্ষ শব্দটি অধ্যাহার করিতে হইবে। ইহার ফলে নিজের অন্তর্গত শব্দদ্বয়ের সহিত সাকাঙ্ক্ষ শব্দান্তরের সহিত সমাসগ অর্থাৎ বহুব্রীহি প্রভৃতি সমাসের অন্তর্গত যে দ্বিগু তাহাই হইবে শাব্দিক সম্প্রদায়ের মতসিদ্ধ 'উত্তরপদদ্বিগু' ইহাই কারিকার অর্থ।

এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া 'যো দ্বিগুঃ' ইত্যাদি বিবরণের মাধ্যমে উত্তরপদ দ্বিগুসমাসে লক্ষণটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বঘটকনামভ্যাম্' এই অংশের দ্বারা 'স্বান্তর্নিবিষ্ট-শব্দাভ্যাম্' এই প্রথম চরণটি বিবৃত হইয়াছে। 'শব্দান্তরেণ সমাসগঃ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'শব্দান্তর সমাসগঃ' এই সমস্ত বাক্যটি নিষ্পন্ন হওয়ায় সহার্থক উভয় তৃতীয়া বিভক্তির উপপত্তি হয় না। এই জন্য প্রথমোক্ত তৃতীয়া বিভক্তির যে সহার্থক ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বিবরণে সহ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্তসহার্থে সমাস পদার্থে অন্বয় সম্ভপর নহে বলিয়াই কারিকোক্ত শব্দান্তর পদের পূর্বে সাকাঙ্ক্ষ শব্দটি যোগ করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে 'শব্দান্তরেণ' পদের 'সাকাঙ্ক্ষ নামান্তরেণ' এইরূপ বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত যে দ্বিগুসমাস নিজের অন্তর্গত নামদ্বয়ের সহিত সাকাঙ্ক্ষ নামান্তরের দ্বারা ঘটিত বহুব্রীহি প্রভৃতি কোন একটি সমাসান্তরের অন্তর্গত অর্থাৎ ঘটক হইবে, সেই দ্বিগুসমাস উত্তর পদ দ্বিগু (সমাস) নামে অভিহিত হইবে।

লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'যথা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। দ্বিগুসমাসের উপযোগী নামদ্বয়ের তুল্যাধিকরণত্ব এবং নামান্তরে উক্ত নামদ্বয়ের সাকাঙ্ক্ষত্ব সম্পাদন করিবার জন্য 'পঞ্চগাবো ধনমস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ইত্যাদৌ' এই আদি পদের দ্বারা 'পঞ্চজনাঃ দাসোঽস্য' এইরূপ বিগ্রহানুসারে 'পঞ্চজনদাসঃ' এই দ্বিগুসমাসগর্ভ বহুব্রীহি সমাস গৃহীত হইবে। 'বহুব্রীহ্যাদি' এই আদি পদের দ্বারা অপর বহুব্রীহি সমাসই গৃহীত হইবে কিন্তু সমাসান্তর নহে। কারণ কর্মধারয়, তৎপুরুষ এবং অব্যয়ীভাব সমাস পদদ্বয়ঘটিত হইয়া থাকে ত্রিপদ ঘটিত কখনও হয় না।

মূলম্

समाहारद्विगुं लक्षयति—

स्वार्थान्वितसमाहारः लक्षकस्वान्त्यशब्दकः।
उक्ताभ्यामितरः किं वा, समाहारद्विगुर्द्विगुः ॥ ३८ ॥

অনুবাদ

সমাহার দ্বিগু'র লক্ষণ করিতেছেন—যে দ্বিগুসমাসে অন্তিম শব্দটি স্বকীয় অর্থের সহিত অন্বিত সমাহাররূপ অর্থের লাক্ষণিক হইবে সেই দ্বিগুসমাস সমাহারদ্বিগু হইবে। অথবা তদ্ধিতার্থ এবং উত্তরপদ ভিন্ন যে দ্বিগু তাহাই সমাহার দ্বিগু।

বিবৃতি

'সমাহারদ্বিগুং লক্ষয়তি' এই অংশের দ্বারা লক্ষণা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাহার দ্বিগু নিরূপণ করিতেছেন। 'স্বার্থান্বিতসমাহারঃ' এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা সমাহার দ্বিগুসমাসটি গ্রহণ করিতে হইবে। অন্বিত শব্দটি পরিচায়কমাত্র। সমাহার শব্দটি সমষ্টি অর্থাৎ সমুদায়রূপ সংখ্যা বিশেষের প্রতিপাদক। 'স্বান্ত্যশব্দ' এখানেও 'স্ব' পদের দ্বারা দ্বিগু সমাস গৃহীত হইবে। 'স্বার্থান্বিত' ইত্যাদি প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের—স্বস্য অর্থঃ স্বার্থঃ, তেন অন্বিতঃ স্বার্থান্বিতঃ। স্বার্থান্বিতশ্চাসৌ সমাহারশ্চেতি স্বার্থান্বিতসমাহারঃ। তস্মিন্ লক্ষকঃ স্বান্ত্যশব্দঃ যত্র অসৌ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে যে দ্বিগু সমাসের স্বকীয় অর্থের সহিত সম্বন্ধরূপ অর্থে অন্তিম নামটি লাক্ষণিক হইবে সেই দ্বিগু সমাহার দ্বিগুসমাস হইবে। যদি উক্ত লক্ষণটি লাক্ষণিক অন্তিম পদঘটিত হওয়ায় বিচার সহ না হয় তাহা হইলে পূর্বে যে, তদ্ধিতার্থ এবং উত্তরপদ দ্বিগুসমাসের নিরূপণ করা হইয়াছে। উক্ত দ্বিগুদ্বয়ভিন্ন যে দ্বিগু তাহাই হইবে সমাহার দ্বিগুর লক্ষণ। এ বিষয়ে বিবরণে গ্রন্থকার নিজেই পর্যালোচনা করিয়াছেন। ॥৩৮॥

মূলম্

स्वोपस्थाप्यार्थस्य समाहारलक्ष्यको यदीयान्त्यशब्दः, स द्विगुः समाहारद्विगुः। पञ्चपुलीत्यत्र हि योगलभ्यानां पञ्चाभिन्नपुलानां समाहारः

परस्थ-पुलशब्देन लक्ष्यते, न तु तत्र द्विगोः शक्तिरनन्यलभ्यशक्त्ययोगात्, अतएव न लक्षणापि, शक्यसम्बन्धस्यैव लक্ষणात्वेन वाक्ये तदसम्भवात्।

অনুবাদ

'স্ব'য়ের (নিজের) দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক যে দ্বিগুসমাসের অন্তিম নামটি হইবে, সেই দ্বিগু সমাহারদ্বিগু (রূপে অভিহিত হইবে)।

'পঞ্চপুলী' এখানে পঞ্চাভিন্ন পুলগত যে সমাহাররূপ অর্থ তাহাই উক্ত দ্বিগুসমাসের অন্তর্গত অন্তিম পুলশব্দের লক্ষ্য হইয়াছে। সমাহাররূপ অর্থে উক্ত দ্বিগুসমাস লাক্ষণিক হইবে, ইহা বলা যায় না। কারণ 'অনন্যলভ্যো হি শব্দার্থঃ' এই নিয়ম থাকায় দ্বিগুসমাসের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের (অর্থবিশেষে) শক্তি স্বীকৃত সুতরাং সমাসরূপ বাক্যে শক্তি কল্পিত হইতে পারে না। অতএব লক্ষণাও কল্পিত হইবে না। কারণ শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণা স্বীকৃত। সুতরাং বাক্যে লক্ষণা সম্ভবপর নহে।

বিবৃতি

'স্বার্থান্বিত' ইত্যাদি কারিকার প্রথমার্ধের দ্বারা একটি এবং দ্বিতীয়ার্ধের দ্বারা অপর একটি, এই দুইটি সমাহার দ্বিগু'র লক্ষণ বলিয়াছেন। উক্ত দুইটি লক্ষণের মধ্যে প্রথম লক্ষণটি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কারিকোক্ত স্বার্থপদের 'স্বোপস্থাপ্যস্য অর্থস্য' এইরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা দ্বিগুসমাসকে গ্রহণ করিতে হইবে। মূল কারিকায় 'অন্বিত' শব্দটি প্রবিষ্ট হইলেও উক্ত অন্বিত শব্দের দ্বারা ফলিতার্থ দেখানো হইয়াছে মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে অন্বিতাংশ লক্ষণে প্রবিষ্ট হইবে না। এই অভিপ্রায়ে প্রথম লক্ষণের বিবরণে অন্বিতাংশটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে যেই দ্বিগু সমাসের অন্তিম নামটি উক্ত সমাসের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থের সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে সেই দ্বিগু সমাস সমাহারদ্বিগু হইবে। অর্থাৎ দ্বিগু সমাসত্বের আশ্রয়ত্ব থাকিবে অথচ উক্তদ্বিগুসমাসের অন্তিম পদটি দ্বিগু সমাস দ্বারা প্রতিপাদিত পদার্থের সমাহাররূপ অর্থে লক্ষণারূপ বৃত্তিবিশিষ্ট হইবে। দ্বিগুত্বের আশ্রয়ত্বের সমানাধিকরণ তাদৃশ সমাসত্বই সমাহার দ্বিগু'র লক্ষণ হইবে। ইহাই পর্যবসিত সমাহার দ্বিগু'র লক্ষণ। 'পঞ্চপুলী' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা লক্ষ্যে লক্ষণের সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। 'পঞ্চপুলী' এখানে দ্বিগু সমাসের অন্তর্গত পঞ্চশব্দের পরবর্তী পুল শব্দটি পঞ্চাভিন্ন পুলরূপ যোগলভ্য পদার্থের সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় 'পঞ্চপুলী' প্রভৃতি সমাহার দ্বিগু সমাসে উক্ত লক্ষণ

সমন্বয় হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে অন্তিমশব্দটিকে তাদৃশ সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক না বলিয়া উক্ত দ্বিগুসমাসের তাদৃশ সমাহার রূপ অর্থে শক্তি স্বীকৃত হয় নাই কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলেন 'শক্ত্যযোগাৎ' অর্থাৎ বাক্যের অন্তর্গত কোন একটি পদের শক্যার্থ লাভ হইলে অপর কোন শব্দের তাদৃশ অর্থে শক্তি স্বীকৃত হইবে না। কারণ অন্য শব্দের শক্তি দ্বারা যে অর্থ টি লভ্য নহে সেই অর্থ টি শব্দবিশেষের শক্তির দ্বারা লভ্য হইয়া থাকে। (অনন্যলভ্যো হি শক্যার্থঃ) এই নিয়ম অনুসারে পঞ্চ এবং পুল পদার্থ পঞ্চ শব্দ এবং পুলশব্দের শক্যার্থ হওয়ায় দ্বিগুসমাসের শক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হইতে পারে না। যদি সমাহার মাত্রে দ্বিগু সমাসের শক্তি স্বীকৃত হয় ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে 'পঞ্চপুলী' প্রভৃতি দ্বিগুসমাস হইতে কেবলমাত্র সমাহারেরই বোধ হইতে পারে। পঞ্চপুল সমাহারের নহে। গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন পঞ্চপুলের সমাহার-রূপ অর্থে উক্ত দ্বিগুসমাসের শক্তি স্বীকৃত না হওয়ায় তাদৃশ বাক্যরূপ দ্বিগুসমাসের পঞ্চপুলসমাহার রূপ অর্থে লক্ষণাও স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব উক্ত দ্বিগুসমাসের পরবর্তী পদে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। এই ভাবে প্রথম লক্ষণটি ব্যাখ্যাত হওয়ার পরে এই লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের দ্বারা কেন লক্ষণান্তর করা হইয়াছে তাহার বীজ প্রদর্শন করিবার জন্য 'যদি চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন।

'যদি চ' এই অংশের 'ইতি সুক্ষ্মমীক্ষ্যতে' এই অগ্রিম অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন 'পঞ্চপুলী' এই সমাহার দ্বিগুসমাস হইতে সমাহাররূপ অর্থের বোধ হইবে না। পরন্তু পঞ্চসংখ্যক পুল মাত্রেই বোধ হইবে। তাৎপর্য এই যে 'পঞ্চপুলী' ইত্যাদিস্থলে যদি সমাহারের বোধ হয় তাহা হইলে 'পঞ্চপুলীং ছিনত্তি" ইত্যাদি বাক্য অপ্রমাণ হইবে। অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদি শূন্য হইবে। কারণ সমাহার অনিয়ত একত্ববুদ্ধিজনিত সমুদায়ত্বরূপ সংখ্যাবিশেষ। সুতরাং 'পঞ্চপুলীং ছিনত্তি' এখানে সংখ্যাবিশেষ যে যে সমাহার তাহার ছেদন সম্ভবপর নহে বলিয়া উক্ত ছেদনক্রিয়ার কর্মত্বসমুদায়রূপ সমাহারের বাধিত হওয়ায় উক্ত বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষ এবং অযোগ্য হওয়ায় প্রমাণ হইতে পারে না। এইজন্য সমাহারদ্বিগুস্থলে পঞ্চশব্দটি সমাসার্থ সম্বন্ধক সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক হইতে পারে না। এখন আশঙ্কা হইতে পারে উক্ত দ্বিগু সমাসের সমাহার-রূপ অর্থ স্বীকৃত না হইলে পুলগত দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি সংখ্যাবোধের অনুকূল দ্বিবচন বহুবচন বাস্তবিক পক্ষে পুলপদার্থে দ্বিত্ব বহুত্বাদি সংখ্যা থাকায় "পঞ্চপুলীং ছিনত্তি" ইত্যাদিস্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের দ্বারা একত্ববিশিষ্ট পুলপদার্থে ছেদনক্রিয়ার কর্মত্ব প্রতীয়মান হইলে উক্ত বাক্যটি অযোগ্য হওয়ায় অপ্রমাণ হইতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার "পুলাদের্দ্বিত্ববহুত্বেঽপি" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে একমাত্র পত্নীর বোধক দারা প্রভৃতি শব্দ যেরূপ অনুশাসনিক বহুবচনান্ত হইয়া থাকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ "রামদারা মৈথিলী" এইরূপ বাক্যস্থলে একত্বসংখ্যাবিশিষ্ট মৈথিলীর বিশেষণ হইলেও দারা শব্দটির পরবর্তী 'জস্'বিভক্তির দ্বারা বহুত্বসংখ্যাবিবক্ষিত নহে, সুতরাং দারা শব্দের পরে যেরূপ অনুশাসনিক বহুবচন হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'পঞ্চপুলীং

ছিনত্তি' এখানেও পুলগত পঞ্চত্ব বা বহুত্ব বিবক্ষিত হইলেও অনুশাসনিক একবচনের উপপত্তি হইবে। দারা বা পঞ্চপুলী এইসকলস্থলে বহুবচন বা একবচনের দ্বারা বহুত্ব বা একত্বরূপ অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই। পরন্তু উক্ত বহুবচন বা একবচন শব্দ বা বাক্যগত আকাঙ্ক্ষার সম্পাদক মাত্র। অর্থাৎ পঞ্চপুলী বা রামদারা ইত্যাদিস্থলে একবচনান্ত বা বহুবচনান্ত পদঘটিত না হইলে ঐসকল বাক্য নিরাকাঙ্ক্ষত্বপ্রযুক্ত প্রমাণশব্দ হইবে না। ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। ইহার পর আপত্তি হইতে পারে পঞ্চপুলী প্রভৃতি স্থলে সমাহাররূপ অর্থ স্বীকৃত না হইলে যেরূপ পুল প্রভৃতিদ্রব্য প্রধান হইয়া থাকে, গৌণ নহে, তদ্রূপ 'পঞ্চানাং খট্বানাং সমাহারঃ' এইরূপ অর্থে 'পঞ্চখট্বি. এই সকলস্থলে গুণীভূত দ্রব্যরূপ অর্থের বোধক খট্বির ইকারটি হ্রস্ব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলেন সমাহার সংজ্ঞক দ্বিগুর অন্তিম পদটির গৌণ অর্থের বোধক অর্থাৎ উপসর্জন না হইলেও তদুত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত প্রথম স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত হইলে প্রথমভাগে আকার এবং দীর্ঘ ঈ কারের দ্বিগুসমাসনিবন্ধনই হ্রস্ববিহিত হইবে। কারণ প্রয়োগ অনুসারেই অনুশাসন কল্পিত হইয়া থাকে। যদি বলা হয় উক্ত রীতিতে দ্বিগুসমাসের উত্তরপদগত স্ত্রীপ্রত্যয়ের স্বতন্ত্রভাবে হ্রস্ববিধি কল্পনা করিলে কল্পনা গৌরব স্বীকার করিতে হয়। অতএব সমাহার সংজ্ঞক দ্বিগুর উত্তর পদটির সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক স্বীকৃত হওয়াই সমীচীন। এই বক্তব্যের উত্তরে গ্রন্থকার বলেন পঞ্চপুলী প্রভৃতিস্থলে দ্বিগুসমাসের অন্তর্গত অন্তিম পুল শব্দটি তাদৃশ সমাহার রূপ অর্থে লাক্ষণিক সম্ভবপর হইল। 'পঞ্চ পাচকি' ইত্যাদি স্থলে দ্বিগুসমাসের অন্তিমপদটি বাক্য হওয়ায় তাদৃশ সমাহাররূপ অর্থে লাক্ষণিক হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত সমাহার দ্বিগু'র লক্ষণটির অব্যাপ্তি হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন এইভাবে সূক্ষ্মবিবেচনার ফলে উক্ত লক্ষণটি নির্দোষ না হওয়ায় কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের দ্বারা সমাহারদ্বিগু'র লক্ষণান্তর করা হইয়াছে। উক্ত লক্ষণান্তরের স্বরূপটি কি হইবে ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য 'পূর্বনিরুক্তাভ্যামি'ত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। এক্ষণে আপত্তি হইবে পঞ্চপুলী প্রভৃতি দ্বিগু সমাস যদি পঞ্চাভিন্ন পুলমাত্রে বোধক হয় তাহা হইলে উক্ত দ্বিগু সমাস নীলোৎপলাদির ন্যায় কর্মধারয় সমাস হইবে না কেন? এই আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—এইভাবে দ্বিগুসমাসে কর্মধারয় স্বীকৃত হইলেও কোন ক্ষতির কারণ নাই। এখন আপত্তি হইতে পারে, দ্বিগুসমাস যদি কর্মধারয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে সমাসের ষড়বিধত্ব ব্যাহত হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে সংখ্যাবাচক নানার্থ বিষয়ক বোধজনকত্বরূপ যে উপাধিবিশেষ তাহাকেই গ্রহণ করিয়া সমাসের ষড়বিধত্ব বিভাগের উপপত্তি সম্ভবপর হইবে। ॥ ৩৮ ॥

॥ ইতি দ্বিগুসমাসঃ ॥

মূলম্

তৎপুরুষং লক্ষয়তি—

যদীয়েন সুবর্থেন যুতযদ্বোধনক্ষমঃ।
যঃ সমাসস্তস্য তত্র সঃ তৎপুরুষ উচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ

(গ্রন্থকার) তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ করিতেছেন—

যেই সমাস নিজের অন্তর্গত যে কোনও একটি নামার্থগত সুবর্থের দ্বারা বিশেষিত (সমাসের ঘটক) অপর যে নামার্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের যোগ্য হইবে সেই সমাস তদর্থ প্রকারক তদর্থবিশেষ্যক অন্বয়বোধের অনুকূল তৎপুরুষ সমাস হইবে।

বিবৃতি

দ্বিগুসমাস নিরূপণ করিবার পরে গ্রন্থকার অবসরসঙ্গতিক্রমে তৎপুরুষসমাস নিরূপণ করিবার জন্য 'যদীয়েন সুবর্থেন' ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা তৎপুরুষ সমাসের সামান্যলক্ষণ করিতেছেন। "যদীয়েন সুবর্থেন" এখানে যৎপদের দ্বারা 'রাজপুরুষ' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত 'রাজপদার্থ' এবং 'পূর্বকায়' ইত্যাদি তৎপুরুষস্থলে উত্তরবর্তী 'কায়' পদটি গৃহীত হইবে। 'যদীয়েন' এই অংশের অগ্রিম সুবর্থের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'যদর্থগতেন' এইরূপ অর্থে 'যদীয়েন' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। যুত শব্দটির বিশিষ্টরূপ অর্থ করিতে হইবে। দ্বিতীয় যৎ পদটির দ্বারা 'রাজপুরুষ' ইত্যাদিস্থলে উত্তর পদার্থ পুরুষ এবং পূর্বকায় ইত্যাদি তৎপুরুষস্থলে পূর্বপদার্থকে গ্রহণ করিতে হইবে। যেই নামের অর্থগত সুবর্থের দ্বারা বিশেষিত যেই নামার্থবিষয়ক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য যে সমাস হইবে সেই সমাস তাদৃশ নামার্থগত বিভক্ত্যর্থ সম্বন্ধ নামার্থবোধের অনুকূল তৎপুরুষ হইবে। বাস্তবিকপক্ষে শ্লোকটির তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে সমাসের উত্তর পদটি লক্ষণাশূন্য হইবে। অথচ পূর্বপদটি লুপ্ত দ্বিতীয়াদি বিভক্তির প্রকৃতি হইবে এবংবিধ সমাসত্বই তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ উক্ত কারিকার দ্বারা সূচিত হইয়াছে। তাদৃশ লক্ষণা-শূন্য অংশটি লক্ষণে নিবেশ না করিলে পঞ্চমূলী ইত্যাদি দ্বিগুসমাসে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। নীলোৎপলাদি কর্মধারয় সমাসের বারণের জন্য লুপ্ত দ্বিতীয়াদি অংশটি দেওয়া হইয়াছে। 'অঘটঃ' ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাসে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য পূর্বপদটি নিবেশ করা হইয়াছে।

সমাসের অন্তর্গত 'গ্রামং গতঃ' এই অর্থে 'গ্রামগতঃ' এই তৎপুরুষ সমাস নিবিষ্ট (পূর্বনামঃ) গ্রাম পদটি লুপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রকৃতি হইয়াছে এবং উক্ত সমাসের পরবর্ত্তী গত এই নামটি লক্ষণাশূন্য অর্থাৎ গতিক্রিয়ারূপ আশ্রয়ের অর্থে শক্ত হওয়ায় গ্রামকর্মতা-বিশিষ্ট গতির আশ্রয়বিষয়ক অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্য সমাস হইয়াছে অতএব গ্রামকর্মতা নিরূপকত্ব রূপ যে সম্বন্ধ তদ্বিশিষ্ট গতিক্রিয়ারূপ অর্থে গ্রামগত এইসমাসটি তৎপুরুষ হইবে। অতএব 'গ্রামগতশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদিস্থলে গ্রামনিষ্ঠ কর্মতা নিরূপক গতমান চৈত্রঃ এইরূপ শাব্দবোধ হইবে।

मूलम्

यदर्थगतेन सुवर्थेन विशिष्टस्य यदर्थस्यान्वयबोधं प्रति यः समासः स्वरूपयोग्यः स तदर्थस्य तदर्थे तत्पुरुषः, न तु 'यन्नामोत्तरं' यन्नाम यदर्थगतसुवर्थावच्छिन्नस्य यत् स्वार्थस्य बोधकं तदुत्तरं तन्नामैव तदर्थयो-स्तत्पुरुषः, पूर्वकायोऽर्धपिप्पलीत्यादावव्याप्तेः। 'स्तोकपक्वे'त्यादौ क्रिया-विशेषणैः कर्मधारय एव, 'महाकविर्महाविज्ञ' इत्यादौ कवित्वादाविव प्रकृतेऽप्येकनामार्थैकदेशे पचनादावपरनामार्थस्याभेदान्वयबोधकतया तथात्व-सम्भवात्। 'स्तोकं पक्वे'त्यादौ असस्तादात्म्यवाचित्वे तु तत्पुरुषः सम्भवत्येव। "क्रियाविशेषणैः समास एवाव्युत्पन्न" इति तु न देश्यम्, स्तोकनम्रा स्तनाभ्यामित्यादेः कालिदासाद्यैः प्रयुक्तत्वात्। द्विगौ कर्म-धारये च शाब्दिकानां तत्पुरुषत्वव्यपदेशः पदसंस्कारार्थो गौणः।

অনুবাদ

যে সমাসটি নিজের অন্তর্গত যে কোনও একটি পদার্থগত সুবর্থের দ্বারা বিশেষিত যে অপরপদার্থ তদ্বিষয়ক অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপযোগ্য হইবে সেই সমাস তাদৃশ পদার্থ সম্বন্ধ অপর পদার্থ বিষয়ক অন্বয়বোধের অনুকূল তৎপুরুষ সমাস হইবে। পরন্তু যেই নামের অব্যবহিতোত্তরবর্ত্তী যে নামটি সেই পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থগত সুবর্থ বিশিষ্ট যাদৃশ স্বার্থের বোধক হয় সেই নামের অব্যবহিতোত্তরবর্ত্তী সেই নামটি তাদৃশ নামার্থ সম্বন্ধ তাদৃশ নামার্থবোধের অনুকূল তৎপুরুষ সমাস হইবে। এইরূপ তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ কিন্তু সমীচীন

নহে। কারণ 'পূর্বকায়' এবং 'অর্ধপিপ্পলী' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসে উক্ত লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে।

'স্তোকপক্তা' এই সকল স্থলে ক্রিয়ার বিশেষণবোধক স্তোক প্রভৃতি পদের সহিত কর্মধারয় সমাসই স্বীকৃত হইবে। 'মহাকবিঃ', 'মহাবিজ্ঞঃ' এইসকল স্থলে যেরূপ কবিত্ব প্রভৃতি একদেশ পদার্থে কবিত্ব প্রভৃতিতে অপরনামার্থের অন্বয় স্বীকৃত তদ্রূপ প্রকৃত স্থলেও একনামার্থের একদেশ যে পাক তাহাতে অপর নামার্থের অভেদান্বয়বোধক হওয়ায় কর্মধারয়ত্ব সম্ভবপর হইতে পারে। যদি 'স্তোকং পক্তা' ইত্যাদিস্থলে স্তোক পদের পরবর্তী 'অম্' বিভক্তি তাদাত্ম্যের বাচক হয় তাহা হইলে উক্ত সমাস তৎপুরুষই হইবে। ক্রিয়াবিশেষণের সহিত সমাস ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে এই আপত্তিও সঙ্গত নহে (কারণ) কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিগণ 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন।

দ্বিগু এবং কর্মধারয় সমাসে শাব্দিকসম্প্রদায়ের যে তৎপুরুষত্ব ব্যপদেশ (দেখা যায়) তাহা কিন্তু পদসংস্কারের অনুকূল গৌণ তৎপুরুষ।

বিবৃতি

'যদর্থগতেন' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে কারিকোক্ত তৎপুরুষ সমাসের বিশদার্থ প্রদর্শন করিতেছেন। 'যদর্থগতেন সুবর্থেন' এই অংশের দ্বারা 'যদীয়েন সুবর্থেন' এই কারিকাংশের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। 'সুবর্থেন' এখানে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা সূচনা করিবার জন্য 'বিশিষ্টস্য' পদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'তদর্থস্য'.তদর্থে এই অংশের দ্বারা কারিকায় উল্লিখিত 'তস্য' 'তত্র' এই দুইটি পদের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'যদর্থগতেন' ইত্যাদি তৎপুরুষলক্ষণের পর্যবসিত অর্থ হইবে যাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞানটি যে অর্থ বিশেষিত সুবর্থ প্রকারক যে অর্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হইবে অর্থাৎ যে অর্থগত বিষয়তা নিরূপিত সুবর্থগত বিষয়তা নিরূপিত যে অর্থগত বিষয়তা শালি বোধের জনক হইবে তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট সমাসত্ব সেই অর্থে সেই অর্থের বোধের অনুকূল তৎপুরুষত্ব, এইরূপ। "রাজ্ঞঃ পুরুষ" ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যে অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য তৎপুরুষ লক্ষণে 'সমাসত্ব' নিবেশ করা হইয়াছে। রাজপুরুষ এই সমাসগত রাজ পদোত্তর পুরুষ পদত্বরূপ আনুপূর্বী প্রকারক রাজ পদোত্তর পুরুষ পদ জ্ঞানটি রাজ পদার্থে বিশেষিত যে সুপ্ বিভক্তির অর্থ অর্থাৎ ঙস্ বিভক্তির অর্থ তৎপ্রকারক পুরুষ বিশেষ্যক অন্বয় বোধের জনক হওয়ায় রাজসম্বন্ধ (স্বত্ব) বিশিষ্ট পুরুষরূপ অর্থে রাজপুরুষ এই সমাসে তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। এই ভাবে গ্রামগত ইত্যাদি তৎপুরুষ স্থলেও তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ সমন্বয় করিতে হইবে। জগদীশ তর্কালঙ্কারের মতে সমাস ও বিগ্রহবাক্যের তুল্যার্থকত্ব স্বীকৃত হওয়ায় রাজপুরুষ ইত্যাদি সমাস স্থলে

সমাসের অন্তর্গত রাজপদের রাজ সম্বন্ধরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে রাজপদের যদি রাজস্বত্বরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে নিপাতের অতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের অভেদান্য সম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন এই নিয়ম ব্যাহত হইবে না কেন? এই আপত্তির উত্তরে নিয়মের অন্তর্গত নামার্থ-দ্বয়ের যেরূপ নিপাতাতিরিক্তত্ব বিশেষণ নিবেশ করা হইয়াছে তদ্রূপ তৎপুরুষ সমাস ভিন্নত্বও নিবেশ করিতে হইবে। সুতরাং তৎপুরুষ সমাস ভিন্নত্ব ঘটিত উক্ত নিয়ম রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ স্থলে স্বীকৃত হইবে না। অতএব রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস হইতে স্বরূপ সম্বন্ধে রাজস্বত্ব প্রকারক পুরুষ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ অবশ্যই হইতে পারিবে। উক্ত নিয়মের সঙ্কোচ করিবার ফলে, যাহারা তৎপুরুষ সমাস মাত্রে লক্ষণের সমন্বয় না হওয়ায় অসম্ভব দোষ হইবে মনে করেন তাহাদের মতও নিরাকৃত হইল। লক্ষণের অন্তর্গত সুবর্থ বিষয়তাতে সাংসর্গিক বিষয়তা ভিন্নত্ব নিবেশ করিয়া 'নীলোৎপল' প্রভৃতির সমাসান্তরে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হইবে। যাহারা সমাস এবং বিগ্রহ বাক্যে তুল্যার্থকত্ব স্বীকার করেন তাংাদের মতে যে অর্থের দ্বারা বিশেষিত সুবর্থগত তাদাত্ম্যসম্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত যে অর্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক যাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞানটি হইবে তাদৃশ আনুপূর্বীমৎ সমাসত্বই তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ হইবে। অথবা যাদৃশ অর্থ বিষয়তা নিরূপিত সুবর্থ বিষয়তা নিরূপিত যাদৃশ অর্থ বিষয়তা নিরূপক অন্বয়বোধের জনক হইবে যাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞানটি তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট সমাসত্বই হইবে উভয়মত সাধারণ তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ।

'ন তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মতান্তরসিদ্ধ তৎপুরুষের লক্ষণ খণ্ডন করিতেছেন। মতান্তরে যে নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী নামগত সুবর্থ বিশিষ্ট উত্তরবর্তী নামার্থের বোধক হয়, সেই নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী নামটি তাদৃশ অর্থে তৎপুরুষ সমাস হইবে। এই লক্ষণটি স্বীকার করিলে 'পূর্বকায়' এবং 'অর্ধপিপ্পলী' এই সকল তৎপুরুষসমাসের লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে, কারণ 'পূর্বকায়' প্রভৃতি সমাসস্থলে পূর্বপদার্থের সম্বন্ধবিশিষ্ট উত্তর পদার্থের বোধ হয় না, পরন্তু উত্তর পদার্থের সম্বন্ধবিশিষ্ট পূর্বপদার্থেরই বোধ হইয়া থাকে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'স্তোকপক্বা' ইত্যাদি দ্বিতীয়া তৎপুরুষে উক্ত তৎপুরুষ লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ উক্ত সমাস জনিত শাব্দবোধে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ প্রকার নহে। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'স্তোকপক্বা' ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়াবিশেষণ স্তোকপদের সহিত যে সমাস হইবে উক্ত সমাস কর্মধারয়ই হইবে, তৎপুরুষ নহে।

এখন আপত্তি হইতে পারে উক্ত সমাস উত্তর পদার্থে পূর্ব পদার্থের অভেদান্বয় বোধক না হওয়ায় কি করিয়া কর্মধারয় সমাস হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলেন 'মহাকবি', 'মহাবিজ্ঞ' প্রভৃতি স্থলে যে রূপ নামার্থের একদেশ কবিত্বে এবং বিজ্ঞত্বে মহৎ পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ 'স্তোকপক্বা' এখানেও উত্তর

পদার্থের একদেশ, যে পাক, তাহাতে স্তোক পদার্থের অভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হওয়ায় কর্মধারয় সমাসের উপপত্তি হইবে। যদি 'স্তোকং পক্তা' ইত্যাদি স্থলে 'অম্' বিভক্তির তাদাত্ম্য বাচকত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কিন্তু স্তোকপক্তা এই সমাস তৎপুরুষ সমাস হইবে।

যাঁহারা স্তোকপক্তা এখানে লুপ্ত অম্ বিভক্তির অভেদ (তাদাত্ম্য) বাচকত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে বিশেষণরূপে অভেদ ভাসমান হইবে। কর্মধারয় স্থলে কিন্তু ভাসমান অভেদ সংসর্গরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব ক্রিয়া বিশেষণগত অম্ বিভক্তির অভেদ বাচকত্ব পক্ষে স্তোকপক্তা ইত্যাদি সমাস কর্মধারয় হইবে না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন "অমস্তাদাত্ম্যবাচিত্বে তু তৎপুরুষঃ সম্ভবত্যেব"। অবধারণার্থক 'এব' কারটির দ্বারা কর্মধারয়াদি ব্যাবৃত্ত হইয়াছে।

এখন আপত্তি হইতে পারে ক্রিয়াবিশেষণের সহিত কোনরূপ সমাস স্বীকৃত নহে, সুতরাং 'স্তোকপক্তা' এইস্থলে ক্রিয়াবিশেষণ 'স্তোক'পদের সহিত 'পক্তৃ' পদের সমাসই যখন সম্ভবপর নহে, তখন তৎপুরুষ বা কর্মধারয়াদির প্রসঙ্গ অনর্থক কল্পনামাত্র। এই আপত্তির উত্তরে জগদীশ বলেন ইহা আমাদেরই কল্পনা নহে, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি 'স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্' ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রিয়াবিশেষণ পদের সহিত সমাস সমর্থন করিয়াছেন।

এখন অপর একটি আশঙ্কার সমাধান করিয়া এই কারিকার বিবরণের উপসংহার করা হইতেছে। আশঙ্কাটি এই যে, 'দ্বিগুত্ব এবং কর্মধারয়ত্ব তৎপুরুষত্বের বিরুদ্ধধর্ম হওয়ায় দ্বিগু এবং কর্মধারয় সমাসে তৎপুরুষত্বের ব্যপদেশ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে', এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার 'দ্বিগৌ কর্মধারয়ে চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে মহাংশ্চাসৌ রাজা চেতি এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে মহারাজ প্রভৃতি কর্মধারয়ের পর অৎ প্রত্যয়ের অনুরোধে কর্মধারয় এবং দ্বিগু সমাসে গৌণ তৎপুরুষত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এই জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন "শাব্দিকানাং তৎপুরুষত্ব-ব্যপদেশঃ"। যদি কর্মধারয় সমাসে 'গৌণ তৎপুরুষত্ব" স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে "প্রাগুক্তো বিধিস্তৎপুরুষ এবেতি' নিয়ম অনুসারে মহারাজ প্রভৃতি কর্মধারয় সমাসের পরে অৎ প্রত্যয় সিদ্ধ হইতে পারে না।

मूलम्

द्वितीयादि सुबर्थस्य भेदादेव च षड्‌विधः ।
क्रियान्वयी द्वितीयादेरर्थप्रायोऽत्र योजितः ॥ ३৪ ॥

অনুবাদ

এই তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি সুবর্থের ভেদ নিবন্ধন ছয় প্রকার হইয়া থাকে এবং প্রায়শঃই দ্বিতীয়াদি বিভক্তির অর্থ ক্রিয়াতে অন্বিত হইয়া ইহার (তৎপুরুষ সমাসের) ঘটক হইয়া থাকে।

বিবৃতি

'দ্বিতীয়াদি সুবর্থস্য' এখানে আদি পদের দ্বারা তৃতীয়া, চতুর্থী সুপ্‌ বিভক্তি গৃহীত হইবে। 'সুবর্থস্য' এখানে সুবর্থ পদটির দ্বারা সুবর্থবিষয়ক বোধ গৃহীত হইবে। 'ভেদাদেব' এখানে বিশেষ অর্থে ভেদ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'এব' শব্দটির টীকাকার রামভদ্র 'এষ' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছে। 'পুণ্যেন সুখম্' ইত্যাদি স্থলে তৎপুরুষসমাস বারণ করিবার জন্য বলিতেছেন "ক্রিয়ান্বয়ী দ্বিতীয়াদেঃ"। "প্রায়োঽত্র যোজিতঃ" এখানে প্রায়ঃ পদটি থাকার ফলে 'বর্ষং সুখী' ইত্যাদি অর্থে বর্ষসুখী এইরূপ স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ ক্রিয়াতে অন্বিত না হইলেও তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

"ग्रामगतः, चैत्रनीतः, ब्राह्मणदत्तः, वृक्षपतितः, चैत्रधनं, मैत्रगतिः, गृहस्थित" इत्यादौ द्वितीयादि सुवर्थस्य कर्मकर्त्तृत्वादेर्बोधभेदादेतस्य द्वितीयातृतीयादि तत्पुरुषत्वेन षड्भेदाः, स्वघटकैकपदार्थनिष्ठ द्वितीयार्थावच्छिन्नापरपदार्थबोधकसमासत्वादेर्धर्मषटकस्य सुवचत्वात्।

इयांस्तु विशेषो यदेतेषु धात्वर्थान्वय्येव द्वितीयादेरर्थः प्रायो घटकः, 'पीठं परितः', 'पुण्येन सुखम्', 'शमाय विद्या', 'दण्डात् घटः', 'गवां कृष्णा सम्पन्नक्षीरा,' 'तिलेषु तैलमि'त्यादि विग्रहे तत्पुरुषस्यासाधुत्वात्, 'वर्षसुखी लोष्टकानः, कुण्डलहिरण्यं, घटान्यः, कुवेरबलिः, कर्मकुशल इत्यादौ तु तत्तद्विशेषविधेर्द्वितीयादितत्पुरुषः।

অনুবাদ

'গ্রামং গতঃ' এই অর্থে গ্রামগতঃ, 'চৈত্রেন নীতঃ' এই অর্থে চৈত্রনীতঃ, 'ব্রাহ্মণায় দত্তঃ' এই অর্থে ব্রাহ্মণদত্তঃ, 'বৃক্ষাৎ পতিতঃ' এই অর্থে বৃক্ষপতিতঃ, 'চৈত্রস্য ধনং' এই অর্থে চৈত্রধনং, 'মৈত্রস্য গতিঃ' এই অর্থে মৈত্র গতিঃ, 'গৃহে স্থিতঃ' এই অর্থে গৃহস্থিতঃ ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়াদি সুপ্ বিভক্তির অর্থ যে কর্মত্ব কর্তৃত্বাদি তদ্‌বিষয়ক বোধের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত দ্বিতীয়া তৎপুরুষত্ব, তৃতীয়া তৎ-পুরুষত্ব পুরস্কারে (তৎপুরুষ সমাসের) ছয়টি ভেদ স্বীকৃত হইবে।

নিজের (তৎপুরুষ সমাসের) অন্তর্গত একপদার্থনিষ্ঠ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যর্থ বিশেষিত অপরপদার্থবোধক সমাসত্ব প্রভৃতি ছয়টি বিভাজক ধর্ম বলা যাইতে পারে। এখানে ইহাই বিশেষত্ব যে, তৎপুরুষ সমাসস্থলে প্রায়শঃ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ ধাত্বর্থে অন্বিত হইয়া সমাসার্থের ঘটক হইবে কারণ পীঠং পরিতঃ, পুণ্যেন সুখম্, শমায় বিদ্যা, দণ্ডাৎ ঘটঃ, গবাং কৃষ্ণা সম্পন্নক্ষীরা, তিলেষু তৈলম্ ইত্যাদি বিগ্রহ বাক্য অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের সাধুত্ব কোন মতেই স্বীকৃত নহে। বর্ষ সুখী, লোষ্ট্রিকানঃ, কুণ্ডল হিরণ্যম্, ঘটান্যঃ, কুবের বলিঃ, কর্মকুশলঃ এই সকল স্থলে তৎ তৎ বিশেষ বিশেষ বিধি অনুসারে দ্বিতীয়াদি তৎ-পুরুষ সমাস স্বীকৃত হইয়া থাকে।

বিবৃতি

গ্রামগতঃ ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে তৎপুরুষ সমাসের লক্ষ্য সমূহ প্রদর্শনপূর্বক বিভাজক ধর্মরূপ বিশেষ লক্ষণ সমূহ নিরূপণ করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'গ্রামং গতঃ' এই বিগ্রহ অনুসারে 'গ্রামগতঃ' এই সমাস হইবে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। গ্রন্থকারের মতে উক্ত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত গ্রাম এই পূর্বপদটি গ্রামকর্মত্বরূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় উক্ত গ্রাম কর্মত্ব, গত এই নামার্থের বিশেষণ গতি ক্রিয়াতে নিরূপকত্ব সম্বন্ধে অন্বিত হইবে।

সুতরাং উক্ত সমাস হইতে গ্রাম নিষ্ঠ কর্মতার নিরূপক যে গতি তদাশ্রয় বিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে। এই ভাবে চৈত্রেন নীতঃ, এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে 'চৈত্রনীতঃ' এই তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হইতে চৈত্রনিষ্ঠ কর্তৃতার নিরূপক নয়নরূপ যে ক্রিয়া তৎ কর্মবিষয়ক অন্বয়বোধ, 'ব্রাহ্মণায় দত্তঃ' এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে 'ব্রাহ্মণদত্তঃ' এই চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হইতে ব্রাহ্মণগত উদ্দেশ্যতার নিরূপক দান কর্ম বিষয়ক অন্বয়বোধ, বৃক্ষাৎ পতিতঃ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে 'বৃক্ষ পতিতঃ' এই পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হইতে বৃক্ষগত অবধিতার নিরূপক পতন কর্মবিষয়ক অন্বয় বোধ, 'চৈত্রস্য ধনম্' এইরূপ বিগ্রহ

বাক্য হইতে 'চৈত্রধনম্' এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে চৈত্রীয় স্বত্ববিশিষ্ট ধনবিষয়ক অন্বয়বোধ, 'মৈত্রস্য গতিঃ' এই বিগ্রহ বাক্যানুসারে 'মৈত্রগতিঃ' এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইতে মৈত্রগত কর্তৃতার নিরূপক গতি বিষয়ক অন্বয়বোধ এবং 'গৃহে স্থিতঃ' এরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে গৃহস্থিত এই সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হইতে গৃহনিরূপিত স্থিতি বিশিষ্ট বিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন উক্ত স্থল সমূহে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির অর্থ কর্মত্ব কর্তৃত্বাদি গোচর বোধ সমূহের বৈলক্ষণ্যবশতঃ 'গ্রামগতঃ' ইত্যাদি সমাসগত দ্বিতীয়া তৎপুরুষত্ব, তৃতীয়া তৎপুরুষত্ব প্রভৃতি ছয়টি বিভাজক ধর্ম গৃহীত হইবে। সুতরাং তাদৃশ ধর্ম পুরস্কারে দ্বিতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ হইবে। গ্রন্থকার দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ গত ছয়টি ধর্মের নিষ্কর্ষ বুঝাইবার জন্য 'স্বঘটক' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন। এখানে 'স্ব' পদটির দ্বারা দ্বিতীয়াদি যে কোনও একটি তৎপুরুষ সমাস গৃহীত হইবে। 'এক পদার্থনিষ্ঠ' এই নিষ্ঠ পদার্থটি ঘটকরূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ গ্রন্থকারের মতে গ্রামগত এই তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত গ্রাম পদটি গ্রাম কর্মত্বরূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় স্বতন্ত্র ভাবে লুপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্বাদির বোধ সম্ভবপর নহে। সুতরাং গ্রাম পদটি গ্রামকর্মত্ব রূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় ফলে উক্ত কর্মত্ব এক পদার্থ নিষ্ঠ নহে, পরন্তু এক পদার্থ যে গ্রামকর্মত্ব তাহার ঘটকই হইবে। 'অপর পদার্থ' এই অংশের দ্বারা সমাসের অন্তর্গত উত্তরপদার্থ গৃহীত হইবে। ইহার ফলে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত এক পদার্থের ঘটক কর্মত্ব বিশেষিত অপর পদার্থ বোধক সমাসত্বই হইবে দ্বিতীয়াতৎপুরুষগত বিভাজক ধর্ম। এই ভাবে দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থলে তৃতীয়াদি বিভক্তির নিবেশ করিয়া তৃতীয়াদি তৎপুরুষের লক্ষণ পরিষ্কার করিতে হইবে।

কারিকার উত্তরার্ধ ব্যাখ্যা করিবার জন্য 'ইয়াংস্তু বিশেষঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। এখানে 'যৎ' পদটি 'যস্মাৎ' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'এতেষু' এই অংশটির দ্বারা মূলোক্ত 'অত্র' পদটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার ফলে যেহেতু দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ সমাস জনিত বোধে ধাত্বর্থে অন্বিত দ্বিতীয়াদি বিভক্তির অর্থ ভাসমান হইয়া থাকে। ইহাই সমাসান্তরাপেক্ষায় তৎপুরুষ সমাসের বিশেষত্ব। 'ধাত্বর্থান্বয়্যেব' এই অংশের দ্বারা যে সকলবিগ্রহ বাক্য ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে উক্ত বিগ্রহ বাক্য সমূহ 'পীঠং পরিতঃ' ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে বিবৃত করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'পীঠং পরিতঃ', 'পুণ্যেন সুখম্' এই সকল বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ ক্রিয়াতে অন্বিত না হওয়ায় উক্ত বিগ্রহবাক্যসমূহ হইতে তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হইবে না। কারণ 'পীঠং পরিতঃ' এখানে কর্ম প্রবচনীয় এই অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। 'পুণ্যেন সুখম্' এখানে হেত্বর্থে তৃতীয়া, 'শমায় বিদ্যা' এখানে তাদর্থ্যে চতুর্থী, 'গবাং কৃষ্ণা সম্পন্ন ক্ষীরা' এখানে নির্ধারণরূপ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। 'তিলেষু তৈলম্'—এখানে আধেয়ত্ব অর্থে সপ্তমী বিভক্তি, কারক নহে। সুতরাং কারক বিভক্তি না হওয়ায় উল্লিখিত কোনও

বিগ্রহবাক্য হইতে তৎপুরুষ সমাস হইবে না। কারিকাস্থ 'প্রায়:' পদটির প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার জন্য 'বর্ষ সুখী', বা 'লোষ্ট্রকান:' ইত্যাদি স্থলে 'বর্ষং সুখী' বা লোষ্ট্রেণ কান:' এইরূপ বিগ্রহ বাক্যস্থিত দ্বিতীয়া বা তৃতীয়াবিভক্তি কারক না হইলেও বিশেষ বিধি অনুসারে ঐ সকল বিগ্রহ বাক্য হইতে তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হইয়া থাকে।

मूलम्

ननु 'ग्रामगत' इत्यत्र गतौ ग्रामकर्मत्वस्य 'राजपुरुष' इत्यत्र च पुरुषे राजसम्बन्धस्यावगमो न ग्रामादि पदेभ्यो लुप्तसुपः स्मरणात्, तल्लोपमजानतोऽप्यन्वयबोधात् समृद्धं ग्रामगत इत्यादितः समृद्धग्रामयोरभेदान्वयधीप्रसङ्गाच्च सम्पन्नं दधि पश्येत्यादाविव तत्रापि नामार्थयोरभेदान्वयबोधोपयुक्तस्य नाम्नोः समानविभक्तिप्रतिसन्धानस्याविशिष्टत्वात्, नापि ग्रामादिपदस्य ग्रामकर्मत्वादिलक्षकत्वात् अभेदान्यसम्बन्धेन नामार्थस्यान्वयबोधं प्रत्यनुकूलस्य नामोत्तरविभक्त्युपस्थाप्यत्वस्य तादृशप्रत्ययोपस्थाप्यत्वस्य वा गत्यादावसत्त्वात्। न च ग्रामादिपदलक्षितस्य ग्रामकर्मकादेरेव तत्र गत्यादौ तादात्म्येनान्वय इति साम्प्रदायिकानां मतमेव साम्प्रतं तत्पुरुषस्यापि समस्यमानपदार्थयोरभेदान्वयबोधकत्वे कर्मधारयत्वापत्तेः ग्रामं गतः, राज्ञः पुरुषः इत्यादि विग्रहस्य समासतुल्यार्थकत्वहान्यापत्तेश्चेति चेन्न।

অনুবাদ

(আশঙ্কা) গ্রাম প্রভৃতি পদ হইতে লুপ্ত সুপ্ বিভক্তির স্মরণ ক্রমে 'গ্রামগত' এখানে গতি ক্রিয়াতে গ্রাম কর্মত্বের, 'রাজপুরুষ' এখানেও পুরুষে রাজ সম্বন্ধের অবগতি হইতে পারে না, (কারণ) অম্ বা ঙস্ প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির লোপ অবগত নহে, এবংবিধ পুরুষেরও গ্রামগত প্রভৃতি সমাস হইতে অন্বয় বোধ হইয়া থাকে। (আরও বক্তব্য) 'সমৃদ্ধং গ্রামগত' ইত্যাদি বাক্য হইতে সমৃদ্ধ পদার্থের সহিত গ্রাম পদার্থের অন্বয়বোধের প্রসক্তি হইবে—কেননা "সম্পন্নং দধি পশ্য" ইত্যাদি স্থলের ন্যায় 'সমৃদ্ধং গ্রামগত' ইত্যাদি স্থলেও নামার্থ

দ্বয়ের অভেদান্বয় বোধের উপযুক্ত নাম দ্বয়ের সমান বিভক্তি প্রতিসন্ধান তুল্য-ভাবেই রহিয়াছে। যদি বলা হয় গ্রামাদি পদের গ্রামকর্মত্বাদিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, ইহাও ঠিক নহে (কারণ) অভেদান্য সম্বন্ধে নামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি কারণ যে নামোত্তর বিভক্তির দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব অথবা নামোত্তর প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব (ইহার একটিও) গতি ক্রিয়াতে থাকে না। (উক্ত দোষ বারণ করিবার জন্য) সাম্প্রদায়িকদের মত অনুসরণ করিয়া যদি বলা হয় 'গ্রামগত' ইত্যাদিস্থলে গ্রামপদের লক্ষণার দ্বারা লক্ষিত গ্রামকর্মকরূপ গ্রাম পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে গতি পদার্থে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে, এইমতও ঠিক নহে। (কারণ) তৎপুরুষ সমাসও যদি সমস্যমান পদার্থদ্বয়ের অভেদান্বয়ের বোধক হয়, তাহা হইলে তৎপুরুষ সমাসেরও কর্মধারয়ত্ব প্রসক্তি হইবে এবং 'গ্রামং গতঃ,' 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই সকল বিগ্রহ বাক্যের সমাসের তুল্যার্থকত্বও ব্যাহত হইবে, এই আশঙ্কা সমীচীন নহে।

বিবৃতি

'যদীয়েন স্বর্বর্থেন' ইত্যাদি কারিকা এবং উক্ত কারিকার বিবরণ-গ্রন্থে তৎপুরুষ সমাসের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, 'ননু গ্রামগতঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে উক্ত লক্ষণের অসম্ভব দোষ আশঙ্কা করিতেছেন।

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্তিগণের বিরুদ্ধে তিনটি আশঙ্কা উত্থাপন করা হইতেছে, প্রথম আশঙ্কা এই যে—যদি তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য সিদ্ধান্তিগণ বলেন, 'গ্রামগতঃ' এই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রাম পদোত্তর কর্মকারকে বিহিত অম্ বিভক্তি লুপ্ত হইলেও উক্ত লুপ্ত অম্ বিভক্তির স্মরণজনিত কর্মত্বরূপ অর্থের উপস্থিতি হইতে সুবর্থ কর্মত্ব-প্রকারক গতি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে এবং রাজপুরুষ এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের স্থলেও উক্ত রীতিতে ঙস্ বিভক্তির অর্থ যে স্বত্বরূপ সম্বন্ধ তৎ প্রকারক, পুরুষ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইতে পারিবে। সুতরাং ঐ সকল তৎপুরুষ সমাস পূর্ব পদার্থবিশেষিত স্বর্বর্থ-প্রকারক অপর পদার্থবিশেষ্যক অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্য হওয়ায় তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। সিদ্ধান্তিগণের এই বক্তব্যের উত্তরে বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন, এইভাবে লক্ষণ সমন্বয় করা সম্ভবপর নহে, কারণ যে ব্যক্তির পক্ষে সুপ্ বিভক্তি অনুভবযোগ্য নহে, সেই ব্যক্তির পক্ষে লুপ্ত সুপ্ বিভক্তির স্মরণও সম্ভব নহে, কারণ যে কোনও পদার্থের স্মরণের প্রতি সেই বস্তুগোচর পূর্বানুভব কারণ। সুতরাং সুপ্ বিভক্তির স্মরণজনিত সুবর্থ কর্মত্বের উপস্থিতিও সম্ভবপর নহে, কর্মত্বের উপস্থিতি ব্যতিরেকে গ্রামকর্মত্ব প্রকারক গতিবিশেষ্যক অন্বয়বোধও সম্ভবপর নহে। সুতরাং উক্ত রীতিতে কোথাও তৎপুরুষের লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায়, ঐ লক্ষণটি অসম্ভব দোষগ্রস্ত হইবে, যদি সিদ্ধান্তিগণ বলেন, গ্রামাদিপদোত্তর লুপ্ত সুপ্ বিভক্তির অনুভব যে ব্যক্তির নাই, সেই ব্যক্তির পক্ষে উক্ত অন্বয়বোধও স্বীকৃত

হইবে না। সুতরাং লুপ্ত সুপ্ বিভক্তির প্রতিসন্ধান বশতঃই পূর্বোক্ত প্রকারে অন্বয়বোধ হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় করা যাইবে। সিদ্ধান্তিগণের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে বিরুদ্ধবাদিগণ বলিতেছেন এইভাবে কথঞ্চিৎ তৎপুরুষ সমাস তাদৃশ অন্বয়বোধের যোগ্য হইলেও লুপ্ত সুপ্ বিভক্তির প্রতিসন্ধানের দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্বাদি পদার্থ 'গ্রাম' হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হওয়ায় "সমৃদ্ধং গ্রামগতঃ" ইত্যাদিস্থলে গ্রাম পদার্থে সমৃদ্ধ পদার্থের অভেদান্বয়-বোধের আপত্তি হইবে। যদি সিদ্ধান্তিগণ বলেন, নামার্থদ্বয়ের অভেদান্বয় বোধের প্রতি নামদ্বয়ের সমান বিভক্তিকত্বই কারণ, এই উক্তি কিন্তু সমর্থন যোগ্য নহে, কারণ 'সম্পন্নং দধি পশ্য' ইত্যাদি বাক্যস্থলে দধিপদের পরবর্তী—'অম্' বিভক্তিটি উপস্থিত না থাকিলেও দধি পদার্থে সম্পন্ন পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব নামার্থ-দ্বয়ের অভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধের প্রতি সমান বিভক্তিক নামদ্বয়জনিত উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ নহে, পরন্তু নামদ্বয়ের সমান বিভক্তি প্রতিসংহিত নামদ্বয়ের উপস্থিতি বিষয়ত্বকেই কারণ স্বীকার করিতে হইবে, ইহার ফলে 'সম্পন্নং দধি' এই বাক্যস্থলে 'সম্পন্ন' এবং 'দধি' এই নামদ্বয়ের দ্বিতীয়ার একবচন 'অম্' বিভক্তির প্রতিসন্ধান বশতঃ 'দধি' পদার্থে সম্পন্ন পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে যেরূপ অন্বয়বোধ হইবে, তদ্রূপ 'সমৃদ্ধং গ্রামগতঃ' এখানেও গ্রাম পদোত্তর অম্ বিভক্তির অনুসন্ধান বশতঃ গ্রাম পদার্থে সমৃদ্ধ পদার্থের অন্বয়বোধের প্রসক্তি হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'দ্রব্যে সরসিজম্' এখানে সপ্তম্যন্ত সরসি পদার্থের সহিত সপ্তম্যন্ত দ্রব্য পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের আপত্তি বারণ করিবার জন্য নামার্থ-দ্বয়ের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের প্রতি সমানবিভক্তিক নামদ্বয়জনিত উপস্থিতি বিষয়ত্বের কারণত্ব অবশ্য স্বীকৃত হইবে। সুতরাং 'সমৃদ্ধং গ্রামগতঃ' ইত্যাদিস্থলে গ্রামপদটি বৃত্তি-শব্দের একদেশ হওয়ায় 'বৃত্তিশব্দান্যপদার্থোপস্থাপ্যত্বরূপ' কারণ না থাকার ফলেই গ্রাম-পদার্থে সমৃদ্ধ পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধের প্রসক্তি বারিত হইবে, সুতরাং 'গ্রামগত' ইত্যাদি তৎপুরুষ স্থলে লুপ্ত 'অম্' বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্বের গতি-পদার্থে অন্বয়ের পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না এই আশঙ্কাও সমীচীন নহে। কারণ, নামার্থদ্বয়ের অভেদান্বয়বোধের প্রতি সমানবিভক্তিক নামোপস্থাপ্যত্বের যে কারণতা কল্পিত হইয়াছে, সেখানে সমান বিভক্তির প্রতিসন্ধানরূপ অর্থ গৃহীত হইবে না, পরন্তু যথাশ্রুতার্থই স্বীকৃত হইবে। ইহার ফলে 'সমৃদ্ধং গ্রামগতঃ' এই স্থলে গ্রাম পদটির শ্রূয়মাণ 'অম্' বিভক্তির প্রকৃতি না হওয়ায় উক্ত 'অম্' কার্যকারণভাবের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে না। সুতরাং গ্রামগত প্রভৃতি তৎপুরুষ স্থলে লুপ্ত 'অম্' বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্বাদিরূপ অর্থের 'গতি' প্রভৃতি অর্থে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে। 'সমৃদ্ধং গ্রামগত' এই স্থলে' গ্রামপদার্থে' 'সমৃদ্ধ' পদার্থের অভেদান্বয়বোধের আপত্তিই তৎপুরুষাদি স্থলে লুপ্ত বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্বাদির গতি প্রভৃতি পদার্থে অন্বয়বোধের বাধক। ইহাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য। 'নাপি' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে অপর একটি শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। উক্ত শঙ্কাগ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, গ্রামগত ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে

পূর্বোক্ত দোষ নিবন্ধন লুপ্ত দ্বিতীয়াদি বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত কর্মত্বাদির গতিক্রিয়াতে অন্বয়বোধ সম্ভবপর না হইলেও গ্রামগত ইত্যাদিস্থলে গ্রামকর্মত্বে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। গ্রামকর্মত্বরূপ গ্রামপদের লক্ষ্যার্থ গতিক্রিয়াতে নিরূপকত্বসম্বন্ধে অন্বিত হইবে, এইরূপ লক্ষণার স্বীকৃতির ফলে এই কল্পে লুপ্ত অমাদি বিভক্তি হইতে কর্মত্ব প্রভৃতি অর্থের স্মরণ কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং 'সমৃদ্ধং গ্রামগতঃ' এইরূপ বাক্য হইতে গ্রামপদার্থে সমৃদ্ধ পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধও সম্ভাবিত নহে। কারণ, গ্রাম পদার্থটি গ্রামপদের লাক্ষণিক অর্থ যে গ্রাম কর্মত্ব তাহার একদেশ হওয়ায় "পদার্থঃ পদার্থেনৈব অন্বীয়তে ন তু পদার্থৈকদেশেন'— এই নিয়ম অনুসারে গ্রামকর্মত্বের একদেশ গ্রামে সমৃদ্ধ পদার্থের অভেদান্বয় হইতে পারিবে না, এইরূপ আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার 'অভেদান্যসম্বন্ধেন' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে বিশেষ্যতা সম্বন্ধে অভেদাতিরিক্ত সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন তত্তৎ নামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি তত্তৎ নামোত্তরবর্তী বিভক্তির দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব অথবা তত্তৎ নামোত্তরবর্তী প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ, এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পনার ফলে গ্রামগত ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গতিপদার্থে তাদৃশ বিভক্তি প্রযোজ্য উপস্থিতি বিষয়ত্ব অথবা তাদৃশ প্রত্যয় প্রযোজ্য উপস্থিতি বিষয়ত্বরূপ কারণ না থাকায় সেখানে, বিশেষ্যতা সম্বন্ধে নিরূপকত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গ্রামকর্মত্ব প্রকারতাক অন্বয়বোধ হইতে পারিবে না ; সুতরাং তাদৃশ অন্বয়বোধের অনুৎপত্তিরূপ দোষ নিবন্ধন গ্রামগত ইত্যাদি তৎপুরুষস্থলে গ্রামপদের গ্রাম-কর্মত্বরূপ অর্থে লক্ষণা কল্পনা করা যাইবে না। উক্ত কার্যকারণভাবস্থলে 'সম্বন্ধসামান্যেন' না বলিয়া 'অভেদান্য সম্বন্ধেন' বলার ফলে 'নীলোৎপলম্' ইত্যাদিস্থলে অভেদ সম্বন্ধে নীলপদার্থের উৎপলপদার্থে অন্বয়বোধের উৎপত্তি নিবন্ধন ব্যতিরেক ব্যভিচার হইবে না। 'পুত্রস্যাপত্যং পৌত্রম্' ইত্যাদিস্থলে অপত্যাদিরূপ তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থে তাদৃশ বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপ্যত্বরূপ কারণ না থাকিলেও অভেদান্য সম্বন্ধে পুত্র পদার্থের অন্বয়বোধ হওয়ায় উক্ত কার্যকারণভাবের প্রতিকূল ব্যতিরেক ব্যভিচার হওয়ায় বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপ্যত্ব পরিহার করিয়া তাদৃশ প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থাপ্যত্বকে কারণ বলা হইয়াছে। এইভাবে এই কল্পটিও দোষদুষ্ট হওয়ায় গ্রন্থকার 'ন চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা কল্পান্তরের আশঙ্কা করিতেছেন, উক্ত শঙ্কা গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, 'গ্রামগত' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামাদিপদের গ্রামকর্মত্বাদিরূপ লাক্ষণিক অর্থ সম্ভবপর না হইলেও গ্রামকর্মকরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, উক্ত লক্ষণার স্বীকৃতির ফলে গম্ ধাতুর অর্থ গতি ক্রিয়াতে গ্রাম-পদের গ্রামকর্মকরূপ লক্ষ্যার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকার করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার বলিতেছেন প্রাচীন সম্প্রদায় অভেদ সম্বন্ধে গ্রামকর্মকরূপ লক্ষ্যার্থের অন্বয়বোধ স্বীকার করেন বটে, কিন্তু উক্ত প্রাচীন মত সমীচীন নহে। প্রথমতঃ তৎপুরুষ সমাসস্থলেও যদি পূর্ব পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে পর পদার্থে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে তৎপুরুষ সমাসে কর্মধারয় সমাসের লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় তৎপুরুষ সমাসস্থলে কর্মধারয়ত্বের আপত্তি হইবে। যদি বলা হয় তৎপুরুষ এবং কর্মধারয় অভিন্ন হইলেও উপাধি যে তৎ-

পুরুষত্ব বা কর্মধারয়ত্ব এতদুভয়ের ভেদ নিবন্ধন তৎপুরুষ এবং কর্মধারয়ের বিভাগ উপপন্ন হইবে ; এইজন্য 'গ্রামং গত' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে দ্বিতীয় দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। বক্তব্য এই যে, যদি 'গ্রামগতো রাজপুরুষঃ' ইত্যাদি স্থলে গ্রামপদের গ্রামকর্মকরূপ অর্থে রাজপদের রাজসম্বন্ধীরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃতির মূলে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, 'গ্রামং গতঃ, রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যের সহিত 'গ্রামগতঃ, রাজপুরুষঃ' ইত্যাদি সমাসের তুল্যার্থকত্ব ব্যাহত হইবে। কারণ বিগ্রহবাক্যস্থলে নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে গ্রামাদি পদার্থ অমাদি পদার্থ কর্মত্ব প্রভৃতিতে অন্বিত হইবে। আবার উক্ত কর্মত্ব প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ নিরূপকত্ব সম্বন্ধে গতিক্রিয়াতে অন্বিত হওয়ায় অভেদান্বয়বোধের উপযোগী সমাসের সহিত উক্ত বিগ্রহবাক্য ভিন্নার্থক হইয়াছে। জগদীশ তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামাদিপদের গ্রামকর্মত্বাদিরূপ লাক্ষণিক অর্থ আপাততঃ সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন পূর্বোক্ত আশঙ্কা সমীচীন নহে।

মূলম্

प्रत्ययान्त-तत्तन्नामार्थस्यैव भेदेनान्वयबोधं प्रति तत्तन्नामोत्तरप्रत्ययोपस्थाप्यतायास्तन्त्रत्वोपगमेन ग्रामगत इत्यादौ ग्रामादि पदलक्षितस्य ग्रामकर्मत्वादेर्गत्यादौ भेदेनान्वये वाधकाभावात्, न चैवं, गतो ग्रामेत्यत्रापि ग्रामपदलक्षितस्य ग्रामकर्मत्वादेर्गत्यादौ भेदेनान्वयबोधप्रसङ्गः, प्रत्ययान्तान्य-तन्नामोपस्थाप्यार्थस्यान्वयबोधसामान्यं प्रत्येवोत्सर्गतस्तादृशतत्तन्नामोत्तरनामोपस्थाप्यत्वस्य हेतुत्वेन तदसम्भवात्। अतएवार्धपिप्पलीच्छेद इत्यादौ पूर्वपदप्रधानत्वेनानुशिष्टस्य तत्पुरुषादेरन्त्यपदार्थानां पिप्पली प्रभृतीनां अर्धेत्याद्यर्थे, घट-पट-मठानामित्यादौ च सर्वपदप्रधानत्वेन द्वन्द्वस्यानन्त्यपदार्थानां घटादीनां सुवर्थेऽन्वयः, तथा बहुगुड़ो द्राक्षेत्यादौ गुड़ादीनामपि बहुजर्थे प्रकृत्यर्थस्येषदसमाप्तौ नाम्नः प्राग्बहुचो विधानादिति।

অনুবাদ

প্রত্যয়ান্ত তত্তৎ নামার্থের ভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধের প্রতি তত্তৎ নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্বের কারণত্ব স্বীকার করিলেই 'গ্রামগত' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামাদি পদের লক্ষ্যার্থ যে,

গ্রামকর্মত্ব প্রভৃতি, তৎপ্রকারক গতি প্রভৃতি বিশেষ্যক ভেদান্বয়বোধে, কোনও রূপ বাধক থাকিবে না। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে 'গতো গ্রামঃ', এখানেও গ্রামপদের লক্ষ্যার্থ গ্রামকর্মত্ব প্রভৃতির ভেদসম্বন্ধে, গতি প্রভৃতি ক্রিয়াতে অন্বয় বোধের প্রসক্তি হইবে না কেন ? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতেছেন—উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে। কারণ প্রত্যয়ান্তভিন্ন তত্তৎ নামের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থের অন্বয়বোধ সামান্যের প্রতিও সামান্যতঃ তত্তৎ নামোত্তরবর্তী নাম প্রযোজ্য উপস্থিতি বিষয়ত্বের কারণত্ব কল্পিত হওয়ায় (গতো গ্রামঃ এই স্থলে) গতি ক্রিয়াতে গ্রামপদের লক্ষ্যার্থ গ্রামকর্মত্বের অন্বয়বোধ হইবে না। অতএব 'অর্ধপিপ্পলীচ্ছেদঃ' এই সকল পূর্বপদ প্রধান রূপে অনুশিষ্ট তৎপুরুষ সমাস স্থলে অন্তিম পদার্থ পিপ্পলী প্রভৃতি 'অর্ধ' প্রভৃতি পূর্ব পদার্থে এবং 'ঘট-পট মঠানাং' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের প্রাধান্য নিবন্ধন অন্তিম পদার্থ ভিন্ন ঘট প্রভৃতি পদার্থেরও 'সুপ্' (ষষ্ঠী) বিভক্তির অর্থে যেরূপ অন্বয়বোধ হইবে তদ্রূপ 'বহুগুড়ো দ্রাক্ষা' এই সকল স্থলে গুড় প্রভৃতি পদার্থেরও 'বহুচ' পদার্থ যে প্রকৃতার্থ অপেক্ষা ঈষন্ন্যূনত্ব তাহাতে অন্বিত হইবে, কারণ, গুড় প্রভৃতি নামরূপ প্রকৃতির পূর্বে 'বহুচ' প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে।

বিবৃতি

কারণ হইতে যেখানে যে কার্য উৎপন্ন হয় উক্ত কার্যরূপ ফল অনুযায়ী কারণ কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ সামান্যের প্রতি নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থাপিতত্ব কারণ নহে। পরন্তু প্রত্যয়ান্ত অর্থাৎ যেই নামের পরে কোন প্রত্যয়ের উল্লেখ থাকিবে সেই নামটি প্রত্যয়ান্ত নামরূপে পরিচিত হইবে। কার্যতার অবচ্ছেদক কোটিতে উক্ত বিশেষণ দেওয়ার ফলে, বিশেষ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যয়ান্ত নাম প্রযোজ্য তত্তৎ নামার্থপ্রকারক তত্তৎ অন্বয়বোধের প্রতি তত্তৎ নামের অব্যবহিতোত্তরবর্তী প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিতি বিষয়ত্বের কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার ফলে, গ্রামগত ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামপদটি প্রত্যয়ান্ত না হওয়ায় গ্রামপদ-লক্ষিত গ্রামকর্মত্ব-প্রকারক অন্বয়বোধে তাদৃশ প্রত্যয়োপস্থাপ্যত্বরূপ কারণ অপেক্ষিত নহে, সুতরাং কোনরূপ বাধক না থাকায় উক্ত দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রাম কর্মত্বপ্রকারক গতি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইতে পারিবে। ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে যদি প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধে উক্ত কারণের অপেক্ষা না থাকে তাহা হইলে 'গ্রামগতঃ' এই স্থলের ন্যায় 'গতোগ্রামঃ' এইরূপ নির্বিভক্তিক গ্রামপদের দ্বারা লক্ষিত গ্রামকর্মত্ব-প্রকারক গতি বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে না কেন ? 'ন চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে এই আশঙ্কাটি উপস্থাপিত করিয়া উক্ত আশঙ্কার উত্তরে 'প্রত্যয়ান্তান্য' ইত্যাদি গ্রন্থের

অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'গতো গ্রামঃ' এই স্থলে গ্রামপদটি প্রত্যয়ান্ত না হওয়ায় পূর্বকল্পিত প্রত্যয়ান্ত তত্তৎ নামঘটিত কার্যকারণভাবের দ্বারা আক্রান্ত না হইলেও অপর একটি কার্যকারণভাব কল্পিত হইবে। কার্যকারণভাবটি এই যে, বিশেষ্যতাসম্বন্ধে প্রত্যয়ান্তভিন্ন তত্তৎ নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধ সামান্যের প্রতি কোনও রূপবাধক না থাকিলে প্রত্যয়ান্তভিন্ন তত্তৎ নামোত্তরবর্তী নামপ্রযোজ্য উপস্থিতি বিষয়ত্ব কারণ—'প্রত্যয়ান্তান্য' ইত্যাদি সমাধান গ্রন্থের মাধ্যমে এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পিত হইয়াছে, উক্ত কার্যকারণভাব কল্পনার ফলে তাদৃশ নামোপস্থাপ্যত্বরূপ কারণ না থাকায় 'গতো গ্রামঃ' ইত্যাদিস্থলে গ্রামপদের লক্ষ্যার্থ যে গ্রামকর্মত্ব তৎপ্রকারক অন্বয়বোধ সম্ভবপর নয়। 'বাধকং বিনা' এই অর্থে প্রযুক্ত 'উৎসর্গতঃ' এই পদটির ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'অতএব' ইহার অর্থ করিতে হইবে উৎসর্গতঃ ইতি—নিবেশাদেব। 'অর্দ্ধপিপ্পলীচ্ছেদঃ' এখানে 'পিপ্পলী' পদটি যে প্রত্যয়ান্ত নহে ইহা বুঝাইববার জন্য 'ছেদঃ' পদটি দেওয়া হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, 'অর্দ্ধপিপ্পলীচ্ছেদঃ' এখানে বাধক থাকায় উক্ত কার্যকারণভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইবে না। ফলে প্রত্যয়ান্ত না হইলেও পিপ্পলী পদার্থ অর্দ্ধ পদার্থে অন্বিত হইবে। এখানে বাধকটি কি ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য 'পূর্বপদ প্রধানত্বেন অনুশিষ্টস্য' অর্থাৎ পূর্বপদ প্রধানরূপে উক্ত সমাসের অনুশাসনই এখানে বাধকরূপে গণ্য হইবে। যদি বলা হয় তত্তৎ নামোত্তর নামোপস্থাপিতত্বস্থলে উত্তর পদটি নিবেশ না করিয়া অব্যবহিত পদটি নিবেশ করা হইবে, ইহার ফলে তাদৃশ নামার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি তত্তৎ নামাব্যবহিত নামোপস্থাপিতত্ব কারণ, এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পনা করিলে 'অর্দ্ধপিপ্পলীচ্ছেদঃ' এখানে অর্দ্ধপদটি পিপ্পলী পদের অব্যবহিত (পূর্ব) হওয়ায় উক্ত কার্যকারণভাব ব্যাহত হইবে না। এইজন্য 'ঘট-পট-মঠানাং' এই স্থলান্তর অনুসরণ করা হইয়াছে। এখানেও 'সর্বপদ-প্রধানত্বেন' এই উক্তির দ্বারা দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে, যদি বলা হয় সুবর্থভিন্নবিষয়ক তত্তন্নামার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি-প্রত্যয়ান্তভিন্ন তত্তৎনামোত্তর নামোপস্থাপ্যত্ব কারণ, এইরূপ কার্যকারণভাব কল্পিত হইলে 'ঘট-পট-মঠানাং' এই স্থলে সুবর্থ বিশেষ্যক ঘট-পটাদি প্রত্যেক নামার্থ প্রকারক অন্বয়-বোধের উপপত্তি হইতে পারে, কারণ উক্ত স্থল তাদৃশ কার্যকারণভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইবে না। এইজন্য তথা ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা 'বহুগুড়ো দ্রাক্ষা' এই স্থলান্তর অনুসরণ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, 'বহুগুড়ো দ্রাক্ষা' এখানে গুড়স্বরূপ প্রকৃতির অর্থ যে গুড় তাহা হইতে ঈষৎ ন্যূনত্বরূপ অর্থে 'বহুচ' প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় তাদৃশ বহুচ্ প্রত্যয় বিধানই এখানে বাধকরূপে গণ্য হইবে, ইহার ফলে ঈষৎ ন্যূনত্বরূপ বহুচ্ প্রত্যয়ার্থে সমাসের অন্তর্গত গুড় পদটি পরে নির্দিষ্ট হইলেও উক্ত গুড় পদার্থের ঈষৎ ন্যূনত্বরূপ পূর্ব-নির্দিষ্ট বহুচ্ পদার্থে অন্বয়বোধ হইবে। ইহাই 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থে 'প্রাগ্বহুচো-বিধানাৎ' ইত্যন্ত গ্রন্থের তাৎপর্য।

मूलम्

ननु, यदि नामार्थयोरपि भेदेनान्वयो व्युत्पन्नस्तर्हि ग्रामगत इत्यादौ कर्मत्वादिसंसर्गेण ग्रामादेरेव गत्यदावन्वयोऽस्तु, कृतं ग्रामादिशब्दस्य ग्राम-कर्मत्वादिलक्षणयेति चेत्, सत्यं, विग्रहवाक्यानां समाससमानार्थकत्व-रक्षणाय तत्र लक्षणास्वीकारात्, मास्तु वा ग्रामादिपदस्य तत्कर्मत्वादौ लक्षणा, कर्मत्वादिसंसर्गेणैव ग्रामादेर्गत्यादावन्वयसम्भवात्तथापि न क्षतिः, ग्रामं गत इत्यादि विग्रहस्यापि कर्मत्वार्थकद्वितीयाद्यनुसन्धानवशादेव कर्मत्वा-दिसंसर्गेण गत्यादौ ग्रामाद्यन्वयबोधकतया समाससमानार्थकत्वसम्भवात्, ग्राममित्यादौ कर्मत्वादिधर्मिकान्वयबोधानुरोधेन द्वितीयादेः कर्मत्वाद्यर्थ-कत्वात् ।

অনুবাদ

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, (তৎপুরুষ স্থলে) যদি নামার্থ দ্বয়ের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে 'গ্রামগতঃ' এই সকল স্থলে কর্মত্বাদিসম্বন্ধে গ্রামাদি পদার্থের গতিক্রিয়াতেই অন্বয় স্বীকৃত হউক, অতএব গ্রামপদে গ্রামকর্মত্ব প্রভৃতি অর্থে লক্ষণা কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলেন, উক্ত আশঙ্কা যথার্থ বটে কিন্তু বিগ্রহ বাক্য সমূহ এবং সমাস সমূহের সমানার্থকত্বের অনুরোধে তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামকর্মত্ব প্রভৃতি অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। অথবা, গ্রামগত ইত্যাদি স্থলে কর্মত্ব সম্বন্ধে গ্রামাদি পদার্থের গতিক্রিয়াতে অন্বয় স্বীকৃত হইলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, (কেননা) 'গ্রামং গতঃ' এই সকল বিগ্রহ বাক্য স্থলেও কর্মত্বার্থক দ্বিতীয়াদিবিভক্তির অনুসন্ধানবশতঃ গতি প্রভৃতি পদার্থে কর্মত্বসম্বন্ধে গ্রামাদি পদার্থের অন্বয়বোধ স্বীকৃতি মূলে সমাস ও ব্যাসবাক্যের তুল্যার্থকত্ব রক্ষিত হইতে পারিবে। 'গ্রামং' ইত্যাদি প্রয়োগ স্থলে কর্মত্বাদিধর্মিক গ্রামাদি প্রকারক অন্বয়বোধের অনুরোধে অম্ প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তির কর্মত্বাদিরূপ অর্থের বোধক হইবে।

বিবৃতি

'ননু' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পুনরায় একটি আশঙ্কা করিতেছেন। শঙ্কা গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, সামান্যতঃ নিপাতাতিরিক্ত নামার্থ দ্বয়ের অভেদান্য সম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে, এই নিয়মটি সঙ্কুচিত করিয়া যদি 'গ্রামগতঃ', 'রাজপুরুষ' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে গতিপদার্থে গ্রামপদের লক্ষ্যার্থ গ্রামকর্মত্বের, পুরুষপদার্থে রাজপদের লক্ষ্যার্থ রাজসম্বন্ধের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত স্থলদ্বয়ে 'গ্রাম'পদ বা 'রাজ'পদের গ্রামকর্মত্বরূপ অর্থে অথবা 'রাজপদের' 'রাজস্বত্ব' অর্থে লক্ষণা কল্পনা না করিয়া যথাক্রমে কর্মত্ব এবং স্বত্বসম্বন্ধে গ্রামপদার্থে গতি পদার্থের, রাজপদার্থে পুরুষ-পদার্থের অন্বয়বোধ স্বীকৃত হওয়াই সমীচীন। সুতরাং ঐ সকল স্থলে গ্রামকর্মত্বরূপ এবং রাজস্বত্বরূপ লক্ষ্যার্থ কল্পনা নিস্প্রয়োজনীয়, এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে 'চেৎ সত্যম্' ইত্যাদি সমাধান গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকার বলেন উক্ত আশঙ্কাটি ঠিক বটে, কিন্তু 'গ্রামগত' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে কর্মত্বাদিসম্বন্ধে গ্রামাদি পদার্থের গতিক্রিয়াতে অন্বয় স্বীকৃত হইলে লক্ষণা কল্পনা অপেক্ষা লাঘব হয় বটে, কিন্তু 'গ্রামং গতঃ' এবং 'গ্রামগতঃ' এই সকল বিগ্রহ বাক্য ও সমাস 'এতৎ উভয়' তুল্যার্থক হইতে পারে না। কারণ 'গ্রামং গতঃ' এই বিগ্রহবাক্য স্থলে 'অম্' বিভক্তির অর্থ কর্মত্ব পদার্থরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে, সম্বন্ধরূপে নহে, অতএব বিগ্রহবাক্য এবং সমাস এতদুভয় যাহাতে সমানার্থক হয় তদনুরোধে উক্ত সমাসস্থলে গ্রামাদিপদ গ্রামাদিকর্মত্বরূপ অর্থে লাক্ষণিক স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে 'গ্রামগতঃ' এখানে যেরূপ 'গ্রামকর্মত্ব নিরূপক গতিমান্ চৈত্রঃ' এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে, 'গ্রামং গতঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতেও 'গ্রামবৃত্তি কর্মতানিরূপক গতিমান্ চৈত্রঃ' এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে।

এইভাবে গ্রামাদি পদের গ্রামাদিকর্মত্বরূপ অর্থে লক্ষণা পক্ষ সমর্থন করিয়া কর্মত্ব-সংসর্গবাদীর আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি করিবার জন্য 'গ্রামগত' ইত্যাদি স্থলে কর্মত্বাদি সম্বন্ধে গ্রামাদি পদার্থের অন্বয় স্বীকার করিলেও বিগ্রহ ও সমাস এতদুভয় বাক্যের সমানার্থকত্ব সম্পাদন করিবার জন্য 'তথাপি ন ক্ষতিঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইবে 'গ্রামগতঃ' এই সমাসস্থলে গতিক্রিয়াতে গ্রামরূপ নামার্থে কর্মত্বসম্বন্ধে অন্বয় সম্ভবপর হইলেও 'গ্রামং গতঃ' এই ব্যাসবাক্য স্থলে বিভক্তির অর্থরূপে কর্মত্বভাসমান হওয়ায় উক্ত কর্মত্বের সংসর্গ মর্যাদায় কি করিয়া ভান হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন—কর্মত্বার্থক যে দ্বিতীয়াদি বিভক্তি তাহার অনুসন্ধান অর্থাৎ সমভিব্যাহার বশতঃই 'গ্রামং গতঃ' ইত্যাদিস্থলে কর্মত্বসংসর্গে গ্রামাদিনামার্থের অন্বয়বোধ হইবে, তাৎপর্য এই যে—'গ্রামং গতঃ' এই স্থলে গ্রামপদোত্তর 'অম্' পদোত্তর গতপদত্বরূপ যে আনুপূর্বী অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা তদ্‌গোচর জ্ঞানই কর্মত্বসংসর্গে গ্রামাদিরূপ নামার্থ প্রকারক গত্যাদি বিষয়ক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে, অতএব বিগ্রহ বাক্যস্থলে কর্মত্ব প্রভৃতি পদার্থরূপে ভাসমান হইবে না। পরন্তু সংসর্গ রূপেই প্রতীয়মান হইবে। 'অম্' প্রভৃতি বিভক্তি

কর্মত্বাদির বোধক না হইলেও সংসর্গরূপে ভাসমান কর্মত্বাদিবিষয়কবোধের তাৎপর্য গ্রাহক ইহা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে।

এখন আপত্তি হইতে পারে কর্মত্বাদি যদি সংসর্গমর্যাদায় ভাসমান হয়, তাহা হইলে কর্মত্বাদিরূপ অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তির অনুশাসন ব্যর্থ হইবে না কেন? এই আশঙ্কায় সমাধান কল্পে 'গ্রামমিত্যাদৌ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন—ন্যায়মতে অম্' বিভক্ত্যন্ত 'গ্রামম্' এই পদটিও বাক্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত বাক্য হইতে আধেয়ত্বসম্বন্ধে গ্রাম প্রকারক কর্মত্ববিশেষ্যক অন্বয়বোধের অনুরোধে কর্মত্ব যে 'অম্' প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং উক্ত বাক্যার্থবোধে বিশেষ্যরূপে ভাসমান কর্মত্বের অনুরোধে কর্মত্ব যে দ্বিতীয়া বিভক্তির শক্যার্থ উক্ত শক্তি গ্রহের উপায়রূপে 'কর্মণি দ্বিতীয়া' ইত্যাদি অনুশাসনের উপযোগিতা স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

अतएवाघटः पट इत्यादावन्यस्य, असुरो दैत्य इत्यादौ विरोधिनः, अनिक्षुः शर इत्यादौ सदृशस्य, अब्राह्मणो वार्द्धुषिकइत्यादावपकृष्टस्य, अनुदरमुदरन्तरुण्या इत्यादौ स्वल्पस्य वाचकेन नञ् निपातेन स्वार्थे प्रतियोगित्वादि सम्बन्धेनैव घटादेरनुभावेऽपि तत्र तत् तत्पुरुषे नाव्याप्तिः, पटस्याभाव इत्यर्थे प्रसह्य नञा अव्ययीभाव एव समासः प्रमाणम्, तेनापटं वर्तत इत्याद्येव तत्र प्रयोगः तत्पुरुषस्योत्तरपदलिङ्गकत्वनियमात् इति वृद्धाः। प्रसह्य नञाप्यपट इत्यादिकस्तत्पुरुष एव साधुः, नाव्ययीभावः। नञ तत्पुरुषविधेस्तदपवादकत्वात्, अत एव वादिनामविवाद इत्यादिकः किरणावल्यादौ पुंसि प्रयोग इति तु पक्षधरमिश्राः।

অনুবাদ

অতএব 'অঘটঃ পটঃ' এই সকল স্থলে অন্যরূপ অর্থের, 'অসুরো দৈত্যঃ' এই সকল স্থলে বিরোধী রূপ অর্থের, 'অনিক্ষুঃ শরঃ' এই সকল স্থলে সদৃশরূপ অর্থের, 'অব্রাহ্মণো বার্দ্ধুষিকঃ' এই সকল স্থলে অপকৃষ্ট রূপ অর্থের, 'অনুদমুদরং তরুণ্যাঃ' এই সকল স্থলে স্বল্পরূপ অর্থের বাচক নঞ্ নিপাতের দ্বারা উপস্থাপিত স্বকীয়

অর্থে প্রতিযোগিত্বাদি সম্বন্ধে ঘটাদি পদার্থের অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইলেও তত্তৎ তৎপুরুষ সমাসে অব্যাপ্তি হইবে না।

'পটস্যাভাবঃ' এইরূপ অর্থে প্রসহ্য নঞ্ নিপাতের দ্বারা (যে সমাস উৎপন্ন হইবে তাহা) অব্যয়ীভাব সমাস রূপেই প্রমাণিত হইবে। এইজন্য 'অপটং বর্ততে' ইত্যাদি রূপই সেখানে প্রয়োগ হইয়া থাকে (কেন তৎপুরুষ সমাস হইবে না তাহার কারণ), তৎপুরুষসমাস কিন্তু সমাসের অন্তর্গত উত্তর পদটি যে লিঙ্গ হইবে তল্লিঙ্গকই নিয়মতঃ হইয়া থাকে ইহাই প্রাচীন সম্মত। (মতান্তর প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন) প্রসহ্য নঞ্ নিপাতের দ্বারা 'অপটঃ' ইত্যাদি সমাসও তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হওয়া সমীচীন পরন্তু অব্যয়ীভাব নহে। কারণ নঞ্ তৎপুরুষের বিধি অব্যয়ীভাবের অপবাদক হইয়া থাকে। অতএব আচার্য উদয়ন, কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে 'বাদিনামবিবাদঃ' ইত্যাদি প্রকারে পুংলিঙ্গেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাই পক্ষধর মিশ্রের সিদ্ধান্ত।

বিবৃতি

তৎপুরুষ সমাস স্থলে সমাসের অন্তর্গত একপদার্থে অপর পদার্থের ভেদসম্বন্ধে যে অন্বয়বোধ হয় তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। অতএব পদটির তৎপুরুষ সমাস স্থলে ভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধ হওয়ার ফলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। 'অন্যস্য' ইত্যাদি ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পাঁচটি পদার্থের অগ্রিম 'বাচকেন নিপাতেন', এই অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। আবার 'নঞ্ নিপাতেন' এই অংশটি অগ্রিম 'অনুভাবেঽপি' এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। 'স্বার্থে' এখানে স্বপদের দ্বারা নঞ্ নিপাত গৃহীত হইবে। 'প্রতিযোগিত্বাদি' এই আদিপদের দ্বারা কর্মত্ব, নিরূপিতত্ব, আধেয়ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ গৃহীত হইবে।

নঞ্ নিপাত প্রভৃতি অন্য প্রভৃতি অর্থের বাচক হওয়ার ফলে 'অঘটঃ পটঃ' এইরূপ নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত বাক্যস্থলে নঞ্ পদটি অন্যরূপ অর্থের বাচক, উক্ত অন্য পদার্থের একদেশ অন্যত্বে (ভেদে) প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘট পদার্থের অন্বয় হওয়ায় প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট ''ভেদবদভিন্নঃ পটঃ'' এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। 'অসুরো দৈত্যঃ' এইরূপ বিরোধ্যর্থক নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত বাক্যস্থলে নঞ্ পদটি দ্বেষবিশিষ্টরূপ অর্থের একদেশে বিরোধিত্বে (দ্বেষে) কর্মত্ব সম্বন্ধে সুর পদার্থে কর্মতা সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় 'সুরকর্মকবিরোধিত্ববদভিন্নো দৈত্যঃ' এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে। 'অনিক্ষুঃ শরঃ' এইরূপ সদৃশ বাচক নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত বাক্যস্থলে সদৃশরূপ নঞ্ পদার্থের একদেশ সাদৃশ্যে নিরূপিতত্ব সম্বন্ধে 'ইক্ষু' পদার্থের অন্বয় হওয়ায় 'ইক্ষু নিরূপিত সাদৃশ্যবদভিন্নঃ শরঃ' এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে। এখানে ইক্ষুগত মাধুর্যবত্ত্বরূপে সাদৃশ্য গৃহীত হইবে। 'অব্রাহ্মণো

বার্দ্ধুষিকঃ' এইরূপ প্রকর্ষশূন্যরূপ অর্থের বাচক নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত বাক্যস্থলে উৎকর্ষশূন্য-রূপ নঞ্ পদার্থের একদেশে উৎকর্ষে ব্রাহ্মণ পদার্থের আধেয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ার ফলে 'ব্রাহ্মণ বৃত্তি উৎকর্ষ শূন্যো বার্দ্ধুষিকঃ' এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে। 'অনুদরমুদরং তরুণ্যাঃ' এইরূপ স্বল্পরূপ অর্থের বাচক নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত বাক্যস্থলে অল্প (ক্ষীণ) রূপ অর্থের একদেশে অল্পত্বে (ক্ষীণত্বে) আধেয়ত্ব সম্বন্ধে উদর পদার্থের অন্বয় হওয়ায় "উদরবৃত্তি অল্পতাবদভিন্নং তরুণ্যা উদরম্" এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। মূলে যে পঞ্চবিধ নঞ্ তৎপুরুষ প্রদর্শিত হইয়াছে এখানে চতুর্থ অর্থাৎ 'অব্রাহ্মণো বার্দ্ধুষিকঃ' এই প্রয়োগটি অপ্রশস্তরূপ অর্থের বাচক নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত "অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারা" এই নঞ্ তৎপুরুষ ঘটিত প্রয়োগটিও উপলক্ষিত হইবে। যদি 'গ্রামগতঃ' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামাদি পদার্থের কর্মত্ব প্রভৃতি ভেদ সম্বন্ধে গতি প্রভৃতিতে অন্বয় স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত পঞ্চবিধ নঞ্ তৎপুরুষে অব্যাপ্তি হইবে। ইহাই 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইবে, গ্রন্থকার যে উক্ত পঞ্চবিধ অর্থের বাচক নঞ্ নিপাতের কথা বলিয়াছেন ইহা কি করিয়া সঙ্গত হইবে? সদৃশাদি অর্থের ন্যায় অত্যন্তাভাবরূপ অর্থের বাচক নঞ্ পদঘটিত তৎপুরুষ সমাস ও স্বীকৃত হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার প্রাচীন মত অনুসারে প্রথমতঃ উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য 'পটস্যাভাবঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পর্যুদাস এবং প্রসজ্য-বৃত্তিভেদে যে দ্বিবিধ নঞ্ স্বীকৃত হয়, উক্ত উভয়বিধ নঞের মধ্যে পর্যুদাস নঞ্টি পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রসজ্য বৃত্তি নঞ্ নিপাতটি অত্যন্তাভাবের বাচক হওয়ায় তাদৃশ নঞ্ পদঘটিত সমাসটি অব্যয়ীভাব সমাস-রূপেই গণ্য হইবে। সুতরাং অত্যন্তাভাববাচক নঞ নিপাতকে গ্রহণ করিয়া 'পটস্যাভাবঃ' এই অর্থে 'অপটম্' এই অব্যয়ীভাব সমাসটি তৎপুরুষ না হওয়ায় ছয় প্রকার নঞর্থের ভেদ থাকিলেও অত্যন্তাভাববাচক নঞ্ নিপাত ঘটিত অতএব ইত্যাদি সন্দর্ভে উল্লেখ করা হয় নাই। তৎপুরুষ সমাস স্থলে উত্তর পদটির যে লিঙ্গ থাকিবে তৎপুরুষ সমাসের দ্বারা সমস্তপদটিও সেই লিঙ্গেই প্রযুক্ত হইবে। অব্যয়ীভাব সমাসে কিন্তু সমস্ত পদটি ক্লীবলিঙ্গই হইয়া থাকে। অতএব 'পটস্যাভাবঃ' এই বিগ্রহ বাক্য হইতে 'অপটম্' (বর্ত্ততে) এইরূপই অব্যয়ীভাব সমাসের প্রয়োগ হইবে। ইহাই বৃদ্ধ সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। এইভাবে প্রাচীন সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিবার পরে পক্ষধর মিশ্রের অভিমত সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের জন্য 'প্রসজ্য নঞা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। মিশ্রের অভিপ্রায় এই যে, 'পটস্যাভাবঃ' এইরূপ অর্থে 'অপটঃ' এইরূপ নঞ্ তৎপুরুষ সমাসই স্বীকৃত হইবে। ইহার উপরে আপত্তি হইতে পারে—উক্ত অত্যন্তাভাববোধক প্রসজ্য নঞ্ নিপাতঘটিত সমাসে অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণ সঙ্গত হওয়ায় অব্যয়ীভাব সমাস হইবে না কেন? এই আপত্তির উত্তরে মিশ্র বলেন, অব্যয়ীভাব সমাস সামান্যবিধি অনুসারে সম্ভবপর হইলেও বিশেষবিধি সামান্যবিধির বাধক হওয়ায় অর্থাৎ উৎসর্গ ও অপবাদবিধিদ্বয়ের মধ্যে অপবাদবিধি বলবৎ হওয়ায়

অপবাদ অর্থাৎ বিশেষবিধি অনুসারে উক্ত অভাব বোধক নঞ্ ঘটিত সমাসটি তৎপুরুষ সমাসরূপে গণ্য হইবে ইহাই মিশ্রের আশঙ্কা। মিশ্র নিজের সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিবার জন্য আচার্য উদয়নের 'কিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অত্যন্তাভাববোধক নঞ্ নিপাতঘটিত 'অবিবাদঃ' ইত্যাদি পুংলিঙ্গে বিহিত প্রয়োগের উদ্ধৃতির মূলে আচার্যেরও যে ইহাই সিদ্ধান্ত তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য "অতএব" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'ইতি পক্ষধরমিশ্রাঃ' এই উক্তির দ্বারা গ্রন্থকারেরও মিশ্রমতের উপরেই নির্ভরতা সূচিত হইয়াছে।

मूलम्

युज्यते चोत्तरः कल्पः, नचेदेवम्। दशैते राजमातङ्गास्तस्यैवामी तुरङ्गमाः। चैत्रो ग्रामगतस्तत्र, मैत्रः किं कुरुतेऽधुना॥ इत्यादौ राज-सम्बन्धादे राजादिपदलक्षकत्वे तदेकदेशस्य राजादेस्तदा परामर्शो न स्यात्, विशेष्यविधया वृत्त्या पूर्वोपस्थापितस्यैवार्थस्य परामर्शकत्वात् तदादि शब्दानाम्।

"न हि प्रजावतीयं मे, त्वं तस्मै देहि कम्बलम्।
नीलो मणिगुणः सोऽत्र, भ्रात्रादिर्बोध्यते तदा॥"

অনুবাদ

(তৎপুরুষ সমাসে কর্মত্ব স্বত্ব প্রভৃতির সংসর্গমর্যাদায় ভান হইবে) এই উত্তর কল্পটি যুক্তিযুক্ত, যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে এই দশটি রাজহস্তী (দশৈতে রাজমাতঙ্গাঃ) তাঁহারই পুরোবর্তী অশ্বসমূহ, (তস্যৈবামী তুরঙ্গমাঃ) চৈত্র গ্রামে গমন করিয়াছে (চৈত্রো গ্রামো গতঃ) এখন মৈত্র কি করিতেছে (মৈত্রঃ কিং কুরুতেঽধুনা) এই সকল স্থলে স্বত্বরূপ রাজসম্বন্ধ প্রভৃতি যদি রাজপদের লক্ষ্যার্থ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে (উক্ত রাজ সম্বন্ধের) একদেশ রাজ প্রভৃতির তৎ পদের দ্বারা পরামর্শ হইতে পারে না। কারণ বৃত্তির দ্বারা পূর্বে বিশেষ্যরূপে উপস্থাপিত যে পদার্থ তাহাই তৎ প্রভৃতি (সর্বনাম) পদের দ্বারা পরামৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইনি আমার ভ্রাতৃজায়া (প্রজাবতীয়ং মে) তুমি তাহাকে (ভ্রাতাকে) কম্বল দান কর (ত্বং তস্মৈ দেহি কম্বলম্) নীলস্বরূপ মণি সম্পর্কিত গুণ (নীলো

মণির্গুণঃ) এখানে সে (বর্তমান) (সোঽত্র) এই সকল স্থলে প্রজাবতী প্রভৃতি পদার্থের একদেশ ভ্রাতা প্রভৃতি পূর্বে বৃত্তির দ্বারা বিশেষ্যরূপে উপস্থাপিত হয় নাই এইজন্য তস্মৈ ইত্যাদিস্থলীয় 'তৎ'পদের দ্বারা ভ্রাতা প্রভৃতির অবগতি হইবে না।

বিবৃতি

(গ্রামগতঃ, রাজপুরুষঃ প্রভৃতি) তৎপুরুষ সমাস স্থলে দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ কর্মত্ব বা স্বত্ব প্রভৃতি সংসর্গ রূপেই ভাসমান হইবে, প্রকারান্তরে নহে, অর্থাৎ বিশেষণ রূপে নহে। এই শেষ কল্পটিকে নিজ সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিবার জন্য "যুজ্যতে চোত্তরঃ কল্পঃ" ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে যুক্ত্যন্তর প্রদর্শন করিতেছেন। 'যুজ্যতে চোত্তরঃ কল্পঃ' এই উক্তির দ্বারা কর্মধারয় সমাস স্থলে ভাসমান কর্মত্ব প্রভৃতির সংসর্গতাপক্ষ যে যুক্তিসিদ্ধ তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদি কর্মতা প্রভৃতির সংসর্গরূপে তৎপুরুষ সমাসজনিত অন্বয়বোধে ভাণ স্বীকার না করিয়া গ্রাম কর্মত্ব প্রভৃতি অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে "দশৈতে রাজমাতঙ্গাঃ তস্যৈবামী তুরঙ্গমাঃ" এই বাক্যের অন্তর্গত 'তস্যৈব' এই তৎপদের দ্বারা 'রাজমাতঙ্গাঃ' এই তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত রাজপদের লক্ষ্যার্থ যে রাজসম্বন্ধ তাহার একদেশ রাজপদার্থের এবং 'চৈত্রো গ্রামগতস্তত্র' ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত 'তত্র' এই তৎপদের দ্বারা 'গ্রামগতঃ' এই তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত গ্রামপদের লক্ষ্যার্থ যে গ্রামকর্মত্ব তাহার একদেশ গ্রামপদার্থের উপস্থিতি হইতে পারে না। কেন পারে না তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'বিশেষ্যবিধয়াবৃত্ত্যা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, শক্তি বা লক্ষণারূপ বৃত্তিগ্রহে যে পদার্থটি মুখ্য বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইবে না সেই পদার্থটি অগ্রিম তদাদি সর্বনামপদের দ্বারা উপস্থাপিত হইবে না পরন্তু শক্তিগ্রহে বা লক্ষণাগ্রহে যে পদার্থটি মুখ্য বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইবে সেই পদার্থটি অগ্রিম তদাদি পদের দ্বারা পরামৃষ্ট হইবে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন বৃত্তিজ্ঞানে বিশেষ্যরূপে পূর্বোপস্থাপিত পদার্থেরই তদাদি শব্দের দ্বারা পরামর্শ হইয়া থাকে। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল ইহা তদাদি সর্বনাম শব্দের প্রক্রান্ত বাচিত্ব যাহারা স্বীকার করেন উক্ত প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া বলা হইয়াছে। নবীন মতে কিন্তু বুদ্ধিবিষয়তাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিতধর্মাবচ্ছিন্নে তদাদিপদের শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় এই মতে পদার্থগত পূর্বোপস্থাপিতত্ব অপেক্ষণীয় নহে। তদাদি শব্দ যে পদার্থের একদেশের উপস্থাপক হয় না এই বিষয়ে প্রাচীন শ্রীপতি দত্তের মত প্রদর্শন করিবার জন্য 'ন হি প্রজাবতীয়ং মে' ইত্যাদি কারিকার অবতারণা করিতেছেন। উক্ত কারিকায় উল্লিখিত প্রজাবতী শব্দটির ভ্রাতৃপত্নীরূপ অর্থে এবং 'নীলোমণির্গুণঃ' এখানে মণি সম্বন্ধিরূপ লাক্ষণিক অর্থের বোধক উক্ত শব্দদ্বয়ের পরবর্তী তৎ শব্দের দ্বারা ভ্রাতৃজায়ারূপ প্রজাবতী পদার্থের একদেশ যে মণি পদার্থ ইহাদের অগ্রিম 'তস্মৈ' এবং 'সঃ' এই তৎ শব্দের দ্বারা উপস্থাপিত হয়, ইহা কাহারও মতে স্বীকৃত নহে।

मूलम्

नन्वेवमनयेव ऋचा "निषादस्थपतिं याजयेदिति" श्रुतौ निषादानां स्थपतिरिति व्युत्पत्त्या न तत्पुरुषः, परन्तु निषादः स्थपतिरित्यर्थे कर्मधारय एवेति सिद्धान्तो व्याहन्येत, तत्पुरुषे भक्तिभिया हि तत्र कर्मधारयस्वीकार-स्तन्मूलके निषादस्याधानेऽपूर्वविद्याप्रयुक्तिश्च कल्प्यते, कल्प्यते च निषादीयतत्तदध्ययने निषेधविधिबाधात्, स्त्रीशूद्रौ नाधियेतामिति श्रुतौ तत्तदध्ययनेतराध्ययनपरत्वं धातोः, शूद्रपदस्य त्रैवर्णिकान्योपलक्षकत्वात्।

অনুবাদ

আশঙ্কা—এক্ষণে প্রশ্ন হইবে তৎপুরুষ সমাসস্থলেও যদি গ্রামাদি পদের লক্ষণা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে এই ঋক্ (মন্ত্রের) দ্বারা নিষাদ স্থপতিকে যজ্ঞ করাইবে, এই শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত নিষাদস্থপতি শব্দটির "নিষাদানাং স্থপতিঃ' এইরূপ অর্থে (নিষাদস্থপতিরূপ) তৎপুরুষ সমাস হইবে না কিন্তু 'নিষাদ স্থপতিঃ' (নিষাদাভিন্ন স্থপতি) এইরূপ অর্থে কর্মধারয় সমাসই হইবে। এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে না কেন? কারণ তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া লক্ষণা স্বীকারের ভয়েই উক্ত স্থলে কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং কর্মধারয় সমাস স্বীকারের ফলে নিষাদ জাতীয় স্থপতি গৃহীত হওয়ায় নিষাদ কর্তৃক বিধিবিহিত বেদাধ্যয়ন কল্পিত হইয়া থাকে এবং "স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাম্" এই শ্রুতির মূলে নিষাদ কর্তৃক তত্তৎ বেদমন্ত্রের অধ্যয়নে অপূর্ব নিষেধবিধির বাধবশতঃ উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত ধাতুটির যাগের উপযোগী তত্তৎ অধ্যয়নভিন্ন অধ্যয়নে তাৎপর্য কল্পনা করিতে হয় (উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত), শূদ্র পদটি কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ভিন্নের উপলক্ষক।

বিবৃতি

গ্রামগত প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাসস্থলে গ্রামাদি পদের গ্রামকর্মত্বরূপ লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গতি প্রভৃতি উত্তর পদার্থে গ্রামাদি পদার্থের কর্মত্বসম্বন্ধে অন্বয়বোধ সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হওয়ায় উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে "নন্বেবং" ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে

একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। 'নন্বেবং' এখানে 'এবং' শব্দটির তৎপুরুষ সমাসস্থলে লক্ষণা স্বীকৃত না হইলে এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে 'অনয়ৈব ঋচা', 'নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' এইরূপ শ্রুতি বাক্যের দ্বারা নিষাদ স্থপতি অর্থাৎ বর্ণবহির্ভূত চণ্ডাল জাতীয় রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কর্তৃক যাগের অনুষ্ঠান বিহিত হওয়ায় নিষাদ স্থপতিকে যজ্ঞের উপযোগী তত্তৎ মন্ত্র অধ্যয়নের অর্থাৎ পাঠের অধিকারও বিহিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইবে যাগ কর্তৃরূপে নিষাদ গৃহীত হইলে নিষাদ কর্তৃক তত্তৎ পাঠ্যমন্ত্র অধীত হইলে 'স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাম্' অর্থাৎ স্ত্রীলোক এবং শূদ্রগণ কর্তৃক বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, এই নিষেধবিধির অন্তর্গত অধ্যয়নবোধক অধি + ই ধাতুর যাগের উপযুক্ত নিষাদ কর্তৃক পাঠ্য তত্তৎ বেদমন্ত্রের অতিরিক্ত বেদাধ্যয়নের নিষেধবিধি কল্পনা করিতে হইবে। এইভাবে উক্ত নিষেধবিধি সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে নিষাদস্থপতি কর্তৃক যাগের উপযুক্ত তত্তৎ মন্ত্রের অধ্যয়ন উক্ত সামান্যবিধির দ্বারা ব্যাহত হইবে না। এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য, যদিও "স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাম্" এই শ্রুতির অন্তর্গত শূদ্র পদটি চতুর্থবর্ণের বোধক সুতরাং নিষাদস্থপতি উক্ত শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় উক্ত শ্রুতির দ্বারা নিষাদস্থপতির অধ্যয়ন বাধিত হইবে কেন? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন "শূদ্রপদস্য ত্রৈবর্ণিকান্যোপলক্ষকত্বাৎ" অর্থাৎ উক্ত নিষেধবিধির অন্তর্গত শূদ্র পদটির ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় হইতে অতিরিক্ত অর্থে অজহৎ স্বার্থলক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে শূদ্র পদের দ্বারা নিষাদ প্রভৃতিও অবশ্যই গৃহীত হইবে। অতএব উক্ত নিষেধবিধির সঙ্কোচ করিয়া নিষাদস্থপতির তত্তৎ বেদমন্ত্রের অধ্যয়ন বেদবিহিত হইবে। ইহাই গ্রন্থকারের বক্তব্য।

मूलम्

यदि च कर्मधारय इव तत्पुरुषेऽपि न लक्षणा, तदा तत्पुरुष एव तत्रोचितस्त्रैवर्णिकस्यैव निषादीयस्थपतित्वेन प्राप्तावपूर्वविद्याप्रयुक्तेस्तन्मूलकनिषेधविधिसङ्कोचस्य चाकल्प्यत्वादिति, चेन्न, तत्पुरुषे लक्षणापत्तेऽपि किमिति कर्मधारय एव तत्राभ्युपेयते, न तु तत्पुरुषः, निषादानां स्थपतिरिति व्युत्पत्त्या निषादस्थपतिपदान्निषादसम्बन्धवत्त्वेन स्थपत्यनुभवसहस्रस्य सर्वसिद्धत्वेन तदनुरोधाल्लक्षणायाः क्लृप्तत्वेन तत्कल्पनाभयस्यासम्भवात्, न हि निषादस्थपत्यादिपदं निषादादिसम्बन्धवत्तया स्थपत्यादि बोधने निराकाङ्क्षं, तथा सति निराकाङ्क्षत्वादेव तत्पुरुषत्वासम्भवेन लक्षणापत्तेस्तद्बाधकतयोपन्यासानौचित्यात्।

অনুবাদ

যদি কর্মধারয়ের ন্যায় তৎপুরুষেও লক্ষণা (স্বীকৃত) না হয় তাহা হইলে সেখানে (নিষাদস্থপতিস্থলে) তৎপুরুষ সমাসই স্বীকৃত হওয়া উচিত, (কারণ) নিষাদীয় স্থপতিরূপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্‌গত বিধি-বোধিত বেদমন্ত্রের প্রয়োগ এবং তন্মূলক (পূর্বোক্ত) নিষেধবিধির সঙ্কোচও স্বীকার করিতে হয় না। এই আশঙ্কা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে, [কারণ] তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা স্বীকৃতি পক্ষেও কেন কর্মধারয় সমাসই সেখানে অঙ্গীকৃত হইবে, পরন্তু তৎপুরুষ নহে। কারণ 'নিষাদানাং স্থপতিঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা (লভ্য) নিষাদ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে স্থপতি বিষয়ক সহস্র অনুভব সর্ববাদিসিদ্ধ। অতএব উক্ত অনুভবের অনুরোধে (উক্তস্থলে) লক্ষণাও কৢপ্ত। অতএব তৎপুরুষপক্ষে লক্ষণা কল্পনার ভীতিও সম্ভবপর নহে। যদি বলা হয় 'নিষাদ-স্থপতি' প্রভৃতি পদের নিষাদ প্রভৃতি সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে স্থপতি প্রভৃতি বিষয়ক অন্বয়বোধের অনুকূল আকাঙ্ক্ষা স্বীকৃত হইবে না, এই উক্তিও সমীচীন নহে, (কারণ) তাহা হইলে উক্ত সমাসের নিরাকাঙ্ক্ষত্ব প্রযুক্তই তৎপুরুষত্ব সম্ভবপর না হওয়ায় তৎপুরুষের ক্ষেত্রেও লক্ষণার আপত্তিরূপ যে বাধকের কথা বলা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে।

বিবৃতি

এখন প্রশ্ন হইবে তৎপুরুষ সমাসে লক্ষণা স্বীকৃত না হইলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া ব্যাহত হইবে? ইহাই "যদি চ" ইত্যাদি 'ইতি চেৎ' ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'নিষাদস্য স্থপতিঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'নিষাদ-স্থপতি' এই সমস্ত পদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাদের যে কোনও একটি বর্ণের নিষাদ সম্বন্ধি স্থপতিরূপে (গৃহাদিনির্মাতা বাস্তুকাররূপে) লাভ হওয়ায় শূদ্রাদির যাগাদি কর্তৃরূপে প্রাপ্তিসম্ভাবনা না থাকায় "নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' এই বিধিবাক্যের অনুরোধে পূর্বোক্তরূপে 'স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাম্', শ্রৌতবাক্যের সঙ্কুচিত অর্থে তাৎপর্য স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং তৎপুরুষ সমাসের পূর্বোক্ত রূপে লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যক্ত হইলে 'নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' এই স্থলে 'নিষাদস্থপতি' এই সমস্ত পদটির তৎপুরুষত্ব সমর্থন করাই সমীচীন। ইহার ফলে পূর্বোক্তরূপে অপূর্ব বিদ্যার প্রয়োগ এবং 'স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়েতাম্' এই নিষেধবিধি বাক্যার্থের পূর্বোক্ত প্রকারে সঙ্কোচও করিতে হইবে না। কারণ ত্রৈবর্ণিকের বিদ্যাধিকার প্রাপ্ত থাকায় অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিরূপ অপূর্ববিদ্যা প্রয়োগ যেরূপ নিরর্থক তদ্রূপ তাদৃশ বিধিবাক্যের অন্তর্গত 'নাধীয়েতাম্' এই অধিপূর্বক ই-ধাতুর তাদৃশ

অধ্যয়ন বিশেষরূপ সঙ্কুচিত অর্থেরও কল্পনা করিতে হইবে না। অতএব তৎপুরুষ স্বীকৃতিপক্ষে কল্পনা লাঘবরূপ বীজ থাকায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ব্যাহত হইবে। এইভাবে পূর্বপক্ষকে দৃঢ় রূপে ব্যবস্থিত করিয়া সমাধান করিবার জন্য বলিতেছেন 'ইতি চেন্ন'। অর্থাৎ উক্ত আশঙ্কা সঙ্গত নহে। কেন সঙ্গত নহে ইহাই 'তৎপুরুষে' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'নিষাদস্থপতি' এইরূপ তৎপুরুষ সমাসস্থলে নিষাদ শব্দের নিষাদসম্বন্ধবত্ত্বরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার পক্ষেও তৎপুরুষ সমাস উপেক্ষা করিয়া কর্মধারয় সমাস স্বীকারের পক্ষে কোনরূপ যুক্তি নাই। কারণ 'নিষাদানাং স্থপতিঃ' অর্থাৎ নিষাদবর্গের বাস্তুকার এইরূপ অর্থে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস নিষ্পন্ন নিষাদ-পদটি নিষাদসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে স্থপতিবিষয়ক অজস্র অনুভব সিদ্ধান্তবাদী এবং বিরুদ্ধবাদী উভয় সম্মত হওয়ায় উক্ত নিষাদ সম্বন্ধিত্ব প্রকারক স্থপতি বিশেষ্যক নিশ্চয়ের অনুরোধে নিষাদপদের নিষাদসম্বন্ধিত্ব রূপ অর্থে লক্ষণাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং উক্ত লক্ষণাও সর্ববাদী সম্মত হওয়ায় অবশ্য ক৯প্ত, অতএব নিষাদ পদের নিষাদসম্বন্ধবত্ত্বরূপ অর্থে লক্ষণার কল্পনা নিবন্ধন কল্পনা গৌরবও সম্ভাবিত নহে।

অপর একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের শঙ্কিতদোষের সমাধান করিবার জন্য 'ন চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। আশঙ্কাটি এই যে, যেই পদটি যাদৃশ অর্থে সাকাঙ্ক্ষ হয় সেই পদটি তাদৃশ অর্থের বোধক হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলে 'নিষাদস্থপতি' এই পদটি নিষাদ সম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট স্থপতিরূপ অর্থে সাকাঙ্ক্ষ নহে। অতএব তাদৃশ অর্থে নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় নিষাদস্থপতি পদ হইতে নিষাদসম্বন্ধিত্ব প্রকারক স্থপতি বিশেষ্যকরূপ অন্বয়বোধ হইতে পারে না। উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য বলিতেছেন, উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে নিষাদস্থপতি পদের নিষাদসম্বন্ধিত্বরূপ অর্থে নিরাকাঙ্ক্ষত্ব নিবন্ধনই তাদৃশ অর্থে নিষাদস্থপতি পদের তৎপুরুষ সমাসের সম্ভাবনা নিরাস সম্ভবপর হইতে পারে। উক্ত সমাসের নিরাকরণের জন্য বাধকরূপে লক্ষণাপত্তির উপন্যাস অসঙ্গত হইয়া পড়ে। সুতরাং উক্ত স্থলে তৎপুরুষ সমাস পক্ষে লক্ষণাকে বাধক রূপে বর্ণনা করিয়া কর্মধারয় সমাসের উপপত্তি করাই সঙ্গত নহে।

मूलम्

अथ बाधकं विना मुख्यार्थ एव श्रुतीनां प्रामाण्यं न तु प्रमाणान्तरा-विषयेऽपि लक्ष्यार्थे "मुख्ये शब्दस्वरस" इत्यादि मीमांसया तथैव सम्प्रतिपत्तेरिति, चेत्तर्हि बाधकासत्त्वे कर्मधारयविधयैव वेदानां प्रामाण्यं, न तु प्रमाणान्तराविषयेऽपि तत्पुरुषविधया, कर्मधारयात् समासान्तरस्य दौर्बल्यमित्यादिमीमांसया तथैव प्रतिपत्तेरित्यपि किम्न रोचयेः,

তত্পুরুষাদ্বহুব্রীহের্জঘন্যত্বমিত্যত্রাপ্যুক্তৈব রীতিরনুসর্তব্যা, ন হি বহুব্রীহৌ সমস্তপদানাং লাক্ষণিকত্বাদেব ততো দুর্বলত্বম্, একপদমাত্রলক্ষণয়াপি বহুব্রীহের্ব্যবস্থাপ্যত্বাদিত্যাস্তাং বিস্তরঃ।

অনুবাদ

অথবা কোনরূপ বাধক না থাকিলে মুখ্যার্থে বেদবাক্যসমূহের প্রামাণ্য (স্বীকৃত হইবে) পরন্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রমাণিত নহে, এইরূপ লক্ষ্যার্থে শ্রুতির প্রামাণ্য গৃহীত হইবে না। মুখ্যার্থেই শ্রৌতশব্দের স্বারসিকতা ইত্যাদি মীমাংসা গ্রন্থের (উক্তির) দ্বারা পূর্বোক্ত অর্থেরই প্রতিপত্তি হইয়া থাকে। যদি ইহাই প্রতিপক্ষগণের অভিমত হয় তাহা হইলে সাধক না থাকিলে কর্মধারয় সমাস বিধিতেই বেদের প্রামাণ্য গৃহীত হইবে। পরন্তু প্রমাণান্তরের দ্বারা অগৃহীত বিষয়ে তৎপুরুষ বিধির (প্রামাণ্য) স্বীকৃত হইবে না, (কারণ) কর্মধারয় সমাস অপেক্ষা সমাসান্তরের দুর্বলতা (বিদ্যমান)—এই মীমাংসা গ্রন্থের দ্বারা (কর্মধারয়ের) প্রাধান্য প্রতিপন্ন হইবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণেই বা অরুচি হইবে কেন? তৎপুরুষ সমাস অপেক্ষা বহুব্রীহি সমাস যে জঘন্য (বলা হইয়াছে) এখানেও উক্ত রীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। (একথা কিন্তু ঠিক নহে যে) বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত যাবতীয় পদসমূহ, লাক্ষণিক হয় বলিয়াই উক্ত সমাসের তৎপুরুষ অপেক্ষা দুর্বলতা (স্বীকৃত হয়), কারণ একটি মাত্র পদের লক্ষণা (স্বীকৃতির মূলে) বহুব্রীহি সমাস ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে আর বিস্তার করা নিষ্প্রয়োজন।

বিবৃতি

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে শ্রৌতবাক্যসমূহের মুখ্যার্থেই প্রমাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে লক্ষ্যার্থে নহে। কারণ শ্রুতিবাক্যসমূহের মুখ্যার্থেই স্বারসিকতা অর্থাৎ প্রামাণ্য মীমাংসা গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে উক্ত সিদ্ধান্তই লক্ষণা স্বীকৃতি পক্ষে 'নিষাদস্থপতি' এই সমস্তপদটির তৎপুরুষত্ব পরিত্যাগের বীজ কল্পিত হইবে। এই আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য 'অথবা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'মুখ্যার্থ এব' এখানে মুখ্যার্থ পদটি শক্যার্থের বোধক। 'ন তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ইতর ব্যবচ্ছেদরূপ এবকারার্থের ব্যবচ্ছেদ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি সামান্য ভাবে লক্ষ্যার্থের ব্যাবৃত্তি করা হয় তাহা হইলে "আয়ুর্বৈ ঘৃতম্", "আদিত্যো বৈ যূপঃ" ইত্যাদি স্থলে আয়ুঃপদের আয়ুজনকত্বরূপ অর্থে এবং আদিত্যপদের আদিত্য সদৃশরূপ অর্থে উক্ত

শ্রুতিদ্বয়ের প্রামাণ্য রক্ষিত হইতে পারে না। এইজন্য 'প্রমাণান্তরাবিষয়ে' এই অংশটি লক্ষ্যার্থের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'প্রমাণান্তরাবিষয়ে' এই অংশের প্রকৃত শ্রুতিবাক্য হইতে অতিরিক্ত প্রমাণজনিত প্রতীতির অবিষয় এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইবে, "মুখ্যো হি শব্দম্বরস:" এই সাবধারণাত্মক মীমাংসা গ্রন্থ হইতে সামান্য-রূপে লক্ষ্যার্থ মাত্রের ব্যাবৃত্তি হইবে এইরূপ সিদ্ধান্তই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং 'বাধকং বিনা' ইত্যাদি যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা ব্যাহত হইবে না কেন? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে 'মুখ্যো হি শব্দম্বরস:' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'বাধকং বিনা' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা যাদৃশ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে 'মুখ্যো হি শব্দম্বরস:" অর্থাৎ শক্যার্থেই শ্রুতির প্রামাণ্য এই মীমাংসা গ্রন্থের দ্বারাও তাদৃশ অর্থই প্রতিপাদিত হওয়ায় উক্ত মীমাংসা গ্রন্থের দ্বারা পূর্ব প্রতিপাদিত অর্থ ব্যাহত হইবে না।

প্রাচীন সম্প্রদায়, 'মুখ্যো হি শব্দম্বরস:' এই মীমাংসা গ্রন্থের দ্বারা তৎপুরুষ সমাস লক্ষ্যার্থের বোধক হওয়ায় লাক্ষণিক অর্থনিবন্ধনই "নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত নিষাদস্থপতি শব্দের তৎপুরুষত্ব পরিত্যক্ত হইবে এবং মুখ্যার্থবোধক কর্মধারয়ত্ব গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে গ্রন্থকার প্রতিবন্দিমুখে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার জন্য 'ইতি চেত্তর্হি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, যদি বাধক না থাকে তাহা হইলে কর্মধারয়পক্ষে বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইবে। কিন্তু কর্মধারয়পক্ষে বাধক থাকিলে সেখানে তৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত হইবে। এখানে বাধক না থাকিলে এই অংশটির দ্বারা 'চন্দ্রসূর্যগ্রহে স্নানং, শ্রাদ্ধং দানং তথা জপ:' এই সকল স্থলে এবং 'পিণ্ডং দদ্যাদ্ গয়াশিরে' এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য কর্মধারয়ের বাধক হওয়ায় ঐ সকল স্থলে তৎপুরুষ সমাসই স্বীকৃত হইবে, কর্মধারয় নহে। সুতরাং 'নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ' ইত্যাদি বাক্যের তৎপুরুষত্ব পক্ষে প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। "কর্মধারয়বিধয়ৈব" এই 'এব' কারের দ্বারা তৎপুরুষ সমাসের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। 'প্রমাণান্তরাবিষয়ে' এই অংশটি তৎপুরুষ সমাসের অতিরিক্ত সমাসের সম্পাদক প্রমাণের অবিষয়ে এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। তাৎপর্য এই যে কর্মধারয় সমাসের দ্বারা যে অর্থের বোধ হইবে তাহার অনুকূল যোগ্যতা প্রভৃতি উপস্থিত থাকিলে উক্ত যোগ্যতাদি প্রমাণ মূলে কর্মধারয় সমাসই প্রমাণিত হইবে। [কোনও কোনও গ্রন্থে 'প্রমাণান্তরবিষয়ে' এইরূপ নঞ্‌রহিত পাঠ দেখা যায়। উক্ত পাঠ স্বীকৃত হইলে এই বাক্য হইতে কর্মধারয়ের অতিরিক্ত তৎপুরুষের সম্পাদক যুক্তির বিষয় হইলে এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে।]

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে 'সমাসান্তরস্য দৌর্বল্যম্'—এই মীমাংসা সন্দর্ভ অনুসারে কর্মধারয় সমাস অপেক্ষা তৎপুরুষ সমাসের যে দুর্বলতা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার কারণ লক্ষণাভিন্ন অন্য কিছু নহে। সুতরাং এই মতে উক্ত মীমাংসা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ব্যাহত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন "কর্মধারয়াৎ সমাসান্তরস্য দৌর্বল্যম্" ইত্যাদি মীমাংসা গ্রন্থের তাদৃশ অর্থে তাৎপর্য এইরূপ সিদ্ধান্তে রুচি হইবে না

কেন ? গ্রন্থকারের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে মীমাংসক সম্প্রদায়ের উক্ত মত যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে। বিশেষতঃ উক্ত মীমাংসক মত গৃহীত হইলে অপূর্ব বিদ্যার প্রয়োগ কল্পনা নিবন্ধন গৌরবও অপরিহার্য। অতএব "নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ" এই স্থলে উক্ত গৌরব পরিহার করিবার জন্য এই শ্রৌতবাক্যের অন্তর্গত নিষাদস্থপতি অংশের 'নিষাদস্য স্থপতিঃ' নিষাদস্থপতিঃ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে তৎপুরুষসমাসই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে তৎপুরুষ সমাস অপেক্ষা বহুব্রীহি সমাস যে জঘন্য ইহার কারণ তৎপুরুষ সমাসে একটি পদের লক্ষণা স্বীকৃত হয়, বহুব্রীহি সমাসে কিন্তু সমাসের ঘটক প্রত্যেকটি পদ লাক্ষণিক কল্পিত হয়। অতএব বহুব্রীহি সমাসের ঘটক সকলপদের লক্ষণাপ্রযুক্ত বহুব্রীহি সমাসের জঘন্যত্ব স্বীকৃত, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে না কেন ? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তৎপুরুষাদ্বহুব্রীহের্জঘন্যত্ব-মিত্যত্রাপি উক্তৈব রীতিরনুসর্তব্যা"—এই রীতিটি কি তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার নিজেই 'ন হি বহুব্রীহৌ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যাহারা বহুব্রীহি সমাসের ঘটক যাবতীয় পদের লক্ষণা নিবন্ধন তৎপুরুষ সমাস অপেক্ষা বহুব্রীহির জঘন্যতা বলেন, তাহাদের উক্তি অযৌক্তিক বলিয়া শ্রদ্ধেয় নহে। পরন্তু বহুব্রীহি সমাসস্থলেও সমাসের ঘটক একটি পদেরই লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। সুতরাং কল্পনা গৌরব প্রভৃতি নিবন্ধনই বহুব্রীহি সমাসের জঘন্যত্ব স্বীকৃত হইবে। যদি কল্পনা গৌরব না থাকে তাহা হইলে বক্তার অভিপ্রায় বিশেষই বহুব্রীহি পরিত্যাগের নিয়ামক হইবে।

॥ তৎপুরুষসমাস সমাপ্ত ॥

मूलम्

अव्ययीभावं लक्षयति—

उत्तरार्थान्वितस्वार्थाव्ययपूर्वस्तु यो भवेत् ।
समासः सोऽव्ययीभावः स्त्रीपुंलिङ्गविवर्जितः ॥

অনুবাদ

অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণ করিতেছেন। যে সমাসে উত্তরপদার্থবিশেষিত স্বকীয় অর্থের বোধক অব্যয় পূর্বপদ হইবে, সেই সমাস অব্যয়ীভাব সমাস হইবে। এই অব্যয়ীভাব সমাস স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গশূন্য হইবে।

বিবৃতি

পূর্ব শ্লোকে তৎপুরুষ সমাসের লক্ষণ বিভাগ প্রভৃতির নিরূপণ করিয়া অবসরক্রমে অব্যয়ীভাব সমাস নিরূপণ করিবার জন্য গ্রন্থকার ভূমিকা রচনা করিতেছেন। 'অব্যয়ীভাবং লক্ষয়তি'—অর্থাৎ লক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে অব্যয়ীভাব সমাস নিরূপণ করা হইতেছে। "উত্তরার্থান্বিতস্বার্থাব্যয়পূর্বঃ"—এই বাক্যটির অর্থ অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ উক্ত সমস্ত বাক্যের বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন। উত্তরপদটি এখানে উত্তরপদে লাক্ষণিক বুঝিতে হইবে। উত্তরস্য অর্থঃ উত্তরার্থঃ তেন অন্বিতঃ স্বার্থো যস্য উত্তরার্থান্বিত-স্বার্থঃ। স চাসৌ অব্যয়শ্চেতি উত্তরার্থান্বিতস্বার্থাব্যয়ঃ স পূর্বে যস্য (সমাসস্য) এবম্ভূতো যঃ সমাসঃ। অর্থাৎ উত্তর পদার্থবিশিষ্ট স্বকীয় অর্থের বোধক অব্যয় যে সমাসের পূর্বপদ হইবে সেই সমাস অব্যয়ীভাব সমাস হইবে। 'উপকুম্ভম্' ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাসের পূর্বপদ প্রধান হওয়ায় সমাসের অন্তর্গত উত্তরপদের কুম্ভরূপ অর্থটি বিশেষণরূপে এবং 'উপ' এই পূর্বনির্দিষ্ট অব্যয়পদের সামীপ্যরূপ অর্থটি বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় তাদৃশ বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাক্রান্ত পূর্বোত্তর পদার্থের বোধক হইয়াছে এবং সমাসের অন্তর্গত পূর্ববর্তী পদটি অব্যয় হওয়ায় কুম্ভের সামীপ্যরূপ অর্থে 'উপকুম্ভম্' এই সমাসটি অব্যয়ীভাব হইবে। অন্যান্য বিষয় বিবরণের বিবৃতিতে ব্যক্ত হইবে।

मूलम्

यः समासः स्वोत्तरपदोपस्थाप्येन पदार्थेनान्वितस्य यदर्थस्य बोधका-व्ययपूर्वभागकः, सः, तद्विशिष्टस्य तदर्थस्य बोधनेऽव्ययीभावः, गृहे निर्मक्षिकम्, उपकुम्भमित्यादौ हि मक्षिकाया अभावः, कुम्भादेश्च सामीप्यादिर्मक्षिकादिपदप्राग्वर्तिना निराद्यव्ययेनानुभाव्यते। अर्धशरीर-मित्यादौ उत्तरपदार्थान्वितस्वार्थबोधकमप्यर्धपदं नाव्ययम्, निर्मक्षिका भूमिः, निर्मनुष्यो देश इत्यादौ तु मक्षिकादेरभाववन्तं बोधयन्नपि निर्मक्षिकादिस्तत्पुरुषो न तादृशार्थे स्त्रीपुंलिङ्गकार्यविधुर इति तत्र न प्रसङ्गः।

অনুবাদ

যে সমাস, নিজের উত্তরপদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থের সহিত অন্বিত যাদৃশ অর্থের বোধক অব্যয়রূপ পূর্বপদ ঘটিত হইবে সেই সমাস তাদৃশ পদার্থবিশিষ্ট তদর্থবোধের অনুকূল অব্যয়ীভাব সমাস হইবে। 'গৃহে নির্মক্ষিকং' এবং 'উপকুম্ভম্' ইত্যাদি সমাস স্থলে মক্ষিকার অভাব বা কুম্ভাদির সামীপ্য প্রভৃতি (উক্ত সমাসের অন্তর্গত) মক্ষিকাদি পদের পূর্ববর্তী নির্ এবং কুম্ভ প্রভৃতি পদের পূর্ববর্তী উপ প্রভৃতি অব্যয়ের দ্বারা অনুভবগোচর হইয়া থাকে। 'অর্ধশরীরম্' ইত্যাদি স্থলে উত্তর পদার্থের দ্বারা অন্বিত পূর্বপদার্থের বোধক হইলেও অর্ধ পদটি অব্যয় নহে। 'নির্মক্ষিকা ভূমিঃ' এবং 'নির্মনুষ্যো দেশঃ' এই সকল সমাসস্থলে মক্ষিকা প্রভৃতির অভাব বিশিষ্ট বিষয়ক বোধজনক হইলেও নির্মক্ষিক প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাস তাদৃশ অর্থে স্ত্রীপুংলিঙ্গবিহিত কার্য বিবর্জিত নহে। অতএব উক্ত তৎপুরুষ সমাসে অব্যয়ীভাব লক্ষণের অতিপ্রসক্তি হইবে না।

বিবৃতি

'যঃ সমাসঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা কারিকাটি বিবৃত করিতেছেন। গ্রন্থকারের তাৎপর্য এই যে, যাদৃশ আনুপূর্বী নিজের অন্তর্গত উত্তরপদের দ্বারা প্রতিপাদ্য যাদৃশ অর্থগত প্রকারতা নিরূপিত যাদৃশ অর্থনিষ্ঠ বিশেষ্যতা নিরূপক বোধনিষ্ঠ জন্যতা নিরূপিত জনকতার অবচ্ছেদক বিষয়িতার নিরূপকতার অবচ্ছেদক হইবে, তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট শব্দটি—পুংলিঙ্গ-বিহিত এবং স্ত্রীলিঙ্গবিহিত কার্যশূন্য হইবে তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট সমাসই হইবে তাদৃশ অর্থবিশেষিত তাদৃশ অর্থবিষয়ক বোধের অনুকূল অব্যয়ীভাব ইহাই হইবে অব্যয়ীভাব সমাসের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ। স্বোত্তর এখানে 'স্ব' পদটি অব্যয়ীভাবরূপে অভিমত সমাসের প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে। লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'গৃহে নির্মক্ষিকম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'মক্ষিকায়াঃ অভাবঃ' এই অর্থে 'নির্মক্ষিকম্,' 'কুম্ভস্য সমীপম্' এই অর্থে 'উপকুম্ভম্' এই সমাস নিষ্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অব্যয়ীভাব সমাসে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য মক্ষিকার অভাব এবং কুম্ভাদির সামীপ্যাদি এই অংশের অবতারণা করিয়া লক্ষণের অন্তর্গত পূর্ব পদটি যে অব্যয় হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন "মক্ষিকাদি পদ প্রাগ্বর্তিনা" ইত্যাদি। অর্থাৎ 'নির্মক্ষিকম্' এই সমাসের পূর্ববর্তী যে 'নির্' প্রভৃতি অব্যয় তাহার দ্বারা মক্ষিকার অভাব প্রতীয়মান হইয়াছে। 'উপকুম্ভম্' স্থলেও উক্ত রীতিতে সমাসের পূর্ববর্তী 'উপ' শব্দের দ্বারা কুম্ভের সামীপ্যরূপ অর্থ প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত উভয়বিধ অব্যয়ীভাব সমাসে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। বিবরণে যে সমাসের অন্তর্গত পূর্বপদটির অব্যয় হইবে বলা হইয়াছে তাহার ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'অর্ধশরীরম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। এখানে আদিপদের দ্বারা

'অর্ধপিপ্পলী' প্রভৃতি তৎপুরুষ সমাস বিহিত হইবে। যদি বিবরণগ্রন্থোক্ত লক্ষণে অব্যয় পূর্বভাগস্থ নিবিষ্ট না হইত তাহা হইলে 'শরীরস্য অর্ধম্' এই অর্থে অর্ধপিপ্পলী এই সকল তৎপুরুষ সমাসে অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। কারিকায় কথিত স্ত্রী পুংলিঙ্গ বিবর্জিত অর্থ বা বিবরণোক্ত স্ত্রী পুংলিঙ্গ বিহিত কার্যবিধুরত্ব নিবেশে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'নির্মক্ষিকা ভূমিঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। কেবল মাত্র পুংলিঙ্গ বিহিত কার্যবিধুরত্ব নিবেশ করিলে 'নির্মক্ষিকা ভূমিঃ' এই তৎপুরুষে অতিব্যাপ্তি হইবে। যদি কেবলমাত্র স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত কার্যবিধুরত্ব নিবেশ করা হয় তাহা হইলে 'নির্মনুষ্যো দেশঃ' এই তৎপুরুষে অতিব্যাপ্তি হইবে। এইজন্য উভয়লিঙ্গ বিহিত কার্যবিধুরত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। 'নির্মক্ষিকা ভূমিঃ' এই তৎপুরুষ সমাস হইতে 'মক্ষিকা-শূন্যা ভূমিঃ' এবং 'নির্মনুষ্যো দেশঃ' এই তৎপুরুষ সমাস হইতে 'মনুষ্যাভাববৎ দেশঃ' এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। উভয়ত্রই বিশেষ্যগত লিঙ্গসংখ্যাদি প্রতীয়মান হইবে। বিশেষ্যপদের অনুরূপ 'নির্মক্ষিক' বা 'নির্মনুষ্য' রূপ সমাসের অন্তর্গত বিশেষণপদেও স্ত্রীপুংলিঙ্গাদিবিহিত কার্য হইবে। অতএব স্ত্রী পুংলিঙ্গ কার্যবিধুরত্ব অব্যয়ীভাব লক্ষণের নিবেশ করার ফলে উক্ত উভয়বিধ তৎপুরুষে অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না ॥ ৪১ ॥

मूलम्

नन्वेकस्याक्षस्य शलाकाया वा द्यूतेऽन्यथापातनमित्यर्थेऽक्षपरि, शलाकापरि, इत्यव्ययीभावेऽव्याप्तिस्तस्याव्ययगर्भत्वेऽपि तत्पूर्वकत्वाभावात्, एवं द्वौ गार्ग्यावित्यर्थे द्विगार्ग्यं गच्छत इत्यादौ, द्वाभ्यां दण्डाभ्यामित्यर्थे द्विदण्डि प्रहरतीत्यादौ, तिसृणां यमुनानां समाहार इत्यर्थे त्रियमुनं स्नातीत्यादौ, लोहिता गङ्गा यस्मिन्नित्यर्थे लोहितगङ्गं देश इत्यादौ, दण्डैन मिथः प्रहृत्य रणं वृत्तमित्यर्थे दण्डादण्डि रणमित्यादौ, केशेषु मिथः प्रगृह्य युद्धं वृत्तमित्याद्यर्थे केशाकेशि युद्धमित्यादौ, खले यवा यदा, संहृता यवा यदा, तिष्ठन्तो गावो यदेत्याद्यर्थ खले यवं, संहृतयवं, तिष्ठद्गु वा काल इत्यादौ द्विगार्ग्य द्विदण्डादिष्वपि तेष्वव्ययगर्भत्वस्याप्यभावादतः प्रकारान्तरेण निर्वक्ति—

অমাদেশং বিনা শ্রূয়মাণা ষষ্ঠী ন বোধিকা।
স্বার্থে যদর্থস্য যদ্বা সোঽব্যয়ীভাব ইষ্যতে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ

(অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণ প্রতিপাদক কারিকান্তরের ভূমিকা রচনা করিতেছেন।) আশঙ্কা এই যে, 'একস্য অক্ষস্য দ্যূতে অন্যথা পাতনম্, এই অর্থে অক্ষপরি এবং 'একস্যা শলাকায়া দ্যূতে অন্যথা পাতনম্' এই অর্থে 'শলাকাপরি' এই অব্যয়ীভাব সমাসে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ উক্ত অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয়গর্ভ হইলেও উক্ত সমাসে অব্যয় পূর্ববর্তী নহে এবং 'দ্বৌ গার্গ্যৌ' এই অর্থে 'দ্বিগার্গ্যং গচ্ছতঃ' অর্থাৎ গার্গ্যদ্বয় গমন করিতেছে, 'দ্বাভ্যাং দণ্ডাভ্যাং' এই রূপ অর্থে 'দ্বিদণ্ডি প্রহরতি' অর্থাৎ দুখানি দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিতেছে, 'তিসৃণাং যমুনানাং সমাহারঃ' এইরূপ অর্থে 'ত্রিযমুনং স্নাতি' এই সকল স্থলে, 'লোহিতা গঙ্গা যস্মিন্' এইরূপ অর্থে 'লোহিতগঙ্গম্' অর্থাৎ লোহিত গঙ্গাবিশিষ্ট দেশ ইত্যাদি স্থলে, 'দণ্ডেন পরস্পরং প্রহৃত্য রণং বৃত্তম্' এইরূপ অর্থে 'দণ্ডাদণ্ডিরণম্' ইত্যাদি স্থলে 'কেশেষু মিথঃ প্রগৃহ্য যুদ্ধং বৃত্তম্' এইরূপ অর্থে 'কেশাকেশি যুদ্ধম্' ইত্যাদি স্থলে, 'খলে যবা' অর্থাৎ অঙ্গনে যব যে সময়ে 'সংহৃতা যবা যদা' অর্থাৎ বিনষ্ট যব সমূহ যে সময়ে এবং 'তিষ্ঠন্তো গাবো যদা' অর্থাৎ অবস্থিত গোসমূহ যে সময়ে এই সকল অর্থে 'খলে যবম্, সংহৃতযবম্, তিষ্ঠদ্গু কালঃ' এই সকল স্থলে দ্বিগার্গ্য, দ্বিদণ্ডি প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয়ঘটিতও হয় না, অতএব প্রকারান্তরে লক্ষণ বলিতেছেন। অথবা অম্ আদেশ ব্যতিরেকে শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি নিজ অর্থে যে সমাসার্থের বোধক হয় না, সেই সমাস অব্যয়ীভাবরূপে ইষ্ট হইবে।

বিবৃতি

উত্তরার্ধান্বিত ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে অব্যয়ীভাব সমাসের একটি লক্ষণ করিয়া 'অমাদেশং বিনা' ইত্যাদি কারিকান্তরের দ্বারা অব্যয়ীভাব সমাসের অপর একটি লক্ষণ করা হইয়াছে। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইবে পূর্ব কারিকোক্ত লক্ষণ পরিহার করিয়া অপর কারিকার মাধ্যমে লক্ষণান্তর করা হইল কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পূর্ব কারিকোক্ত লক্ষণটি যে নির্দোষ নহে তাহা অর্থাৎ পূর্ব কারিকোক্ত লক্ষণের দোষ প্রদর্শনের মাধ্যমে অপর লক্ষণের প্রতিপাদক 'অমাদেশং বিনা' ইত্যাদি কারিকান্তরের ভূমিকা রচনা করিতেছেন 'নন্বেকস্য' ইত্যাদি। 'একস্য অক্ষস্য শলাকায়া বা' এখানে ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত শলাকা শব্দের পূর্বে স্ত্রীলিঙ্গ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত এক শব্দটির প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহার ফলে

একটি অক্ষের (পাশা প্রভৃতি) দ্যূত ক্রীড়াতে প্রকারান্তরে পাতন রূপ অর্থে অক্ষপরি এবং একটি শলাকার দ্যূত ক্রীড়াতে প্রকারান্তরে পাতনরূপ অর্থে শলাকাপরি এই সকল অব্যয়ী-ভাবসমাস অব্যয় ঘটিত হইলেও উক্ত অব্যয় কিন্তু সমাসের পূর্বপদ নহে। এইজন্য উক্ত অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বকারিকায় কথিত বা বিবরণোক্ত অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। যদি বলা হয় পূর্ব কারিকোক্ত লক্ষণে অব্যয় পূর্বপদ ঘটিতত্ব নিবেশ না করিয়া অব্যয় ঘটিতত্ব মাত্র নিবেশ করা হইবে। ইহার ফলে 'অক্ষপরি' প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস পরি এই অব্যয় পদঘটিত হওয়ায় ঐ সকল সমাসে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। এইজন্য 'দ্বৌ গার্গ্যৌ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'দ্বৌ গার্গ্যৌ' এইরূপ অর্থে 'দ্বিগার্গ্যং গচ্ছতঃ' অর্থাৎ গর্গ্যের পুত্রদ্বয় গমন করিতেছে—এই সকল স্থলে, দ্বিগার্গ্য প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয়ঘটিত না হওয়ায় পূর্বলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটিবে। 'দ্বিগার্গ্যম্' এই শব্দটি যে দ্বিবচনান্ত ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য 'গচ্ছতঃ' এই দ্বিবচনান্ত ক্রিয়াপদটির প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সামান্যভাবে দ্বিবচনান্ত সংখ্যাবোধক অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার পরে করণ বোধক অব্যয়ীভাব সমাসে 'দ্বাভ্যাং দণ্ডাভ্যামি'ত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'দ্বিত্ব-সংখ্যাবিশিষ্ট' দণ্ডরূপ অর্থে 'দ্বাভ্যাং দণ্ডাভ্যাম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'দ্বিদণ্ডি প্রহরতি' অর্থাৎ দণ্ডদ্বয়ের দ্বারা প্রহার করিতেছেন। এই সকল স্থলে দ্বিদণ্ডি প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয়ঘটিত না হওয়ায় পূর্বোক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। দ্বিদণ্ডি এই সমস্ত পদটি যে করণ কারকবিহিত তৃতীয়া বিভক্তির দ্বিবচনের দ্বারা নিষ্পন্ন ইহা পরিস্ফুট করিবার জন্য 'প্রহরতি' এই ক্রিয়াপদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। করণ কারক বোধক তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত তাদৃশ অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার পর সমাহারার্থ অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'তিসৃণাং যমুনানাং' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'তিসৃণাং যমুনানাং সমাহারঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে 'ত্রিযমুনম্' অর্থাৎ ত্রিধারারূপ যমুনানদীসমূহে স্নান করিতেছে এই সকল স্থলে অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয়গর্ভ না হওয়ায়, পূর্বোক্ত লক্ষণটির অব্যাপ্তি হইবে। যদি 'সংখ্যা ভিন্নত্বে সতি অব্যয় ভিন্নো যৎ তদন্যত্বরূপ পর্যবসিত অব্যয় গর্ভত্ব' পূর্ব লক্ষণে নিবেশ করা হয় তাহা হইলে শঙ্কিত অব্যাপ্তিসমূহ বারণ করা যাইতে পারে, এইজন্য 'লোহিতা গঙ্গা' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা স্থলান্তরে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'লোহিতা গঙ্গা যস্মিন্,' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'লোহিতগঙ্গং দেশঃ' এখানে রক্তরূপ বিশিষ্ট গাঙ্গেয় (প্রদেশ) এইরূপ অর্থে 'লোহিতগঙ্গম্' এই অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। দেশবোধক অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার পরে ক্রিয়াবোধক অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন 'দণ্ডেন মিথঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ দণ্ডেন (দণ্ডের দ্বারা) মিথঃ পরস্পরং প্রহৃত্য (প্রহার করতঃ) রণং (যুদ্ধে) প্রবৃত্তম্ (প্রবৃত্ত হইয়াছে) এইরূপ অর্থে দণ্ডাদণ্ডিরণমিত্যাদি স্থলে এবং উক্ত রীতিতে 'কেশেষু মিথঃ প্রগৃহ্য যুদ্ধং প্রবৃত্তম্' এইরূপ অর্থে 'কেশাকেশি যুদ্ধম্' এইরূপ ক্রিয়াবোধক

অব্যয়ীভাব সমাস অব্যয়ীভাবগর্ভ না হওয়ায় লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। ক্রিয়াবোধক অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিয়া কালবোধক অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'খলে যবা যদা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। এখানে খলে (অঙ্গনে) যবাঃ (যবসমূহ) যদা (যেই কালে) এইরূপ অর্থে 'খলে যবম্' সংহৃতঃ (বিনাশপ্রাপ্ত) যবাঃ (যবসমূহ) যেই কালে এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'সংহৃতযবম্' এবং তিষ্ঠন্তো (অবস্থিত) গাবঃ (গোসমূহ) যেই কালে এইরূপ অর্থে 'খলে যবম্' (অঙ্গনে অবস্থিত যবসমূহের আশ্রয়ীভূত কাল) সংহৃতযবম্ (বিনষ্ট যবসমূহের অধিকরণকাল) এবং তিষ্ঠদ্গু (অবস্থিত গোসমূহের অধিকরণ কাল) এই সকল কালবোধক সমাস অব্যয়ঘটিত না হওয়ায় প্রথমোক্ত অব্যয়ীভাব লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। এইজন্য প্রথমোক্ত অব্যয়ীভাব লক্ষণ পরিহার করিয়া প্রকারান্তরে কারিকান্তরের মাধ্যমে অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণান্তর করিতেছেন।

'অমাদেশং বিনা' ইতি অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের পরে পঞ্চমী ভিন্ন সুপ্ বিভক্তির স্থানে অম্ আদেশ হইয়া থাকে। অবশ্য তৃতীয়া এবং সপ্তমী বিভক্তি স্থানে উক্ত অমাদেশ বৈকল্পিক হইলেও ষষ্ঠী বিভক্তি স্থানে নিয়তঃ অমাদেশ হয়। এই অনুশাসন অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার 'অমাদেশং বিনা' ইত্যাদি কারিকার মাধ্যমে অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণান্তর করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যেই সমাসের অন্তর্গত ষষ্ঠী বিভক্তির স্থানে অম্ আদেশ না হইলে উক্ত ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থকে বিশেষ্যরূপে এবং সমাসের অর্থকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত সমাসটি অন্বয়বোধের যোগ্য হয় না, সেই সমাস উক্ত সমাসার্থবিশিষ্ট ষষ্ঠী বিভক্ত্যর্থ বোধের অনুকূল অব্যয়ীভাব সমাস হইবে। তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত অব্যয়ীভাব সমাসস্থলে অমাদেশ ব্যতিরেকেও উপকুম্ভাৎ প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাস শ্রূয়মাণ তৃতীয়াদি বিভক্তি সমাসার্থ প্রকারক উক্ত বিভক্ত্যর্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের যোগ্য হওয়ায় লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে, এইজন্য বিভক্তি মাত্র না বলিয়া ষষ্ঠী বিভক্তি বলা হইয়াছে। উপবধূ, উপকর্তৃ প্রভৃতি অকারান্ত ভিন্ন অব্যয়ীভাব স্থানে লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তি অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় অব্যাপ্তি হইতে পারে,এইজন্য শ্রূয়মাণ পদটি দেওয়া হইয়াছে। শ্রূয়মাণ পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত 'উপকুম্ভাৎ' ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাসস্থলে শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি স্বকীয়ার্থধর্মী অব্যয়ীভাবসমাসার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের যোগ্য না হওয়ায় অব্যাপ্তি হইবে। উক্ত অব্যাপ্তি বারণের জন্য অম্ ভাব প্রাপ্ত শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী স্বার্থে যাদৃশ সমাসার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য তাদৃশ অর্থে উক্ত সমাস অব্যয়ীভাব হইবে, এইরূপ ভাবগর্ভিত লক্ষণ না করিয়া অভাবদ্বয়গর্ভিত অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণ করা হইয়াছে। নিষেধদ্বয়গর্ভিত লক্ষণ করার ফলে 'উপকুম্ভাৎ' ইত্যাদি পঞ্চম্যন্ত অব্যয়ীভাব সমাস তদীয় অর্থ প্রকারক ষষ্ঠী বিভক্ত্যর্থ বিশেষ্যক বোধের স্বরূপ যোগ্য না হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

मूलम्

अमादेशं विना श्रूयमाणषष्ठी, स्वार्थे यत्समासार्थस्यान्वयबोधं प्रत्यसमर्था, स एवाव्ययीभावः। श्रूयमाणैव षष्ठी स्वार्थे समासान्तरार्थस्यान्वयबोधेन समर्था, न तु लुप्तापि। कृतयोरक्षपरि व्यर्थत्वमित्यादौ त्वव्ययीभावार्थस्य लुप्तापि, कृतयोरेकाक्षान्यथापातनयोर्निष्फलत्वमित्यन्वये लुप्तषष्ठ्यैव पातनस्य सम्बन्धप्रत्यायनात्। स्निग्धस्योपगङ्गं पवित्रमित्यादौ, स्निग्धस्य गङ्गासमीपस्य पवित्रत्वमित्याद्यन्वये समीपादेः सम्बन्धः, श्रुतयाऽप्यमादेशवशादेव षष्ठ्यानुभाव्यते, इति न तत्रोपगङ्गाद्यव्ययीभावेऽव्याप्तिः। अनुगङ्गेन सञ्चारः, उपगङ्गेषु पूतत्वमुपकुम्भादानीतमित्यादावमादेशं विनापि श्रूयमाणाभिस्तृतीयासप्तम्यादि सुब्भिरव्ययीभावार्थस्य करणत्वाधिकरणत्वादिकं बोध्यते इति षष्ठीपर्यन्तानुसरणम्॥ ४२॥

অনুবাদ

অমাদেশ ব্যতিরেকে শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তির নিজ অর্থে যে সমাসার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি 'সমর্থ' অর্থাৎ স্বরূপ যোগ্য নহে সেই (সমাস) অব্যয়ীভাব (হইবে)। শ্রূয়মাণই ষষ্ঠী বিভক্তি স্বকীয় অর্থে সমাসান্তর অর্থের অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপ যোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তি নহে। 'কৃতয়োরক্ষপরি ব্যর্থত্বম্' ইত্যাদি অব্যয়ীভাবার্থ প্রকারক বোধের প্রতি কিন্তু লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তিও স্বরূপযোগ্য হইয়া থাকে, কারণ 'কৃতয়োরেকাক্ষান্যথাপাতনয়োর্নিষ্ফলত্বং' এইরূপ অন্বয়বোধ স্থলে লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারাই পাতনের সম্বন্ধ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, "স্নিগ্ধস্যোপগঙ্গং পবিত্রম্" এই সকল স্থলে স্নিগ্ধ যে গঙ্গা সমীপ তদ্‌গত পবিত্রত্ব বিষয়ক অন্বয়বোধে প্রতীয়মান সমীপাদি সম্বন্ধ (তাহা কিন্তু) অমাদেশ বশতঃ শ্রুত ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারাই অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব উপগঙ্গ প্রভৃতি অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি হইবে না। 'অনুগঙ্গেন সঞ্চারঃ', 'উপগঙ্গেষু পূতত্বম্' এবং 'উপকুম্ভাদানীতম্' ইত্যাদি অব্যয়ীভাব সমাস-

স্থলে অমাদেশ শূন্য শ্রূয়মাণ তৃতীয়া, সপ্তমী এবং পঞ্চমী প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির দ্বারা অব্যয়ীভাবার্থ প্রকারক করণত্ব অধিকরণত্ব অপাদানত্ব প্রভৃতি বিষয়কবোধ উৎপন্ন হওয়ায় বিভক্তি সামান্য নিবেশ না করিয়া ষষ্ঠী পর্যন্ত নিবেশ করা হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

বিবৃতি

'অমাদেশং বিনা' এখানে বিনা শব্দটির শূন্যরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। উক্ত বিনা শব্দার্থ ষষ্ঠী পদের অর্থ ষষ্ঠী বিভক্তিতে অন্বিত হইবে। উক্ত বিনা শব্দের একদেশ যে অভাব অর্থাৎ শূন্যত্ব তাহাতে ব্যুৎপত্তি বৈচিত্র্য প্রযুক্ত 'অমাদেশং' এই দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ প্রতিযোগিত্বের নিরূপকত্ব সম্বন্ধের অন্বয় হইবে। 'স্বার্থে' এখানে স্ব-পদের দ্বারা শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি গৃহীত হইবে। যৎ সমাসার্থস্য এই অংশটির দ্বারা কারিকোক্ত 'যদ্' অর্থস্য ইহার বিবরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কারিকার অন্তর্গত 'ন বোধিকা' এই অংশটি বিবৃত করিবার জন্য বলিতেছেন 'অন্বয়বোধং প্রতি অসমর্থা' অর্থাৎ স্বরূপযোগ্য নহে, তাৎপর্য এই যে—'ন বোধিকা' ইহার যথাশ্রুতার্থ 'ন বোধজনিকা', উক্ত জনকত্ব কোন সময়ে ফলোপধায়কত্বরূপ গৃহীত হয়, আবার কখনও স্বরূপযোগ্যত্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। যদি অব্যয়ীভাব লক্ষণের অন্তর্গত শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী 'ন বোধিকা' এখানে ফলোপধায়কত্বরূপ তাদৃশ বোধজনকত্ব গৃহীত হয় তাহা হইলে তাদৃশ বোধের ফলোপধায়কত্বরূপ জনকতা শূন্য তৎপুরুষাদি সমাসান্তরের অব্যয়ীভাব সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ তৎপুরুষাদি সমাসের পরবর্তী ষষ্ঠী বিভক্তি কদাচিৎ সমাসার্থ প্রকারক স্বকীয় অর্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপ যোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ তৎপুরুষাদি সমাস উক্ত বোধরূপ কার্যের ফলোপধায়কতারূপ কারণতা শূন্য হওয়ায় অব্যয়ীভাব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য গ্রন্থকার স্বরূপ যোগ্যত্বরূপ কারণত্বের অভিপ্রায়ে 'ন বোধিকা' এই কারিকাংশের 'ন সমর্থা' এইরূপ অর্থ বিবৃত করিয়াছেন। এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে অমাদেশ শূন্য শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি নিজ অর্থকে বিশেষ্যরূপে এবং যেই সমাসার্থকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপযোগ্য হইবে না সেই সমাস অব্যয়ীভাব হইবে। ইহাই যথাশ্রুত অর্থ। টীকাকার কৃষ্ণকান্ত উক্ত লক্ষণের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট সমাসাত্মক শব্দ স্বগত অমাদেশের অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্ব বিশিষ্ট যাদৃশ আনুপূর্বী প্রকারক জ্ঞানটি শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা উপস্থাপিত অর্থবিশেষ্যক স্বকীয় যাদৃশার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপ যোগ্য নহে তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট তাদৃশ শব্দ তথাবিধ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইবে। এইরূপ অব্যয়ীভাব লক্ষণের পরিষ্কার করিয়াছেন[১]। আনুপূর্বীতে যে স্ববৃত্তি অমাদেশের অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্ব

১। তথা চ, যাদৃশঃ শব্দঃ সমাসত্বে সতি স্ববৃত্ত্যমাদেশাব্যবহিত পূর্ববর্তিত্ববিশিষ্ট, যাদৃশানুপূর্বী প্রকারকজ্ঞানং শ্রূয়মাণ ষষ্ঠ্যর্থধর্মিক স্বীয় যাদৃশার্থ প্রকারান্বয়বোধং

বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, উক্ত বিশেষণের বৈশিষ্ট্য সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে। উপবধূ—"বধ্বাঃ সমীপম্" এইরূপ অর্থে উপবধূ এবং 'কর্তুঃ সমীপম্' এইরূপ অর্থে উপকর্তৃ এই সকল লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তির অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তিতে শ্রূয়মাণ বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে অমাদেশ শূন্য শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি স্বার্থ বিশেষ্যক তাদৃশানুপূর্বী বিশিষ্টের দ্বারা প্রতিপাদ্য যাদৃশার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপ যোগ্য নহে তাদৃশ আনুপূর্বীবিশিষ্ট বাক্য তাদৃশ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইবে। ইহাই অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণের নিষ্কর্ষ। শ্রূয়মাণ পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'কৃতয়োরক্ষপরি' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, অব্যয়ীভাব লক্ষণের ষষ্ঠী বিভক্তির অংশে শ্রূয়মাণ বিশেষণটি বর্জন করিলে 'কৃতয়োরেকাক্ষান্যথাপাতনয়োর্নিষ্ফলত্বম্' এইরূপ অর্থে 'কৃতয়োরক্ষপরিব্যর্থত্বম্' এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাসের স্থলে লুপ্ত ষষ্ঠী বিভক্তি নিজ অর্থে সম্বন্ধে সমাসার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্য হওয়ায় উক্ত অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি হইবে, অতএব উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তির অংশে 'শ্রূয়মাণ' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। 'লুপ্তেঽপি' এই 'অপি' শব্দটি এবার্থক বুঝিতে হইবে। এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থকার নিজেই 'লুপ্তষষ্ঠ্যৈব' এইরূপ 'এব' কারের প্রয়োগ করিয়াছেন। 'স্নিগ্ধস্য উপগঙ্গম্ পবিত্রম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অব্যয়ীভাব সমাসের অন্তর্গত 'অমাদেশং বিনা' এই অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যদি অব্যয়ীভাব সমাসের লক্ষণের অন্তর্গত শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'অমাদেশং বিনা' এই বিশেষণটি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে "স্নিগ্ধস্য গঙ্গা-সমীপস্য পাবিত্র্যম্" অর্থাৎ স্নিগ্ধ গঙ্গা সমীপগত পবিত্রতারূপ অর্থে 'স্নিগ্ধস্য উপগঙ্গম্ পবিত্রম্' এই স্থলে উপগঙ্গম্ এই অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ নিষ্ঠত্বরূপ শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থে গঙ্গা সমীপরূপ সমাসার্থ প্রকারক বোধের প্রতি শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি স্বরূপ যোগ্য হইয়াছে। অতএব উক্ত অব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য 'অমাদেশং বিনা' এই অংশটিকে ষষ্ঠী বিভক্তির বিশেষণ রূপে নিবেশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে উক্ত শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী বিভক্তি 'অম্' আদেশ ব্যতিরিক্ত হইয়া উক্ত অন্বয়বোধের স্বরূপ যোগ্য হয় নাই অতএব দর্শিত স্থলে 'উপগঙ্গম্' এই অব্যয়ীভাব সমাসে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তি বারিত হইবে। 'উপগঙ্গম্' এখানে অম্ভাবাপন্ন শ্রূয়মাণ বিভক্তিটি যে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা পরিস্ফুট করিবার জন্য উপপদার্থের অংশে 'স্নিগ্ধস্য' এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'অমাদেশং বিনা', 'শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী', এখানে ষষ্ঠী পদটি নিবেশ করিবার প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার জন্য 'অনুগঙ্গেন সঞ্চারঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, লক্ষণের অন্তর্গত শ্রূয়মাণ ষষ্ঠী—এখানে ষষ্ঠীপদটি নিবেশ না করিয়া যদি সামান্যভাবে

প্রত্যাসমর্থঃ, তাদৃশানুপূর্বিমাংস্তাদৃশশব্দস্তাদৃশার্থেঽব্যয়ীভাব ইতি পর্যবসিতার্থঃ। আনুপূর্ব্যাং তাদৃশ পূর্ববর্তিত্ববৈশিষ্ট্যঞ্চ স্বসামানাধিকরণ্যসম্বন্ধেন। [কৃষ্ণকান্তটীকা-শব্দশক্তি প্রকাশিকা, পৃ ৮৩।]

সুপ্ বিভক্তি নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে গঙ্গার সমীপবর্তী দেশকে করণরূপে গ্রহণ করিয়া সঞ্চরণরূপ অর্থে 'অনুগঙ্গং সঞ্চারঃ' এই স্থলে গঙ্গার সমীপরূপ অব্যয়ীভাবসমাসার্থ প্রকারক তৃতীয়ার্থ করণত্ব বিশেষ্যক অন্বয়বোধের প্রতি অমাদেশ ব্যতিরিক্ত তৃতীয়া বিভক্তি স্বরূপযোগ্য হওয়ায় এবং 'উপগঙ্গেষু পূতত্বম্' অর্থাৎ গঙ্গার সমীপ (তীর) বৃত্তি পবিত্রতা এইরূপ অর্থে 'উপগঙ্গেষু' এখানে এবং 'উপকুম্ভাদানীতম্', অর্থাৎ কুম্ভসমীপ হইতে আনয়ন এইরূপ অর্থে 'উপকুম্ভাৎ' এই অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তি হইবে। কারণ উক্ত ত্রিবিধ স্থলে যথাক্রমে তৃতীয়া বিভক্তি, সপ্তমী বিভক্তি এবং পঞ্চমী বিভক্তি অমাদেশ ব্যতিরেকেও গঙ্গাসমীপরূপ অব্যয়ীভাব সমাসার্থ প্রকারক অন্বয়বোধের স্বরূপযোগ্য হইয়াছে, অতএত উক্ত তৃতীয়ান্ত, সপ্তম্যন্ত এবং পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যাপ্তিবারণ করিবার জন্য সামান্যতঃ সুপ্ বিভক্তির নিষেধ না করিয়া কেবলমাত্র ষষ্ঠী বিভক্তি নিবেশের অভিপ্রায়ে 'শ্রূয়মাণ' ষষ্ঠী, এখানে ষষ্ঠী পদটি নিবেশ করা হইয়াছে॥ ৪২॥

॥ অব্যয়ীভাব সমাস সমাপ্ত ॥

মূলম্

বহুব্রীহিং লক্ষয়তি—

বহুব্রীহিঃ স্বগর্ভার্থসম্বন্ধিত্বেন বোধকঃ।
নিরূঢ়য়া লক্ষণয়া স্বাংশজ্ঞাপক শব্দবান্ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ

বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ করিতেছেন—

যে সমাস স্বপদার্থগর্ভিত সম্বন্ধিত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের যোগ্য এবং নিরূঢ় লক্ষণার দ্বারা স্ব পদার্থের জ্ঞাপক কোনও একটি শব্দের দ্বারা যুক্ত হইবে সেই সমাস স্ব পদার্থ গর্ভিত অর্থ সম্বন্ধীরূপ অর্থের বোধক বহুব্রীহি সমাস হইবে।

বিবৃতি

অবসর সঙ্গতিক্রমে অব্যয়ীভাব সমাস নিরূপণ করিবার পরে লক্ষণ ও উদাহরণাদির মাধ্যমে বহুব্রীহি সমাস নিরূপণ করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন 'বহুব্রীহিং লক্ষয়তি'— বহুব্রীহি সমাসমাত্রই যেরূপ স্বপদার্থ গর্ভিত সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে তাদৃশ সম্বন্ধীর বোধক হইয়া থাকে তদ্রূপ নিরূঢ় লক্ষণার মাধ্যমে স্বপদার্থের বোধক কোনও একটি শব্দের দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার 'বহুব্রীহিঃ স্বগর্ভার্থ' ইত্যাদি শ্লোকের

মাধ্যমে বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ করিতেছেন। উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত বহুব্রীহি পদটির মাধ্যমে বহুব্রীহি সমাসরূপ লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। 'স্বগর্ভার্থ' ইত্যাদি অংশের দ্বারা বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ নিরূপণ করা হইয়াছে। 'আরূঢ়ো বানরো যম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন 'আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ' এই আকারের বহুব্রীহি সমাস 'স্বপদার্থ গর্ভিত' সম্বন্ধিত্ব প্রকারক বৃক্ষ বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হওয়ায় এবং নিরূঢ়লক্ষণার দ্বারা 'স্ব' এই অংশের বোধক আঙ্-রুহ ধাতু অথবা বানর পদটির দ্বারা ঘটিত হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহি সমাসে লক্ষণ সমন্বয় হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে 'আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ' এই বহুব্রীহি সমাসের ঘটক বানর পদটি তাদৃশ বানর সম্বন্ধীরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে, ইহাই মণিকারের সিদ্ধান্ত। আরূঢ় পদটি তাদৃশ লক্ষণার তাৎপর্য গ্রাহকরূপে সার্থক হইবে। 'চিত্রগুর্জনঃ' এই সকল স্থলেও গো পদের চিত্রা ভিন্ন স্ব গো সম্বন্ধীরূপ অর্থে গোপদের লক্ষণাস্বীকৃতি মূলে এবং নিরূঢ় লক্ষণা মূলে স্বপদার্থের বোধক জন পদটি যুক্ত হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহি সমাস হইতে চিত্রা ভিন্ন স্ব গো সম্বন্ধিত্ব প্রকারক জন বিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে। স্বাংশজ্ঞাপক-শব্দবান্ শ্লোকের এই অংশের মাধ্যমে বহুব্রীহি সমাস যে অন্যপদপ্রধান ইহাই সূচিত হইয়াছে।

मूलम्

समास इति प्रकृतं, तथा च, स्वांशस्य निरूढलक्षणया ज्ञापकेन शब्देन घटितः स्वगर्भस्य यादृशार्थस्य सम्बन्धित्वप्रकारेणान्वयबोधं प्रति समर्थः समासः, स्वगर्भतादृशार्थसम्बन्धिबोधने बहुव्रीहिरित्यर्थः। आरूढ-वानरो वृक्षः, इत्यत्रारूढो वानरो यमिति व्युत्पत्त्या स्वकर्मकारोहणकर्तृ-वानरसम्बन्धित्वेन वृक्षं, पीतपयस्कं पात्रमित्यत्र पीतं पयो येन इति रीत्या स्वकरणकपानकर्मजलसम्बन्धित्वेन पात्रं, पक्वतण्डुलश्चैत्रः, इत्यत्र पक्व-स्तण्डुलो येनेति दिशा स्वकर्तृकपाककर्मतण्डुलसम्बन्धित्वेन चैत्रं, दत्तदक्षिणो द्विजः, इत्यत्र दत्ता दक्षिणा यस्मै इति क्रमेण स्वसम्प्रदानक-दानकर्मदक्षिणासम्बन्धित्वेन द्विजं, पतितपत्रस्तरुरित्यत्र पतितं पत्रं यस्मादिति विग्रहेन स्वापादानकपतनाश्रयपत्रसम्बन्धित्वेन तरुं, चित्रगुश्चैत्र इत्यत्र चित्रा गौर्यस्येति वाक्यानुसारेण चित्रा भिन्न स्वगोसम्बन्धित्वेन चैत्रं, रक्तपटः कायः, इत्यत्र रक्तः पटो यत्रेति व्युत्पत्त्या रक्ताभिन्नस्व-

वृत्तिपटसम्बन्धित्वेन कायम्। एवं वाणच्छिन्नकरो नरः, इत्यादावपि वाणेन छिन्नः करो येन, यस्य वा इत्यादि विग्रहेन वाणकरणक स्वकर्तृक-च्छिदाकर्म-करसम्बन्धित्वादिना नरादिकं, बहुव्रीहिर्बोधयतीति। सर्वत्रैव स्वगर्भतत्तदर्थसम्बन्धित्वेन धर्मिणामवगमः।

অনুবাদ

'প্রকরণ প্রাপ্ত সমাস' এই অংশটি বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণে যোগ করিতে হইবে। ইহার ফলে নিরূঢ় লক্ষণা প্রযুক্ত 'স্ব' এই অংশের বোধক শব্দের দ্বারা ঘটিত স্ব (পদার্থ) গর্ভিত যাদৃশ পদার্থের সম্বন্ধিত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি যোগ্য যে সমাস, সেই সমাস 'স্ব' পদার্থ গর্ভিত তাদৃশ পদার্থের সম্বন্ধী বোধের অনুকূল বহুব্রীহি সমাস। ইহাই শ্লোকটির অর্থ। এই বহুব্রীহি সমাস, 'আরূঢ়-বানরো বৃক্ষঃ' এখানে 'আরূঢ়ো বানরো যম্' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'স্ব' (বৃক্ষ) কর্মক আরোহণ কর্তৃ বানর সম্বন্ধিত্ব প্রকারক বৃক্ষ বিশেষ্যক বোধের, 'পীতপয়স্কং পাত্রম্' এখানে পীতং পয়ো যেন এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'স্ব' (পাত্র) করণক পান কর্ম জল সম্বন্ধিত্ব প্রকারক পাত্রবিশেষ্যক বোধের, 'পক্বতণ্ডুলশ্চৈত্রঃ' এখানে 'পক্বস্তণ্ডুলো যেন' এই রীতিতে 'স্ব' (চৈত্র) কর্তৃক পাককর্ম তণ্ডুল সম্বন্ধিত্ব প্রকারক চৈত্র বিশেষ্যক বোধের, 'দত্তদক্ষিণো দ্বিজঃ' এখানে 'দত্তা দক্ষিণা যস্মৈ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'স্ব' (দ্বিজ) সম্প্রদানক দান কর্ম দক্ষিণা সম্বন্ধিত্ব প্রকারক দ্বিজ বিশেষ্যক অন্বয়বোধ, 'পতিতপত্রস্তরুঃ' এখানে 'পতিতং পত্রং যস্মাৎ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'স্ব' (তরু) অপাদানক পতনাশ্রয় পত্র সম্বন্ধিত্ব প্রকারক তরু বিশেষ্যক বোধের, 'চিত্রগুশ্চৈত্রঃ,' এখানে চিত্রা গৌর্যস্য এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে চিত্রা ভিন্ন 'স্ব' (চৈত্র) গো সম্বন্ধিত্ব প্রকারক চৈত্র বিশেষ্যক বোধের, রক্তপটঃ কায়ঃ, এখানে 'রক্ত পটো যস্য' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে রক্তা ভিন্ন 'স্ব' (কায়) বৃত্তি পট সম্বন্ধিত্ব প্রকারক কায় বিশেষ্যক অন্বয়বোধের এবং 'বাণচ্ছিন্নকরো নরঃ' ইত্যাদি স্থলে 'বাণেন ছিন্নঃ করো যেন' অথবা 'যস্য' ইত্যাদি বিগ্রহ অনুসারে বাণ করণক 'স্ব' (নর) কর্তৃক ছেদন কর্ম করসম্বন্ধিত্ব প্রকারক নরাদি বিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। বহুব্রীহি সমাস মাত্র স্থলে 'স্ব' পদার্থ গর্ভিত তত্তৎ পদার্থ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে ধর্মীসমূহের অবগতি হইবে।

বিবৃতি

কারিকায় কথিত বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণে সমাসপদটি না থাকায় 'শুক্লস্য সম্বন্ধী ঘটঃ' এই আকারের সমাস ভিন্ন বাক্য ও স্বপদার্থ গর্ভিত সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে 'স্ব' এই অংশের নিরূঢ় লক্ষণা দ্বারা 'স্ব' এই অংশের বোধক 'ঘট' শব্দের দ্বারা ঘটিত হওয়ায় উক্ত অসমাস বাক্যে বহুব্রীহি সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবন্ধন গ্রন্থকারের ন্যূনতা হইবে, অতএব উক্ত ন্যূনতা পরিহারের জন্য জগদীশ বলিতেছেন 'সমাস ইতি প্রকৃতম্'। অর্থাৎ কারিকায় সমাস পদটি উল্লিখিত না হইলেও সমাস প্রকরণে সমাসভিন্ন অন্য কাহারও লক্ষণ প্রমাণ সিদ্ধ নহে, অতএব সমাসের প্রস্তাব অনুসারে ক্রমপ্রাপ্ত সমাসেরই লাভ হইবে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার প্রকরণ প্রাপ্ত অর্থেই 'প্রকৃত' পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন।

'তথা চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে কারিকায় কথিত বহুব্রীহি লক্ষণের বিশদার্থ প্রদর্শন করিতেছেন। 'স্বাংশস্য' এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা সমাসের ঘটক পদ ভিন্ন অন্য বৃক্ষ প্রভৃতি পদ গৃহীত হইবে। শক্তিরূপ বৃত্তি হইতে সমাসের অন্তর্গত বানর প্রভৃতি কোনও পদ 'স্ব' এই অংশের বোধক হয় না, এইজন্য শক্তিরূপ বৃত্তিকে পরিহার করিয়া নিরূঢ় লক্ষণারূপ বৃত্তি অনুসরণ করা হইয়াছে। 'জ্ঞাপকেন শব্দেন ঘটিতঃ' এই অংশের দ্বারা 'জ্ঞাপক শব্দবান্' কারিকার এই অংশটি বিবৃত হইয়াছে। 'স্বগর্ভস্য যাদৃশার্থস্য' এই অংশের দ্বারা কারিকার প্রথম চরণে কথিত 'স্বগর্ভার্থ' পদটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবরণোক্ত 'স্বগর্ভস্য যাদৃশার্থস্য' এখানে স্বগর্ভপদের স্বপদার্থ গর্ভিতরূপ অর্থ এবং 'যাদৃশার্থ' এই পদের দ্বারা 'আরূঢ়বানরো বৃক্ষঃ' ইত্যাদিস্থলীয় আঙ্‌পূর্বক রুহ্ ধাতু এবং বানর প্রভৃতি পদ গৃহীত হইবে। উক্ত আলোচনা হইতে নিরূঢ় লক্ষণারূপ বৃত্তিমূলে 'স্ব' এই অংশের বোধক কোনও একটি শব্দের দ্বারা ঘটিত অথচ 'স্ব' গর্ভিত যাদৃশ পদার্থ সম্বন্ধিত্ব প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি স্বরূপযোগ্য হইবে এইরূপ সমাস 'স্ব' গর্ভিত তাদৃশ সম্বন্ধিগোচর বোধের অনুকূল বহুব্রীহি সমাস হইবে। এইভাবে কারিকায় কথিত বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ বিবরণ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। 'আরূঢ়বানরো বৃক্ষঃ' এই স্থলে নিরূঢ় লক্ষণারূপ বৃত্তির দ্বারা 'স্ব' এই অংশের বোধক আঙ-রুহ্ ধাতু অথবা বানর শব্দ ঘটিত হওয়ায় এবং 'স্ব' কর্মক আরোহণ কর্তৃ বানর সম্বন্ধিত্ব প্রকারক বৃক্ষবিশেষ্যক অন্বয় বোধের স্বরূপযোগ্য সমাস হইয়াছে। সুতরাং বিবরণোক্ত লক্ষণটি উক্ত বহুব্রীহি সমাসে সমন্বয় হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে মণিকারের মতে উক্ত সমাসের ঘটক বানর পদটির 'স্ব' কর্মক আরোহণ কর্তৃ বানর সম্বন্ধীরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার কিন্তু উক্ত মতের সমালোচনা করিয়া আরূঢ় পদের অন্তর্গত আঙ্—রুহ্ ধাতুর 'স্ব' কর্মক আরোহণ কর্তৃ রূপ অর্থে এবং বানর পদের বানর সম্বন্ধিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া উক্ত সমাস হইতে 'স্ব' কর্মকারোহণ কর্তৃ বানর সম্বন্ধী বৃক্ষ এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরবর্তী গ্রন্থে এবিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয়া, তৃতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত অন্য পদার্থভেদে বহুব্রীহি সমাস নানাবিধ হইবে। এইজন্য লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য প্রথমতঃ দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত অন্য পদার্থঘটিত বিগ্রহবাক্য অনুসারে বহুব্রীহি সমাস প্রদর্শন করিবার জন্য 'আরূঢ়ো বানরো যম্' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন।

'ব্যুৎপত্ত্যা' এখানে 'ব্যুৎপত্তি' এই শব্দটির বিগ্রহ রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিগ্রহবাক্যের সহিত বহুব্রীহি সমাসের তুল্যার্থকত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য 'আরূঢ়ো বানরো যম্' ইত্যাদি—এই ব্যাসবাক্যস্থলেও সমাসবাক্যের ন্যায় স্বকর্মক আরোহণ কর্তৃ বানর সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বৃক্ষাদিবিষয়ক অন্বয়বোধ হওয়ায় সমাস ও ব্যাসবাক্য সমানার্থক হইবে। 'আরূঢ়ো বানরো যম্' এখানে আঙ্ পূর্বক রুহ ধাতুটি ঊর্দ্ধদেশসংযোগানুকূল ব্যাপারের বোধক। কর্তৃবাচ্য বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তৃত্ব অর্থাৎ কৃতিরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'যম্' এই অন্বয়বোধক যৎশব্দের পরবর্তী অম্ বিভক্তির অর্থ কর্মত্ব। উক্ত কর্মত্ব, নিরূপকত্ব সম্বন্ধে, আঙ্ পূর্বক রুহ ধাতুর অর্থ যে আরোহণ তাহাতে অন্বিত হইবে। 'আরূঢ়ো বানরো যম্' এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন হওয়ার পরে সমাসের অন্তর্গত বানর পদটি আরোহণ ক্রিয়ার কর্তৃপদ হইলেও বহুব্রীহি সমাসের পরে স্বকর্মক আরোহণ কর্তৃবানরসম্বন্ধিরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে। কারণ ন্যায়সিদ্ধান্তে সমাস বাক্যবিশেষ। সুতরাং বাক্যে শক্তি স্বীকৃত না হওয়ায় লক্ষণাও গৃহীত হইবে না। অতএব 'আরূঢ়ো বানরো বৃক্ষঃ' এই বহুব্রীহি সমাস হইতে সকর্মক আরোহণ কর্তৃ বানরসম্বন্ধি প্রকারক বৃক্ষবিশেষ্যক অন্বয়বোধ হইবে। দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত অন্য পদঘটিত বিগ্রহবাক্যপ্রদর্শিত হইল। 'পীতং পয়ো যেন' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে 'পীতপয়স্কং পাত্রম্' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসস্থলে পীতপদটি পানার্থক পা ধাতুর পরবর্তী কর্মবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায় পান কর্মরূপ অর্থের বোধক হইবে। এখানে দ্রবদ্রব্যগলাধঃ সংযোগানুকূল ব্যাপার পা ধাতুর অর্থ প্রতীয়মান হইবে। উক্ত পীত পদটি কর্মবোধক পয়স্ শব্দের বিশেষণ পদরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখানেও সমাসের অন্তর্গত এবং বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত পয়স্‌শব্দটির স্বকরণক পানকর্ম জলসম্বন্ধিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় সমাস এবং বিগ্রহ উভয়বাক্য হইতেই স্ব (পাত্র) গত করণতার নিরূপক পান কর্মতাবিশিষ্ট জলসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে পাত্রবিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে। পাত্রটি পানক্রিয়ার করণ হওয়ায় একটি ব্যাপার কল্পনা করিতে হইবে। কারণ—ব্যাপারবৎ কারণকেই ন্যায়সিদ্ধান্তে করণ বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে পাত্রমুখ্যসংযোগকে দ্বার করিয়া পাত্রকরণ হওয়ায় উক্তসংযোগই ব্যাপাররূপে গৃহীত হইবে। 'পক্বস্তণ্ডুলো যেন' এই বিগ্রহবাক্য অনুসারে পক্বতণ্ডুলশ্চৈত্রঃ এইরূপ কর্মণি বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত পচ্ ধাতুস্থলে পচ ধাতুর অর্থ বিক্লিত্ত্যনুকূলব্যাপার, ক্ত প্রত্যয়ার্থ কর্মত্ব, বিগ্রহবাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্তৃত্ব এখানেও বিগ্রহবাক্য ও সমাসের তুল্যার্থকত্বের অনুরোধে তণ্ডুল পদটির স্ব (চৈত্র) গত কর্তৃতানিরূপক পাক কর্ম তণ্ডুল সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে তাদৃশ সম্বন্ধিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ার ফলে স্বকর্তৃক পাককর্ম

তণ্ডুলসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রবিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে। তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত অন্যপদঘটিত বিগ্রহবাক্যজনিত বহুব্রীহি সমাস ও তজ্জনিত শাব্দবোধ প্রদর্শনের পরে চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত অন্যপদঘটিত বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিবার জন্য 'দত্তদক্ষিণো দ্বিজঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'দত্তা দক্ষিণা যস্মৈ' এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত দত্তা এই বিশেষণ পদটি কর্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয়ান্ত দা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দা ধাতু দানরূপ অর্থের বোধক। স্বস্বত্ব ধ্বংসের অনুকূল অপরের স্বত্বপ্রকারক যে ইচ্ছা ইহাই দা ধাতুর দানরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। ক্ত প্রত্যয়ের অর্থ কর্মত্ব দক্ষিণা পদটি স্ব (দ্বিজ) সম্প্রদানক দানকর্ম দক্ষিণা সম্বন্ধিরূপে অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় উক্ত বিগ্রহবাক্য এবং তজ্জনিত বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বসম্প্রদানকর্ম দক্ষিণাসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে দ্বিজবিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে।

'পতিতপত্রস্তরুঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'পতিতং পত্রং যস্মাৎ' এইরূপ পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত অন্যপদঘটিত বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত পত ধাতুটির গুরুত্বজন্যতাবচ্ছেদকরূপে সিদ্ধ পতনত্বজাতিবিশিষ্ট অর্থের বোধক। দুর্গসিংহ প্রভৃতি বৈয়াকরণের মতে অধোদেশ-সংযোগানুকূলব্যাপারে পতধাতুর অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও আপাততঃ পতধাতু অকর্মক মনে হয় তথাপি 'নরকপতিতঃ' ইত্যাদি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ দেওয়ার ফলে এই মতে অধঃসংযোগানুকূলব্যাপারকে পত ধাতুর অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। 'পতিতং পত্রং' এখানে কর্তৃবাচ্যে বিহিত ক্ত প্রত্যয়ান্ত পত ধাতু হইতে পতন কর্তৃত্বরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পত্র পদটি স্বাপাদনক পতনাশ্রয় সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে লাক্ষণিক হওয়ায় 'পতিতং পত্রং যস্মাৎ' এই বিগ্রহবাক্য এবং তজ্জনিত বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বাপাদনক পতনাশ্রয় পত্র সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে তরুবিষয়ক অন্বয়বোধ হইবে। "চিত্রগুশ্চৈত্রঃ" এইরূপ বহুব্রীহি সমাসস্থলে গোপদটি চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিত্ব বিশিষ্টরূপ অর্থে লাক্ষণিক হওয়ায় 'চিত্রা গৌর্যস্য' এই বিগ্রহবাক্য অনুসারে স্বকীয় চিত্রা-ভিন্ন গো সম্বন্ধিত্ব প্রকারক (অন্য পদার্থ) চৈত্রবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। 'রক্তপটঃ কায়ঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'রক্তঃ পটো যত্র' আকারের বিগ্রহবাক্য হইবে। এখানে যত্র এই সপ্তম্যন্ত যৎ পদের দ্বারা অন্য পদার্থকে গ্রহণ করা হইয়াছে। রক্ত পদটি পটাংশে অভেদ সম্বন্ধে বিশেষণ। ইহার ফলে 'রক্তঃ পটো যত্র' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে স্বকীয় বৃত্তি রক্তাভিন্ন পটসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে কায়বিশেষ্যক শাব্দবোধ হওয়ায় বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পটপদটি স্ববৃত্তিরক্তাভিন্নপটসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে তাদৃশ সম্বন্ধিরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে।

একটি বিভক্ত্যন্ত যে অন্যপদ তদর্থবিশেষ্যক অন্বয়বোধের জনক বহুব্রীহি সমাসস্থলে তাৎপর্যান্তররূপ কারণ থাকিলে অন্য বিভক্ত্যন্ত অন্যপদঘটিত বিগ্রহবাক্য হইতে অন্য-পদার্থ বিশেষ্যক অন্বয়বোধও সম্ভবপর হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে 'এবং' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন, অতএব 'বাণচ্ছিন্নঃ করো নরঃ' এই বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'বাণেন ছিন্নঃ করো যেন, যস্য বা' এই বিগ্রহবাক্যে 'যেন, যস্য' এইরূপ তৃতীয়া এবং ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত অন্যপদ গৃহীত হইয়াছে। তৃতীয়ান্ত অন্যপদ গৃহীত হইলেও উক্ত বিগ্রহবাক্য

এবং তদনুযায়ী বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বকর্মক বাণকরণক ছেদনকর্ম সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে নরবিষয়ক এবং যস্ত এইরূপ অন্যপদঘটিত বিগ্রহস্থলে বাণকরণক ছেদনকর্ম স্বকর্ম সম্বন্ধিত্ব প্রকারক নরাদিবিশেষ্যক অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। 'সর্বত্রৈব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বর্তমান সন্দর্ভের উপসংহার করিতেছেন অর্থাৎ বহুব্রীহিমাত্রস্থলে স্বপদার্থগর্ভিত তত্তৎ পদার্থসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বিগ্রহবাক্য এবং তদধীন বহুব্রীহি সমাস হইতে অন্বয়বোধ হইবে।

মূলম্

'দক্ষিণপূর্বা, পূর্বোত্তরে'ত্যাদিবিদিগ্ বহুব্রীহিস্থলে দক্ষিণয়া পূর্বা যস্যা ইত্যাদি বিগ্রহেণ স্বপার্শ্বস্থদক্ষিণসহিতপূর্বসম্বন্ধিত্বাদিনা আগ্নেয়ীপ্রভৃতীনাং বিদিশাং বোধঃ।

অনুবাদ

দক্ষিণপূর্বা এবং পূর্বোত্তরা এই সকল বিদিক্ বহুব্রীহিস্থলে, দক্ষিণের সহিত পূর্বদিক যাহার (দক্ষিণয়া সহ পূর্বা দিক্ যস্যাঃ) এই সকল বিগ্রহবাক্যের দ্বারা নিজ পার্শ্বস্থিত দক্ষিণ দিকের সহিত পূর্বদিক্ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে আগ্নেয়ী (অগ্নিকোণ) বিদিকের বোধ হইবে।

বিবৃতি

'বিদিক্ তথা' এই সূত্রানুসারে বিদিক্ বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণের উপপত্তি করিবার জন্য 'দক্ষিণ পূর্বা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'দক্ষিণ পূর্বা' এই বহুব্রীহি সমাস এবং বিগ্রহবাক্য হইতে কিরূপ অন্বয়বোধে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রথমতঃ 'দক্ষিণয়া পূর্বা যস্যাঃ' এই বিগ্রহবাক্যটি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'দক্ষিণয়া' এখানে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ায় দক্ষিণ দিকের সহিত এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। 'যস্যাঃ' এই পদের দ্বারা আগ্নেয় দিক্‌স্বরূপ অন্যপদার্থ গৃহীত। পূর্বোক্ত বিগ্রহবাক্য হইতে স্বপার্শ্বস্থ দক্ষিণ সহিত পূর্বসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে অগ্নিকোণ প্রতীয়মান ইত্যাদি হইবে। 'ইত্যাদি বিগ্রহেণ' এই আদি পদের দ্বারা এবং 'সম্বন্ধিত্বাদিনা' এই আদি পদের দ্বারা 'পূর্বয়া সহ উত্তরা দিক্ যস্যাঃ' এই বিগ্রহানুসারে স্বপার্শ্বস্থ পূর্ব সহিত উত্তর সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে ঈশান কোণ প্রতীয়মান হইবে। 'পূর্বোত্তরেত্যাদি' এই আদি পদের দ্বারা পূর্বপশ্চিমা, উত্তরপশ্চিমা প্রভৃতি বিদিক্ পরিগৃহীত হইবে।

मूलम्

अस्तिक्षीरा, नास्तिक्षीरा गौरित्यादावप्यक्षीरं यस्या इत्यादिविग्रहे-ण्यास्तित्ववत् स्वक्षीर सम्बन्धित्वादिप्रकारेण गवादेरवगतिः। इयांस्तु विशेषो यत्त्रैकेषान्मतेऽस्तीत्यादिकं तिङन्तमन्येषां तत्प्रतिरूपकाव्ययमिति। उप समीपे दश येषामिति समीपगणितार्थकषष्ठ्या विग्रहादुपदशाः शकुनय इत्यादौ स्वसमीपगणितदशसम्बन्धित्वेन नवानामेकादशानाञ्च पक्षिणा-मवगमः।

অনুবাদ

অস্তিক্ষীরা এবং নাস্তিক্ষীরা গৌঃ এইসকল বহুব্রীহি সমাসস্থলে অস্তি-ক্ষীরং যস্যাঃ এবং নাস্তিক্ষীরং যস্যাঃ এই সকল বিগ্রহবাক্য অস্তিত্ববিশিষ্ট ক্ষীর-সম্বন্ধিত্বাদি পুরস্কারে গবাদিবিষয়ক বোধ হইবে। এখানে ইহাই বিশেষ যে কোনও এক সম্প্রদায়ের মতে অস্তি কিংবা নাস্তি এই সকল তিঙন্ত ক্রিয়াপদ আবার অন্যকোনও সম্প্রদায়ের মতে অস্তি বা নাস্তি এই সকল পদ ক্রিয়াপদের প্রতিরূপক অব্যয়বিশেষ। উপ (অর্থাৎ) সমীপে দশ (সংখ্যা) যেষাম্ এই রূপ অর্থের প্রতিপাদক ষষ্ঠীসমাস ঘটিত বিগ্রহবাক্য হইতে উপদশাঃ শকুনয়ঃ ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলে নিজ সমীপগণিত দশ (সংখ্যা) সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে নবসংখ্যক অথবা একাদশসংখ্যক পক্ষীর বোধ হইবে।

বিবৃতি

এক্ষণে একটি আশঙ্কা হইতে পারে তিঙন্ত পদের সহিত সমাস স্বীকৃত নহে সুতরাং 'অস্তিক্ষীরা' অথবা 'নাস্তিক্ষীরা' এই সকল স্থলে প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায় যে বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করেন ইহা কি করিয়া সঙ্গত হইবে? এই আশঙ্কার প্রকারান্তরে সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'অস্তিক্ষীরা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে অস্তিক্ষীরা অথবা নাস্তিক্ষীরা ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলে অস্তি (অস্তিত্ববৎ ক্ষীরং যস্যাঃ) এবং নাস্তি (নাস্তিত্ববৎ ক্ষীরং যস্যাঃ) এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে অস্তিত্ববৎ স্বকীয় ক্ষীর সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে এবং নাস্তিত্ববৎ স্বকীয় ক্ষীর সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে গোবিষয়ক অন্বয়বোধ স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার উপরে আশঙ্কা হইতে পারে যদি তাদৃশ বিগ্রহবাক্য হইতে বহুব্রীহি সমাস স্বীকৃত হয় তাহা হইলে গ্রন্থকারের তিঙন্ত পদের সহিত বহুব্রীহি সমাস অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার 'ইয়াংস্তু বিশেষঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের তাৎপর্য এই যে অস্তিক্ষীরা, নাস্তিক্ষীরা এখানে অস্তি এবং নাস্তি এই দুইটি পদের বিভিন্নরূপে প্রতিপত্তি করা হইয়াছে। প্রাচীন শাব্দিকগণের মতে অস্তি বা নাস্তি এই দুইটি পদকে তিঙন্ত পদ রূপে গণ্য করিয়া উক্ত পদের সহিত বহুব্রীহি সমাস স্বীকৃত হইয়াছে। নব্যমতানুকারিগণ বলেন অস্তিক্ষীরা নাস্তিক্ষীরা এখানে অস্তি বা নাস্তি এই দুইটি পদ তিঙন্তের সমানার্থক অব্যয় বিশেষ। সুতরাং অব্যয়রূপ অস্তি বা নাস্তি পদের সহিত বহুব্রীহি সমাস হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই।

এই নব্য মতের উপরেও আপত্তি হইতে পারে যদি অস্তি বা নাস্তি পদ অব্যয় হয় তাহা হইলে অব্যয়টি পূর্বপদ হওয়ায় অব্যয়ীভাব সমাস হইবে না কেন?

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য উপ, অধি, আঙ্ প্রভৃতি অব্যয়ের সহিতই অব্যয়ীভাব সমাস স্বীকৃত হইয়া থাকে, অব্যয় মাত্রের সহিত নহে। অতএব তিঙন্ত অস্ ধাতুর প্রতিরূপক অস্তি বা নাস্তি শব্দটি অব্যয়রূপে গৃহীত হইলেও এই সকল পদের সহিত অব্যয়ীভাব সমাস হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

'উপদশাঃ শকুনয়ঃ' ইত্যাদি স্থলে 'উপদশাঃ' এই বহুব্রীহি সমাসে স্বকৃত বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'উপ সমীপে' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। উপ এই সপ্তম্যন্ত অব্যয়ের অর্থ প্রদর্শনের জন্য সপ্তম্যন্ত সমীপ শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'উপ সমীপে দশ যেষাম্' এই বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত ষষ্ঠী বিভক্তি যে সমীপ গণিতরূপ অর্থের বোধক ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন 'সমীপ গণিতার্থক ষষ্ঠ্যা বিগ্রহাৎ'। তাৎপর্য এই যে বিগ্রহবাক্য হইতে এবং উক্ত বিগ্রহবাক্য জনিত উপদশা এই সমাস হইতে স্বসমীপগণিত দশসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে নবসংখ্যক পক্ষি সমূহের বোধ হইবে।

मूलम्

तत्र दशशब्दस्य दशत्वलक्षणया स्वपर्याप्तसंख्यासमीपगणितदशत्व-सम्बन्धित्वेनैव नवादेर्बोधः इति दुर्गप्रभृतयः। अधिका दश येषामित्यादि-विग्रहे अधिकदशाः पुरुषा इत्यादावपि स्वपर्याप्तसंख्याधिकदशवृत्तिसंख्या-पर्याप्त्यधिकरणदशसम्बन्धित्वेन नवादिपुंसां प्रत्ययः। द्वौ त्रयो वा येषां इत्यन्यतरार्थक वा शब्दे विग्रहे 'द्वित्राः पवित्राः परममि'त्यादौ द्वित्र्यन्यतरपर्याप्तस्वपर्याप्तसंख्यासम्बन्धित्वेन द्वयोस्त्रयाणां वा पवित्राणां

बोधः पटे घटे वा घटत्वमित्याद्यनुरोधेन वाकारस्यान्यतरार्थकताया व्युत्पाद्यत्वात् तस्य च वृत्तौ गतार्थत्वादश्रुतिः, पञ्च षड् वा येषामित्यादि-विग्रहात् 'पञ्चषाः पुरुषा' इत्यादावप्युक्तरीत्यैवान्वयो द्रष्टव्यः ।

অনুবাদ

উপদশা প্রভৃতি স্থলে দশশব্দের দশত্বে লক্ষণা স্বীকার করিয়া পর্যাপ্তি সম্বন্ধে স্বগত যে সংখ্যা তৎসমীপগণিত দশত্বসম্বন্ধিত্বপুরস্কারে নবাদির সংখ্যেয় বোধ উৎপন্ন হইবে ইহাই কাতন্ত্র বৃত্তিকার দুর্গ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত। 'অধিকা দশ যেষাম্' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'অধিক দশাঃ পুরুষাঃ' এই সকল বহুব্রীহি সমাসস্থলেও পর্যাপ্তিসম্বন্ধে স্বনিষ্ঠ যে সংখ্যা তদধিক দশগত সংখ্যার পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অধিকরণ দশ সংখ্যেয় তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে নবাদি সংখ্যক পুরুষের বোধ হইবে। 'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যেষাং' এইরূপ অন্যতরার্থক বা শব্দঘটিত বিগ্রহমূলে 'দ্বিত্রাঃ পবিত্রাঃ পরমা' এই সকল বহুব্রীহি সমাসস্থলে দ্বিত্রি অন্যতর পর্যাপ্ত সংখ্যা সম্বন্বিত্বপুরস্কারে দ্বিসংখ্যক বা ত্রিসংখ্যক পবিত্রসমূহের বোধ হইবে। 'পটে ঘটে বা পটত্বম্' ইত্যাদি প্রয়োগের অনুরোধে অন্যতররূপ অর্থে বা শব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। বহুব্রীহি সমাসস্থলে উক্ত অন্য রূপার্থক বা শব্দের নিরূঢ় লক্ষণারূপ, বৃত্তিতে গতার্থ হওয়ায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। 'পঞ্চ ষড় বা যেষাম্' এই সকল বিগ্রহবাক্য হইতে 'পঞ্চষাঃ পুরুষাঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলেও উক্ত রীতিতেই অন্বয়বোধ বুঝিতে হইবে।

বিবৃতি

কাতন্ত্র ব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গ সিংহ প্রভৃতির মত উপস্থাপনা করিবার জন্য 'তত্র' ইত্যাদিগ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'তত্র' পদের দ্বারা 'উপদশাঃ শকুনয়ঃ' এই সকল বহুব্রীহি সমাসকে গ্রহণ করিতে হইবে।

উক্ত সমাসের অন্তর্গত দশ শব্দের যে দশত্বে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে উক্ত লক্ষণা নিরূঢ় লক্ষণা, আধুনিক লক্ষণা নহে, অতএব গ্রন্থকার যে 'লক্ষণয়া' বলিয়াছেন ইহার পূর্বে 'নিরূঢ়য়া' এই অংশটি পূরণ করিতে হইবে।

দুর্গমতে 'উপ সমীপে দশ যেষাম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন 'উপদশাঃ শকুনয়ঃ' এই বহুব্রীহি সমাসস্থলে কিরূপ শাব্দবোধ তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য 'স্বপর্যাপ্ত' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। স্বপর্যাপ্ত এখানে স্ব পদের দ্বারা বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত অন্য পদার্থ নবাদি গৃহীত হইবে।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে স্বপর্যাপ্ত সংখ্যা এখানে স্ববৃত্তি সংখ্যা না বলিয়া স্বপর্যাপ্তসংখ্যা কেন বলা হইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য স্বপর্যাপ্তসংখ্যা ইহার অর্থ হইবে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে নবস্বরূপ যে সংখ্যেয় পর্যাপ্তি সম্বন্ধে তদ্‌গত নবত্ব সংখ্যা। কেবলমাত্র যদি স্ববৃত্তিসংখ্যা বলা হয়, তাহা হইলে নবরূপে সংখ্যেয় পদার্থে বর্তমান সংখ্যারূপে যেরূপ নবত্বসংখ্যা গৃহীত হইবে তদ্রূপ অষ্টত্বাদি সংখ্যাও গৃহীত হইতে পারে এবং যদি অষ্টত্ব সংখ্যা গৃহীত হয় তাহা হইলে তৎসমীপগণিত সংখ্যারূপে দশত্বসংখ্যা লাভ না হওয়ায় উক্ত সমাসবাক্যটি অপার্থক হইবে। এই জন্য স্ববৃত্তি না বলিয়া স্বপর্যাপ্ত বলা হইয়াছে। অধিক দশ-যেষাম্ এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে অধিকদশাঃ পুরুষাঃ এই স্থলেও শাব্দবোধ প্রদর্শন করিবার জন্য অধিক দশ ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। স্বপদার্থ সংখ্যাধিক এখানে স্বপদের দ্বারা অন্যপদার্থ নবসংখ্যক পুরুষ গৃহীত হইবে। অতএব পর্যাপ্তিসম্বন্ধে স্ব (নব) বৃত্তি সংখ্যাধিক যে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দশবৃত্তি সংখ্যা তদধিকরণ দশ সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে নবসংখ্যক পুরুষের বোধ স্বীকৃত হইবে। এখানে পর্যাপ্তিসম্বন্ধে স্বনিরূপিত বৃত্তিত্ব নিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র বৃত্তিত্ব নিবেশ করিলে অধিকদশাঃ এই বহুব্রীহি সমাস হইতে অষ্টাদি সংখ্যাও বোধ হইতে পারে, কারণ অষ্টসংখ্যক পদার্থেও সম্বন্ধবিশেষে দশত্ব সম্বন্ধিত্ব বিদ্যমান থাকে। অতএব পর্যাপ্তিসম্বন্ধে দশবৃত্তি সংখ্যার অধিকরণত্ব নিবেশ না করিয়া কেবলমাত্র দশবৃত্তি সংখ্যাধিকরণ দশসম্বন্ধিমাত্র নিবেশ করিলে তাদৃশ দশত্ব সংখ্যাশ্রয় সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে একাদশ পুরুষাদিবোধের আপত্তি হইবে এই জন্য উক্ত বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত দ্বিতীয় পর্যাপ্তি নিবেশ করা হইয়াছে।

উপদশাঃ শকুনয়ঃ, অধিকদশাঃ পুরুষাঃ ইত্যাদিস্থলে বিগ্রহবাক্য এবং বহুব্রীহি সমাসজনিত বোধ প্রদর্শন করিয়া দ্বিত্রাঃ পবিত্রাঃ পরমাঃ ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলেও বিগ্রহবাক্য এবং বহুব্রীহি সমাস হইতে বাক্যার্থ বোধ প্রদর্শন করিবার জন্য দ্বৌ ত্রয়ো বা যেষাম্ ইত্যাদি সন্দর্ভের উপস্থাপনা করিতেছেন। এখন আশঙ্কা হইতে পারে জগদীশ যে 'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা' এখানে বা শব্দের অন্যতররূপ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন ইহা কি করিয়া সঙ্গত হইবে? কারণ 'বা' শব্দটি সংশয়েরই দ্যোতক হইয়া থাকে অন্যতররূপ অর্থে 'বা' শব্দের প্রয়োগ প্রায়শঃ দেখা যায় না।

এই আশংকার উত্তরে জগদীশ বা শব্দের অন্যতরার্থকত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য 'ঘটে পটে বা ঘটত্বম্' এই স্থলটি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া বা শব্দের অন্যতরার্থকত্ব ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ করিয়াছেন, কারণ ঘটে পটে বা ঘটত্বম্ এই বাক্য হইতে ঘট পটান্যতর বৃত্তি ঘটত্বম্ এইরূপ শাব্দবোধ হইবে। সুতরাং উক্ত শাব্দবোধের অনুরোধে বা শব্দ অন্যতররূপ অর্থের প্রতিপাদক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' ইত্যাদি স্থলে বা শব্দের দ্বারা যেরূপ স্থাণুত্ব তদভাব কোটিক এবং পুরুষত্ব তদভাব কোটিক সংশয় প্রতীয়মান হয়। 'পটে ঘটে বা ঘটত্বম্' এখানেও তদ্রূপ ঘটত্বং ঘটবৃত্তি পটবৃত্তি বা এইরূপ সংশয়ের বোধক 'বা' শব্দটি হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বক্তব্য পরোক্ষজ্ঞান অসন্দিগ্ধ এবং অনাহার্য হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্ত থাকায় ঘটে পটে বা ঘটত্বম্ ইত্যাদি বাক্য হইতে শাব্দ সংশয় সম্ভাবিত নহে। সুতরাং উক্ত শব্দের অন্যতরার্থকত্বই গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যেষাম্, এইরূপ বিগ্রহবাক্যে বা শব্দটি শ্রুতিগোচর হইলে দ্বিত্রাঃ পবিত্রাঃ ইত্যাদি সমাসে বিগ্রহবাক্যের ন্যায় বা শব্দটি শ্রুতিগোচর হয় না কেন?

এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে বক্তব্য এই যে 'দ্বিত্রাঃ পবিত্রাঃ পরমা' এইস্থলে দ্বি ত্রি এতদন্যতর পর্যাপ্ত-স্বপর্যাপ্ত সংখ্যাসম্বন্ধিত্বপুরস্কারে দ্বিপদের অথবা ত্রিপদের নিরূঢ় লক্ষণারূপ বৃত্তি স্বীকৃত হওয়ায় বা শব্দের অর্থ যে অন্যতরত্ব তাহা উক্ত লাক্ষণিক অর্থে প্রবেশ নিবন্ধন গতার্থ হওয়ায় 'বা' শব্দ শ্রুতিগোচর হইবে না। ইহার পরে গ্রন্থকার বলিতেছেন 'পঞ্চ ষড়্ বা যেষাম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে পঞ্চষাঃ পুরুষাঃ এই সকল বহুব্রীহি সমাসস্থলেও পূর্বোক্ত রীতিতে অন্বয়বোধ করিতে হইবে, অর্থাৎ পঞ্চ ষট্ এতদন্যতর সংখ্যাসম্বন্ধিত্ব-পুরস্কারে পঞ্চ অথবা ষট্ সংখ্যক পুরুষের বোধ হইবে ইহাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য।

মূলম্

परे तु द्वौ वा त्रयो वा येषामित्यादिविग्रहे वा शब्दस्य संशयकोट्यर्थ-कतया 'द्वित्रा' इत्यादिबहुव्रीहेः स्वधर्मिकसंशयकोटितापन्नद्वित्रिसम्बन्धित्वेन द्विप्रभृतिबोधकत्वमित्याहुः। द्विस्त्रयो येषामिति विग्रहे तु द्विशब्दस्य द्विगुणितवाचित्वेन द्विगुणितत्रिपर्याप्तस्ववृत्तिसंख्यासम्बन्धित्वेन 'द्वित्रा रसा' इत्यादौ षण्णामवगमः। सुजन्तभावेनैव विग्रहस्य व्युत्पन्नत्वाच्च, पञ्चकृत्वो दश येषामित्यर्थे 'पञ्चदशा' इत्यादिको न समासः सर्वत्रोक्तबहुव्रीहौ राजा-दित्वादतिचरमस्वरादेर्लोपः।

অনুবাদ

অন্য কেহ 'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যেষাম্' এই সকল বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত বা শব্দের সংশয়কোটিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া 'দ্বিত্রা' এই সকল বহুব্রীহি সমাস স্বধর্মিক সংশয় কোটিতাবিশিষ্ট দ্বিত্রি সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে দ্বি প্রভৃতি সংখ্যেয়ের বোধক (হইবে) এইরূপ বলেন। 'দ্বিস্ত্রয়ো যেষাম্' এইরূপ বিগ্রহস্থলে কিন্তু দ্বি শব্দ দ্বিগুণিতের বাচক হওয়ায় দ্বিগুণিত ত্রিতে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে বর্তমান যে স্ববৃত্তি সংখ্যা তৎ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে 'দ্বিত্রা রসা' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলে ষট্ (রস)

বিষয়ক বোধ হইবে। সুচ্ প্রত্যয় অন্তর্ভাবেই সমাসস্থলীয় বিগ্রহবাক্য ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হওয়ায় 'পঞ্চকৃত্ব দশ যেষাম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে পঞ্চদশা ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হইবে না। উক্ত স্থলে 'রাজাদিত্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে (সমাসের অন্তর্গত) অন্তিম স্বরাদিলোপ হইয়াছে।

বিবৃতি

'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যেষাম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত বা শব্দের অন্যতর রূপ অর্থ নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত হওয়ায় 'পরে তু' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে কাতন্ত্র পরিশিষ্টকার শ্রীপতি দত্তের মতবিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন। এই মতে 'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা যেষাম্' এই সকল বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত বা শব্দটি সংশয়কোটিরূপ অর্থের বোধক হইবে। বা শব্দের সংশয়কোটিরূপ অর্থ গৃহীত হইলে 'দ্বিত্রা পবিত্রা' এই সকল বহুব্রীহি সমাস হইতে কীদৃশ শাব্দবোধ উৎপন্ন হইবে ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'দ্বিত্রা ইত্যাদি বহুব্রীহেঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'স্বধর্মিক' এখানে স্বশব্দের দ্বারা বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত অন্যপদার্থ গৃহীত হইবে। উক্ত অন্যপদার্থও এখানে দ্বিত্রিরূপ সংখ্যেয়কে বুঝিতে হইবে। ইহার ফলে স্ব (সংখ্যেয় রূপ দ্বি বা ত্রি) বিশেষ্যক যে সংশয় তন্নিরূপিত কোটিতা (প্রকারতা বিশেষ) তদ্বিশিষ্ট দ্বিত্বও (সংখ্যা) তৎ সম্বন্ধিত্বপুরস্কারে দুই বা তিনটি পবিত্রের বোধ হইবে। ইহাই শ্রীপতি দত্তের মত।

'দ্বিত্রাস্তিষ্ঠন্তি' এই সকল বহুব্রীহি সমাস হইতে 'দ্বৌ বা ত্রয়ো বা তিষ্ঠন্তি' এইরূপ সংশয় প্রতীয়মান হয় না। কারণ 'দ্বিত্রা' ইত্যাদি সমাসস্থলে ভাবদ্বয় কোটিকসংশয় অনুভব সিদ্ধ নহে। 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা' ইত্যাদিস্থলেও স্থাণুত্ববৎ পুরুষত্ববৎ বা এইরূপ ভাবদ্বয়কোটিকসংশয় স্বীকৃত হইবে না। পরন্তু স্থাণুত্ব তদভাব রূপ চতুষ্কোটিক সংশয়ই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিত্রা ইত্যাদি সমাসস্থলেও ভাবদ্বয়কোটিক সংশয় স্বীকৃত হইবে না।

তদ্ধিত প্রকরণের 'দ্বিত্রি চতুর্ভ্যঃ সুচ্' এই সূত্র অনুসারে দ্বিগুণিত অর্থে সুচ্ প্রত্যয়ান্ত দ্বিশব্দ ঘটিত বিগ্রহ বাক্য হইতে জাত বহুব্রীহিসমাসস্থলে কিরূপ শাব্দ বোধ হইবে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য 'দ্বিস্ত্রয়ো যেষামি'ত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'দ্বিগুণিত ত্রিপর্যাপ্ত' না বলিয়া দ্বিগুণিত ত্রিবৃত্তিমাত্র বলিলে তাদৃশ বহুব্রীহি সমাস হইতে অন্য-পদার্থরূপে পঞ্চ প্রভৃতি বিষয়ক বোধের আপত্তি হইবে, এই জন্য ত্রিবৃত্তিমাত্র না বলিয়া পর্যাপ্তি সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব লাভের জন্য 'পর্যাপ্ত' পদ দেওয়া হইয়াছে। 'স্ববৃত্তি' এখানে স্বপদের দ্বারা সংখ্যেয় রূপ যে ষট্ পদার্থ তাহাই গৃহীত হইবে। সংখ্যা সম্বন্ধিত্ব শব্দের দ্বারাও এখানে সংখ্যার অশ্রয়ত্ববত্ত্ব গৃহীত হইবে। ইহার ফলে 'দ্বিত্রা রসাঃ' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইতে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিগুণিত ত্রিবৃত্তি যে স্বগত সংখ্যা তদাশ্রয়ত্ববত্ত্ব পুরস্কারে ষট্ সংখ্যক রসের অবগতি হইবে।

এখন আপত্তি হইতে পারে তদ্ধিতবিহিত সুচ্ প্রত্যয়ান্ত দ্বি শব্দঘটিত বিগ্রহবাক্য হইতে যেরূপ বহুব্রীহি সমাস উৎপন্ন হয় তদ্রূপ তদ্ধিত বিহিত কৃত্বস্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত পঞ্চ প্রভৃতি পদঘটিত বিগ্রহ বাক্য হইতে পঞ্চদশা ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হইবে না কেন?

এই আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার 'সুজন্তর্ভাবেনৈব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'সুজন্তর্ভাবেনৈব' এই এবকারের দ্বারা সুচ্ প্রত্যয়ভিন্ন কৃত্বস্ প্রভৃতি অন্যান্যতদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। 'ব্যুৎপন্নত্বাচ্চ' এই উক্তির দ্বারা প্রয়োগানুসারে শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইবে ইহাই সূচিত হইয়াছে। কারণ ফলানুরোধেই ব্যুৎপত্তি কল্পনা করা হইয়া থাকে। কীদৃশ তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত পদঘটিত বাক্য ব্যাবৃত্ত হইবে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য 'পঞ্চকৃত্বো দশ যেষাম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ তাদৃশ বিগ্রহবাক্য হইতে পঞ্চদশা এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইবে না। 'সর্বত্রোক্ত-বহুব্রীহৌ' এখানে সর্বত্র পদের দ্বারা উপদশা, দ্বিত্রা, পঞ্চষা এই সকল বহুব্রীহি সমাস গৃহীত হইবে। সর্বত্র উক্ত বহুব্রীহিসমাসস্থলে 'রাজাদিত্বাদি'ত্যাদি অনুশাসন অনুসারে উক্ত বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত অন্তিম স্বর প্রভৃতি বর্ণের লোপ হইবে।

मूलम्

स्वधनसम्बन्धी चैत्र इत्यादौ स्वधनस्य सम्बन्धीति व्युत्पत्त्या स्वगर्भार्थस्य सम्बन्धित्वेन चैत्रं बोधयन्नपि तत्पुरुषो न स्वांशस्य निरूढ़-लक्षणया प्रत्यायकपदेन घटितः। तथा आधुनिकलक्षणया स्वपट-बोधकेन पटपदेन गर्भितः 'पटसम्बन्धी'त्यादिरपि 'मातृभक्त' इत्यादिकस्तु तत्पुरुषः स्वमातृत्वेन निरूढ़लक्षणया बोधकेन विशेषितोऽपि न तत्-सम्बन्धित्वेन बोधकः।

न च द्वौ मुनी, त्रयो वा मुनयो यस्येति वक्तृत्वार्थकषष्ठ्या विग्रहे स्ववक्तृमुनिद्वयसम्बन्धित्वेन बोधके 'द्विमुनि त्रिमुनि वा ग्रन्थ' इत्यादौ द्विमुन्याद्यव्ययीभावे, स्वमातृसम्बन्धित्वेन बोधके 'मातृसम्बन्धी'त्यादि तत्पुरुषे चातिव्याप्तिः, तदन्यत्वेनापि विशेषणीयत्वात्।

অনুবাদ

'স্বধনসম্বন্ধী চৈত্রঃ' এই সকল তৎপুরুষ সমাসস্থলে স্বীয় ধনের সম্বন্ধী এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে স্বগর্ভিত পদার্থ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদির বোধক হইলেও

প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থই ভাবনার (ক্রিয়ার) বিশেষ্য হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'রাজপুরুষোঽস্তি' এই সকল স্থলেও রাজপদার্থে অস্তিত্বাদি ক্রিয়ার অন্বয়ের প্রসক্তি হইবে। প্রকৃতির অর্থেই বিভক্তির অর্থ যে সংখ্যা তাহার বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি থাকায় গোপদের পরবর্তী প্রথমা বিভক্তি, চিত্রপদের দ্বারা উপস্থাপিত চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে একত্বের বোধ হইতে পারে না।

বিবৃতি

বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণে যে নিরূঢ় লক্ষণার কথা বলা হইয়াছে উক্ত লক্ষণা বহুব্রীহি সমাসবাক্যে অথবা সমাসের অন্তর্গত পদবিশেষে স্বীকৃত হইবে ইহা বিবেচনা করিবার জন্য 'ইদমত্রাবধাতব্যম্' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। প্রথমতঃ 'চিত্রগুঃ' ইত্যাদি সমাসস্থলে 'চিত্রগুঃ' এই সমুদায় গত লক্ষণা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন 'চিত্রগুঃ' ইত্যাদি স্থলে চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধী প্রভৃতি বোধের জন্য 'চিত্রগুঃ' সমুদায়ে লক্ষণা কল্পিত হইতে পারে না। কেন কল্পিত হইতে পারে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তস্য বাক্যত্বেন লক্ষকত্বাযোগাৎ' অর্থাৎ যেহেতু ন্যায় সিদ্ধান্তে 'চিত্রগুঃ' এই সমাসটি বাক্য, অতএব সেখানে লক্ষণা কল্পিত হইতে পারে না। কেন বাক্যে লক্ষণা কল্পিত হইবে না? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকার বলেন পূর্বেই ইহা নিরাকৃত হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, কোন স্থলে বাক্যে শক্তি কল্পিত না হওয়ায় শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণাও বাক্যে কল্পিত হইতে পারে না। গ্রন্থকার নিজেই লক্ষক নামের লক্ষণপ্রসঙ্গে বাক্যগত লক্ষণার খণ্ডন করিয়াছেন।[১]

'ন চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা অপর একটি আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। তত্র অর্থাৎ চিত্রগুঃ এই বহুব্রীহি সমাসস্থলে সমাসের অন্তর্গত চিত্র পদটির চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে।

আপত্তি হইতে পারে চিত্র পদেরই যদি তাদৃশ সম্বন্ধিরূপ লাক্ষণিক অর্থ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে গো পদটি ব্যর্থ হইবে না কেন?

এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন গো পদটি তাদৃশ লক্ষ্যার্থের তাৎপর্য গ্রাহকরূপে উপযোগী হইবে। যদি বলা হয় গ্রন্থকারের মতে তাৎপর্যজ্ঞান শাব্দবোধের কারণ নহে, সুতরাং গোপদকে তাৎপর্যগ্রাহক বলা চলে না। এইজন্য গ্রন্থকার প্রকারান্তরে গোপদের সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন গোপদটি লক্ষণাগত নিরূঢ়ত্বের উপস্থাপকরূপে উপযোগী হইবে।

১। যাদৃশার্থ সম্বন্ধবতি শক্তম্ভ যদ্ভবেৎ।
তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুরং যদি ॥ ২৪ ॥
॥ লক্ষকনাম বর্ণন প্রসঙ্গে ॥

'ন চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা যে আশঙ্কা ব্যক্ত হইয়াছে ইহা ঠিক নহে, কারণ 'চিত্রগু' এই সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত চিত্রপদটি প্রথমা বিভক্ত্যন্ত না হওয়ায় চিত্র পদার্থে 'অস্তি' পদের অর্থ যে অস্তিত্বরূপ ক্রিয়া তাহার অন্বয় হইতে পারে না। কারণ প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থই ক্রিয়ার মুখ্য বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। গ্রন্থকারোক্ত প্রথমান্তত্ব পদের প্রকৃত্যন্তরত্বরূপে অনুসন্ধীয়মান প্রথমা বিভক্তিকত্বরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। ইহার ফলে 'দধি অস্তি' এই সকলস্থলে প্রথমা বিভক্তি শ্রুত না হইলেও দধিরূপ প্রকৃতির অব্যবহিতোত্তরত্বরূপে অনুসন্ধীয়মানত্ব লুপ্ত অম্ বিভক্তিতে থাকায় তাদৃশ প্রথমান্তত্ব ব্যাহত হইবে না। উক্ত নিয়ম যাঁহারা স্বীকার করেন না তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'অন্যথা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন।

তাৎপর্য এই যে যদি প্রথমান্ত পদের দ্বারা অনুপস্থাপিত পদার্থেও ভাবনার অর্থাৎ ক্রিয়ার অন্বয় স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'রাজপুরুষঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্যজনিত 'রাজপুরুষঃ' এই সমস্ত বাক্যের সহিত সাকাঙ্ক্ষ অস্তি পদের অর্থ যে অস্তিত্ব তাহারও উক্ত সমাসের অন্তর্গত নির্বিভক্তিক রাজপদার্থে অন্বয়ের প্রসক্তি হইবে। অতএব প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত নয় এইরূপ উক্ত স্থলীয় রাজপদার্থে অস্তিত্ব ক্রিয়ার অন্বয় বারণ করিবার জন্য প্রথমান্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থে ক্রিয়ার অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং চিত্রগু প্রভৃতিস্থলে চিত্রাভিন্ন গোসম্বন্ধিরূপ চিত্রা পদার্থে অস্তিত্বের অন্বয় হইবে না।

যদি বলা হয় রাজপুরুষস্থলে অস্তিত্ব ক্রিয়ার যে অন্বয় প্রসক্তি কথিত হইয়াছে ইহা প্রতিবন্ধি উত্তর হইলেও যথার্থ উত্তর নহে, এইজন্য প্রকারান্তরে পূর্বের মত খণ্ডন করিবার জন্য 'প্রকৃত্যর্থ এব' ইত্যাদি সন্দর্ভের উত্থাপন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে সুবর্থ যে সংখ্যা তাহার সুপ্ বিভক্তির প্রকৃতির অর্থে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে ইহাই ব্যুৎপত্তি। সুতরাং 'চিত্রগু' এই বহুব্রীহি সমাসস্থলে গোপদের পরবর্তী প্রথমা বিভক্তির অর্থ যে একত্ব তাহা চিত্রপদের দ্বারা উপস্থাপিত চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গো সম্বন্ধিরূপ অর্থে অন্বয়বোধ হইতে পারিবে না। যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'গঙ্গায়াং ঘোষৌ' এই সকল স্থলেও ঘোষ পদোত্তর বিভক্তির যে দ্বিত্ব সংখ্যারূপ অর্থ তাহা গঙ্গাপদের লক্ষ্যার্থ যে তীর তাহাতেও অন্বয়ের আপত্তি হইবে।

মূলম্

यत्तु, गोपदमेव तादृशगोसम्बन्धिलक्षकं, चित्रपदन्तु तत्र तात्पर्यादिग्राहकम्—इति मणिकाराद्युक्तम्, तन्न युक्तम्—पूर्वपदार्थ-साकाङ्क्षस्यैव स्वार्थस्योपसर्जनतायां गोपदस्य ह्रस्वविधानात् चित्रपदार्थेन समं तदर्थस्यान्वये तदनुपपत्तेः, अन्यथा, "गौरस्ती"त्यादावपि चित्राभिन्न-

স্বগোসম্বন্ধিত্বেন গোপদস্য লক্ষণায়ামুদন্তত্বাপত্তেঃ। ন চ নামোত্তর-বর্তিন এব গোপদস্য স্বার্থোপসর্জনতায়াং হ্রস্ববিধি র্যত্র গোপদেন লক্ষণয়োপস্থাপিতে চিত্রভিন্নস্বগোসম্বন্ধিন্যভেদেন চিত্রপদস্যান্বয়স্তত্র 'চিত্র-গবোঽস্তীত্যাদিকর্মধারয়েঽপি গোপদস্য হ্রস্বপ্রসঙ্গাৎ। বস্তুতঃ 'কৃত-পাকশ্চৈত্র' ইত্যাদৌ স্বকৃতিবিষয়াপাকসম্বন্ধিত্বাদিনা চৈত্রাদ্যবগমঃ পূর্বপদস্য পরপদস্য বা লক্ষণয়া ন সম্ভবদুক্তিকস্তয়োরশক্তত্বেন শক্তত্বা-যোগাৎ। ন চ তত্র কাদিবর্ণস্য স্বরূপশক্ত-ঘঞাদিপ্রত্যয়স্য বা স্বকৃতি-বিষয়পাকসম্বন্ধিনি লক্ষণা, তন্নিরূঢ়ত্বসম্পাদকশ্চ শব্দান্তরমিতি সাম্প্রতম্। কৃতাদিপদেভ্যঃ স্বার্থানুপস্থিতাবপি তদন্বয়বোধপ্রসঙ্গাৎ, ঘঞাদিমাত্রস্য নামত্বাভাবেন তন্মাত্রোপস্থাপ্যার্থে সুবর্থান্বয়াযোগাৎ প্রকৃত্যর্থাবচ্ছিন্নস্যৈব কৃদর্থস্য পদার্থান্তরেঽন্বয়বুদ্ধের্ব্যুৎপন্নত্বাচ্চ।

অনুবাদ

('চিত্রগুঃ' ইত্যাদি স্থলে) গোপদটি চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে লাক্ষণিক, চিত্রপদটি তাদৃশ লাক্ষণিক অর্থের তাৎপর্যাদির গ্রাহক—এই যে মণিকার প্রভৃতির মত ইহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে; (কারণ) পূর্বপদার্থ সাকাঙ্ক্ষ স্বকীয় অর্থটি উপসর্জন অর্থাৎ গৌণ হইলেই গোপদের হ্রস্ব বিহিত। অতএব চিত্র পদার্থের সহিত গোপদার্থের অন্বয় না হইলে গোপদের 'ও' কার হ্রস্ব হইতে পারে না। যদি ইহা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'গৌরস্তি' এই সকল স্থলেও গোপদটি চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধীতে লাক্ষণিক হইলে 'চিত্রগুঃ' পদের ন্যায় উদন্ত হইতে পারে। যদি বলা হয়, কোনও নামের পরবর্তী যে গোপদ, তাহার স্বীকৃত অর্থ অপ্রধান হইলেই হ্রস্ববিধি স্বীকৃত হইবে। এই উক্তিও সমীচীন নহে, কারণ যেখানে গোপদের দ্বারা লক্ষণামূলে চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে অভেদসম্বন্ধে চিত্রপদার্থের (স্বতন্ত্র ভাবে) অন্বয় হইবে, সেখানে 'চিত্র-গবোঽস্তি' এই সকল কর্মধারয় স্থলেও গোপদের হ্রস্ব প্রসক্তি হইতে পারে।

বাস্তবিক পক্ষে 'কৃতপাকশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদিস্থলে স্বগতকৃতির বিষয় পাক-সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদিবিষয়ক বহুব্রীহি সমাসজনিত বোধ উৎপন্ন হইয়া

থাকে। (এখানে কিন্তু) পূর্বপদ এবং পরপদ ইহার কোনটিই (উক্ত অর্থে) লাক্ষণিক বলা চলে না, কারণ যে পদটি শক্ত নহে, সেই পদটি লাক্ষণিক হইতে পারে না। যদি বলা হয় (কৃতপাকশ্চৈত্রঃ) এ স্থলে স্বরূপে শক্তি বিশিষ্ট যে ক-কারাদিবর্ণ, অথবা, পচ্ ধাতুর উত্তরবর্তী ঘঞাদি প্রত্যয়ের স্বকীয় কৃতির বিষয় যে পাক তৎ সম্বন্ধিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে এবং উক্ত লক্ষণার নিরূঢ়ত্ব সম্পাদকরূপে অন্যান্য শব্দের উপযোগিতা স্বীকৃত হইবে। এই উক্তিও বিচারসহ নহে, (কারণ) (ঐরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইলে) কৃত বা পাক প্রভৃতি শব্দ হইতে নিজ নিজ অর্থের অনুপস্থিতিকালেও তাদৃশ অন্বয়বোধের প্রসক্তি হইবে। (বিশেষতঃ) ঘঞাদিমাত্রের নামত্ব না থাকায় কেবলমাত্র তাহার দ্বারা উপস্থাপিত অর্থে সুবর্থের অন্বয় হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতির অর্থের দ্বারা বিশেষিত যে কৃৎ প্রত্যয়ের অর্থ তাহারই পদার্থান্তরে অন্বয় বুদ্ধি হইয়া থাকে ইহাই ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ।

বিবৃতি

পূর্ববর্তী গ্রন্থের দ্বারা যাঁহারা বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পূর্বপদের নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার পর তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি যাঁহারা বহুব্রীহি সমাসের (চিত্রগুঃ প্রভৃতি) অন্তর্গত উত্তর পদের পূর্বোক্তরূপ অর্থে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য 'যত্তু' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'গোপদমেব' এখানে 'এব' কারের দ্বারা চিত্রাপ্রভৃতি পূর্ব পদের ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, 'তাদৃশ গোসম্বন্ধি লক্ষকম্' এখানে তাদৃশ পদটি চিত্রাভিন্নরূপ অর্থের বোধক বুঝিতে হইবে। এইরূপে গোপদের লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় ফলে গোপদের চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে গোপদোত্তর সুপ্ বিভক্তির অর্থ একত্ব সংখ্যা অন্বিত হওয়ায় 'সুবর্থ সংখ্যায়াঃ প্রকৃত্যর্থে অন্বেতি' এই সকল নিয়মও ব্যাহত হইবে না। 'মণিকারাদ্যাকুম্' এই আদি পদের দ্বারা পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি গৃহীত হইবে।

উক্ত মণিকার প্রভৃতির মত'তন্ন যুক্তম্' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে খণ্ডন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে মণিকার প্রভৃতি যে 'চিত্রগুঃ' প্রভৃতিস্থলে গো প্রভৃতি উত্তর পদের নিরূঢ়-লক্ষণা স্বীকার করিয়া চিত্রা পদের তাৎপর্যগ্রাহকত্ব অথবা লক্ষণার নিরূঢ়ত্ব সম্পাদকত্বরূপে উপযোগিতা স্বীকার করেণ, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, 'চিত্রগুঃ' প্রভৃতিস্থলে 'গো' র 'ও' কার স্থানে যে 'হ্রস্ব-উ' বিধান রহিয়াছে, সেখানে গো প্রভৃতি পদার্থ পূর্ববর্তী কোন পদার্থের দ্বারা বিশেষিত না হইলে এবং কোন পদার্থাংশে উপসর্জন অর্থাৎ সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় বিশেষণ না হইলে উক্ত হ্রস্ববিধি প্রযুক্ত হইবে না, অর্থাৎ অন্বয়বোধে গো পদার্থটি প্রধানরূপে (মুখ্য বিশেষ্যরূপে) ভাসমান হইলে হ্রস্ববিধি প্রযুক্ত হইবে না।

মণিকারের মতে যদিও 'চিত্রগুঃ' স্থলে গো পদের শক্যার্থ প্রধান নহে, কারণ

তাদৃশ সম্বন্ধিরূপ লাক্ষণিক অর্থে বিশেষণ হইয়াছে, তথাপি পূর্ব পদার্থ সাকাঙ্ক্ষ না হওয়ায় গো পদের 'ও' কার হ্রস্ব হইতে পারিবে না। "গোরপ্রধানস্যান্তস্য স্ত্রিয়া-মাদাদীনাঞ্চেতি হ্রে"—এই সূত্রের অন্তর্গত 'গোরপ্রধানস্যান্তস্য' এই 'অন্ত' পদের দ্বারা পূর্বপদার্থ সাকাঙ্ক্ষ গো পদার্থ বোধক গো পদটি গৃহীত হইয়াছে। যদি উত্তর পদের লক্ষণাবাদী মণিকার মতানুকারিগণ বলেন, গো পদার্থ অপ্রধানরূপে প্রতীয়মান হইলেই তাদৃশ গো পদের হ্রস্ববিধান স্বীকৃত হইবে। সুতরাং 'চিত্রা' পদার্থটি লাক্ষণিক অর্থে অন্বিত না হইলে হ্রস্ববিধানের হানি ঘটিবে না। এই উক্তির প্রত্যুত্তরে গ্রন্থকার 'অন্যথা' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন, অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত পূর্বপদের অর্থ বিশেষের দ্বারা বিবেচিত না হইলেও যদি গো পদের হ্রস্ববিধি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 'গৌরস্তি' ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত গো পদটি যখন চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে তাদৃশ সম্বন্ধিত্বরূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে, তাদৃশ স্থলেও গো পদের শক্যার্থ প্রধান না হওয়ায় হ্রস্ববিধির আপত্তি হইবে। ফলে, 'গৌরস্তি' এখানে 'গুরস্তি' এই প্রয়োগের প্রসক্তি হইবে।

'ন চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে উক্ত আপত্তির নিদর্শন কল্পে একটি শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন, অর্থাৎ মণিকার মতাবলম্বীগণ যদি বলেন পূর্বোক্ত আপত্তি বারণের জন্য কোন একটি নামের পরবর্তী গো পদ প্রযুক্ত হইলে উক্ত গো পদের অর্থ যখন উপসর্জনীভূত অর্থাৎ অপ্রধান হইবে, তখনই হ্রস্ববিধি প্রযুক্ত হইবে। এই উক্তিও কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ নহে কারণ 'চিত্রা চাসৌ গৌশ্চেতি এইরূপ অর্থে 'চিত্রা গবোঽস্তি' এই সকল কর্মধারয় সমাসস্থলে যদি গো পদটির চিত্রাভিন্ন গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে লাক্ষণিক হয় এবং উক্ত লক্ষ্যার্থে অর্থাৎ লক্ষণার দ্বারা উপস্থাপিত চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে চিত্র পদের অভেদ সংসর্গে অন্বয়বোধ স্বীকৃত হইবে, সেখানেও গো পদের শক্যার্থ হওয়ায় হ্রস্ববিধির আপত্তি ক্রমে 'চিত্রগবঃ' স্থলে 'চিত্রগুঃ' এইরূপ প্রয়োগের প্রসক্তি হইবে।

যদি বলা হয় নিরূঢ় লক্ষণাস্থলে যেখানে গো প্রভৃতি পদার্থ অপ্রধানরূপে ভাসমান হইবে, সেইখানেই গো প্রভৃতি পদের হ্রস্ববিধি স্বীকৃত হইবে। পূর্ব প্রদর্শিত 'চিত্রগবঃ' প্রভৃতি স্থলে গো পদের লক্ষণা স্বীকৃত হইলেও উক্ত লক্ষণা আধুনিক লক্ষণা, নিরূঢ়লক্ষণা নহে। অতএব তাদৃশ স্থলে হ্রস্ববিধি গৃহীত হইবে না।

এই বক্তব্যের উত্তরে গ্রন্থকার 'বস্তুতস্তু' ইত্যাদি কল্পান্তর অনুসরণ পূর্বক মণিকারের মত খণ্ডন করিতেছেন। 'কৃতপাকো যেন' এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'কৃতপাকশ্চৈত্রঃ' এই সকল বহুব্রীহি সমাসস্থলে স্ব সমবেত কৃতিনিরূপিত বিষয়তা বিশিষ্ট যে পাক, তৎ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদিবিষয়ক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। এখানে কিন্তু পূর্বপদ কিংবা পরপদ অর্থাৎ কৃতপাক এই বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত 'কৃত' এবং 'পাক' এই দুইটি পদই ন্যায় সিদ্ধান্তে বাক্যস্বরূপ হওয়ায় বাক্যে শক্তি স্বীকৃত না হওয়ায় শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণাও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং 'কৃতপাকশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদি স্থলে কোন পদেরই লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না। ইহাই 'তয়োরশক্তত্বেন তৎসম্বন্ধাযোগাৎ' ইত্যাদি বক্তব্যের তাৎপর্য।

'নচ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে একটি শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন। শঙ্কা গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে 'কৃতপাকশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদি স্থলে কৃত পদে অথবা পাকপদে নিরূঢ় লক্ষণা সম্ভবপর না হইলেও কৃত পদের অন্তর্গত স্বরূপার্থক ক-বর্ণের এবং পাকপদের অন্তর্গত ভাব গৃহীত ঘঞ্ প্রত্যয়ের নিরূঢ় লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। উক্ত সমাসের অন্তর্গত অপরাপর পদ তাৎপর্য গ্রাহকরূপে অথবা লক্ষণার নিরূঢ়ত্ব সম্পাদকরূপে উপযোগী হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, এই আশঙ্কাও সমীচীন নহে, কারণ যদি ককারাদি বর্ণের বা ঘঞ্ প্রত্যয়ের লক্ষণা পূর্বোক্ত রূপে অঙ্গীকৃত হয় তাহা হইলে কৃত এবং পাক এই দুইটি পদ হইতে নিজ নিজ অর্থের উপস্থিতি ব্যতিরেকেও স্বসমবেত কৃতি বিষয়ক 'পাক সম্বন্ধী চৈত্র' ইত্যাদি অন্বয় বোধের প্রসক্তি হইবে। বিশেষতঃ 'ঘঞ্' প্রভৃতি প্রত্যয়মাত্র নাম নহে। সুতরাং যদিও ঘঞাদি শব্দের লক্ষণাস্থলে তাদৃশ সম্বন্ধিরূপ অর্থ উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে উক্ত অর্থে কৃত পাক পদের পরবর্তী সুবর্থ একত্ব প্রভৃতির অন্বয় হইতে পারিবে না। আরও বক্তব্য এই যে পচ্ প্রভৃতি প্রকৃতির অর্থের দ্বারা বিশেষিত যে ঘঞাদি প্রত্যয়ার্থ তাহারই পদার্থান্তরে অন্বয়বোধ হয়। সুতরাং এই সকল ব্যুৎপত্তির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মণিকারের পূর্বোক্ত মত গৃহীত হইতে পারে না।

मूलम्

तस्माच्चित्रगुरित्यत्र गोपदं स्वगोसम्बन्धिलक्षकं, तदेकदेशे च गवि तादात्म्येन[१] चित्रपदार्थस्यान्वयः। न च गोधर्मिकान्वयबुद्धौ तद्धर्मिक-वृत्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वात् पदार्थैकदेशे गवि चित्रस्यान्वयो दुर्घटः, 'चित्रव्रजोऽस्ती'त्यादौ गोस्थानरूपस्य व्रजस्यैकदेशे गवि चित्रस्यानन्वयेन तादृश-व्युत्पत्तेरावश्यकत्वादिति वाच्यम्। 'घटशून्यं, चैत्रनप्ते'त्यादि तत्पुरुषे भेदेनेव चित्रगुप्रभृतिबहुव्रीहावप्यभेदेन पदार्थैकदेशधर्मिकान्वयबोधस्य व्युत्पत्तिवैचित्र्येन सम्भवात्, फलानुरोधित्वात् कल्पनायाः प्राच्यैरपि 'सुन्दरराजपुरुष' इत्यादावभेदेन सुन्दरादेः पदार्थैकदेशे राजन्यन्वयबुद्धेः स्वीकाराच्च।

१। चित्रपदस्य अन्वय इति प्राचीनपाठस्तु प्रामादिक एवेत्यवधेयम्।

অনুবাদ

(যেহেতু পূর্বোক্ত মতসমূহ যুক্তিযুক্ত নহে,) অতএব, 'চিত্রগুঃ' এখানে 'গো' পদটি স্বকীয় গোসম্বন্ধি রূপ অর্থে লাক্ষণিক হইবে, (উক্ত) লাক্ষণিক অর্থের একদেশে গো পদার্থে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে চিত্রপদার্থের অন্বয় হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, গোধর্মিক অন্বয়বুদ্ধির প্রতি গোধর্মিক বৃত্তিজ্ঞানত্ব পুরস্কারে (বৃত্তিজ্ঞান) কারণ হওয়ায় তাদৃশ (লক্ষণামূলে উপস্থাপিত) পদার্থের একদেশ যে গো, তাহাতে চিত্র পদার্থের অন্বয় সম্ভাবিত নহে, কারণ 'চিত্র ব্রজোঽস্তি' এই সকলস্থলে গোস্থানরূপ ব্রজপদার্থের একদেশ যে গো তাহাতে চিত্রপদার্থের অন্বয় কোনমতেই স্বীকৃত না হওয়ায় পূর্বোক্ত ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা আবশ্যক। এই আশঙ্কা কিন্তু ঠিক নহে, (কারণ) 'ঘটশূন্যম্', 'চৈত্রনপ্তা' ইত্যাদিস্থলে ভেদ সম্বন্ধে (যেরূপ একদেশান্বয় স্বীকৃত হয়) তদ্রূপ 'চিত্রগুঃ' প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাস স্থলেও পদার্থের একদেশধর্মিক অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তি বৈচিত্র্যের স্বীকৃতিমূলে সম্ভবপর হইবে। (কারণ) যাহা কিছু ব্যুৎপত্তি কল্পিত হয়, তাহা ফলের অনুরোধেই কল্পিত হইয়া থাকে। প্রাচীন সম্প্রদায়ও 'সুন্দর রাজপুরুষঃ' ইত্যাদি-স্থলে অভেদসম্বন্ধে সুন্দর পদার্থের একদেশে রাজসম্বন্ধীর একদেশ যে রাজা তদ্ধর্মিক অন্বয়বোধ স্বীকার করিয়া থাকেন।

বিবৃতি

এই পর্যন্ত বৈয়াকরণ, মীমাংসক এবং মণিকারের মত খণ্ডন করিবার পর উপসংহারে স্বকীয় সিদ্ধান্ত ব্যবস্থিত করিবার জন্য 'তস্মাৎ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'চিত্রগুঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস স্থলে গোপদে যে নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, উক্তলক্ষণা চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধিরূপ অর্থে নহে, পরন্তু স্বকীয় গোসম্বন্ধীমাত্রে কল্পিত হইবে, উক্তলক্ষ্যার্থের একদেশ গো-পদে চিত্রা পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইবে।

উক্ত একদেশ অন্বয়ের বিপক্ষে 'নচ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে একটি আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। আপত্তির তাৎপর্য এই যে, 'চিত্রব্রজ' ইত্যাদিস্থলে গো-আবাসস্থান-রূপ যে ব্রজ পদার্থ, তাহার একদেশে গো ব্যক্তিতে অভেদ সম্বন্ধে চিত্র-পদার্থের অন্বয় না হওয়ায় অবশ্যই গোধর্মিক পদার্থান্তরের অন্বয় বুদ্ধির প্রতি গোধর্মিক শক্তি-লক্ষণান্যতর বৃত্তিজ্ঞানত্ব পুরস্কারে উক্ত বৃত্তিজ্ঞানের কারণতা কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং 'চিত্রগুঃ' এই স্থলে গোধর্মিক বৃত্তিজ্ঞানরূপ কারণ না থাকায় গোপদের লাক্ষণিক অর্থের একদেশ যে গো, তাহাতে চিত্র পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত হইতে পারে না।

গ্রন্থকারের উক্ত আপত্তির উত্তরে 'ঘটশূন্যম্' এখানে 'শূন্যম্' এই পদ দ্বারা 'অত্যন্তাভাব বিশিষ্ট' প্রতীয়মান হইবে। 'চৈত্রনপ্তা' এখানে 'নপ্তৃ' শব্দের দ্বারা 'দুহিতার পুত্র' প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত কার্য কারণ ভাবরূপ ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া 'ঘটশূন্যম্' এখানে অত্যন্তাভাবের আশ্রয়রূপ শূন্য পদার্থের একদেশে অত্যন্তাভাবে ঘটপদার্থের 'স্বপ্রতিযোগিকত্ব' সম্বন্ধে অন্বয় এবং 'চৈত্রনপ্তা' এখানে নপ্তৃ পদার্থের একদেশ দুহিতাতে চৈত্রপদার্থের জন্যতা সম্বন্ধে অন্বয়বোধ সকলেই স্বীকার করিবেন, কারণ যেখানেই কার্যকারণভাবাদিরূপ ব্যুৎপত্তি কল্পিত হইবে তাহা কিন্তু ফলানুরোধেই কল্পনা করিতে হইবে। এবং স্থলবিশেষের অনুরোধে ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার না করিয়া উপায় নেই। গ্রন্থকারের গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, 'পদার্থঃ পদার্থেনৈবান্বেতি নতু পদার্থৈকদেশেন' এইরূপ যে ব্যুৎপত্তি বা পূর্বোক্ত কার্যকারণভাব স্বীকৃত হয়, তাহার তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহি সমাসস্থলে সংকোচ করিতে হইবে, অর্থাৎ তৎপুরুষ এবং বহুব্রীহি সমাসের অতিরিক্ত স্থলেই উক্ত ব্যুৎপত্তি বা কার্যকারণভাব স্বীকৃত হইবে।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে, ভেদসম্বন্ধে পূর্ব প্রদর্শিত স্থলবিশেষে অন্বয়বোধ ব্যুৎপত্তিবৈচিত্র্য বশতঃ সম্ভবপর হইলেও 'চিত্রগুঃ' এই সকল বহুব্রীহি সমাসস্থলে গোপদের লাক্ষণিক অর্থের একদেশ যে গো তাহাতে চিত্রপদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ কেহই স্বীকার করেন নাই। এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার 'প্রাচোঽপি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, প্রাচীন সম্প্রদায় নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়ের অনুরোধে 'রাজপুরুষ' এইস্থলে রাজপদের রাজ সম্বন্ধিরূপ অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিয়া থাকেন। উক্ত রাজপদার্থের একদেশ যে রাজা তাহাতে সুন্দরাদি পদার্থের অভেদসম্বন্ধেও একদেশধর্মিক পদার্থান্তর প্রকারক অন্বয়বোধ স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব বহুব্রীহি সমাসস্থলেও একদেশ যে 'গো' তাহাতে 'চিত্র' পদার্থের অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

यत्तु, गोपदं तत्र स्वकीयगोत्वेन सम्बन्धित्वेन च लक्षकमतश्चित्रस्य गोपदार्थ एव स्वकीये गवि, तस्य च सम्बन्धिन्यन्वयान्न पदार्थैक-देशान्वयित्वम्, एकपदार्थयोश्च मिथोऽन्वयः कृतिवर्तमानत्वयोरिव नाव्युत्पन्न इति। तन्मन्दम्, तथा सति 'चित्रगुः पुरुषस्तस्याः सञ्चारोऽति-मनोहरः' इत्यादौ तदादेः स्वकीयगवादिपरामर्शकत्वापत्तेः, पदार्थैकदेशस्यैव परामर्शकतायास्तदादावव्युत्पन्नत्वादिति। एवञ्च "आरूढवानरो वृक्ष"इत्या-

द्वावपि रूहधातुना स्वकर्मकारोहणकर्तुर्वानरपदेन च वानरसम्बन्धिन उपस्थापनादमीषामाकाङ्क्षादिधीसाचिव्यादेव स्वकर्मकारोहणकर्त्रभिन्न-वानरसम्बन्धित्ववादिना वृक्षादेर्बोध इत्यास्तां विस्तरः ।

অনুবাদ

কেহ যে বলেন, (চিত্রগুঃ ইত্যাদিস্থলে) স্বকীয় গোত্বপুরস্কারে এবং সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে স্বকীয় গো এবং সম্বন্ধিরূপ অর্থে গোপদটি লাক্ষণিক (স্বীকৃত হইবে)। অতএব, চিত্রপদার্থে স্বকীয় গোরূপ অর্থে এবং স্বকীয় গোরূপ অর্থটি সম্বন্ধিরূপ অর্থে অন্বিত হওয়ায় পদার্থের একদেশে (চিত্রাপদার্থের) অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে না। একই গোপদের দ্বিবিধ লক্ষ্যার্থ হইলেও 'পচতি' ইত্যাদি-স্থলে কৃতি এবং বর্তমানত্বরূপ শক্যার্থান্বয়ের যেরূপ পরস্পর অন্বয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ এখানেও স্বকীয় গো এবং সম্বন্ধী এই লাক্ষণিক অর্থদ্বয়ের পরস্পর অন্বয় ব্যুৎপত্তি বিরুদ্ধ নহে। এই মতটিও সমীচীন নহে। যদি ঐরূপ দ্বিবিধ লাক্ষণিক অর্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে "চিত্রগোসম্বন্ধিপুরুষ তাহার গতি অতি মনোহর" এই সকল স্থলে 'তস্যাঃ' এই তৎপদের দ্বারা স্বকীয় গোপদের পরামর্শ (উপস্থিতি) হইতে পারে। কারণ তদাদি শব্দের কোন পদার্থের একদেশে উপস্থাপকত্বই ব্যুৎপত্তিবিরুদ্ধ (স্বীকৃত হইয়া থাকে)।

পূর্বোক্ত আলোচনার ফলে 'আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ' এই সকল স্থলেও 'রূহ' ধাতুর দ্বারা স্বগত কর্মতার নিরূপক আরোহণরূপ অর্থের, 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তৃরূপ অর্থের, বানর পদের দ্বারা বানর সম্বন্ধিরূপ অর্থের উপস্থিতি হওয়ায় আকাঙ্ক্ষাদি জ্ঞানসহকারে উক্ত বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বকীয় কর্মতার নিরূপক আরোহণ কর্তা হইতে অভিন্ন যে বানর তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বৃক্ষাদির বোধ (উৎপন্ন) হইবে।

বিবৃতি

কোন শাব্দিক সম্প্রদায় পদবিশেষে যেরূপ বিভিন্ন অর্থের খণ্ড শক্তি স্বীকার করিয়া শাব্দবোধবিশেষের উপপাদন করেন, 'চিত্রগুঃ' ইত্যাদি সমাসস্থলেও একদেশান্বয় স্বীকার না করিয়া একই গো পদের স্বকীয় গো-রূপ অর্থে এবং সম্বন্ধিরূপ অর্থে দ্বিবিধ লাক্ষণিক অর্থ অঙ্গীকার করিয়া 'চিত্রগুঃ' এই বহুব্রীহি সমাসস্থলে চিত্রাভিন্ন স্বকীয় 'গো সম্বন্ধী পুরুষ' এইরূপ অন্বয়বোধের উপপত্তি করেন। 'তত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার

উক্ত মত উত্থাপন করিতেছেন। আপত্তি হইতে পারে, একটি গোপদের দ্বারা যদি স্বকীয় গো এবং সম্বন্ধিরূপ দুইটি লাক্ষণিক অর্থ স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে একপদ প্রতিপাদ্য উক্ত অর্থদ্বয়ে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে অন্বয়বোধ কি করিয়া উপপন্ন হইবে? এই আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার 'একপদার্থয়োশ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উক্ত বোধের উপপত্তি করিতেছেন। 'মিথঃ' এই শব্দটি পরস্পর রূপ অর্থের বোধক। 'কৃতিবর্তমানয়োরিব' এই শব্দটির তাৎপর্য এই যে 'পচতি' 'গচ্ছতি' ইত্যাদিস্থলে যেরূপ একই আখ্যাতিক 'তিঙ্' প্রত্যয়ের আকাঙ্ক্ষাদি জ্ঞান সহকারে কৃতি এবং বর্তমানত্বরূপ শক্যার্থদ্বয়ের পরস্পর অন্বয়বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'চিত্রগুঃ' এই স্থলেও গোপদের একটি লক্ষ্যার্থ যে স্বকীয় গো তাহার অপরলক্ষ্যার্থ যে সম্বন্ধী তাহাতে অন্বয়বোধক্রমে স্বকীয় চিত্রাভিন্ন গোসম্বন্ধী পুরুষ বিষয়ক অন্বয়বোধের উপপত্তি হইবে। গ্রন্থকার বলিতেছেন, এই মতটি সমীচীন নহে। কেন সমীচীন নহে, তাহা 'তথা সতি' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, "চিত্রগুঃ পুরুষস্তস্যাঃ সঞ্চারোঽতিমনোহরঃ" এইস্থলে গোপদের খণ্ডশঃ লক্ষণাস্বীকৃতি স্থলে যদি গোপদের দ্বারা স্বকীয় গো এবং সম্বন্ধী স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে স্বকীয় গোরূপ অর্থটি পদার্থই হইবে, পদার্থের একদেশ নহে। সুতরাং অগ্রিম 'তস্যাঃ' এবং 'চ' পদের দ্বারা স্বকীয় গোরূপ অর্থের উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে উক্ত 'তৎ' পদের দ্বারা স্বকীয় গোপদার্থের পরামর্শ কাহারও সম্মত নহে, সুতরাং স্বকীয় গোপদার্থটি পদার্থের একদেশ হওয়া নিবন্ধনই উক্ত গোরূপ অর্থ অগ্রিম তৎপদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না। অতএব পূর্বে যে গ্রন্থকার গোপদের স্বকীয় গোসম্বন্ধীতে নিরূঢ় লক্ষণা অঙ্গীকার করিয়া চিত্রাভিন্ন স্বকীয় গোসম্বন্ধি পুরুষাদি বিষয়ক অন্বয়বোধের উপপত্তি করিয়াছেন ইহাই যুক্তিযুক্ত।[১]

এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'আরূঢ়ো বানরবৃক্ষঃ' এখানে আরূঢ়শব্দটি বাক্য হওয়ায় তাহার লক্ষণা কল্পিত হইতে পারেনা এবং বানর পদটির বানর সম্বন্ধীতে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে বানরপদ 'স্ব' এই অংশের জ্ঞাপক না হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহি সমাসে কি করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হইবে? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার 'আরূঢ় বানর' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'আরূঢ়ো বানরবৃক্ষঃ' এই সমাসের অন্তর্গত আরূঢ় শব্দটি বাক্য হওয়ায় উক্ত শব্দের নিরূঢ় লক্ষণা স্বীকৃত না হইলেও বানর

১। জগদীশ তর্কালঙ্কার "চিত্রগুঃ পুরুষস্তস্যাঃ সঞ্চারোঽতি মনোহরঃ" ইত্যাদি শ্লোকে 'তস্যাঃ' এই তৎপদের দ্বারা গোসম্বন্ধির একদেশ যে গো, তাহার উপস্থিতি হয় না বলিয়াছেন। ইহা কি করিয়া সঙ্গত বলা যায়—কারণ, সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাদ্ জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ" ইত্যাদি কারিকায় 'তদবঘাতকে হেতৌ' এখানে অগ্রিম তৎপদের দ্বারা দুঃখত্রয়াভিঘাতের একদেশ যে দুঃখ ত্রয়, তাহার পরামর্শ করা হইয়াছে। সুতরাং জগদীশ যে তদাদি পদের একদেশ পরামর্শকতা অস্বীকার করিয়া 'যত্তু' মত খণ্ডন করিয়াছেন ইহা কি করিয়া সঙ্গত হইবে—সুধীগণের বিচার্য।

শব্দের যেরূপ বানর সম্বন্ধে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে, তদ্রূপ 'আরূঢ়' শব্দের একদেশ 'রূহ' ধাতু স্বগত কর্মতার নিরূপক আরোহণরূপ অর্থে এবং নিরূঢ়লক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত 'রূহ' ধাতুটি তাদৃশ অর্থের বোধক হইবে। সুতরাং 'স্ব' এই অংশের জ্ঞাপক রূহধাতু ঘটিত হওয়ার ফলে বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণায় সমন্বয় হইবে। যদিও আঙ্ পূর্বক রূহ ধাতুর দ্বারা সকর্মক আরোহণরূপ অর্থের 'ক্ত' প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তৃরূপ অর্থের এবং বানর পদের দ্বারা বানর সম্বন্ধরূপ অর্থের উপস্থিতি হইয়াছে, তাহা হইলেও আকাঙ্ক্ষাদি জ্ঞানসহকারে উক্ত বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বগত কর্মতার নিরূপক যে আরোহণ, তদনুকূল 'কৃতিমদভিন্ন বানরসম্বন্ধিবৃক্ষঃ' এইরূপ শাব্দবোধের উপপত্তি হইবে ॥ ৪৩ ॥

মূলম্

ন চারূঢ়ো বানরো যস্য বৃক্ষমিত্যাদি বিগ্রহাদারূঢ়বানর পদং স্বকীয়-বৃক্ষারূঢ়বানর সম্বন্ধিত্বেন গ্রামাদিকং বোধয়দপি বহুব্রীহিঃ স্যাদতস্তাদৃ-গ্বাক্যস্য বিগ্রহত্বং খণ্ডয়ন্নাহ—

অস্যৈকং প্রথমান্তং সৎ সুবন্তৈরিতরৈঃ সহ।
যদা ভেদসুবন্তেন সাকাঙ্ক্ষং নাম বিগ্রহঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ

প্রশ্ন হইতে পারে, 'আরূঢ়ো বানরো যস্য বৃক্ষম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে 'আরূঢ় বানর' পদটি স্বকীয় বৃক্ষগত কর্মতা নিরূপক আরোহণ কর্তৃ যে বানর তৎ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গ্রামাদির বোধক হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস হইবে না কেন? —এই প্রশ্নের উত্তরে তাদৃশবাক্যের বিগ্রহত্ব খণ্ডন করিবার জন্য "অস্যৈকং প্রথমান্তং" ইত্যাদি কারিকাটি বলা হইয়াছে—সুবন্ত ইতর পদসমূহের সহিত সাকাঙ্ক্ষ একটি নাম, ইহার (অর্থাৎ বিগ্রহবাক্যের) প্রথমা বিভক্ত্যন্ত হইলে এবং ভেদ সম্বন্ধেই (অন্বয়বোধের উপযোগী) সুবন্ত 'যৎ' শব্দের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইবে। তাদৃশবাক্যই বহুব্রীহিসমাসস্থলে বিগ্রহবাক্য হইবে।

বিবৃতি

'আরূঢ়ো বানরো যম্' ইত্যাদি অর্থে 'আরূঢ়বানরবৃক্ষঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসের উপপত্তি করিবার পর 'আরূঢ় বানরো যস্য বৃক্ষম্' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য হইতে 'আরূঢ় বানরো গ্রামঃ' এইরূপ বহুব্রীহিসমাস স্বীকৃত হইবেনা কেন? অর্থাৎ আরূঢ় বানরো

যস্য বৃক্ষম্ এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকৃত হইলেও 'আরূঢ়বানর' এই সমস্ত পদটি স্বকীয় বৃক্ষগত কর্মতার নিরূপক আরোহণ কর্তৃবানরসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গ্রামাদিরূপ অন্যপদার্থের বোধক হইয়াছে। সুতরাং উক্ত বিগ্রহবাক্যটি স্বগর্ভিত সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গ্রামাদিরূপ অন্যপদার্থের বোধজনক এবং স্বাংশবোধক শব্দের দ্বারা ঘটিত হইয়াছে। অতএব উহা বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'আরূঢ়বানর' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস স্বীকৃত হইবেনা কেন—ইহাই জিজ্ঞাস্য। এই জিজ্ঞাসার সমাধান কল্পে 'অস্ত্যৈকং' ইত্যাদি ৪৪ সংখ্যক কারিকাটির অবতারণা করিতেছেন।

'আরূঢ়োবানরো যস্য' এই 'যৎ' পদোত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির বৃত্তিত্বরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'বৃক্ষম্' এই দ্বিতীয়া বিভক্তিও পূর্বের ন্যায় কর্মত্বরূপ অর্থ বোধক। উক্ত কর্মতা নিরূপকত্ব সম্বন্ধে আরোহণ ক্রিয়াতে অন্বিত হইবে। আঙ্‌পূর্বক রূহ ধাতুর অর্থ ঊর্ধ্বদেশ সংযোগানুকূল ব্যাপার। উক্ত ধাত্বর্থ আরোহণ অনুকূলত্ব সম্বন্ধে 'ক্ত' পদার্থের একদেশ কৃতিতে অন্বিত হইবে। 'স্ব' পদের দ্বারা বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত 'যৎ' পদার্থ গৃহীত হইবে। ইহার ফলে, উক্ত বাক্য হইতে "স্ব (গ্রাম) বৃত্তি বৃক্ষগত কর্মতা নিরূপক আরোহণানুকূল কৃতিমদভিন্ন বানর সম্বন্ধিগ্রামঃ" এইরূপ অন্বয়বোধ হইবে।

উক্ত বিগ্রহবাক্যার্থের অনুরূপ অর্থের বোধক 'আরূঢ়বানরঃ' এই বহুব্রীহি সমাসের আপত্তি বারণ করিবার জন্য গ্রন্থকার 'অস্ত্যৈকং প্রথমান্তং সৎ' ইত্যাদি কারিকাটি উপস্থাপিত করিয়াছেন। কারিকাটির তাৎপর্য এই যে—বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত একটি পদকে প্রথমাবিভক্ত্যন্ত হইতে হইবে এবং সুবন্ত অন্যান্য পদসমূহের সহিত ভেদসম্বন্ধে অন্বয়বোধের উপযোগী দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত যৎ পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইতে হইবে। বহুব্রীহি স্থলেই এইরূপ বাক্য বিগ্রহবাক্য অন্যথা নহে। শঙ্কিত বাক্যে কিন্তু উক্ত বাক্যের অন্তর্গত ভেদসুবন্ত যৎ পদার্থটি ইতর পদার্থের সহিত প্রথমান্ত পদার্থে সাকাঙ্ক্ষ হয় না, পরন্তু উক্ত যৎ পদার্থটি দ্বিতীয়ান্ত বৃক্ষ পদার্থের সহিতই অন্বিত হওয়ায় উক্ত বাক্যে বিগ্রহবাক্যের লক্ষণ সমন্বয় হইবে না। ইহা অগ্রিম বিবরণ গ্রন্থে গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করিবেন।

मूलम्

अस्य बहुव्रीहेर्घटकमेकं नाम प्रथमान्तं सत् सुबन्तैरितरनामभिः सह भेदार्थकसुबन्तयच्छब्देन साकाङ्क्षं विग्रहः कथ्यते। न चोक्तवाक्ये तथा, सुबन्तस्यापि यदस्तत्र वृक्षपदेनैव साकाङ्क्षत्वात्। आरूढो वानरो य इत्यादौ तु यच्छब्दो न भेदार्थकसुबन्त इति न तादृशस्यापि वाक्यस्यार्थे बहुव्रीहिः। पतितस्य धनं यस्य, दण्डाद् घटो यस्मादित्यादिकस्तु,

समानार्थकसुबद्वयीमन्तर्भाव्य न विग्रहः, सम्प्रदायविरोधात्। एवं घटेन पटो यत्रेत्यादिकः सहाद्यर्थमन्तर्भाव्यापि सुबन्तैरिति तु सम्भवाभिप्रायम्, तेन 'अघटो देश' इत्यादि बहुव्रीहेर्न घटो यत्रेत्यादिविग्रहेण नञादेः सुबन्तत्वाभावेऽपि नाव्याप्तिः। 'सपुत्र' इत्यादौ तु सह पुत्रो येनेत्यादिरेव विग्रहो, न तु पुत्रेण सहेत्यादिरन्यपदार्थाप्राप्तेः। 'सघटो देश" इत्यादौ च सह घटो येनेत्यादिविग्रहे सहार्थो वैशिष्ट्यं, न तु सामानाधिकरण्यम्, घटे देशस्य तदभावात्। 'जीवत्पितृक' इत्यादेस्तु जीवन् पिता यस्य इति विग्रहो यस्य च पिता जीवन्नित्येवं जीवद्विधेयकान्वये निराकाङ्क्षोऽपि जीवदभिन्नः पिता यदीय इत्यन्वय एव साकाङ्क्षः।

অনুবাদ

এই বহুব্রীহির অন্তর্গত একটি নাম প্রথমান্ত হইয়া সুবন্ত ইতর নামের সহিত ভেদার্থক সুবন্ত অন্যান্য নামের সহিত ভেদার্থক সুবন্ত, যৎ শব্দের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইলে তাদৃশ বাক্যকেই বিগ্রহবাক্য বলা হইবে। 'আরূঢ়ো বানরো যস্য বৃক্ষম্' এই সকল বাক্যে কিন্তু ভেদ সুবন্ত যৎ শব্দটি বানর পদটির সহিত সাকাঙ্ক্ষ নহে, পরন্তু বৃক্ষ পদের সহিতই সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে। 'আরূঢ়ো বানরো যঃ' ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু যৎ শব্দটি ভেদার্থক সুবন্ত নহে। সুতরাং তাদৃশ বাক্যার্থে 'আরূঢ় বানরঃ" ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হইবে না। 'পতিতস্য ধনং যস্য, যস্মাৎ' ইত্যাদি বাক্যে কিন্তু সমানার্থক সুপ্‌বিভক্তিদ্বয় অন্তর্ভূত হওয়ায় ঐ সকল বাক্য বহুব্রীহি সমাসস্থলীয় বিগ্রহবাক্য হইবে না, কারণ ঐ সকল বাক্যস্থলে বহুব্রীহি সমাস সম্প্রদায় বিরুদ্ধ এবং 'ঘটেন পটো যত্র' এই সকল সহার্থক তৃতীয়া বিভক্তিকে অন্তর্ভাব করিয়াও বিগ্রহবাক্য হইবে না। ইতর সুবন্ত পদের সহিত যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইয়াছে যেখানে সুবন্ত পদসমূহের সহিত সাকাঙ্ক্ষত্ব সম্ভবপর তৎ তৎ স্থলের অভিপ্রায়েই ঐরূপ বলা হইয়াছে। পরন্তু সার্বত্রিক নহে। ইহার ফলে 'অঘটো দেশঃ' এই সকল বহুব্রীহি স্থলে 'ন ঘটো যত্র' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য স্থলে নঞ্‌ প্রভৃতি সুবন্ত না হইলেও উক্ত বাক্যে বিগ্রহ বাক্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। 'সপুত্রঃ' ইত্যাদিস্থলেও 'সহ পুত্রো যেন', এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইবে, পরন্তু 'পুত্রেণ সহ' ইত্যাদি নহে। ঐরূপ

স্বীকৃত হইলে অন্য পদার্থের প্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। 'সঘটো দেশ' ইত্যাদি বহুব্রীহিস্থলে 'সহ ঘটো যেন' এইরূপ বিগ্রহবাক্যে সহপদটি বৈশিষ্ট্যরূপ অর্থের বোধক হইবে, পরন্তু সামানাধিকরণ্যরূপ নহে, কারণ ঘটের সহিত দেশের সামানাধিকরণ্য বাধিত। 'জীবৎ পিতৃক' ইত্যাদি স্থলে কিন্তু 'জীবন্ পিতা যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য 'যস্য চ পিতা জীবন্' এই প্রকার 'জীবদ্‌বিধেয়ক' অন্বয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেও 'জীবদভিন্ন পিতা যদীয়' এইরূপ অন্বয়বোধে সাকাঙ্ক্ষ হইবে।

বিবৃতি

'অস্য বহুব্রীহে'রিত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা "অস্যৈকং প্রথমান্তং সৎ" ইত্যাদি কারিকার বিবরণ প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'আরূঢ়ো বানরো যস্য বৃক্ষম্' এই সকল বাক্যের বিগ্রহত্ব ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার বলেন, বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত একটি নাম প্রথমান্ত হইতে হইবে এবং উক্ত সমাসের অন্তর্গত অপরাপর নাম সমূহের সহিত বর্তমান যে ভেদার্থক 'সুবন্ত' 'যৎ' পদ, তাহার সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইবে, উক্ত বাক্যেরই বিগ্রহত্ব স্বীকৃত হইবে। সুতরাং 'আরূঢ়ো বানরো যস্য বৃক্ষম্' এইস্থলে গ্রামবোধক সুবন্ত যৎপদার্থের বৃক্ষপদার্থে অন্বিত হওয়ায় দ্বিতীয়ান্ত বৃক্ষপদটিই উক্ত সুবন্ত যৎপদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় উক্ত বিগ্রহবাক্য অনুসারে বহুব্রীহি সমাস হইবে না। 'আরূঢ়ো বানরো যঃ' এইরূপ সুপ্ প্রত্যয়ান্ত যৎ পদঘটিত বাক্যও বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে না, কারণ উক্ত বাক্যের অন্তর্গত যৎ পদটি প্রথমান্ত হওয়ায় ভেদার্থক সুবন্ত নহে। অতএব উক্ত বাক্য বিগ্রহবাক্য হইতে পারিবে না। তাদৃশ বাক্যার্থে বহুব্রীহি সমাসও সম্ভবপর নহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, 'পতিতস্য ধনং যস্য' এবং 'দণ্ডাদ্ ঘটো যস্মাৎ' এই সকল বাক্যের অন্তর্গত প্রথমান্ত ধনপদ এবং ঘটপদ যথাক্রমে 'যস্য' এবং 'যস্মাৎ' এই ভেদার্থক সুবন্ত পদের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বাক্যার্থে বহুব্রীহি সমাস হইবে না কেন? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন সমানার্থক সুপ্ বিভক্তিদ্বয়কে অন্তর্ভাব করিয়া বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে না। কেন হইবে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন 'সম্প্রদায় বিরোধাৎ।' গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, কোন সম্প্রদায় সমানার্থক সুপ্ প্রত্যয়ান্ত পদদ্বয়ঘটিত বহুব্রীহিসমাসের বিগ্রহবাক্য যেহেতু স্বীকার করেন না, অতএব 'অস্যৈকং প্রথমান্তম্' এই কারিকোক্ত বিগ্রহবাক্যের লক্ষণে 'প্রথমান্ত সমানার্থক সুবন্ত পদদ্বয়াঘটিতত্বে সতি' এইরূপ নিবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়ে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইবে।

গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন, সহার্থক তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত পদঘটিত 'ঘটেন পটো যত্র' ইত্যাদি বাক্যেও বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহবাক্য স্বীকৃত হইবে না। এখানেও পূর্বের ন্যায়

সম্প্রদায় বিরোধই যুক্তিরূপে গৃহীত হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহলক্ষণের যে 'সুবন্তৈরিতরৈঃ সহ' বলা হইয়াছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? কেননা, 'অঘটো দেশঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'ন ঘটো যত্র' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য সর্ববাদি সম্মত অথচ উক্ত বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত 'নঞ্' নিপাতটি নাম নহে বলিয়া সুবন্ত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত বাক্যে বিগ্রহ লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন 'সুবন্তৈরিতি তু সম্ভবাভিপ্রায়ম্'। যেখানে ইতর নাম সমূহের সহিত প্রথমান্ত নামটি সাকাঙ্ক্ষ হইবে, তাদৃশ বাক্যস্থলেই ইতর নাম সমূহের সুপ্ বিভক্ত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অন্যত্র নহে।

সপুত্র ইত্যাদি বহুব্রীহিসমাসস্থলে কিরূপ বিগ্রহবাক্য হইবে তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন 'সহ পুত্রো যেন ইত্যাদিরেব'। এই 'এব' কারের দ্বারা 'পুত্রেণ সহ' ইত্যাদি বাক্য ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। 'পুত্রেণ সহ' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য স্বীকৃত হইলে দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন 'অন্য পদার্থপ্রাপ্তেঃ' অর্থাৎ 'সপুত্রঃ' এখানে 'সহপুত্রো যেন' এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকার না করিয়া যদি পুত্রেণ সহ এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত সুবন্ত যৎ পদটি এখানে নিরাকাঙ্ক্ষ হইবে, ফলে অন্য পদার্থ অজ্ঞাত হওয়ায় উক্তবাক্য বিগ্রহবাক্যরূপে গণ্য হইতে পারে না। 'সহপুত্রো যেন' এই বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত 'সহ' শব্দের দ্বারা একক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ সাহিত্যের বোধক হওয়ায় পুত্র কর্তৃক সমানজাতীয় ক্রিয়ার সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে পিতার বোধ হইবে।

একক্রিয়ান্বয়িত্বরূপ সামানাধিকরণ্যার্থক 'সহ' পদ ঘটিত বিগ্রহবাক্যে লক্ষণ সমন্বয় করিয়া সামানাধিকণ্যাতিরিক্তার্থক 'সহ' পদঘটিত বিগ্রহবাক্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'সঘটো দেশ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'সঘটো দেশ' এই বহুব্রীহি সমাসস্থলীয় 'সহ ঘটো যেন' এই বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত 'সহ' শব্দের অর্থ ভূতলাদি প্রদেশে ঘটের সংযোগরূপ বৈশিষ্ট্য মাত্র স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বের ন্যায় সামানাধিকারণ্যমাত্র 'সহ' শব্দের অর্থস্বীকৃত হইলে অন্যপদার্থ যে দেশ তাহাতে ঘটপদার্থের একাধিকরণ বৃত্তিত্বরূপ সামানাধিকরণ্য বাধিত হওয়ায় তাদৃশার্থ গৃহীত হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'ঘটে দেশস্য তদ্বাধাৎ'।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থবিশেষ্যক শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদার্থবিধেয়ক অন্বয় বোধ অঙ্গীকৃত না হওয়ার ফলে 'জীবৎ পিতৃক' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস স্থলীয় 'জীবন্ পিতা যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'জীবন্ পিতা যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত শতৃপ্রত্যয়ান্ত 'জীবৎ' পদার্থটি উদ্দেশ্যতার অবচ্ছেদকরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় উদ্দেশীভূত পিতার অংশে জীবৎ বিধেয়ক অন্বয়বোধের প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেও 'জীবদভিন্ন পিতা যদীয়' এইরূপ 'জীবৎ' পদার্থটি উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় অন্বয়বোধের প্রতি নিরাকাঙ্ক্ষ হইবে না।

मूलम्

इदन्तु बोध्यम्—यत्र विग्रहवाक्ये सुबन्तयदः क्रियासाकाङ्क्षत्वसम्भवस्तत्र तदर्थान्वितक्रियागर्भित एवार्थे विना बाधकं बहुव्रीहिर्व्युत्पन्नः, तेन गन्तव्यो ग्रामो यस्येति विग्रहे गन्तव्यग्रामचैत्र इत्यादितः स्वकर्तृकगतिकर्मग्राम सम्बन्धित्वेनैव चैत्रादेरौत्सर्गिको बोधः; कदाचित्तु—तात्पर्यादिवशाद्गन्तव्याभिन्नस्वकीय ग्रामसम्बन्धित्वेन। यत्र तु यदस्तु साकाङ्क्षत्वासम्भवस्तत्र विशेषविध्यसत्त्वे यन्नामार्थमुख्य विशेष्यको विग्रहवाक्यादिबोधः सुबन्तयदर्थान्विततन्नामार्थगर्भित एवार्थे, अतएव धनी दासो यस्येत्यर्थे यदोयधनवान् दासस्तस्य 'धनिदासकोऽयमि'त्यादितो नावगमः, किन्तु धनवत्स्वदास सम्बन्धिन एव! चन्द्रश्चूडायां यस्येत्यादिकन्तु विग्रहो न यदीयश्चन्द्रश्चूडायामित्यर्थकः, किन्तु यदीयचूडायां चन्द्र इत्यर्थकस्तादृशार्थ एव सप्तम्यन्तेनेन्द्वादेर्विशेषतो बहुव्रीहिविधानात्, तेन 'चन्द्रचूड़ः शिव' इत्यादौ स्वचूड़ावृत्तिचन्द्रसम्बन्धित्वेन तस्य गगनादेर्वा बोधः। ससम्बन्धिकपदार्थस्य विशेषणत्वस्थले तु सुबन्तयदर्थान्वितेन तादृशपदस्यार्थेन गर्भितेऽपि, अतएव "चैत्रः पुत्रकृतोत्कर्ष" इत्यादौ स्वपुत्रकृतोत्कर्षवानेव चैत्रादिः प्रतीयते, न तु अन्यदीयपुत्रकृतोत्कर्षाश्रयः॥

অনুবাদ

এখন বিবেচ্য এই যে, যে বিগ্রহবাক্যে সুবন্ত 'যৎ' পদটি ক্রিয়া সাকাঙ্ক্ষ সম্ভব হইবে, সেই বিগ্রহবাক্য স্থলে কোনরূপ বাধক না থাকিলে তাদৃশ যৎ পদার্থান্বিত ক্রিয়াগর্ভিত বাক্যার্থের বহুব্রীহিসমাস ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইবে। তাহার ফলে 'গন্তব্যো গ্রামো যস্য' এই বিগ্রহস্থলে 'গন্তব্য গ্রামশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হইতে সকর্তৃক গতি ক্রিয়া কর্মত্ববিশিষ্ট যে গ্রাম তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদিগোচর সামান্যতঃ বোধ হইবে। আবার কোন সময়ে তাৎপর্য বিশেষ থাকিলে গন্তব্যাভিন্ন যে স্বকীয় গ্রাম তৎ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারেও (চৈত্রাদিগোচর)

বোধ হইবে। আবার যেখানে সুবন্ত যৎ পদটি ক্রিয়া সাকাঙ্ক্ষ নহে সেখানে কিন্তু বিশেষ বিধি না থাকার ফলে বিগ্রহবাক্য হইতে যে নামার্থ লক্ষ্য বিশেষ্যক বোধ (উৎপন্ন হইবে) সুবন্ত যৎ পদার্থের সহিত অন্বিত সেই নামার্থগর্ভিত বিগ্রহবাক্যের অর্থেই (বহুব্রীহি সমাস হইবে)।

কিন্তু, ধনবিশিষ্ট স্বকীয় দাসসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে সম্বন্ধি বিষয়ক বোধই (উৎপন্ন হইবে)। 'চন্দ্রশ্চূড়ায়াং যস্য' ইত্যাদি বিগ্রহবাক্য কিন্তু যদীয় চন্দ্রচূড়াবৃত্তি এইরূপ অর্থের বোধ হইবে না, পরন্তু 'যদীয় চূড়াবৃত্তিচন্দ্রঃ' এইরূপ অর্থেরই বোধক হইবে এবং তাদৃশ অর্থেই সপ্তমীবিভক্ত্যন্তের সহিত চন্দ্র প্রভৃতির বহুব্রীহি সমাস বিহিত থাকায় 'চন্দ্রচূড় শিবঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস স্থলে স্বকীয় চূড়াবৃত্তি চন্দ্র সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে শিববিষয়ক বোধ হইবে। পরন্তু চূড়াবৃত্তি স্বকীয় চন্দ্র সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে শিবের অথবা গগনাদির বোধ হইবে না।

(আবার) যেখানে সম্বন্ধিক পদার্থ যৎ পদার্থাংশে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হইবে, সেই স্থলে সুবন্ত যৎপদার্থান্বিত তাদৃশ (সসম্বন্ধিক) পদার্থের দ্বারা গর্ভিত অর্থেই বহুব্রীহি সমাস হইবে। অতএব, 'চৈত্রঃ পুত্রকৃতোৎকর্ষঃ" এই সকল স্থলে স্বকীয় পুত্রকৃত উৎকর্ষ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদিগোচর প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যদীয় পুত্রকৃতোৎকর্ষ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদিগোচর অন্বয়বোধ হইবে না।

বিবৃতি

'গন্তব্যগ্রামশ্চৈত্রঃ' এই বহুব্রীহিস্থলীয় বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত সুবন্ত যৎপদটির সহিত গত্যর্থক গমধাতুর আকাঙ্ক্ষা থাকিলে উক্ত বহুব্রীহি সমাস হইতে কিরূপ শাব্দবোধ হইবে; —আবার কোনরূপ বাধকবশতঃ যদি উক্ত গতিক্রিয়াবোধক পদের সহিত বিগ্রহবাক্য না হয় তাহা হইলেই বা উক্ত বহুব্রীহি সমাস হইতে কিরূপ শাব্দবোধ হইবে—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য 'ইদন্তু চিন্ত্যতে' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'বিনা বাধকম্' অর্থাৎ বাধক না থাকিলে এই অংশের সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য 'কদাচিত্তু' —ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, সুবন্ত যৎপদটি যদি 'এবং' প্রত্যয়ান্ত গতিক্রিয়ার্থক গমধাতুর সহিত সাকাঙ্ক্ষ না হয়, তাহা হইলে তাৎপর্য-জ্ঞানাদি হইতে অভেদ সম্বন্ধে গন্তব্য পদার্থটি গ্রাম পদার্থে অন্বিত হইয়া স্বকীয় তাদৃশ গ্রামসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে 'গন্তব্যগ্রামশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হইতে বোধ হইবে। আবার যেখানে যৎপদার্থটি কোন ক্রিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইবেনা তাদৃশ স্থলে কোনরূপ বিশেষ বিধি যদি না থাকে, তাহা হইলে বিগ্রহবাক্য হইতে যে নামার্থক মুখ্যবিশেষ্যক বোধ

উৎপন্ন হইবে, সুবন্ত যৎপদার্থান্বিত সেই নামার্থ-ঘটিত বিগ্রহবাক্যের অর্থেই বহুব্রীহি সমাস স্বীকৃত হইবে। যৎপদার্থ কোন্‌স্থলে ক্রিয়াসাকাঙ্ক্ষ নহে—তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদিগ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, 'ধনিদাসকোঽয়ম্' এই সকল বহুব্রীহি সমাস হইতে ধনী যে স্বকীয় দাস (ভৃত্য) তৎ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইবে। কিন্তু স্বকীয় ধনবিশিষ্ট যে দাস তদ্‌বিষয়ক বোধ হইবে না। বিধি না থাকিলে এই অংশের সার্থকতা প্রদর্শন করিবার জন্য 'তেন' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন, অর্থাৎ 'চন্দ্রচূড়শিবঃ' এই সকল বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'চন্দ্রশ্চূড়ায়াং যস্য' বিগ্রহবাক্যটি 'যদীয় চন্দ্র চূড়াতে বিদ্যমান' এইরূপ অর্থের বোধক নহে, পরন্তু 'যদীয় চূড়াবৃত্তি চন্দ্র' এইরূপ অর্থেরই বোধক হইবে এবং তাদৃশ বিগ্রহবাক্যার্থেই সপ্তম্যন্ত চূড়াপদের সহিত চন্দ্রপদের বহুব্রীহি সমাস বিহিত হওয়ায় 'চন্দ্রচূড় শিবঃ' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বকীয় চূড়াবৃত্তি যে চন্দ্রমা তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বহুব্রীহি সমাসলভ্য অন্যপদার্থ যে শিব, তাহার বোধ উৎপন্ন হইবে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে, চূড়াবৃত্তি স্বকীয় চন্দ্রসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বোধ হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, 'গগনাদের্বা ইতি'। তাৎপর্য এইযে 'চন্দ্রচূড়' ইত্যাদি সমস্তবাক্য হইতে কোনক্রমেই প্রথমান্ত গগনপদার্থের বোধ উৎপন্ন হয় না। ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। যদি চূড়ার সহিত অন্য পদার্থের অন্বয় স্বীকার না করিয়া চন্দ্র পদার্থের সহিত অন্বয় স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে অনুভব বিরুদ্ধ হইলেও চূড়াবৃত্তি স্বকীয় চন্দ্র সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে গগনাদির বোধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অতএব বহুব্রীহিলভ্য অন্য পদার্থের চূড়াতে অন্বয় স্বীকার করিয়া স্বকীয় চূড়াবৃত্তি চন্দ্র সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে শিব বিষয়ক বোধের উপপাদন করিতে হইবে।

স্বসম্বন্ধিক পদার্থ যেখানে বিশেষণ হইবে, অর্থাৎ নিয়ত প্রতিযোগী সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ যে বহুব্রীহি সমাসস্থলে বিশেষণ হইবে, তাদৃশস্থলে সুবন্ত যৎপদার্থের দ্বারা অন্বিত উক্ত স্বসম্বন্ধিক পদের যে অর্থ তদ্‌গর্ভিত বিগ্রহবাক্যার্থ বোধে অনুকূল বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিতে হইবে। 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে তাদৃশার্থে বহুব্রীহি সমাসপ্রদর্শন করিবার জন্য 'চৈত্রঃ পুত্রকৃতোৎকর্ষঃ' এই বহুব্রীহি সমাস হইতে স্বকীয় পুত্রকৃত উৎকর্ষ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদিগোচর বোধই উৎপন্ন হইবে, পরন্তু পুরুষান্তরীয় পুত্রকৃতোৎকর্ষ সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে চৈত্রাদির অবগতি হইবে না—ইহাই তাৎপর্য।

মূলম্

बहुव्रीहिं विभजते

तदतद्गुणसंविज्ञानौ द्वौ भेदौ तदादिमः ।

विग्रहस्य विशेष्यो यस्तद्विशेष्यकबोधकृत् ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ

বহুব্রীহি সমাসের বিভাগ করিতেছেন—

তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ভেদে বহুব্রীহি সমাস দ্বিবিধ। উক্ত দ্বিবিধ বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে বিগ্রহবাক্যে বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান যে পদার্থ তদ্‌বিশেষ্যক বোধজনক বহুব্রীহি সমাস (আদিম) অর্থাৎ তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে।

বিবৃতি

পূর্ব পূর্ব কারিকার মাধ্যমে বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ এবং লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া বহুব্রীহি সমাসের বিভাগ নিরূপণের ভূমিকা রচনা করিতেছেন 'বহুব্রীহিং বিভজতে'—তদ৹দ্‌গুণসংবিজ্ঞানৌ' এখানে তচ্চ অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানশ্চ—তৌ 'তদতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানৌ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে উক্ত বাক্যটি তৎপদ সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় উক্ত আকাঙ্ক্ষা বলে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানের বোধক হইবে। তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান শব্দটির অর্থ পর্যালোচনাক্রমে উক্ত বহুব্রাহিসমাসের লক্ষণ করিবার জন্য 'বিগ্রহস্য বিশেষ্যো' ইত্যাদি কারিকার দ্বিতীয়ার্ধের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে বহুব্রীহি সমাসের বিগ্রহবাক্যে বিশেষ্য বিধয়া ভাসমান পদার্থটি বহুব্রীহি সমাস হইলেও বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইবে তাদৃশ বিশেষ্য বোধক বহুব্রীহি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি নামে অভিহিত হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'পটস্বরূপঃ প্রমেয়ঃ' এই বহুব্রীহি সমাসটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্থলে 'পটঃ স্বরূপো যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্যে পট পদটি যেরূপ বিশেষ্যপদ হইয়াছে 'পটস্বরূপঃ প্রমেয়ঃ' এই বহুব্রীহি সমাসস্থলেও প্রমেয়ত্ব পুরস্কারে পট পদার্থই বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত পটবিশেষ্যক প্রতীতির জনকরূপে 'পটস্বরূপঃ প্রমেয়ঃ' এই বহুব্রীহি সমাস তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে। তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানভিন্ন যে বহুব্রীহি তাহাই হইবে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। দৃষ্টান্তস্বরূপে 'আরূঢ়ো বানরো যমি'ত্যাদি অর্থে 'আরূঢ়ো বানরো বৃক্ষঃ' এবং 'দৃষ্টং সাগরং যেন' এইরূপ অর্থে 'দৃষ্টসাগরমানয়' এই বহুব্রীহিকে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকারও পরবর্তীগ্রন্থে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির এই উদাহরণ গ্রহণ করিবেন।

মূলম্

तद्‌गुणसंविज्ञानोऽतद्‌गुणसंविज्ञानश्च बहुव्रीहेर्द्वौ भेदौ। तत्र विग्रह-वाक्यस्य विशेष्यविधया प्रत्याय्यो योऽर्थस्तद्विशेष्यकबोधकृद्बहुव्रीहिः

तयोरादिमस्तद्गुणसंविज्ञानः, तस्य स्वार्थं गुणीभूतस्य सम्यग्विशेष्यविधया विज्ञानं यस्मादिति व्युत्पत्त्या सान्वयसंज्ञाकत्वात्, तद्भिन्नश्चातद्गुण-संविज्ञानश्चरम इत्यर्थाद्गम्यते। 'घटस्वरूपः पदार्थः' इत्यादितो हि घटत्व-स्वरूपं यस्येति विग्रहस्थले स्वस्वरूपाभिन्नघटसम्बन्धित्वेन घटाभिन्नस्वस्वरूप-सम्बन्धित्वेन वा विग्रहविशेष्यं कलसमेव विशेष्यविधया बोध्यते। घटस्य स्वरूपं यस्मादिति विग्रहे च विग्रहस्य यद्विशेष्यं ततोऽन्यदेव स्वजन्यस्वरूपाभिन्नघटसम्बन्धित्वेन। 'कुटादिर्गण' इत्यादिरपि कुट आदिर्यस्येति व्युत्पत्त्या कुटाभिन्नस्य स्वधर्मिक व्यवस्थाधर्मिणः सम्बन्धित्वेन धात्वन्तरमिव कुटमपि बोधयंस्तद्गुणसंविज्ञान एव बहुव्रीहिः ॥ ४५ ॥

অনুবাদ

তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানভেদে বহুব্রীহি সমাস দ্বিবিধ। উক্ত দ্বিবিধ বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য বোধক পদের দ্বারা প্রতীয়মান যে পদার্থ তদ্‌বিশেষ্যক বোধজনক বহুব্রীহি উক্ত দ্বিবিধ বহুব্রীহি মধ্যে আদিম অর্থাৎ তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। তাহার অর্থাৎ স্বকীয় অর্থে গুণীভূত সম্যক অর্থাৎ যথাযথ (বিশেষ্যবিধয়া) বিশেষ্যরূপে বিজ্ঞান যাহা হইতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান শব্দটি অন্বর্থসংজ্ঞাশব্দ বুঝিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইতে অতিরিক্ত বহুব্রীহি 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি' নামে অভিহিত হইবে। 'ঘটস্বরূপঃ পদার্থঃ' এই সকল বহুব্রীহি সমাস হইতে 'ঘটস্বরূপং যস্য' এইরূপ বিগ্রহস্থলে নিজের স্বরূপ হইতে অভিন্ন যে ঘট তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে অথবা ঘটাভিন্ন যে স্বকীয় স্বরূপ তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে বিগ্রহবাক্যার্থের অন্তর্গত বিশেষ্য কলসপদার্থই বিশেষ্যরূপে বোধের বিষয় হইয়া থাকে। 'ঘটস্য স্বরূপং যস্মাৎ' অর্থাৎ ঘটস্বরূপ হইয়াছে যাহার এই বিগ্রহস্থলে কিন্তু বিগ্রহবাক্যার্থের অন্তর্গত যে বিশেষ্য তদ্‌ভিন্ন পদার্থই স্বজনিতস্বরূপাভিন্ন ঘটসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে দণ্ডাদি বোধ বিষয় হইবে। 'কুটাদির্গণ' এই সকল বহুব্রীহিস্থলে 'কুট আদি র্যস্য' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কুটাভিন্ন স্বধর্মিক যে ব্যবস্থাধর্মী তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে অপরাপর ধাতুর ন্যায়

কুট ধাতুবিষয়ক বোধজনক হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহি সমাসও তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে।

বিবৃতি

বহুব্রীহি সমাসের দুটি ভেদ প্রদর্শন করিবার জন্য বিবরণ গ্রন্থে "তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানোঽতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানৌ" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। যদিও কারিকায় 'তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান' উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি কারিকাস্থ "তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানৌ" এই সমস্ত বাক্যের অন্তর্গত প্রথমোক্ত তৎপদটি গুণসংবিজ্ঞান গণের সহিত সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় উক্ত 'তৎ' পদের দ্বারা তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি গৃহীত হইবে। কারিকোক্ত "তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানৌ" এই অংশের ব্যুৎপত্তি উক্ত কারিকার বিবৃতিতে বলা হইয়াছে। কেবলমাত্র এখানেই যে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নহে, ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থেও সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ' এই কারিকার অন্তর্গত অভাবপদের সহিত সংসর্গগণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানমূলে উক্ত অন্যোন্যাভাবের একদেশ অভাবপদার্থের সহিত সংসর্গপদার্থের অন্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত স্থলের ন্যায় তদতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানৌ এই স্থলে সাকাঙ্ক্ষত্বনিবন্ধন অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানের একদেশ গুণসংবিজ্ঞানের সহিত উক্ত তৎপদার্থের অন্বয় স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত সমস্ত বাক্য হইতে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান এবং অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান এতদ্‌দ্বিবিধ বহুব্রীহি সমাস পাওয়া যায়। 'বিগ্রহবাক্যস্য' এই অংশের দ্বারা কারিকাস্থ 'বিগ্রহস্য' এই অংশটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইবে বিগ্রহবাক্যের যে বিশেষ্য হইবে কারিকার বা বিবরণের এই উক্তি কি করিয়া সম্ভবপর হইবে, কারণ বাক্য নিরূপিত বিশেষ্যতা কুত্রাপি স্বীকৃত নহে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে 'বিগ্রহবাক্যস্য যো বিশেষ্যঃ' এইস্থলে বিগ্রহবাক্যার্থগোচর বোধের যে বিশেষ্য এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থগোচর প্রতীতিকে দ্বার করিয়াই বিগ্রহবাক্যের বিশেষ্যতার কথা বলা হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার কারিকাস্থ বিশেষ্যপদটির বিশেষ্যবিধয়া প্রতীয়মানরূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যাদৃশ বহুব্রীহি সমাসস্থলে বিগ্রহবাক্যার্থের ঘটক যে পদার্থটি বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হইবে তৎ পদার্থবিশেষ্যক বোধজনক যে বহুব্রীহি সমাস তাহা উক্ত দ্বিবিধ বহুব্রীহি সমাসের মধ্যে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি নামে অভিহিত হইবে। উক্ত তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির লক্ষণটি যে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান পদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে অবগত হওয়া যায় তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য 'তস্য' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'তস্য' এই তৎপদের দ্বারা বুদ্ধিস্থ তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানকে গ্রহণ করিতে হইবে। 'স্বার্থগুণীভূতস্য' এখানে স্বপদের দ্বারা বহুব্রীহি সমাস গৃহীত হইবে। 'স্বার্থগুণীভূতস্য' এই অংশের দ্বারা তদ্‌গুণপদটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'সম্যগ্‌বিশেষ্য বিধয়া বিজ্ঞানম্' এই অংশটির দ্বারা সংবিজ্ঞান পদটি বিবৃত হইয়াছে। এখন

স্বযোগ্য যে বিগ্রহবাক্য তৎপ্রযোজ্য বোধীয় মুখ্যবিশেষ্যক বোধজনক বহুব্রীহি সমাসত্বকে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে, এতাদৃশ বহুব্রীহিসমাসভিন্ন বহুব্রীহিসমাসত্বই হইবে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসের লক্ষণ। উক্ত তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য "ঘটঃ স্বরূপঃ পদার্থঃ" ইত্যাদিগ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। যেহেতু এই অর্থে প্রযুক্ত 'হি' শব্দটির অর্থ অগ্রিম 'বোধ্যতে' এই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইবে।

'ঘটঃ স্বরূপং যস্য' এখানে ঘটপদটি বিধেয় বোধক, স্বরূপ পদটি উদ্দেশ্য বোধক, উদ্দেশ্য বিধেয় ভাবস্থলে উদ্দেশ্যবাচক পদটি যে নিয়মতঃ বিধেয় বাচক পদের পরে উল্লিখিত হইবে এইরূপ নিয়ম না থাকায় 'ঘটাভিন্নস্বরূপসম্বন্ধিত্বেন বা' এই রূপ প্রকারান্তরে বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহিতে উক্ত লক্ষণের অলক্ষ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য 'ঘটঃ স্বরূপং যস্মাৎ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই 'ঘটঃ স্বরূপং যস্মাৎ' এইরূপ বিগ্রহবাক্যের অন্তর্গত স্বরূপপদটি বিশেষ্যপদ হইলেও উক্ত বিগ্রহবাক্য হইতে উৎপন্ন—'ঘটস্বরূপো দণ্ড' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসার্থ গোচর বোধে কিন্তু, অন্যপদার্থরূপে দণ্ডাদি বিশেষ্যরূপে ভাসমান হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহি সমাসে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। উক্ত লক্ষণে মুখ্য বিশেষ্যত্ব নিবেশ না করিয়া কেবল বিশেষ্যত্ব মাত্র নিবেশ করিলেও ঘটত্বাংশে ঘটাদি বিশেষ্য হওয়ায় উক্ত সমাসে অতিব্যাপ্তি হইবে, অতএব উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য বিশেষ্যাংশে মুখ্যত্ব নিবেশ করা হইয়াছে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে 'কুটাদির্গণঃ' এই তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসস্থলে কুট শব্দটি বহুব্রীহি সমাসার্থ বোধীয় বিশেষ্যাংশে বিশেষণ হওয়ায় মুখ্য বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইবেনা। সুতরাং 'কুটাদির্গণঃ' এই তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসে উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'কুটাদির্গণঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'কুটাদির্গণঃ' এই বহুব্রীহিসমাসস্থলে 'কুট আদির্যস্য' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে আদি পদটি অজহৎস্বার্থ লক্ষণার দ্বারা ব্যবস্থাধর্মী। এখানে ব্যবস্থা শব্দটি জ্ঞানবিশেষের বোধক। উক্ত ধর্মীতে কুট পদার্থের অভেদসম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় কুটাভিন্ন যে স্বধর্মিক জ্ঞানধর্মী তৎসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে যেরূপ কুটাভিন্ন ধাতু গৃহীত হইবে তদ্রূপ কুট ধাতুও গৃহীত হওয়ায় কুটাদির্গণ এখানে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির পূর্বোক্ত লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

মূলম্

প্রাচাং মতেন তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহিমন্যথা নির্বক্তি
যঃ স্বার্থঘটকার্থস্য স্বার্থান্বয়িনি বোধনে
অনুকূলো বহুব্রীহিঃ স তয়োরথবাদিমঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ

প্রাচীন মতানুসারে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসের প্রকারান্তরে লক্ষণ বলিতেছেন—যে বহুব্রীহি (সমাস) স্বকীয় অর্থের অন্বয়ী পদার্থে নিজের অন্তর্গত পদার্থের অন্বয়বোধে অনুকূল হইবে, সেই বহুব্রীহি উক্ত দ্বিবিধ বহুব্রীহির মধ্যে আদিম অর্থাৎ তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি রূপে গণ্য হইবে।

বিবৃতি

গ্রন্থকার 'বিগ্রহস্থ বিশেষ্যো যঃ' ইত্যাদি পূর্ব কারিকাংশের দ্বারা যে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির লক্ষণ করিয়াছেন—প্রাচীন শাব্দিক সম্প্রদায় কিন্তু অন্যভাবে লক্ষণ বলেন। উক্ত প্রাচীন সম্প্রদায়সম্মত লক্ষণ বলিবার জন্য 'প্রাচাং মতেন' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভূমিকা রচনা করিতেছেন। কারিকার প্রথম পাদে 'যঃ' এই যৎ পদার্থটি দ্বিতীয় পাদস্থিত বহুব্রীহি পদার্থের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'স্বার্থঘটকার্থস্য' এখানে স্বার্থ পদের দ্বারা তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসলভ্যপদার্থ গৃহীত হইবে। ঘটকার্থ পদের দ্বারা বহুব্রীহি সমাস প্রতিপাদ্য পদার্থের বিশেষণ পদার্থ গৃহীত হইবে। 'স্বার্থান্বয়িনি' এখানে স্বপদের পূর্বোক্তরূপ অর্থই প্রতীয়মান হইবে। অনুকূল শব্দটির অর্থ জনকতাবচ্ছেদক। বহুব্রীহি সমাসের জ্ঞান বহুব্রীহি সমাসলভ্য অর্থবোধের জনক হওয়ায় বহুব্রীহি সমাস বিষয়রূপে জনকতার অবচ্ছেদক হইবে। লম্বকর্ণমানয় এই সকল তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'লম্বৌ কর্ণৌ যস্য তমানয়' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসলভ্য লম্ব কর্ণ বিশিষ্ট পদার্থটি যেরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে অন্বিত হইয়াছে তদ্রূপ বহুব্রীহি সমাসার্থের অন্তর্গত লম্বকর্ণ পদার্থটিও বিশেষ্যের অন্বয়ী কর্মত্ব পদার্থে অন্বিত হওয়ায় উক্ত অর্থে লম্বকর্ণমানয় এই স্থলে 'লম্বকর্ণম্' এই বহুব্রীহি সমাস তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক 'কুটাদির্গণঃ' ইত্যাদি তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি স্থলেও 'আদি' পদের কুটাভিন্ন স্বধর্মিক জ্ঞান সম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে অজহৎ স্বার্থলক্ষণা স্বীকৃত হওয়ায় লক্ষ্যতাবচ্ছেদক কুট প্রভৃতি বিশেষ্যের অন্বয়ী ধাত্বর্থের সহিত অন্বয় হওয়ায় কুটাদির্গণ এখানেও উক্তলক্ষণ সমন্বয় হইবে।

मूलम्

यो बहुव्रीहिः स्वार्थस्यान्वयिनि स्वार्थ घटकार्थस्यान्वय बोधने समर्थः स तयोस्तदतद्गुणसंविज्ञानयोरादिमः। लम्बकर्णमानय, हारग्रीवं पश्येत्यादौ हि बहुव्रीहिलम्बकर्णसम्बन्धिनः स्वग्रीवावृत्तिहारसम्बन्धिनश्च स्वार्थस्यान्वयिनि कर्मत्वादौ स्वार्थघटकीभूतस्य तादृशकर्णहारादेरपि व्युत्पत्तिवैचित्र्येणान्वयबंधने समर्थ इत्येवं विध एव तद्गुणसंविज्ञानस्तद्भिन्न एव चार्थादतद्गुणसंविज्ञानः यथा दृष्टसागरमानय इत्यादीतिप्राचां मतम्।

অনুবাদ

যে বহুব্রীহি সমাস স্বকীয় অর্থের অন্বয়ী পদার্থে স্বকীয় অর্থের ঘটক অর্থের অন্বয়বোধে স্বরূপযোগ্য হইবে সেই বহুব্রীহি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান এবং অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান এই দ্বিবিধ বহুব্রীহির প্রথমটি বুঝিতে হইবে। লম্বকর্ণমানয়, হারগ্রীবং পশ্য—এই সকলস্থলে বহুব্রীহি সমাস লম্বকর্ণ সম্বন্ধিরূপ এবং স্বকীয় গ্রীবাবৃত্তি হারসম্বন্ধিরূপ স্বকীয় অর্থের অন্বয়ী কর্মত্বাদি পদার্থে স্বকীয় অর্থের ঘটক তাদৃশ কর্ণ বা হারাদিরূপ ব্যুৎপত্তি বৈচিত্র্যবশতঃ অন্বয়বোধে সমর্থ হওয়ায় এই সকল সমাস তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহিরূপে গণ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন যে কোনও বহুব্রীহি সমাস অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে। যথা দৃষ্টসাগরমানয় ইত্যাদি—ইহাই প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত।

বিবৃতি

'যো বহুব্রীহিঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির প্রাচীন সম্মত লক্ষণ বিবৃত করিতেছেন। 'স্বার্থান্বয়িনি' এখানে 'স্ব' পদের দ্বারা বহুব্রীহি সমাস গৃহীত হইবে। 'অন্বয়ী' শব্দটি এখানে সম্বন্ধীর বোধক। 'ঘটক' শব্দটির বিশেষণরূপ অর্থগ্রহণ করিতে হইবে। 'সমর্থ' পদটি স্বরূপযোগ্য রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত আলোচনার ফলে যে বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা প্রতিপাদ্য পদার্থ যেখানে অন্বিত হইবে, সেই পদার্থটি হইবে বহুব্রীহি সমাসার্থের অন্বয়ী। উক্ত অন্বয়ী পদার্থে বহুব্রীহি সমাস প্রতিপাদ্য পদার্থের ঘটক কোন পদার্থ যদি অন্বিত হয় তাহা হইলে তাদৃশ অন্বয়বোধের যোগ্য যে যে বহুব্রীহি সমাস তাহাই হইবে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'লম্বকর্ণমানয়' এবং 'হারগ্রীবং পশ্য' এই দুইটি বহুব্রীহি সমাস গৃহীত হইয়াছে। 'লম্বকর্ণমানয়' এখানে লম্ব

স্বকীয় কর্ণসম্বন্ধিত্ব পুরস্কারে পশু বিশেষের বোধ হইয়া থাকে। উক্ত বহুব্রীহি প্রতিপাদ্য লম্বকর্ণ পশুর যেরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে অন্বয় হইবে, তদ্রূপ বহুব্রীহি প্রতিপাদ্য পদার্থের ঘটক লম্বকর্ণেরও অন্বয় হওয়ায় উক্ত বহুব্রীহি সমাস তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি হইবে। যদি বলা যায়, লম্বকর্ণ সম্বন্ধী পশু লম্বকর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র পশু কর্মত্বে অন্বয় কদাচ সম্ভবপর নহে। সুতরাং কর্ণের আনয়ন ব্যতীত তাদৃশ লম্বকর্ণ বিশিষ্ট পশুর আনয়ন সম্ভব হইবে না। এইজন্য 'হারগ্রীবং পশ্য' এই উদাহরণান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। এই স্থলীয় পুরুষের কিন্তু হার ব্যতীতও দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং পুরুষের ন্যায় হারেরও দর্শনক্রিয়াতে অন্বয়ের অনুরোধে দ্বিতীয় উদাহরণটি প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ একটি পদার্থে বিশেষণরূপে অন্বিত পদার্থ অপর পদার্থে বিশেষণরূপে অন্বিত হয় না ইহাই ব্যুৎপত্তি। সুতরাং 'পুরুষ' পদার্থে অন্বিত 'হার' পদার্থ দ্বিতীয়ার্থ কর্মত্বে তাদৃশপুরুষ পদার্থের ন্যায় অন্বয় হইতে পারে না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন, উক্ত ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া 'লম্বকর্ণ এবং হার' পদার্থেরও আনয়নক্রিয়ার কর্মত্বে বা দর্শন ক্রিয়ার কর্মত্বে অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস বিবৃত করিয়া অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি নিরূপণ করিবার জন্য 'তদ্-ভিন্ন এব' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ তদ্গুণসংবিজ্ঞানরূপ বহুব্রীহি সমাস অবগত হইলে তদ্‌ভিন্নত্বই হইবে অতদ্গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির লক্ষণ। এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন অর্থাৎ 'অতদ্গুণসংবিজ্ঞানঃ'। 'দৃষ্টসাগরমানয়' ইত্যাদি-স্থলে প্রাচীনমতে 'অতদ্গুণসংবিজ্ঞান' বহুব্রীহির উদাহরণ।

মূলম্

व्युत्पत्तिवैशद्यार्थमन्यथापि पुनर्विभजते—

स्वान्तर्निविष्टद्वित्र्यादिनामभिर्विग्रहात् पुनः।

बहुव्रीहिर्बहुविधो द्विपद-त्रिपदादिकः ॥ ४७ ॥

অনুবাদ

ব্যুৎপত্তি বিশেষের প্রয়োজনে প্রকারান্তরে বহুব্রীহি সমাসের বিভাগ করিতেছেন। বহুব্রীহি সমাসের অন্তর্গত নামদ্বয় বা নাম ত্রয়াদিঘটিত বিগ্রহবাক্য ভেদপ্রযুক্ত দ্বিপদ, ত্রিপদাদিভেদে বহুব্রীহি সমাস বহুবিধ হইবে।

বিবৃতি

আশঙ্কা হইতে পারে—পূর্বে যেভাবে বহুব্রীহি সমাসকে বিভক্ত করা হইয়াছে। তদনুসারে দ্বিপদ, ত্রিপদাদি বহুব্রীহি সমাস বিভক্ত না হওয়ায় দ্বিপদ, ত্রিপদাদি বহুব্রীহি সমাসের ব্যবহার হইতে পারে না। এইজন্য প্রকারান্তরে বিভাজকত্বজ্ঞাপক কারিকার অবতরণিকায় বলিতেছেন 'ব্যুৎপত্তি বৈশদ্যার্থম্,'—'স্বান্তর্নিবিষ্ট' এখানে স্বপদটি বহুব্রীহি সমাসের বোধক। 'দ্বিত্র্যাদি' এই আদি পদের দ্বারা চতুরাদি গৃহীত হইবে। 'বিগ্রহাৎ' এই পঞ্চম্যন্ত বিগ্রহপদের বিগ্রহবাক্য প্রযুক্তরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'দ্বিপদ-ত্রিপদাদিকঃ' এখানেও পদশব্দের দ্বারা নাম এবং আদি পদের দ্বারা চতুরাদিপদকে গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলম্

द्वि-त्रि-चतुरादिभिरेव स्वघटकनामभिर्विग्रहवशात् द्विपद-त्रिपद-चतुष्पदादिको बहुव्रीहिर्बोध्यः। चित्रा गौर्यस्येति विग्रहात् 'चित्रगुरित्यादौ द्विपदस्यैव', जरती चित्रा गौर्यस्य, महन्नीलमुत्पलं यत्रेत्यादि विग्रहात् 'जरती चित्रगुश्चैत्रो' 'महन्नीलोत्पला सरिदित्यादि' त्रिपदस्यापि बहुव्रीहेरावश्यकत्वात्, जरती चित्रगवो यस्य, महन्नीलोत्पलं यत्रेति, द्विपदविग्रहे जरतीशब्दे पुंवद्भावस्य महच्छब्दे चाकारस्य प्रसङ्गादुत्तरपदे तयोर्विधानात् समासान्त्यपदस्य चोत्तरपदत्वात्, एकत्र द्वयमिति न्यायेन गवि चित्रजरत्योरभेदानुभवस्योक्तरीत्या सम्पादयितुमशक्यत्वेन तदर्थमेव त्रिपदादि बहुव्रीहेरावश्यकत्वाच्च ॥

অনুবাদ

বহুব্রীহি সমাসের ঘটক নামদ্বয়, নাম ত্রয়, অথবা নাম চতুষ্টয় ঘটিত বিগ্রহবাক্য প্রযুক্ত দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি বহুব্রীহি সমাস বুঝিতে হইবে। 'চিত্রা গৌর্যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে যেরূপ 'চিত্রগুঃ' এই দ্বিপদ বহুব্রীহি স্বীকৃত হয় তদ্রূপ 'জরতী চিত্রা গৌর্যস্য (বৃদ্ধা বিচিত্র বর্ণের গো যাহার) 'মহন্নীলোৎপলম্ যত্র' (মহানীল উৎপল যেখানে) এই সকল বিগ্রহবাক্য 'জরতী চিত্রগুশ্চৈত্রঃ,' 'মহন্নীলোৎপলা সরিৎ' এই সকল স্থলে ত্রিপদ বহুব্রীহির ও

আবশ্যকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। 'জরতী চিত্রগবী যস্য,' 'মহন্নীলোৎপলং যত্র' এইরূপ দ্বিপদ বিগ্রহ স্বীকৃত হইলে জরতী শব্দে পুংবদ্‌ভাবের এবং মহৎশব্দে আকারের প্রসক্তি হইবে। সমাসান্ত পদরূপ উত্তরপদ পরে থাকিলে উক্ত পুংবদ্ভাবের বিধান রহিয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত স্থলদ্বয়ে দ্বিপদ বহুব্রীহি স্বীকৃত হইলে 'একত্রদ্বয়ম্' এই রীতি অনুসারে গো পদার্থে চিত্র ও জরতী পদার্থের অভেদানুভব উক্ত রীতি অনুসারে সম্পাদন করা যায় না। অতএব তাদৃশ বোধের অনুরোধে দ্বিপদ ত্রিপদাদি বহুব্রীহি স্বীকার করা আবশ্যক।

বিবৃতি

'দ্বিত্রিচতুরাদিভিরেব' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা 'স্বান্তর্নিবিষ্ট' ইত্যাদি কারিকার বিশদার্থ প্রদর্শন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, যে বহুব্রীহি সমাসস্থলে নিজের অন্তর্গত নামদ্বয় ঘটিত বিগ্রহবাক্য প্রযুক্ত বহুব্রীহি সমাস হইবে, উক্ত সমাস দ্বিপদ বহুব্রীহি হইবে। 'চিত্রা গৌর্যস্য' এইরূপ বিগ্রহবাক্য চিত্রা এবং গো এই দুইটি নাম গর্ভিত হওয়ায় উক্ত বিগ্রহবাক্য প্রযুক্ত 'চিত্রগুঃ' এই দ্বিপদ বহুব্রীহি সমাসরূপে গণ্য হইবে। 'জরতী চিত্রগুশ্চৈত্রঃ' এই বহুব্রীহি সমাসের প্রযোজক 'জরতী চিত্রা গৌর্যস্য' এই বিগ্রহবাক্য জরতী, চিত্রা এবং গো এই তিনটি নাম ঘটিত হওয়ায় উক্ত সমাস ত্রিপদ বহুব্রীহি হইবে।

যদি বলা যায় 'মত্তবহুমাতঙ্গং বনম্' ইত্যাদি বহুব্রীহি সমাসস্থলে 'বহবশ্চাসৌ মাতঙ্গাশ্চেতি' এইরূপ কর্মধারয় নিষ্পন্ন বহুমাতঙ্গপদের সহিত ('মত্তা বহুমাতঙ্গা যস্মিন্') এইরূপ বিগ্রহবাক্য অনুসারে 'মত্তবহুমাতঙ্গং বনম্' এই সমাসকে দ্বিপদ বহুব্রীহি সমাসে অন্তর্ভাব করা যাইতে পারে। সুতরাং ত্রিপদ চতুঃপদাদি বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, উক্তস্থলে দ্বিপদ বহুব্রীহি সমাস সম্ভবপর হইলেও 'জরতী চিত্রগুঃ' এবং 'মহন্নীলোৎপলা সরিৎ' ইত্যাদিস্থলে কিন্তু ত্রিপদ বহুব্রীহি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি উক্তস্থলে কর্মধারয় নিষ্পন্ন 'চিত্রগুঃ' পদের সহিত জরতী পদের এবং নীলোৎপলপদের সহিত মহৎপদের দ্বিপদ বহুব্রীহি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে উক্তসমাসের অন্তর্গত জরতী শব্দের পুংবদ্ভাব এবং মহৎশব্দের অন্তিম বর্ণস্থানে আকারের প্রসক্তি বশতঃ 'জরতীচিত্রগুঃ' 'মহানীলোৎপলম্' এইরূপ প্রয়োগের আপত্তি হইবে, কারণ, উত্তরপদ পরে থাকিলে 'ভাষিত পুংস্কং'[১] ইত্যাদি সূত্রানুসারে চিত্রাপদের আকারটি হ্রস্ব হইবে এবং 'আঙ্ মহতঃ'[২] ইত্যাদি সূত্রানুসারে মহৎ শব্দের অন্তিম বর্ণস্থানে আকারের প্রসক্ত হইবে। সুতরাং উক্ত প্রসক্তি বারণ করিবার জন্য 'জরতী চিত্রাগৌর্যস্য' এইরূপ বিগ্রহানুসারে 'জরতীচিত্রগুঃ' এই সমাসকে এবং 'মহৎ-নীলমুৎপলম্ যত্র' এইরূপ বিগ্রহানুসারে 'মহন্নীলোৎপলা সরিৎ' এই সমাসকে ত্রিপদবহুব্রীহি

১। কলাপ সূত্র
২। পাণিনি

সমাসরূপে স্বীকার করিতে হইবে। ইহার ফলে সমাসান্তপদরূপ উত্তর পদ পরে না থাকায় পূর্বোক্ত হ্রস্ববিধির বা আকার বিধির প্রসক্তি হইবে না। ত্রিপদ বহুব্রীহি স্বীকৃতির আরও একটি ফল দেখাইতেছেন। যদি ত্রিপদ বহুব্রীহি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'জরতী চিত্রগুঃ' এখানে গো পদার্থের জরতী পদার্থের ও চিত্রপদার্থের এবং 'মহন্নীলোৎপলা সরিৎ' এখানে উৎপলপদার্থে মহৎ পদার্থ এবং নীল পদার্থের 'একত্রদ্বয়মিতি রীত্যা' অভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইতে পারে না। অতএব উক্তস্থলে একত্রদ্বয়মিতি রীত্যা অন্বয়বোধের অনুরোধেও ত্রিপদাদিবহুব্রীহি অবশ্যই স্বীকার করা আবশ্যক।

॥ বহুব্রীহি সমাস সমাপ্ত ॥

मूलम्

द्वन्द्वं लक्षयति—

यद्यदर्थकयन्नामव्यूहो यद्यत् प्रकारके।
बोधे समर्थः स द्वन्द्वः समासस्तावदर्थकः ॥ ४८ ॥

অনুবাদ

দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ করিতেছেন—

যে যে অর্থের প্রতিপাদক যে নাম সমূহ যে যে অর্থপ্রকারক অন্বয়বোধের যোগ্য হইবে, সেই নাম সমূহ তৎ তৎ অর্থবোধের অনুকূল দ্বন্দ্ব সমাস হইবে।

বিবৃতি

বহুব্রীহি সমাস নিরূপণের পরে ক্রম প্রাপ্ত দ্বন্দ্ব সমাস নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ করিতেছেন।*

পাণিনি ব্যাকরণে 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' এই দ্বন্দ্ব বিধায়ক সূত্রের দ্বারা দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদার্থ প্রধান হইলেই দ্বন্দ্ব সমাস হইবে বলিয়াছেন এবং ইহার সাধকরূপে 'পদার্থানাং প্রধানত্বে ভবতি দ্বন্দ্ব সংখ্যকঃ' এই উদাহরণ দিয়াছেন।

---

*টিপ্পনী—যদিও বৈয়াকরণ এবং নৈয়ায়িক সম্প্রদায় নানাভাবে দ্বন্দ্ব সমাসের বিভিন্ন লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও আমাদের মনে হয় যে সমাসের অন্তর্গত পদসমূহ পরস্পর অসম্বদ্ধ পদার্থ সমূহের প্রতিপাদক হইবে, তাদৃশ পদসমূহ ঘটিত সমাসত্বই দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ করা যাইতে পারে।

মীমাংসকমতে অন্যান্য সমাসের ন্যায় দ্বন্দ্ব সমাসস্থলেও সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হয়। এই সাহিত্য শব্দের দ্বারা 'এক ক্রিয়ান্বয়িত্ব' অথবা 'বুদ্ধি বিশেষ বিষয়ত্ব' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবরণ গ্রন্থে এইমত উত্থাপন করিয়া গ্রন্থকার নিজেই খণ্ডন করিবেন।

मूलम्

यद्यदर्थोपस्थापकस्य क्रमिकयादृशनामस्तोमस्य निश्चयस्तत्तदर्थप्रकारकान्वयबोधं प्रति तत्त्वेन समर्थस्तादृशनामनिवह एव तावदर्थको द्वन्द्वसमासः। 'पाणिपादं वादय (धावय ?), धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ हि कर्मत्वाद्यंशे करचरणादिप्रकारकान्वयबोधं प्रत्यमादिधर्मिकः करचरणाद्युपस्थापकस्य पाणिपादादिक्रमिकनामस्तोमस्याव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन निश्चयः कारणम्, अतः पाणिपादादिसमुच्चयः करचरणादितत्तदर्थे द्वन्द्वः।

यत्तु—पाणिपादमित्यादौ समाहारद्वन्द्वे सर्वत्रोत्तरपदे पाणिपादादिसाहित्ये लक्षणा, अतएव नित्यं तत्रैकवचनं समाहारस्यैकत्वात्, पदान्तरन्तु तादृशलक्षणाया निरूढ़त्वसम्पादकं तथाविधसाहित्यस्य च स्वाश्रयनिष्ठत्वादिसम्बन्धेनैव द्वितीयाद्यर्थकर्मत्वादौ साकाङ्क्षत्वात् पाणिपादं वादयेत्यादेर्नायोग्यत्वम् इति प्राच्यैरुक्तम्।

অনুবাদ

যে যে অর্থের উপস্থাপক ক্রমিক যাদৃশ নামসমূহ বিষয়ক নিশ্চয় তৎ তৎ অর্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি তাদৃশ সমুদায়ত্ব পুরস্কারে যোগ্য হইবে, তাদৃশ নামসমুদায় তৎ তৎ অর্থবোধের অনুকূল দ্বন্দ্ব সমাস হইবে। 'পাণিপাদং বাদয়' 'ধবখদিরৌ ছিন্ধি' এইসকল স্থলে যেহেতু কর্মত্ব প্রভৃতিতে করচরণাদি প্রকারক এবং ধবখদির প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি অমাদি (বিভক্তি) ধর্মিক করচরণাদির এবং ধবখদিরাদির উপস্থাপক পাণিপাদে এবং ধবখদির ইত্যাদি ক্রমিক নামসমূহের অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয় কারণ। অতএব, পাণিপাদ সমুদায় করচরণাদিরূপ অর্থে এবং ধবখদির সমুদায় ধবখদিররূপ অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হইবে।

প্রাচীন শাব্দিকগণ বলেন 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে

সর্বত্র উত্তর পদে পাণিপাদ প্রভৃতির সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। অতএব সমাহার একত্ব নিবন্ধন উক্ত দ্বন্দ্ব সমাসের পরে নিত্য একবচন হইয়া থাকে। উত্তরপদভিন্ন অন্যান্য পদ কিন্তু তাদৃশ লক্ষণার নিরূঢ়ত্ব সম্পাদকরূপে গণ্য হইবে। তথাবিধ সাহিত্যও স্বাশ্রয়বৃত্তিত্বাদিসম্বন্ধেই দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্ব প্রভৃতিতে সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় 'পাণিপাদং বাদয়' (ইত্যাদিবাক্য) অযোগ্য হইবে না।

বিবৃতি

'যদ্ যদ্ অর্থোপস্থাপকস্য' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে 'যত্তদর্থক' ইত্যাদি কারিকাটির অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে 'যদ্ যদ্ অর্থ উপস্থাপকস্য' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা গ্রন্থকার দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণটি পরিষ্কার করিতেছেন। ইহার ফলে নিজের অন্তর্গত যে যে নামের দ্বারা উপস্থাপিত যে যে অর্থ প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি যাদৃশ আনুপূর্বীপ্রকারক নিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে কারণত্ব কল্পিত হইবে, তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট সমাসত্বই তৎ তৎ অর্থবিষয়ক বোধের অনুকূল পর্যবসিত দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ হইবে। 'পাণিপাদং বাদয়' এই সকল স্থলে 'পাণিপাদং' এই দ্বিতীয়ান্ত ভাগে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে সমাসত্ব নিবেশ করা হইয়াছে। লক্ষ্যে লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য 'পাণিপাদং বাদয়' ইত্যাদিগ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। সমাহার এবং ইতরেতর ভেদে দ্বন্দ্ব সমাস দ্বিবিধ। অতএব উভয়ত্র লক্ষণ সমন্বয় করিবার জন্য "পাণিপাদং বাদয়" এই সমাহার দ্বন্দ্ব ঘটিত বাক্যটি উল্লিখিত হইবার পরে 'ধবখদিরৌ ছিন্ধি' এই ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসঘটিত বাক্যান্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কর্মত্বাদ্যাংশে' এই আদি পদের দ্বারা করণত্ব, অধিকরণত্ব প্রভৃতি গৃহীত হইবে। 'করচরণাদি' এই আদি পদের দ্বারা সমাসান্তরীয় ধব-খদির প্রভৃতির পরিগ্রহ করিতে হইবে। সম্বন্ধান্তরে ধবখদিরাদিপদ প্রভৃতি ক্রমিক নামসমূহের 'অম্' প্রভৃতি দ্বিতীয়াদি বিভক্তি ধর্মিক তাদৃশ নিশ্চয় ধবখদিরাদি প্রকারক কর্মত্বাদি বিশেষ্যক অন্বয়-বোধের উপযোগী নহে। এই জন্য তাদৃশ নামসমূহগত প্রকারতার অবচ্ছেদক রূপে অব্যবহিতোত্তরত্ব রূপ সম্বন্ধটি নিবেশ করা হইয়াছে।

তাদৃশ কার্যকারণভাব ঘটিত দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ কল্পনার ফল প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ, যেহেতু 'পাণিপাদং' ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিতোত্তরত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ আনুপূর্ব্যবচ্ছিন্ন পাণিপাদ প্রকারক নিশ্চয় কর্মত্ব ধর্মিক করচরণপ্রকারক অন্বয়বোধের কারণ, অতএব করচরণাদিরূপ অর্থে পাণিপাদ প্রভৃতি সমুদায়ে সমাসের লক্ষণ সমন্বয় হইবে।

দ্বন্দ্বসমাসস্থলে সাহিত্যে লক্ষণাবাদী প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে 'যত্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত প্রাচীন মত উত্থাপন করিতেছেন। বাক্যে শক্তি না থাকায় শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হইতে পারে না, এই জন্য পাণিপাদম্

ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে সমাসের ঘটক পাদ পদের পাণিপাদসাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। কেন তাদৃশ সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য 'অতএব' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। অর্থাৎ যেহেতু সমাহার দ্বন্দ্বস্থলে পূর্বোক্ত সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে, অতএব সমাহার দ্বন্দ্বস্থলে সর্বত্র একবচন হইবে। কেন সর্বত্র একবচন হইবে ইহার উত্তরে বলিতেছেন সমাহার রূপ সাহিত্যে দ্বিত্বাদি সংখ্যা বাধিত হওয়ার ফলে সর্বত্রই একত্ব স্বীকৃত হইবে। ইহাঁরা আরও বলেন যদি সাহিত্যরূপ অর্থে লক্ষণা অঙ্গীকৃত না হয় তাহা হইলে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসের ন্যায় পাণিপাদম্ ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্বেও দ্বিবচন বহুবচন প্রভৃতির প্রসক্তি হইবে।

এখন প্রশ্ন হইবে যদি সমাহার দ্বন্দ্বের অন্তর্গত অন্তিম পদে লক্ষণা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে পাণি প্রভৃতি অন্যান্য পদ ব্যর্থ হইবে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন 'পদান্তরন্তু তাদৃশলক্ষণায়া নিরূঢ়ত্ব-সম্পাদকম্', অর্থাৎ পাণিপাদম্ ইত্যাদিস্থলে পাদ শব্দের যে পাণিপাদ সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে, উক্ত লক্ষণা যে আধুনিক লক্ষণা নহে পরন্তু নিরূঢ়লক্ষণা তাহার সম্পাদকত্বরূপেই পাণি প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব পদের সার্থকতা স্বীকৃত হইবে। আশঙ্কা হইতে পারে চিত্রগু প্রভৃতি স্থলে চিত্রাদি পদের যেরূপ তাৎপর্যগ্রাহকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এখানে পাণি প্রভৃতি পদের তাৎপর্যগ্রাহকত্ব স্বীকার না করিয়া লক্ষণার নিরূঢ়ত্ব-সম্পাদক বলা হইল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য—গ্রন্থকার এই গ্রন্থের শাব্দপ্রামাণ্য প্রকরণে তাৎপর্যজ্ঞানের কারণত্ব নিজে খণ্ডন করিয়াছেন এইজন্য পাণিপ্রভৃতি পদের তাৎপর্যগ্রাহকত্ব না বলিয়া নিরূঢ়ত্ব সম্পাদকত্ব বলিয়াছেন।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে উক্ত পাণিপাদ সাহিত্যরূপ লক্ষ্যার্থ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্মত্বে বাধিত হওয়ায় পাণিপাদম্ এই বাক্যটি অযোগ্য বাক্য হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার 'তথাবিধ সাহিত্যস্য চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে তথাবিধ সাহিত্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পাণিপাদগত হইলেও স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব রূপ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্মত্বে থাকায় উক্ত বাক্য অযোগ্য হইবে না। ইহাই প্রাচীন দিগের সিদ্ধান্ত।

মূলম্

তন্ন যুক্তম্, তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্বং বুদ্ধিবিশেষবিশেষ্যত্বং বা পাণিপাদয়োঃ সাহিত্যং তস্য চ নানাত্বসম্ভবেন তদ্গত দ্বিত্বাদি বোধার্থং সমাহারদ্বন্দ্বাদপি দ্বিবচনাদ্যাপত্তের্দুর্বারত্বাৎ। সাহিত্যস্য দ্বিত্ববহুত্বেঽপি

न समाहारद्वन्द्वस्य द्विवचनादि साकाङ्क्षत्वं तादृश द्विगोरिवेति चेत्, तर्हि पाणिपाद प्रभृतीनां नानात्वेऽपि न तदर्थकस्य द्वन्द्वस्य द्विवचनाद्याकाङ्क्षत्वमित्येव वक्तुमुचितं कृतं साहित्यमत्या। हस्त्यश्वं धनमित्यादेरयोग्यताया दुर्वारतापाताच्च नामार्थयोर्भेदान्वयस्याव्युत्पन्नत्वेन हस्तिनामश्वानाञ्च साहित्यस्य स्वाश्रयत्वादि सम्बन्धेन धनादावन्वयायोगात् तादृश साहित्ये धनादेरभेदविरहाच्च। समाहारपरिभाषा तु क्लीवलिङ्गत्वनित्यैकवचनत्वादिपदसंस्कारोपयोगितयैवोपपन्ना न द्वन्द्वस्यार्थव्यवस्थापिका। एतेन धवखदिरावित्यादावितरेतरद्वन्द्वेऽप्युत्तरपदे धवखदिरसाहित्याश्रये लक्षणा अन्यथा द्विवचनादेः प्रकृत्यर्थतावच्छेदकवत्येव पर्याप्तिसम्बन्धेन स्वार्थाद्वित्याद्यनुभावकत्वव्युत्पत्ते र्धवखदिरावित्यतो धवद्वयस्य च प्रतीत्यापत्तेरिति मीमांसकानाम्मतमप्यपास्तम्।

अनुবাদ

উক্ত মীমাংসকমত যুক্তিযুক্ত নহে (কারণ 'পাণিপাদম্' ইত্যাদিস্থলে) পাণিপাদ এতদুভয়ের সাহিত্য তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্ব অথবা বুদ্ধি বিশেষ্যত্বরূপ (স্বীকৃত হইবে)। উক্ত সাহিত্যগত নানাত্ব সম্ভবপর হওয়ায় তদ্‌গত দ্বিত্বাদি বোধের প্রয়োজনে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসের পরেও দ্বিবচনাদি বিভক্তির আপত্তি বারণ করা যায় না। (যদি বলা হয়) সাহিত্যগতদ্বিত্ববহুত্ব স্বীকৃত হইলেও সমাহার দ্বিগু সমাসের ন্যায় সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস দ্বিবচনাদি সাকাঙ্ক্ষ নহে। (প্রাচীনগণের) এই উক্তিও ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে পাণিপাদ প্রভৃতিগত নানাত্বকে গ্রহণ করিয়া তদর্থক দ্বন্দ্বসমাস দ্বিবচনাদি সাকাঙ্ক্ষ নহে, ইহাই বলা সমীচীন হইবে। অতএব সাহিত্যলক্ষণা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ হস্ত্যশ্বং ধনম্ ইত্যাদি বাক্যের অযোগ্যতা বারণ করা যায় না। কারণ নামার্থদ্বয় ভেদসম্বন্ধে অন্বয় অব্যুৎপন্ন বলিয়া হস্তিসমূহের ও অশ্ব সমূহের সাহিত্য স্বাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ধন প্রভৃতিতে অন্বিত হইতে পারে না, অভেদ সম্বন্ধেও অন্বয় হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ সাহিত্যে ধনাদির অভেদ থাকে না।

সমাহার পরিভাষা কিন্তু পদসংস্কারের অনুকূল ক্লীবলিঙ্গত্ব, নিত্যএকবচনত্ব, প্রভৃতির দ্বারা উপপন্ন হইবে, উক্ত পরিভাষা দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যবস্থাপিকা নহে।

মীমাংসক সম্প্রদায় যে বলেন, 'ধবখদিরাবিত্যাদি' ইতরেতর দ্বন্দ্বস্থলেও উক্ত সমাসের ঘটক উত্তরপদের ধবখদিরাদিগত সাহিত্যের আশ্রয়ে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে দ্বিবচন প্রভৃতি বিভক্তি, প্রকৃত্যর্থতার অবচ্ছেদক ধর্মের আশ্রয়েই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে স্বার্থদ্বিত্ব প্রভৃতির অন্বয় বোধক হইয়া থাকে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি থাকায় ধবখদিরৌ এই সকল ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাস হইতে ধবদ্বয়বিষয়ক প্রতীতির আপত্তি হইবে। এই (মীমাংসক) মতও বক্ষ্যমাণ দোষ নিবন্ধন নিরস্ত হইল।

বিবৃতি

'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে উত্তর পদের সাহিত্যে লক্ষণাবাদী প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত প্রদর্শন করিয়া 'তন্ন যুক্তম্' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উক্ত মত খণ্ডন করিতেছেন।

প্রাচীন সম্প্রদায় যে সমাহার দ্বন্দ্বের ঘটক উত্তর পদের সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার করেন। উক্ত সাহিত্য শব্দের বিশ্লেষণ করিলে দ্বিবিধ অর্থ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, একটি অর্থ হইবে 'তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্ব' অর্থাৎ একজাতীয় ক্রিয়াগত একজাতীয় সংসর্গ নিরূপকত্ব,[১] অপর অর্থ হইবে 'বুদ্ধিবিশেষ বিশেষ্যত্ব' অর্থাৎ 'অয়মেকঃ' 'অয়মেকঃ' এই আকারের নানা একত্ব প্রকারক যে বুদ্ধি তন্নিরূপিত বিশেষ্যত্ব সাহিত্যের স্বরূপ যদি এবংবিধ হয়, তাহা হইলে উক্ত সাহিত্য বিভিন্ন হওয়ার ফলে 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলেও দ্বিত্বাদি সংখ্যার বোধক দ্বিবচনাদি বিভক্তির প্রসক্তি বারণ করা যায় না। উক্ত আপত্তির পরিহার কল্পে যদি প্রাচীনগণ বলেন, আমাদের মতে সাহিত্য নানা হইলেও উক্ত সমাহার দ্বন্দ্বের পরে দ্বিত্বাদি বোধের অনুকূল দ্বিবচনাদি প্রসক্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ সমাহার দ্বিগুসমাস যে রূপ দ্বিত্বাদি বোধক দ্বিবচনাদির সাকাঙ্ক্ষ নহে তদ্রূপ সমাহার দ্বন্দ্ব ও ইতরেতর দ্বন্দ্বের ন্যায় দ্বিবচনাদি সাকাঙ্ক্ষ নহে।

প্রাচীনগণের এই বক্তব্যের উত্তরে গ্রন্থকার এইমত খণ্ডনের জন্য 'তর্হি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে প্রাচীনগণ যদি উক্ত রীতি অনুসরণ করিয়া সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে দ্বিবচনাদির নিরাকাঙ্ক্ষত্ব স্বীকার করিয়া কেবলমাত্র একবচনের

১। সংসর্গ নিরূপকত্ব ইহার অর্থ সংসর্গ প্রতিযোগিকত্ব বুঝিতে হইবে। ইহার ফলে 'পাণিপাদং বাদয়' এই স্থলে বাদন ক্রিয়াগত যে সম্বন্ধবিশেষ তন্নিরূপকত্বরূপ একক্রিয়ান্বয়িত্ব পাণি ও পাদ উভয়ে থাকায় এবং সমাহার প্রতীয়মান হওয়ায় মীমাংসক-মতে 'পাণিপাদম্' ইত্যাদিস্থলে সমাহার দ্বন্দ্বের উপপত্তি হইবে। অতএব উক্ত ক্রিয়াগত সম্বন্ধ প্রাভাকর মীমাংসকমতে সমবায়। ভট্টমতে স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত হইবে।

উপপত্তি করেন তাহা হইলে অনর্থক সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে পরপদের সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার না করিয়াও সিদ্ধান্তিগণ বলিবেন—সমাহার দ্বন্দ্বের ঘটক পাণিপাদ প্রভৃতি নানা হইলেও তৎপ্রতিপাদক দ্বন্দ্ব সমাসে দ্বিবচনাদি বিভক্তি সাকাঙ্ক্ষত্ব কল্পিত হইবে না ইহাই বলা সমীচীন। সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

যদি প্রাচীনগণ বলেন 'পাণিপাদং ন দ্রব্যং' এইরূপ অনুভবের অনুরোধে সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে উত্তরপদের সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তিগণ যদি বলেন উক্ত অনুভব প্রামাণিক নহে পরন্তু 'পাণিপাদং দ্রব্যম্' এইরূপ অনুভবই প্রমাণসিদ্ধ। ইহার উত্তরে প্রাচীনগণ বলিবেন, অনুভব থাকা সত্ত্বেও যদি লক্ষণা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে কোনওরূপ অনুভবই পদার্থের সাধক হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত হইলেও 'পাণিপাদং দ্রব্যম্' এইরূপ যথার্থ অনুভবসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ লাক্ষণিক অর্থ যে সাহিত্য তাহার স্বাশ্রয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য পদার্থে যথার্থ অন্বয়বোধ হওয়ার পক্ষে কোনও বাধা নাই। প্রচীন গণের এই বক্তব্যের উত্তরে গ্রন্থকার 'হস্ত্যশ্বং ধনম্' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন, তাৎপর্য এই যে, 'পাণি-পাদম্' ইত্যাদি স্থলে পরপদের সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃতি পক্ষে 'পাণিপাদং দ্রব্যম্' ইত্যাদি স্থলে স্বাশ্রয় তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অন্বয়বোধের উপপত্তি হইলেও 'হস্ত্যশ্বং ধনম্' ইত্যাদি স্থলে ধনপদার্থে হস্তী ও অশ্বগত তাদৃশ সাহিত্যের অন্বয়ও সম্ভাবিত নহে। কারণ যদি ধন পদার্থে উক্ত সাহিত্যের অন্বয় করিতে হয় তাহা হইলে স্বাশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয় করিতে হইবে অথবা স্বাশ্রয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয় করিতে হইবে। উক্ত সাহিত্য সমাসের অন্তর্গত অশ্বরূপ নামের লক্ষ্যার্থ হওয়ায় ধনরূপ নামার্থে স্বাশ্রয়ত্বরূপ ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইতে পারিবে না। কারণ একটি নামার্থে অপর নামার্থের অভেদান্যসম্বন্ধে অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ নহে। যদি বলা হয় উক্ত সাহিত্যের ধনপদার্থে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে অন্বয় প্রাচীনগণের অভিপ্রেত তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ উক্ত সাহিত্যে ধনপদার্থের অভেদ না থাকায় তাদাত্ম্য সম্বন্ধেও ধনপদার্থে তাদৃশ সাহিত্যের অন্বয় হইতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "তাদৃশ সাহিত্যে ধনাদেরভেদবিরহাচ্চ"।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে 'পাণিপাদম্', হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে যদি সাহিত্যে লক্ষণা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সমাসের সমাহার পরিভাষা ব্যর্থ হইবেনা কেন?

এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে গ্রন্থকার 'সমাহার পরিভাষা তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন, তাৎপর্য এই যে 'পাণিপাদম্' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাসের যে সমাহার পরিভাষা রহিয়াছে তাহার ফল পদসংস্কার অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে নিয়মতঃ ক্লীবলিঙ্গ নিত্য একবচন রূপ যে পদসংস্কার ইহাই সমাহার পরিভাষার ফল, উক্ত দ্বন্দ্বসমাসে সাহিত্যাদি রূপ অর্থবিশেষের অবগতিরূপ ফল নহে। 'এতেন' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে মীমাংসকমত খণ্ডিত হইতেছে। 'এতেন' ইহার অর্থ করিতে হইবে, 'বক্ষ্যমাণ দোষের

স্থলে" মীমাংসকগণের মত নিরাকৃত হইল এই অগ্রিম অংশের সহিত 'এতেন' ইহার অন্বয় করিতে হইবে।

মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় এই যে কেবলমাত্র যে সমাহার দ্বন্দ্ব স্থলে উত্তর পদের সাহিত্যের আশ্রয়ে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে তাহা নহে 'ধবখদিরৌ' ইত্যাদি ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস স্থলেও খদির প্রভৃতি উত্তর পদে ধবখদির গত সাহিত্যের আশ্রয়ে লক্ষণা স্বীকৃত হইবে। যদি উক্ত লক্ষণা স্বীকার করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ধবদ্বয় এবং খদিরদ্বয় বিষয়ক প্রতীতির আপত্তি হইবে, কারণ 'ঔ' প্রভৃতি দ্বিবচন বিভক্তি প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টেই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে স্বকীয় অর্থ যে দ্বিত্বাদি তদ্গোচর অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক শব্দটি এখানে প্রকৃতি জন্য বোধের বিশেষ্যতাবচ্ছেদক রূপ অর্থ গৃহীত হইবে। 'প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকবত্যেব' এই এব কারের দ্বারা ধর্মান্তর পুরস্কারে ভাসমান প্রকৃত্যর্থের ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। ধব এবং খদির এতদুভয়ের প্রত্যেকটি ধবত্ব এবং খদিরত্ব পুরস্কারে ধব পদার্থে ও খদির পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে ধব-খদিরগত দ্বিত্ব সংখ্যা থাকিলেও ধবত্ব পুরস্কারে কেবল ধবপদার্থে, খদিরত্ব পুরস্কারে কেবল খদির পদার্থে কিন্তু পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিবচনের অর্থ দ্বিত্বসংখ্যার অন্বয় হয় না। পরন্তু ধবত্ব পুরস্কারে ধব, খদিরত্ব পুরস্কারে খদির এতদুভয়েই দ্বিত্বসংখ্যার পর্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে। 'ধব-খদিরৌ দ্বৌ' এইরূপ প্রতীতির ন্যায় 'ধবো ধবখদিরোভয়ম্' এইরূপ প্রতীতি কাহারও মতে স্বীকৃত নহে। সুতরাং পর্যাপ্তি সম্বন্ধে ধবখদির উভয়েই দ্বিবচনাদি বিভক্তির অর্থ দ্বিত্বের অন্বয় স্বীকৃত হইবে। এই পর্যাপ্তি অভিপ্রায়েই গ্রন্থান্তরে বলা হইয়াছে, 'উভয়ত্বম্ উভয়ত্রৈব পর্য্যাপ্তম্ নত্বেকত্রম্'। এইভাবে মীমাংসকমত প্রদর্শন করিবার পর বলিতেছেন, এই মীমাংসক মত বক্ষ্যমাণ দোষে নিরাকৃত হইল।

মূলম্

तुल्यवदेकक्रियान्वयित्वं धव-खादिरविशेष्यकधीविशेषविशेष्यत्वं वा धवखदिरयोश्च साहित्यं तदाश्रयश्च धवद्वयादिकमपीति तादृशसाहित्याश्रयलक्षकत्वपक्षेऽपि धवखदिरावित्यतो धवद्वयादि बोधस्य दुर्वारतापत्तेः, न च त्रितयाविशेष्यक धवखदिरधर्मिकधीविशेष्यत्वमेव प्रकृते धवखदिरयोः साहित्यं तच्च न धवद्वयादेरिति वाच्यम्, तादृश साहित्यान्वयस्यानुभवेनास्पर्शनात्, तस्मात् यत्र नानाधर्माणां प्रकृत्यर्थतावच्छेदकत्वं तत्र तत्तद्धर्मावच्छिन्ने समुदित एव पर्याप्तिसम्बन्धेन द्वित्वादि बोधने द्विवचनादिकं साकाङ्क्षं न

तु तादृशैकधर्मावच्छिन्नं परित्यज्य तथाविधापरधर्मावच्छिन्ने ; यतो धवखदिरावित्यादितो धवयोः खदिरयोश्च बोधप्रसङ्ग इति तत्त्वम् ।

অনুবাদ

তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্ব অথবা ধবখদিরবিশেষ্যক বুদ্ধি বিশেষ বিশেষ্যত্ব ধবখদিরগত সাহিত্য (বলিতে হইবে)। তাদৃশ সাহিত্যের আশ্রয় কিন্তু ধবদ্বয়-খদিরদ্বয় প্রভৃতিও হইবে, সুতরাং তাদৃশ সাহিত্যাশ্রয়ে মীমাংসকগণ যে লক্ষণা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতেও কিন্তু 'ধব-খদিরৌ' ইত্যাদি সমাস হইতে ধবদ্বয়াদি বোধের আপত্তি বারণ করা যায় না, মীমাংসকগণ যদি বলেন, প্রকৃতস্থলে ত্রিতয় বিশেষ্যক নহে, এতাদৃশ ধবখদিরধর্মিক বুদ্ধিবিশেষ্যত্বই ধবখদিরগত সাহিত্য স্বীকৃত হইবে। তাদৃশ সাহিত্য কিন্তু ধবদ্বয়াদিগত নহে। মীমাংসক গণের এই উক্তিও সঙ্গত নহে কারণ তাদৃশ সাহিত্যের অন্বয় (কাহারও) অনুভবসিদ্ধ নহে। অতএব যেখানে নানা ধর্মগতপ্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকত্ব ভাসমান হইবে, সেখানে তত্তৎধর্মাবচ্ছিন্ন যে সমুদায় তাহাতেই পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্বাদি প্রকারক বোধের অনুকূল দ্বিবচন প্রভৃতি সাকাঙ্ক্ষ হইবে, পরন্তু তাদৃশ একধর্মবিশিষ্টকে পরিহার করিয়া অপর ধর্মবিশিষ্টে নহে, যাহার সঙ্গে 'ধব-খদিরৌ' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাস হইতে ধবদ্বয় অথবা খদিরদ্বয় গোচর বোধের প্রসক্তি হইতে পারে, ইহাই এখানে তত্ত্ব।

বিবৃতি

পূর্বোক্ত মীমাংসকমতের দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রথমে সাহিত্য পদার্থটি পরিষ্কৃত করিবার জন্য 'তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্বং' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। পূর্বে প্রাচীন মতে যেরূপ সাহিত্য শব্দের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে, মীমাংসক মত খণ্ডন প্রসঙ্গেও অনুরূপ ভাবেই 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রাচীনমতে সাহিত্যে লক্ষণা কল্পিত হইয়াছে, মীমাংসকমতে কিন্তু সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণা কল্পিত হইয়াছে। এখানে ও 'তুল্যবদেকক্রিয়ান্বয়িত্ব' শব্দের দ্বারা একজাতীয় ক্রিয়াগত একজাতীয় সাক্ষাৎ সংসর্গ-নিরূপকত্ব রূপ অর্থ গৃহীত হইবে। পূর্বে যে বুদ্ধি বিশেষ-বিশেষ্যত্বরূপ কল্পান্তর বলা হইয়াছে, এখন তাহারই পরিস্ফুট অর্থকে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—'ধব-খদির বিশেষ্যক ধীবিশেষ বিশেষ্যত্বম্ বা' অর্থাৎ 'অয়ং ধবঃ, অয়ং খদিরঃ' এই আকারের ধববিশেষ্যক খদির বিশেষ্যক বুদ্ধি বিশেষ নিরূপিত বিশেষ্যত্ব ধবখদিরগত সাহিত্যরূপে গৃহীত হইবে। তাদৃশ সাহিত্যাশ্রয়ে যদি মীমাংসক সম্প্রদায় লক্ষণা স্বীকার করেন, তাহা হইলে উক্ত

সাহিত্যের আশ্রয় যেরূপ 'অয়ং ধবঃ' 'অয়ং খদিরঃ' ইত্যাদি বুদ্ধি বিশেষ্যত্ব একটি ধবপদার্থে ও একটি খদির পদার্থে থাকিবে তদ্রূপ 'ইমৌ ধবৌ, 'ইমৌ খদিরৌ' ইত্যাদি বুদ্ধি বিশেষের বিশেষ্যত্ব ধবদ্বয় এবং খদিরদ্বয় এই উভয়ে থাকায় উক্ত সাহিত্যের আশ্রয় ধবদ্বয় ও খদিরদ্বয়ও অবশ্যই হইবে।

এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'ধবদ্বয়াদিকমপীতি'। ধবদ্বয়াদি তাদৃশ সাহিত্যের আশ্রয় হইলে কি অনিষ্ট হইত তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন, 'তাদৃশ সাহিত্যাশ্রয় লক্ষকত্ব' ইত্যাদি অর্থাৎ মীমাংসকগণ যদি তাদৃশ সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণা অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে ধবখদিরৌ ইত্যাদি বাক্য হইতে যেরূপ একটি ধব এবং একটি খদির প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ধবদ্বয় এবং খদির দ্বয়ের ও প্রতীতি বিষয়কত্বের আপত্তি হইবে। ইহার উপরে ও 'ন চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে মীমাংসকগণ একটি শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন। অর্থাৎ মীমাংসকগণ যদি বলেন ধব খদির ইত্যাদি স্থলে যে ধব বিশেষ্যক খদির বিশেষ্যক বুদ্ধি-বিশেষ বিশেষ্যত্বকে সাহিত্য বলা হইয়াছে উক্ত সাহিত্যের অন্তর্গত বুদ্ধিতে 'ত্রিতয় বিশেষ্যকভিন্নত্ব' বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিলেই প্রকৃতস্থলে ধবদ্বয়াদি বোধের আপত্তি বারিত হইতে পারে। জগদীশ সিদ্ধান্ত পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, মীমাংসকগণের এই উক্তি সমীচীন নহে। কেন সমীচীন নহে তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন, 'তাদৃশ সাহিত্যান্বয়স্যানুভবেনা-স্পর্শনাৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ মীমাংসকোক্ত তাদৃশ সাহিত্য অন্বয় বোধের বিষয় হয়—ইহা কাহারও অনুভবসিদ্ধ নহে। সুতরাং অনুভবের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাদৃশ সাহিত্য কল্পনা অসম্ভব।

এইভাবে মীমাংসকমত খণ্ডন করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্তের উপসংহার করিবার জন্য 'তস্মাৎ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে সমাহার বা ইতরেতর যে কোন দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে সমাসের ঘটক পদার্থদ্বয়ে সাহিত্যরূপ অথবা সাহিত্যাশ্রয়রূপ অন্তিম পদের লাক্ষণিক অর্থ অনুভবসিদ্ধ না হওয়ায় সাহিত্যাদি কল্পনা পরিহার করিতে হইবে। সুতরাং ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে যখন ধবত্ব খদিরত্ব প্রভৃতি দুইটি বা তিনটি ধর্ম প্রকৃতার্থতার অবচ্ছেদকরূপে প্রতীয়মান হইবে, তৎ তৎ স্থলে ধর্মদ্বয়ের অথবা ধর্ম-ত্রয়াদির প্রত্যেকটি ধর্ম বিশিষ্টের যে পদার্থদ্বয়রূপ সমুদায় অথবা পদার্থত্রয়াদিরূপ সমুদায় তাহাতে ধব খদিরৌ ইত্যাদি স্থলীয় দ্বিবচনার্থ দ্বিত্ব সংখ্যার 'ধবখদির পলাশান্' ইত্যাদি স্থলীয় ধবখদির পলাশাদি সমুদায়ে বহু বচনলভ্য ত্রিত্ব সংখ্যার পর্যাপ্ত সম্বন্ধে অন্বয়বোধ হইবে। ইহাই বস্তু গতি। এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন 'ইতি তু তত্ত্বম্'।

मूलम्

घटघटेत्यादिकस्य, घटकलसेत्यादिकस्य, घटतद्घटेत्यादिकस्य च क्रमिकनामस्तोमस्य निश्चयत्वेन घटादेरन्वयबोधं प्रत्यहेतुत्वमतो न तादृङ्नामनिवहो घटाद्यर्थे द्वन्द्वः। अतएव समस्यमानपदार्थयोस्तत्त्वावच्छेदकयोर्वा यत्र मिथो भेदस्तत्रैव द्वन्द्वस्य साधुत्वसूचनाय 'चार्थेद्वन्द्वः' इति पाणिनिः प्राह। अतएव भेदगर्भसमुच्चयार्थकं शब्दमन्तर्भाव्य धवश्च खदिरश्चेत्यादिकं विग्रहमस्य प्रयुञ्जते वृद्धाः, समुपाददते च, तत्र मिथो भेदप्राप्त्यर्थश्चकारद्वयम्। पीत-तत्पटयोस्तादात्म्यमित्यादौ तत् पटादेः पीताद्यभिन्नत्वेऽपि पीतत्व-तत् पटत्वाद्योः पदार्थतावच्छेदकयोरस्त्येव भेदः, सुवर्थस्तु द्वित्वं न तत्र प्रकृत्यर्थेऽन्वेति, पर्याप्तिसम्बन्धेन पीततत्पटे तस्य वाधात्, सुवर्थ द्वित्वादेस्तादृश सम्बन्धेनैव प्रकृत्यर्थसाकाङ्क्षत्वात्, परन्तु प्रकृत्यर्थतावच्छेदकयोः पीतत्वतत्पटत्वयोरेव व्युत्पत्ति वैचित्र्यात्, अतएव 'द्व्यणुकारम्भकसंयोगनाशेभ्यः कार्यद्रव्यं नश्यतीति' भाष्यस्य योग्यतासम्पत्तये सुवर्थैकत्वस्य कार्यद्रव्यत्वेऽन्वयमभिधित्सुनाचार्येण 'जात्यभिप्रायकमेकवचन'मिति गुणकिरणावल्यामभिहितम्।

অনুবাদ

'ঘট-ঘট', 'ঘট-কলস', 'ঘট-তদ্ ঘট' ইত্যাদি স্থলে (কিন্তু) ক্রমিক নাম সমুদায়ের নিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে (নিশ্চয়সমূহ) ঘটাদি প্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি হেতু নহে, এইজন্য তাদৃশ নাম সমুদায়ের ঘটাদি রূপ অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হইবে না। অতএব সমস্যমান পদার্থদ্বয়ে অথবা পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ে যে সমাসস্থলে পরস্পর ভেদ থাকিবে (সেই সমাস স্থলেই) দ্বন্দ্বের সাধুত্ব সূচনা করিবার জন্য পাণিনি 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' (২।২।২৯) এই সূত্রটি বলিয়াছেন। অতএব বৃদ্ধ সম্প্রদায় ভেদগর্ভ সমুচ্চয়রূপ অর্থের প্রতিপাদক শব্দকেই অন্তর্ভাব করিয়া ধবশ্চ খদিরশ্চ এই আকারের দ্বন্দ্ব সমাসের বিগ্রহবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এবং পরস্পর

ভেদপ্রাপ্তির অনুরোধে উক্ত বিগ্রহ বাক্যে চকার দ্বয়ের পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, "পীততৎপটয়োস্তাদাত্ম্যম্" ইত্যাদি স্থলে তৎপট প্রভৃতিতে পীতের (পীতরূপ বিশিষ্টের) অভেদ থাকিলেও পীতত্ব এবং তৎ পটত্ব প্রভৃতিপদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ে পরস্পর ভেদ অবশ্যই থাকিবে, সুবর্থদ্বিত্ব কিন্তু উক্ত স্থলে প্রকৃত্যর্থে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অন্বিত হইবে না, কারণ পীত তৎপটে দ্বিত্ব বাধিত। অথচ পর্যাপ্তি সম্বন্ধে সুবর্থ দ্বিত্বাদি প্রকৃত্যর্থে সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে, পরন্তু প্রকৃত্যর্থতার অবচ্ছেদক যে পীতত্ব, তৎপটত্বরূপ ধর্মদ্বয়, তাহাতেই পূর্বোক্ত সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি বৈচিত্র্যবশতঃ দ্বিত্বাদি অন্বিত হইবে।

অতএব "দ্ব্যণুকের আরম্ভ সংযোগ নাশ হইতে কার্যদ্রব্যের নাশ হইয়া থাকে" এই ভাষ্য সন্দর্ভে যোগ্যতাসম্পত্তির অনুরোধে 'কার্যদ্রব্যম্' এই দ্রব্যপদের পরবর্তী যে সুবর্থ একত্বের কার্যদ্রব্যত্বে অন্বয় করিবার অভিপ্রায়ে আচার্য উদয়ন, গুণকিরণাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'দ্রব্যম্' এই একবচনটি জাত্যভিপ্রায়ে (ভাষ্যকার কর্ত্তৃক) প্রযুক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

যাদৃশ আনুপূর্বী প্রকার নিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে উক্ত আনুপূর্বী প্রকারকনিশ্চয়, সমাসের ঘটক যে যে নামের দ্বারা উপস্থাপিত যে যে পদার্থপ্রকারক অন্বয়বোধের প্রতি কারণ, তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট যে সমাস, তাহাই হইবে দ্বন্দ্ব সমাস, এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের গুরুতর লক্ষণ না করিয়া কর্মধারয়াদি সমাস হইতে ভিন্ন তৎ তদর্থ বোধক নামসমূহ তত্তদর্থে দ্বন্দ্ব সমাস হইবে, এইরূপ লঘু লক্ষণ করা হয় নাই কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার 'ঘট ঘটেত্যাদি' গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন, তাৎপর্য এই যে দ্বন্দ্ব সমাসের উক্ত লঘুলক্ষণ স্বীকৃত হইলে 'ঘট ঘট,' 'ঘট-কলস', 'ঘট তদ্ ঘট,' এই সকল আনুপূর্বী বিশেষ বিশিষ্ট বাক্য ও কর্মধারয়াদি সমাস হইতে ভিন্ন হইয়াছে এবং ঘট রূপ অর্থ বিশেষের উপস্থাপক হওয়ায় ঘট ঘট ইত্যাদি শব্দে উক্ত দ্বন্দ্ব সমাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে; উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ করিবার জন্য যদ্ যদ্ অর্থক এবং যদ্ যৎ প্রকারক এই স্থলে বীপ্সিত অর্থাৎ দ্বিরুক্ত যৎ পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, দ্বন্দ্ব লক্ষণে এইভাবে দ্বিরুক্ত যৎ পদের প্রয়োগ থাকার ফলে 'ঘট ঘট' ইত্যাদি বাক্যে ঘটাদিরূপ অর্থে দ্বন্দ্বসমাস হইবে না, কারণ 'ঘট ঘট' ইত্যাদি শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থ সমূহের উপস্থাপক নহে।

দ্বন্দ্বলক্ষণে যৎ যৎ প্রকারক এই বীপ্সা প্রবেশের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার 'অতএব' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন, অর্থাৎ লক্ষণান্তর পরিহার করিয়া দ্বিরুক্ত যৎ পদ ঘটিত দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ করিবার ফলে, যাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট শব্দ সমূহের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থ সমূহ অথবা পদার্থতাবচ্ছেদক সমূহ বিভিন্ন হইলে তাদৃশ

অর্থের প্রতিপাদক শব্দসমূহ দ্বন্দ্ব সমাস হইবে। 'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' এই পাণিনীয় সূত্রের দ্বারা উক্ত দ্বন্দ্ব সমাসের সাধুত্ব সূচনা করিতেছেন।

'চার্থে দ্বন্দ্বঃ' এখানে চ পদটি ভেদগর্ভ সমুচ্চয়ের বোধক, অর্থাৎ যে সমাসের অন্তর্গত পদসমূহ বিভিন্ন অর্থের বোধক হইবে, তাদৃশ পদ সমূহ দ্বন্দ্ব সংজ্ঞক সমাস—ইহাই পাণিনির অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ভেদগর্ভ সমুচ্চয়ার্থক 'চ' কারকে অন্তর্ভাব না করিয়া কখনও দ্বন্দ্ব সমাসের বিগ্রহবাক্য হইবে না, এই অভিপ্রায়ে 'অতএব' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। প্রাচীন পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ মতে পূর্বোক্ত সূত্র অনুসারে, 'ধবশ্চ খদিরশ্চ' ইত্যাদি ভেদগর্ভ সমুচ্চয়ার্থক 'চ' কার গর্ভিত বিগ্রহ বাক্যই প্রযুক্ত হইবে, অন্যত্র নহে। পাণিনীয় সূত্রস্থ ভেদার্থক চকারটির দ্বারা যেরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের অন্তর্গত পদার্থের ভেদ গৃহীত হইবে, তদ্রূপ স্থলবিশেষে পদার্থতাবচ্ছেদক—দ্বয়েরও ভেদনিবন্ধনও দ্বন্দ্ব সমাস স্বীকৃত হইবে, এই অভিপ্রায়ে 'পীত তৎ পটয়োস্তাদাত্ম্যম্' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, 'পীততৎপটয়োরভেদঃ' ইত্যাদি স্থলে পীত পদটি পীতরূপ বিশিষ্টে লাক্ষণিক, সুতরাং পীতরূপ বিশিষ্ট যে পীত পদার্থ এবং তৎ পট পদার্থ পরস্পর অভিন্ন হওয়ায় দ্বন্দ্ব সমাস হইতে পারে না, এইজন্য পীতপদার্থতাবচ্ছেদক এবং তৎপটপদার্থতাবচ্ছেদক এতদুভয়ের ভেদ গ্রহণ করিয়া উক্ত স্থলে দ্বন্দ্ব সমাসের উপপত্তি করিতে হইবে। গ্রন্থকার আরও বলিতেছেন, 'পীত তৎ পটয়োঃ' এই ষষ্ঠী দ্বিবচনবিভক্তির দ্বিত্ব সংখ্যারূপ যে অর্থ তাহা পর্যাপ্তি সম্বন্ধে প্রকৃত্যর্থে অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইলে দ্বিবচনান্ত 'পীত তৎ পট'-স্থলে প্রকৃত্যর্থ পীত এবং তৎ পট একই পদার্থ হওয়ায় এখানে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্বের অন্বয় বাধিত, অতএব একবচন দ্বিবচনাদির অর্থ যে একত্বদ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা তাহারা প্রকৃত্যর্থেই অন্বিত হইয়া থাকে, এই ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য অর্থাৎ সংকোচ স্বীকার করিয়া প্রকৃত্যর্থতার অবচ্ছেদক যে পীতত্ব এবং তৎ পটত্ব এই ধর্মদ্বয় তাহাতেই অন্বিত হইবে। জগদীশ বলিতেছেন, এই ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য যে নবীনমতেই স্বীকৃত তাহা নহে, আচার্য উদয়নেরও স্বীকৃত, কারণ, প্রশস্ত পাদভাষ্যের অন্তর্গত 'দ্ব্যণুকারম্ভকসংযোগনাশেভ্যঃ কার্যদ্রব্যং নশ্যতীতি'—এখানে দ্রব্য পদের দ্বারা কার্য দ্রব্য সমূহই ভাষ্যকার কর্তৃক বিবক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং প্রথমার একবচনের অর্থ একত্ব সংখ্যা দ্রব্য সমূহে বাধিত হওয়ায় আচার্য উক্ত সুবর্থ একত্ব সংখ্যার দ্রব্যত্বরূপ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকরূপ ধর্মে অন্বয়ের অভিপ্রায়ে কিরণাবলী গ্রন্থে 'জাত্যভিপ্রায়কমেকবচনম্' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১]

১। গদাধর ভট্টাচার্যও অনুমিতি গ্রন্থে দ্বন্দ্ব সমাসের বিচার প্রসঙ্গে 'নীলঘটয়োরভেদঃ' এই দ্বন্দ্ব সমাসের উপপত্তির জন্য পদার্থদ্বয়ভেদের ন্যায় পদার্থতাবচ্ছেদক দ্বয়ের ভেদ নিবন্ধনও দ্বন্দ্ব সমাস অঙ্গীকার করিয়াছেন, এবং 'পদার্থানাং প্রধানত্বে পরস্পর বিভেদতঃ। একদৈকক্রিয়াযোগাৎ ভবতি দ্বন্দ্ব সংজ্ঞকঃ'॥ এই বৈয়াকরণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

मूलम्

अतएव च 'श्यालाः स्युर्भ्रातरः पत्न्याः स्वामिनो देवृ-देवरौ' इत्यत्र द्विवचनमहिम्ना स्वामिनो भ्रातरो देवृदेवरोभयपदवाच्या इत्यर्थः सुभूत्यादि-सिद्धः सङ्गच्छते। यदि च पटद्वयासत्त्वेऽपि भूतले पीतपटावित्यादिकः प्रयोगः स्यात् पीतत्वपटत्वोभयाश्रयस्य तत्र सत्त्वात्, एवं पीतपटयोरभेद इत्यादितः शुद्ध पटत्वादेरबोधप्रसङ्गश्च, तदर्थे सुवर्थद्वित्वस्य प्रकारत्वा-दित्यादि सूक्ष्ममीक्ष्यते, तदा गोदौ ग्राम इत्यादाविव साधुत्वार्थमेव तत्र द्विवचनमिति वदन्ति। 'विद्यति, विन्दति विनत्तीनामनिट्', इत्यत्र विद्यत्यादिशब्दो न विदधातुत्वेनोपस्थापकः, किन्तु सत्ताद्यर्थक तादृश-धातुत्वेनैव मृगपाण्डरयोः पदार्थयोर्भेदेऽपि 'हरिणहरिणावि'त्यप्रयोगात् समानशब्दयोर्द्वन्द्वप्रसक्तावेकशेषो व्युत्पत्तिसिद्धस्तेन हरिणावित्यत्र लुप्त-श्रुताभ्यामेव हरिणपदाभ्यामुपस्थितयोर्मृगपाण्डरयोर्बोधः। हरी नमस्या-वित्यत्राप्युक्तरीत्यैव हरिपदाभ्यां विष्णुचन्द्रयोरवगतिः अन्यथा हरिहरी नमस्यावित्यपि प्रयोगापत्तेः।

অনুবাদ

অতএব "শ্যালাঃ স্যুর্ভ্রাতরঃ পত্ন্যাঃ স্বামিনো দেবৃদেবরৌ" এই অমরকোষ সন্দর্ভে দ্বিবচন বিভক্তি থাকার ফলে স্বামীর ভ্রাতৃগণ দেবৃ-দেবর এই উভয় পদবাচ্য হইবে। এইরূপ উক্ত সন্দর্ভের অর্থ হওয়ায় উক্ত অর্থের প্রতিপাদক অমরকোষের সুভূতি প্রভৃতি টীকা গ্রন্থও সঙ্গত হইয়াছে।

এখন আশঙ্কা হইতে পারে পটদ্বয় না থাকা সত্ত্বেও 'ভূতলে পীতপটৌ' ইত্যাদি প্রয়োগের আপত্তি হইবে না কেন? কারণ, পীতত্ব এবং পটত্ব এতদুভয়ের আশ্রয় (পীতপট) ভূতলে রহিয়াছে এবং 'পীতপটয়োরভেদঃ' ইত্যাদি (বাক্য) হইতে শুদ্ধ পটত্ব প্রভৃতির বোধও হইতে পারে না, কারণ, পটত্বাদিরূপ অর্থে সুপ্ বিভক্তির অর্থ দ্বিত্ব প্রকার হইয়াছে। এইরূপে সূক্ষ্ম দৃষ্টি সহকারে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তাদৃশ আশঙ্কার সমাধান কল্পে প্রাচীনগণ বলেন 'গোদৌ গ্রামঃ'

ইত্যাদি স্থলের ন্যায় পদগত সাধুত্ব মাত্রের প্রয়োজনেই উক্ত স্থলে দ্বিবচন বিহিত হইয়াছে। (অন্য কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য নহে)।

'বিন্ততি বিন্দতি বিনত্তীনামনিট' এই সকল সূত্রের অন্তর্গত বিন্ততি প্রভৃতি শব্দ বিদ্‌ধাতুত্ব পুরস্কারে বিদ্ ধাতুর উপস্থাপক নহে, কিন্তু সত্তাদ্যর্থক তাদৃশ ধাতুত্ব পুরস্কারেই (উপস্থাপক হইয়াছে)।

মৃগ এবং পাণ্ডুর এই পদার্থদ্বয়ে পরস্পর ভেদ থাকিলেও হরিণ-হরিণৌ এইরূপ প্রয়োগ করিলে তাহা কিন্তু অপপ্রয়োগ হইবে। এইজন্য সমান শব্দদ্বয়ে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি হইলে একশেষই ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইবে, ইহার ফলে হরিণৌ এইরূপ এক শেষ স্থলে লুপ্ত এবং শ্রুত হরিণ পদ দ্বয় হইতে উপস্থাপিত মৃগ এবং পাণ্ডুর উভয় বিষয়ক বোধ হইবে। হরী নমস্তৌ এখানেও উক্ত রীতি অনুসারে (লুপ্ত এবং শ্রুত) হরি পদদ্বয় হইতে বিষ্ণু এবং চন্দ্রমা এতদুভয়বিষয়ক বোধ উৎপন্ন হইবে, যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'হরি হরী নমস্তৌ" ইত্যাদি প্রয়োগের আপত্তি হইবে।

বিবৃতি

এই প্রসঙ্গে একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে। আশঙ্কাটি এই যে "কার্য দ্রব্যং নশ্যতি" এই প্রশস্ত পাদ ভাষ্য সন্দর্ভের অন্তর্গত দ্রব্য পদটি আচার্য উদয়নের অভিমত ভাব প্রধান নির্দেশ স্বীকার করিলে ও "পদার্থঃ পদার্থেনৈব অন্বেতি নতু পদার্থৈকদেশেন" এই ব্যুৎপত্তির বৈচিত্র্য অর্থাৎ সঙ্কোচ করিবার প্রায়োজন নাই, কারণ, আচার্যের অভিমত ভাব প্রধান নির্দেশের ফলে দ্রব্য পদের দ্বারা উপস্থাপিত দ্রব্যত্বের স্বপ্রতিযোগিকত্ব সম্বন্ধে নশ ধাতুর অর্থ নাশে অন্বয় না হইলেও স্বাশ্রয় প্রতিযোগিকত্ব সম্বন্ধে নশ ধাতুর অর্থ ধ্বংসে অন্বয় সম্ভবপর হওয়ায় 'পদার্থঃ পদার্থেনৈব অন্বেতি' এই ব্যুৎপত্তির সঙ্কোচ ব্যতীতও 'কার্য্য দ্রব্যং নশ্যতি' এই স্থলে অন্বয় বোধের উপপত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কার সমাধান করিবার জন্য গ্রন্থকার "অতএব" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। অতএব এই অংশের অগ্রিম "সংগচ্ছতে" এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'শ্যালাঃ স্যুর্ভ্রাতরঃ পত্ন্যাঃ স্বামিনো দেবৃদেবরৌ' এই কোষ সন্দর্ভের সুভূতি নামক কোষ টিপ্পনী গ্রন্থে 'শ্যালাঃ স্যুঃ' ইত্যাদি কোষ বাক্যগত প্রথমার দ্বিবচন নিবিষ্ট থাকার ফলে স্বামীর ভ্রাতৃগণ দেবৃ এবং দেবর এই উভয় শব্দ বাচ্য হইবে এইরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় উক্ত দ্বিবচনের অর্থ যে দ্বিত্ব তাহার প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদক যে দেবৃ এবং দেবর শব্দ তাহাতেই অন্বয় হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত্যর্থে যেখানে দ্বিবচন বিভক্তির অর্থ দ্বিত্বাদি সংখ্যা বাধিত হইবে সেখানে প্রকৃতার্থতার অবচ্ছেদক ধর্মদ্বয়ে উক্ত দ্বিত্ব সংখ্যার পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অন্বয় হইবে। এই অভিপ্রায়েই 'সুভূত্যাদি সিদ্ধঃ সঙ্গচ্ছতে' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে।

'যদি চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে গ্রন্থকার একটি শঙ্কা উত্থাপন করিয়া প্রাচীনমত অনুসরণ ক্রমে তাহার সমাধান করিতেছেন। শঙ্কা গ্রন্থের তাৎপর্য এই যে, 'পীতত্বৎ-পটয়োরভেদঃ', ইত্যাদি স্থলে পদার্থতার অবচ্ছেদক পীতত্ব এবং পটত্বরূপ ধর্মদ্বয়ে যদি পীতপটপদোত্তরবর্তী দ্বিবচনের অর্থ দ্বিত্ব সংখ্যার পর্যাপ্তি সম্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত হয় তাহা হইলে, ভূতল প্রভৃতিতে পটদ্বয় যখন বর্তমান থাকে না তখনও পীতত্ব পটত্বগত দ্বিত্বকে অবলম্বন করিয়া ভূতল প্রভৃতি অধিকরণে 'পীতপটৌ' এইরূপ প্রতীতির প্রসক্তি হইবে না কেন ? আরও বক্তব্য এই যে, প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদকগত দ্বিত্বাদি বিবক্ষিত হইলে 'পীতপটঃ' ইত্যাদি বোধস্থলে দ্বিত্বাদিবিশেষণশূন্য অনুভব সিদ্ধ শুদ্ধ পটত্বাদি প্রকারে পটাদি বিষয়ক বোধও সম্ভবপর হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি এবং অনুপপত্তিরূপ সূক্ষ্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, গ্রন্থকার প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মত অনুসরণ করিয়া উক্ত আশঙ্কার সমাধান কল্পে বলিতেছেন, উক্ত আপত্তি এবং অনুপপত্তি বারণ করিবার জন্য প্রাচীন গণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, গোদৌগ্রামঃ এখানে যে রূপ গ্রাম বোধক গোদৌ শব্দের পরবর্তী দ্বিবচন বিভক্তি কেবলমাত্র পদ সাধুত্বের প্রয়োজনে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পীতপটয়োরভেদঃ' এই সকল স্থলেও পদসাধুত্বমাত্রের প্রয়োজনে পীতপট পদোত্তর দ্বিবচন বিভক্তি স্বীকৃত হইবে। 'বদন্তি' এই উক্তির দ্বারা এই প্রাচীন মতটি গ্রন্থকার সমর্থন করিয়াছেন।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, বিদ্যতি-বিন্দতি-বিনত্তীনামনিট্' এই স্থলে বিদ্‌ধাতুত্ব পুরস্কারে যদি বিদ্ ধাতুত্রয় উপস্থাপিত হয় তাহলে সমানানুপূর্বীক তাদৃশ সমান শব্দ সমূহের কি করিয়া দ্বন্দ্ব সমাস উপপন্ন হইবে ? কারণ পদার্থ বা পদার্থতাবচ্ছেদক বিভিন্ন না হইলে দ্বন্দ্ব সমাস বিহিত হইবে না। এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'বিদ্যতি-বিন্দতি-বিনত্তীনামনিট্' এখানে বিদ্ ধাতুত্রয় সমানানুপূর্বীক নহে, প্রথম বিদ্ ধাতুটি সত্তারূপ অর্থের প্রতিপাদক, দ্বিতীয় বিদ্ ধাতু লাভরূপ অর্থের প্রতিপাদক, তৃতীয় বিদ্ ধাতু বিচার রূপ অর্থের প্রতিপাদক, এইরূপ শক্যার্থের ভেদ থাকায় উক্ত শক্যার্থ প্রকৃত্যর্থতাবচ্ছেদককোটিতে নিবেশ করিয়া সত্তারূপ অর্থের প্রতিপাদক বিদ্ ধাতুত্ব পুরস্কারে লাভরূপ অর্থের প্রতিপাদক বিদ্ ধাতুত্ব পুরস্কারে এবং বিচার রূপ অর্থের প্রতিপাদক বিদ্ ধাতুত্ব পুরস্কারে। উক্তবিদ্ ধাতুত্রয় যথাক্রমে উপস্থাপিত হওয়ায় প্রত্যেকটি ধাতুগত আনুপূর্বী রূপ প্রকৃত্যর্থবচ্ছেদকরূপ ধর্ম বিভিন্ন হওয়ার ফলে পদার্থতাবচ্ছেদক ভেদ নিবন্ধন 'বিদ্যতি-বিন্দতি-বিনত্তীনাম্' এখানে দ্বন্দ্ব সমাস উপপন্ন হইবে, ইহাই গ্রন্থকারের তাৎপর্য।

এই পর্যন্ত দ্বন্দ্ব সমাসের ঘটক পদার্থের ও পদার্থবচ্ছেদকের ভেদ নিবন্ধন দ্বন্দ্ব সমাসের উপপত্তির উপসংহার করিয়া বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক সমান শব্দ ঘটিত দ্বন্দ্ব সমাসের অসাধুত্ব নিরূপণ পূর্বক তাদৃশ স্থলে একশেষ অঙ্গীকার করিবার জন্য 'মৃগ-পাণ্ডুরয়োঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, হরিণ শব্দটি যেরূপ মৃগের বাচক তদ্রূপ পাণ্ডুর বর্ণের (রক্তাভ শুক্লবর্ণের) ও বাচক। অথচ তাদৃশ

অর্থদ্বয়ের বোধক সমানানুপূর্বীক পদদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া "হরিণ হরিণৌ।" এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের সাধুত্ব প্রাচীন বা নবীন কেহই স্বীকার করেন না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন, সমানানুপূর্বীক 'হরিণ হরিণৌ' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি হইলে উক্ত দ্বন্দ্ব সমাসের অপবাদক 'হরিণৌ' এই আকারের একশেষই স্বীকার করিতে হইবে। এখন আশঙ্কা হইতে পারে, 'হরিণশ্চ হরিণশ্চ হরিণৌ' এই আকারের একশেষ স্বীকৃত হইলে একবার উচ্চারিত শব্দ হইতে একটি মাত্র অর্থই প্রতীয়মান হইয়া থাকে[১]। সুতরাং হরিণৌ এই একশেষ স্থলে হয় মৃগবিশেষ অথবা কেবলমাত্র পাণ্ডর বর্ণেরই বোধ হইবে, উক্ত অর্থদ্বয়ের বোধ হইতে পারে না, এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন, সমানানুপূর্বীক শব্দ দ্বয়ের বিগ্রহবাক্য হইতে দ্বন্দ্ব প্রসক্তি স্থলে পর্যায়পদটি লুপ্ত হয় অতএব মৃগরূপ অর্থের বোধক প্রথমে উল্লিখিত হরিণ পদটি লুপ্ত হইলেও লুপ্ত এবং শ্রুত হরিণ পদদ্বয় হইতে মৃগ এবং পাণ্ডর রূপ অর্থ দ্বয়ের অবগতি হইবে। ইহাই গ্রন্থকারের বক্তব্য। বিষ্ণু এবং চন্দ্র এতদুভয়ের নমস্যত্ববোধক হরীনমস্তৌ এই প্রয়োগের উপপত্তি করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'হরীনমস্তৌ ইত্যত্রাপি উক্ত হরিপদাভ্যাং বিষ্ণুচন্দ্রয়োরবগতিঃ.' গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, সমানানুপূর্বীক শব্দদ্বয়ের দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি হইলে একশেষ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং হরীনমস্তৌ এখানেও লুপ্ত এবং শ্রুত হরিপদদ্বয় হইতে বিষ্ণুত্ব চন্দ্রত্ব উভয় ধর্ম পুরস্কারে বিষ্ণু এবং চন্দ্রের বোধ হইবে। যদি ইহা স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'হরিহরীনমস্তৌ' এইরূপ প্রয়োগের আপত্তি হইবে। অতএব হরীনমস্তৌ এখানে "হরিশ্চ হরিশ্চ" এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইবে "হরিহরী" এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি থাকায় স্বরূপৈকশেষ সমাসই আদৃত হইবে। যদি বলা হয় 'হরীনমস্তৌ' এখানে দ্বিবচন মাত্র সাকাঙ্ক্ষ প্রকৃত্যন্তর স্বীকার করিলেই যখন হরীনমস্তৌ এই প্রয়োগের উপপত্তি হইতে পারে তখন উক্ত স্থলে একশেষ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন 'অন্যথেতি' অর্থাৎ উক্ত স্থলে একশেষ স্বীকৃত না হইলে 'হরিহরীনমস্তৌ' এইরূপ প্রয়োগের আপত্তি হইবে।

মূলম্

हरी च हरयश्चेति विग्रहस्थले तु यत्र हरय इत्यादितः समस्यमान-पदार्थानामवान्तरसंख्यावगमस्तत्र तत्त तत्संख्यावच्छिन्न स्वार्थलक्षकस्य लुप्तस्य हर्यादिपदस्योत्तरत्वेन प्रतिसंहितमेव हर्यादिपदं तथाविधस्वार्थस्य लक्षणया बोधकम्, तदप्रतिसन्धाने तु श्रुतमेव हरिपदं विष्णुद्वयस्य सिंहत्रयस्य

১। সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি' ইতি ন্যায়াৎ।

चैकया लक्षणया शक्तिभ्रान्त्यैव वा, न च विग्रहस्थ सुबर्थस्य द्वित्वादेः समासाप्रतिपाद्यत्वनियमात् तथाविधद्वित्वत्रित्वान्तर्भावेन द्वन्द्वस्यैवासाधुत्वा-दुक्तक्रमेणैकशेषो न युक्तः, शलाकापरि, हस्त्यश्वमित्यादौ व्यभिचारेणोक्त-नियमस्यासत्त्वात् एकत्वे चैकत्वानि चेति विग्रहे च एकत्वानीत्येकशेषस्य गुणकिरणावल्यामाचार्यैरभिहितत्वाच्च। हंसश्च हंसी च इत्यर्थे हंसहंस्या-वित्यप्रयोगात् तत्रापि "पुंसास्त्रियाः सारूप्ये" इत्यनुशिष्टेः हंसीपदस्य लोपे हंसावित्यत्र लुप्तमेव हंसीपदमनुसन्धाय स्त्रीपुंनुसयोर्बोधः तल्लोपमजान-तस्तु हंसपदे स्त्रीहंसत्व-पुरुषहंसत्वाभ्यां विभिन्नरूपाभ्यामेकस्याः शक्ते-र्लक्षणाया वा ग्रहादेव।

অনুবাদ

'হরী চ হরয়শ্চ' এইরূপ বিগ্রহস্থলে কিন্তু যেখানে 'হরয়ঃ' ইত্যাদি একশেষ হইতে সমস্যমান পদার্থ সমূহের অবান্তর সংখ্যার অবগতি হইবে, সেখানে তৎতৎ সংখ্যাবিশিষ্ট অর্থে লাক্ষণিক লুপ্ত 'হরি' প্রভৃতি পদের উত্তরত্ব পুরস্কারে জ্ঞাত হরি প্রভৃতি পদ, তথাবিধ স্বার্থের (ত্রিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট সিংহরূপ অর্থের) লক্ষণারূপ বৃত্তির দ্বারা বোধক হইবে। যদি উক্তরূপে শ্রুত হরিপদের প্রতিসন্ধান না থাকে, (তাহা হইলে) শ্রুত হরি পদটিই শক্তির ভ্রম হইতে বিষ্ণুচন্দ্র এতদুভয়ের এবং সিংহত্রয়ের একই লক্ষণামূলে বোধের জনক হইবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, বিগ্রহের অন্তর্গত সুপ বিভক্তির অর্থ যে দ্বিত্বাদি সংখ্যা তাহা সমাসের দ্বারা প্রতিপাদ্য নহে, ইহাই নিয়ম, অতএব (উক্ত স্থলে) দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব সংখ্যাকে অন্তর্ভাব করিয়া দ্বন্দ্বসমাস সাধু না হওয়ায়, দ্বন্দ্ব-সমাসের অপবাদক একশেষও যুক্তিযুক্ত নহে। (এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন) উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে। কারণ 'শলাকাপরি' এবং 'হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদি স্থলে ব্যভিচার হওয়ায় উক্ত নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে না। (আরও বক্তব্য) গুণকিরণাবলী গ্রন্থে আচার্য উদয়নও 'একত্বে চ একত্বানি চ' এইরূপ বিগ্রহ বাক্যস্থলে 'একত্বানি' এই আকারের একশেষ সমাস স্বীকার করিয়াছেন।

'হংসশ্চ হংসী চ' এইরূপ বিগ্রহে হংসহংস্যৌ' (এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস স্বীকৃত হইলে) ইহা অপপ্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত স্থলেও 'পুংসা স্ত্রিয়াঃ সারূপ্যে (পুংসা স্ত্রিয়া ১।২।৬৭) এই অনুশাসন অনুসারে হংসীপদের লোপ হইলেও অনুসন্ধান বশতঃ স্ত্রীহংসও পুরুষ হংস এতদুভয়ের বোধ হইবে।

যদি কোনও ব্যক্তির পক্ষে হংসীপদের লোপ অজ্ঞাত থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে শ্রুত হংসপদের স্ত্রীহংসত্ব পুরুষহংসত্ব এই বিভিন্ন ধর্ম পুরস্কারে একটি শক্তি অথবা লক্ষণাগ্রহাধীন স্ত্রীহংস ও পুরুষ হংস এই উভয়ের বোধ হইবে।

বিবৃতি

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যদি 'হরীনমস্তৌ' এখানে দ্বিবচন সাকাঙ্ক্ষ হরিপদ হইতে বিষ্ণু এবং চন্দ্র উভয়ের বোধ অঙ্গীকৃত না হয়, তাহা হইলে 'হরী চ হরয়শ্চ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'হরয়ঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ হইতে সিংহত্রয় ও বিষ্ণুচন্দ্রদ্বয়ের বোধ হইতে পারে না। লুপ্ত হরিপদের স্মরণ সম্ভবপর হইলেও সংখ্যা বোধক সুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয় না থাকায় দ্বিত্ব বা ত্রিত্ব সংখ্যার অবগতি হইতে পারে না। এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে গ্রন্থকার 'হরী চ হরয়শ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'হরী চ হরয়শ্চ' ইত্যাদি বিগ্রহ স্থলে 'হরয়ঃ' এই একশেষ হইতে দ্বিত্বাদি তত্তৎ সংখ্যাবচ্ছিন্ন স্বকীয় অর্থে লাক্ষণিক লুপ্ত হরিপদের অব্যবহিতোত্তরত্ব পুরস্কারে জ্ঞাত দ্বিতীয় হরিপদের ত্রিত্বাবচ্ছিন্ন সিংহরূপ অর্থে লক্ষণাস্বীকৃতি মূলে বিষ্ণু দ্বয়ের এবং সিংহত্রয়ের অবগতি হইবে। যদি তাদৃশ অব্যবহিতোত্তরত্ব পুরস্কারে শ্রুত হরিপদ জ্ঞাত না হয়, তাহা হইলে শ্রুত হরিপদটির বিষ্ণু দ্বয়ে এবং সিংহত্রয়ে লক্ষণাবৃত্তি মূলে অথবা শক্তি ভ্রম বশতঃ বিষ্ণু চন্দ্র উভয়ের এবং সিংহত্রয়ের বোধ সম্ভবপর হইবে।

ইহার পরে 'ন চ' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে গ্রন্থকার একটি শঙ্কা উপস্থাপিত করিতেছেন। শঙ্কা গ্রন্থটির তাৎপর্য এই যে, 'নীলে চ তদুৎপলে চেতি' ইত্যাদি বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত সু, ঔ প্রভৃতি বিভক্তির অর্থ যে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা তাহা যেরূপ নিয়মতঃ নীলোৎপলে ইত্যাদি সমস্ত পদের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না তদ্রূপ 'হরী চ হরয়শ্চ' ইত্যাদি বিগ্রহ স্থলেও তথাবিধ দ্বিত্ব ত্রিত্ব সংখ্যাকে অন্তর্ভাব করিয়া দ্বন্দ্ব সমাসের সাধুত্ব স্বীকৃত হইবে না, সুতরাং উক্ত ক্রমে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি না থাকায় একশেষ অর্থাৎ 'হরী চ হরয়শ্চ' এইরূপ বিগ্রহ বাক্য অনুসারে অনুসংহিত লুপ্ত দ্বিবচনান্ত হরীপদের অব্যবহিতোত্তরত্ব পুরস্কারে শ্রুত হরি পদ হইতে লক্ষণা বা শক্তি ভ্রম বশতঃ বিষ্ণু দ্বয় এবং সিংহত্রয়ের বোধের অনুকূল একশেষও যুক্তি যুক্ত হইতে পারে না। এই আশঙ্কা গ্রন্থের সমাধান কল্পে গ্রন্থকার, 'শলাকাপরি,' 'হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, 'শলাকা পরি', 'হস্ত্যশ্বম্' এই সকল অব্যয়ীভাব

সমাস স্থলে অব্দ, শলাকাগত একত্ব প্রভৃতি সংখ্যা যেরূপ অব্যয়ীভাব সমাসের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে তদ্রূপ উক্ত স্থলে দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা একত্ব সংখ্যার প্রতিপত্তি সম্ভবপর হওয়ায় এবং 'হস্ত্যশ্বম্' এই সকল স্থলেও হস্তী এবং অশ্বগত সমাহারের একত্ব সংখ্যা সমাসের দ্বারা অভিহিত হওয়ায় ব্যভিচার নিবন্ধন সমাসত্বাবচ্ছেদে একত্বাদি সংখ্যার অবিবক্ষিতত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি পূর্বপক্ষিগণ বলেন একত্বসংখ্যা সমাসের দ্বারা প্রতিপাদিত হইবে না এই নিয়ম আমাদের অভিপ্রেত নহে পরন্তু দ্বিত্বাদি সংখ্যার সমাসাপ্রতিপাদ্যত্ব এই নিয়মই আমাদের অভিমত, এই নিয়মেরও আচার্য উদয়নের 'একত্বে চ একত্বানি চ' ইতি বিগ্রহে 'একত্বানি' এই গ্রন্থের মাধ্যমে গুণকিরণাবলীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া একত্বে চ 'একত্বানি চ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে একত্বানি এই একশেষ স্থলে দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যার সমাসাপ্রতিপাদ্যত্ব নিয়মের ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

'হংসশ্চ হংসী চ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে হংসহংস্যৌ এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের অসাধুত্ব এবং হংসৌ এইরূপ সরূপৈকশেষ সিদ্ধ করিবার জন্য হংসশ্চ হংসী চ ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন, গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, 'হংসশ্চ হংসী চ' এইরূপ বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত হংসী পদটি 'পুংসা স্ত্রিয়াঃ সারূপ্যে',[১] এই অনুশাসন অনুসারে বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত হংসী পদটির লোপ হইবে এবং হংসের এই একশেষ স্থলে লুপ্ত হংসী পদটির অনুসন্ধান বশতঃ স্ত্রীহংস পুরুষহংস এই উভয়ের বোধ হইবে। পুষ্পবন্ত পদস্থলে চন্দ্রত্ব সূর্যত্ব এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় পুরস্কারে যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের বোধ হয় তদ্রূপ যে পুরুষের পক্ষে হংসী পদের লোপ অজ্ঞাত থাকিবে তাহার পক্ষে শ্রূয়মাণ হংস পদের স্ত্রীহংসত্ব পুরুষহংসত্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম পুরস্কারে একটি শক্তির ভ্রমবশতঃ শ্রূয়মাণ হংস পদ হইতে স্ত্রী হংস এবং পুরুষ হংস উভয়ের বোধ হইবে। শক্তিভ্রম ব্যতিরেকেও উক্ত বোধ সিদ্ধ করিবার জন্য বলিয়াছেন 'লক্ষণায়া বেতি' ইহার ফলে উক্ত স্থলে 'হংসী চ হংসশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে অজহৎস্বার্থলক্ষণারূপবৃত্তি হইতে স্ত্রীহংসত্ব পুরুষহংসত্ব উভয় ধর্ম পুরস্কারে স্ত্রীহংস এবং পুরুষ হংস উভয়ের বোধ হইবে। সর্বত্র শক্তির ভ্রম অভীপ্সিত নহে। এই জন্য শক্তিভ্রম ব্যতিরেকেও উক্ত বিগ্রহ বাক্যজনিত হংসের এই সরূপৈকশেষ হইতে হংস মিথুনের বোধ নির্বাহ করিবার জন্য বলিয়াছেন "লক্ষণায়া বা গ্রহাদেব"।

১। পুরুষ বোধক হংসাদি পদের সহিত স্ত্রীবোধক (হংসী) পদের সরূপৈকশেষ হইলে স্ত্রীবোধক হংসী পদটি লুপ্ত হইবে এবং শ্রুত পুরুষ বোধক হংস পদ হইতে লুপ্ত হংসী পদের অনুসন্ধান বশতঃ স্ত্রীহংস পুরুষ হংস উভয়ের বোধ হইবে।

मूलम्

यत्तु तत्र हंसपदमेव लक्षणया हंसीत्वेन, शक्त्या च हंसत्वेन बोधकं, सुवर्थस्तु पुंस्त्वं हंस एवान्वेति, न तु हंस्यामयोग्यत्वात् इति मतम्। तन्न, तथा सति, स्त्रीहंसत्वहंसत्वयोः पदार्थतावच्छेदकयोर्मिथो भेदविरहेन द्वन्द्वाप्रसक्तावेकशेषस्य दुष्करत्वापत्तेः, अन्यथा घटतद्घटावित्यपि द्वन्द्व-प्रसङ्गात्। हंस्यौ च हंसाश्चेति विग्रहेऽपि हंसाः इत्यतो हंसीद्वयहंस-त्रययोः प्रागुक्तरीत्यावगमः। दुन्दुभी च दुन्दुभिश्चेति विग्रहे दुन्दुभी सुन्दरावित्यत्राद्भेर्योर्बोधस्थले पुंलिङ्गस्यैव दुन्दुभिशब्दस्य शिष्टतया तद्विशेषणत्वादेव सुन्दरादेः पुंस्त्वं। युवा च युवतिश्च इत्यर्थे युवाना-वित्यत्राप्युक्तरीत्यैव युवतियौवनवतोर्बोधः, वरटा हंसौ लक्षणासारसावित्यादौ तु स्त्रीपुंमयोर्द्वन्द्वेऽपि पदसारूप्यविरहान्नैकशेषः। दम्पत्यर्चणप्रकरणे ब्राह्मणावानयेदित्यत्रापि ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च इति विग्रहे प्रागुक्तदिशा ब्राह्मणभार्य्यापत्योरवगमः।

অনুবাদ

'যত্তু' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে গ্রন্থকার প্রাচীনমত প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাচীনগণ বলেন পুরুষ হংস এবং স্ত্রীহংস উভয়ের সরূপৈক শেষ স্থলে হংস পদটির লক্ষণারূপ বৃত্তির দ্বারা হংসীত্ব পুরস্কারে স্ত্রীহংসের এবং শক্তিরূপ বৃত্তির দ্বারা হংসত্ব পুরস্কারে পুরুষ হংসের বোধক হওয়ায় সুবর্থ পুংস্ত্বধর্মটি হংস পদার্থে অন্বিত হইবে। হংস পদের লাক্ষণিক অর্থ হংসীতে নহে, কারণ, সুবর্থ পুংস্ত্বের অন্বয়ের পক্ষে হংসী পদ যোগ্য নহে। ইহাই প্রাচীন সম্প্রদায়ের মত। এই মতটি কিন্তু সমীচীন নহে, কারণ, যদি উক্ত প্রাচীন মত স্বীকৃত হয় তাহা হইলে স্ত্রী হংসত্ব এবং হংসত্ব এই পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ের পরস্পর ভেদ না থাকায় দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি হইবে না আবার দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি না হইলে একশেষও দুষ্কর হইবে। যদি পদার্থতাবচ্ছেদক দ্বয়ের এবং স্থল বিশেষে পদার্থদ্বয়ের পরস্পর ভেদ দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ামকরূপে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে 'ঘট-তদ্ঘটৌ' এই-আকারের

দ্বন্দ্ব সমাসের আপত্তি হইবে। 'হংস্যৌ চ হংসাশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে প্রাগুক্তরীতি অনুসারে হংসী দ্বয়ের এবং হংসত্রয়ের বোধ হইবে। 'তুন্দুভী চ তুন্দুভিশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'তুন্দুভী সুন্দরৌ' এই একশেষ স্থলে অক্ষ ও ভেরী উভয়ের বোধ যখন হইবে তখন পুংলিঙ্গ তুন্দুভি শব্দটি একশেষ রূপে প্রতীয়মান হওয়ায় তাহার বিশেষণ সুন্দরাদিপদেরও পুংস্ত্ব বিহিত হইয়াছে। যুবা চ যুবতিশ্চ এইরূপ অর্থে 'যুবানৌ' এই একশেষ স্থলেও উক্ত রীতি অনুসারে যুবন্ শব্দটি শিষ্ট হওয়ায় যুবতি ও যুবকের বোধক হইবে। বরটা চ হংসশ্চ এই রূপ বিগ্রহস্থলে এবং 'লক্ষণা চ সারসশ্চ' এইরূপ বিগ্রহস্থলে কিন্তু বরটা হংসৌ এবং লক্ষণা সারসৌ এই আকারের স্ত্রী পুরুষের উভয়েরই বোধক দ্বন্দ্ব সমাস হইবে। পদদ্বয়ের সারূপ্য না থাকায় একশেষ হইবে না। দম্পতি অর্চ্চনা প্রকরণে 'ব্রাহ্মণৌ আনয়েৎ' এখানে কিন্তু 'ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি স্থলে পূর্বোক্তক্রমে ব্রাহ্মণ ভার্য্যা ও ব্রাহ্মণপতি উভয়ের অবগতি হইবে।

বিবৃতি

উক্ত স্থলে প্রাচীনমত প্রদর্শন পূর্বক খণ্ডন করিবার জন্য 'যত্তু' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন, 'তত্র' ইহার অর্থ করিতে হইবে 'হংসশ্চ হংসী চ' ইত্যাদি বিগ্রহ-জনিত, হংসৌ ইত্যাদি সরূপৈকশেষ স্থলে, 'হংস পদমেব' অর্থাৎ শ্রূয়মান হংস পদটিই লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা হংসীত্ব পুরস্কারে স্ত্রীহংসের এবং হংসপদের শক্তির দ্বারা হংসত্ব পুরস্কারে পুরুষ হংসের বোধক হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যদি হংস পদের লক্ষণারূপ বৃত্তির দ্বারা স্ত্রীহংসের বোধ হয় তাহা হইলে স্ত্রীহংসে হংসপদোত্তর সুবর্থ যে পুংস্ত্ব তাহার অন্বয় কি করিয়া সম্ভবপর হইবে। কারণ স্ত্রীহংসে কখনও পুংস্ত্ব সম্ভাবিত নহে। এই আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন "সুবর্থস্তু পুংস্ত্বং হংস এব অন্বেতি ইতি" অর্থাৎ পুরুষ হংসেই সু বিভক্তির অর্থ পুংস্ত্ব অন্বিত হইবে, হংসীতে নহে। কেন হংসীতে অন্বয় হইবে না ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন 'ন তু হংস্যাম্ অযোগ্যত্বাৎ," অর্থাৎ স্ত্রীহংসীতে সুবর্থ পুংস্ত্ব বাধিত, সুতরাং স্ত্রীহংসীতে পুংস্ত্বের অন্বয় হইবে না ইহাই প্রাচীনদের অভিপ্রায়।

'তন্ন' ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উক্ত প্রাচীনমত খণ্ডন করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে 'হংসৌ' এই একশেষ স্থলে হংস পদের দ্বারা স্ত্রীহংসবোধের অনুকূল লক্ষণাবৃত্তি এবং পুরুষ হংস বোধের অনুকূল শক্তিরূপ বৃত্তি যদি প্রাচীনগণ কল্পনা করেন, তাহা হইলে একই হংসপদের স্ত্রীহংসত্ব এবং হংসত্বরূপ পদার্থতার অবচ্ছেদক যে দুইটি ধর্ম তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ না থাকায় দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি সম্ভাবিত নহে। যদি দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি না হয় তাহা হইলে সরূপৈকশেষেরও প্রসক্তি হইতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "পদার্থতাবচ্ছেদকয়োর্মিথো ভেদবিরহেণ দ্বন্দ্বাপ্রসক্তাবেকশেষস্ত দুষ্করত্বাপত্তেরিতি"।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে উক্ত রীতিতে পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও হংসী চ হংসশ্চ 'হংসৌ'—এখানে হংসে হংসীর ভেদ থাকায় দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি নিবন্ধন প্রাচীনমতে সরূপৈকশেষ হইতে পারিবে না কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হইবে এই আশঙ্কা ঠিক নহে, কারণ, হংসে হংসীর ভেদ থাকিলেও হংসীতে হংসের ভেদ না থাকায় পদার্থদ্বয়ে পরস্পর ভেদ থাকিবে না। পরস্পর ভেদ না থাকায় দ্বন্দ্বের প্রসক্তিও হইবে না। সিদ্ধান্তপক্ষে কিন্তু স্ত্রীত্ব বিশিষ্ট হংসত্বাবচ্ছিন্ন এবং পুংস্ত্ব বিশিষ্ট হংসত্বাবচ্ছিন্ন এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ থাকায় দ্বন্দ্ব সমাসের অপবাদক সরূপৈকশেষের পক্ষে কোনও রূপ অনুপপত্তি থাকিবে না। এখন আশঙ্কা হইতে পারে পদার্থতাবচ্ছেদকদ্বয়ের ভেদ দুইটি অননুগত হওয়ায় উক্ত পরস্পর ভেদ দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং একটি পদার্থত্বের সামানাধিকরণ্যে অপর পদার্থত্বাবচ্ছিন্নের ভেদকেই দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ামক বলা সমীচীন। ইহার ফলে হংসে হংসীর ভেদ থাকায় দ্বন্দ্বের অপ্রসক্তি হইবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে 'অন্যথা' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ামক কোটিতে যদি 'পরস্পর' এই অংশটি প্রবিষ্ট না হয় তাহা হইলে, কেহ বলেন, বিশিষ্ট এবং কেবল পদার্থদ্বয়ের পরস্পর ভেদ যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে, 'অন্যথা' শব্দের এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে।

'অন্যথা ঘটতদ্ঘটাবিত্যপি দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গাদিতি' অর্থাৎ সমাসের ঘটক পদার্থদ্বয়ের পরস্পর ভেদ যদি দ্বন্দ্ব সমাসের নিয়ামক না হয় তাহা হইলে, অথবা কেবল ঘট এবং বিশিষ্ট ঘট এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ স্বীকৃত হইলে 'ঘটতদ্ঘটৌ' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি হইবে। অতএব প্রাচীন সম্মত হংসপদের লক্ষণা ও শক্তি উভয় বৃত্তি হইতে হংস মিথুনের বোধ স্বীকৃত হইতে পারে না।

অতএব 'হংস্যৌ চ হংসাশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে 'হংসাঃ' এই একশেষ স্থলে পূর্বোক্ত রীতিতে অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যাবিশিষ্ট হংসী বোধক লুপ্ত দ্বিবচনান্ত হংসী পদের অব্যবহিতোত্তরত্ব পুরস্কারে—অনুসন্ধীয় মান হংস পদটি শক্তি ভ্রম অথবা লক্ষণা রূপ বৃত্তি হইতে হংসীদ্বয়ের এবং হংসত্রয়ের বোধক হইবে এই নব্য মতই সিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ করা সমীচীন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে দুন্দুভী চ দুন্দুভিশ্চ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে "দুন্দুভী সুন্দরৌ" এই একশেষের পরবর্তী সুন্দরৌ এই বিশেষণ পদটি স্ত্রীলিঙ্গে বিহিত না হইয়া পুংলিঙ্গে বিহিত হইয়াছে কেন ? এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে গ্রন্থকার, দুন্দুভী চ দুন্দুভিশ্চ ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে দুন্দুভী চ দুন্দুভিশ্চ এই বিগ্রহ বাক্যের অন্তর্গত প্রথমোক্ত স্ত্রীলিঙ্গ দুন্দুভী পদটি অক্ষের[১] বোধক, পুংলিঙ্গ দুন্দুভি পদটি

১। পাশা প্রভৃতি ক্রীড়ার উপকরণ

স্তেরীর বোধক, সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ বিশেষ্যবোধক পদদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া সরূপৈক-শেষ স্থলে "স্ত্রী-পুংসয়োঃ পুমান্ শেষঃ" এই অনুশাসন অনুসারে পুংলিঙ্গ দুন্দুভি পদটি শিষ্ট অর্থাৎ একশেষ রূপে প্রতীয়মান হওয়ায় "সুন্দরৌ" এই বিশেষণ পদটি পুংলিঙ্গ হইবে স্ত্রীলিঙ্গ নহে, এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "পুংলিঙ্গস্যৈব দুন্দুভিশব্দস্য শিষ্টতয়া তদ্বিশেষণ-ত্বাদেব সুন্দরাদেঃ পুংস্ত্বম্"। এখানে "তদ্বিশেষণত্বাদেব" এই অংশের দ্বারা অজহল্লিঙ্গ বিশেষণ শব্দ নিয়মতঃ বিশেষ্য বোধক শব্দের সমান লিঙ্গক হইবে, ইহাই সূচনা করা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য 'যুবা চ যুবতিশ্চ' এইরূপ অর্থে যখন 'যুবানৌ' এইরূপ একশেষ হইবে তখনও বিভক্তির অর্থ যে পুংস্ত্ব তাহার অন্বয় কোথায় হইবে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন "যুবানাবিত্যাদাবুক্তরীত্যৈব যুবতি-যৌবনবতোর্বোধঃ"। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে যুবন্ যুবতি শব্দের একশেষ স্থলে পুংলিঙ্গ যুবন্ শব্দটি শিষ্ট হওয়ায় "যুবানৌ" এই ঔ বিভক্তির অর্থ পুংস্ত্ব যুবন্ শব্দেই অন্বিত হইবে যুবতি শব্দে নহে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে স্ত্রী এবং পুরুষের দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি হইলে একশেষের বিধান থাকায় 'বরটা চ হংসশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ হইতে 'হংসৌ' এইরূপ একশেষ এবং 'লক্ষণা চ সারসশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ হইতে 'সারসৌ' এবম্বিধ একশেষ স্বীকৃত হইবে না কেন? কারণ একশেষ দ্বন্দ্বের বাধক হওয়ায় পূর্বোক্ত বিগ্রহ বাক্য হইতে যথাক্রমে বরটা হংসৌ, লক্ষণা-সারসৌ এই প্রকার দ্বন্দ্ব সমাস সম্ভাবিত নহে—এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে জগদীশ, "বরটা হংসৌ লক্ষণাসারসৌ" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে স্ত্রী পুরুষ বোধক পদদ্বয়ের যদি সারূপ্য থাকে তাহা হইলেই সেখানে দ্বন্দ্ব সমাসের অপবাদক একশেষ স্বীকৃত হইবে। 'বরটা[১] হংসৌ লক্ষণাসারসৌ' এই উভয় স্থলেই দ্বন্দ্ব সমাসের ঘটক পদদ্বয়ের সারূপ্য না থাকায় একশেষ হইবে না পরন্তু দ্বন্দ্ব সমাসই স্বীকৃত হইবে এই আশয়ে জগদীশ স্বয়ংই বলিয়াছেন; "পদসারূপ্য[২] বিরহান্নৈকশেষঃ'।

ব্রাহ্মণ দম্পতীর অর্চনা প্রকরণে উল্লিখিত "ব্রাহ্মণাবানয়েৎ" এখানেও 'ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ' এই বিগ্রহ হইতে ব্রাহ্মণৌ এই একশেষ স্থলে ব্রাহ্মণ শব্দটি শিষ্ট হওয়ায় বিভক্ত্যর্থ পুংস্ত্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পদে অন্বিত হইয়া ব্রাহ্মণভার্যা ও ব্রাহ্মণপতি উভয়ের বোধক হইবে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ বলিয়াছেন "ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণী চ ইতি বিগ্রহে প্রাগুক্তদিশা ব্রাহ্মণভার্যা পত্যোরবগমঃ।"

১। বরটা হংসৌ এই দ্বন্দ্ব সমাসের ঘটক বরটা পদটি হংস পত্নীর বোধক এবং 'লক্ষণা সারসৌ' এখানে দ্বন্দ্ব সমাসের ঘটক লক্ষণা পদটি সারস পত্নীর বোধক ইহা বুঝাইবার জন্য অমরকোষকার নিজেই বলিয়াছেন "হংসস্য যোষিদ্ বরটা", "লক্ষণা সারসস্য তু" ইতি।

২। সমস্যমানপদয়োঃ স্ত্রিত্বাদিব্যঞ্জকবিধুরয়োরেকানুপূর্বীমত্ত্বমেবাত্র সারূপ্যমিত্য-বধেয়ম্।

मूलम्

एकश्चैका चेत्यत्र एकौ, द्वौ च द्वे चेत्यत्र द्वौ, उभौ चोभे चेत्यत्र उभौ, त्रयश्च तिस्रश्च इत्यत्र च विग्रहे त्रय इत्यादिरेकशेष इष्यत एव। 'ग्राम्यानेकशफेष्वतरुणेषु' स्त्रीपुंसयोर्बहुत्वमन्तर्भाव्य सारूप्येण द्वन्द्वस्थले तु पुंस एव लुक्, तेन मेष्यश्च मेषाश्चेत्यर्थे मेष्य इत्यत्रापि लुप्तं बहुमेषाणां लक्षकं मेषपदं प्रतिसन्दधत एव बहुमेषाणामनेकमेषीणाञ्चावगमः। एवं महिषाश्च महिष्यश्चेत्यर्थे महिष्य इत्यत्रापि महिषपदं बहूनां महिषाणाम्। मृगाश्च मृग्यश्चेत्यर्थे मृगा इत्यत्र तु मृगादेरग्राम्यत्वान्न पुंसो लुक् परन्तु स्त्रियाः। तथा गर्दभाश्च गर्दभ्यश्चेत्यर्थे गर्दभा इत्यत्रापि खराणामेकशफत्वात्। वर्कराश्च वर्कर्यश्च इत्यर्थे वर्करा इत्यत्रापि तरुणार्थकत्वात्। स्वसा च भ्राता चेत्यर्थे भ्रातरावित्यत्र, पुत्रश्च दुहिता चेत्यर्थे पुत्रावित्यत्र च विरूपैकशेषेऽपि स्वसृपदं दुहितृपदञ्च लुप्तं प्रतिसन्धायैव भ्रातृभगिन्योः पुत्रकन्ययोश्चावगमः। "ज्येष्ठपुत्रदुहित्रोश्च ज्यैष्ठे मासि न कारयेत्"दित्यादिकस्तु प्रयोगः परिचिन्तनीयः।

অনুবাদ

'একশ্চ একা চ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে একৌ, 'দ্বৌ চ দ্বে চ' এই আকারের বিগ্রহবাক্য হইতে দ্বৌ, 'উভৌ চ উভে চ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উভৌ এবং 'ত্রয়শ্চ তিস্রশ্চ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে ত্রয়ঃ ইত্যাদি একশেষ স্বীকৃত হইবে। "গ্রাম্যানেকশফেষ্বতরুণেষু" এই অনুশাসন অনুসারে স্ত্রী এবং পুরুষের বহুত্ব সংখ্যাকে অন্তর্ভাব করিয়া সারূপ্যবিশিষ্ট দ্বন্দ্বের প্রসক্তি স্থলে পুরুষ বোধক পদের লোপ হইবে এবং স্ত্রীবোধক শব্দটি একশেষরূপে গৃহীত হইবে। ইহার ফলে মেষ্যশ্চ মেষাশ্চ এইরূপ অর্থে মেষ্যঃ এইরূপ একশেষ স্থলে বহুমেষের লক্ষকরূপে লুপ্ত মেষ পদটির প্রতিসন্ধানবশতঃ বহুমেষবিষয়ক এবং অনেক মেষী বিষয়কবোধ হইবে। মহিষাশ্চ মহিষ্যশ্চ এইরূপ অর্থে মহিষ্যঃ এই একশেষ স্থলে মহিষ্য পদ হইতে বহু মহিষ বিষয়ক এবং অনেক মহিষী বিষয়ক বোধ

হইবে। মৃগাশ্চ মৃগ্যশ্চ এইরূপ অর্থে 'মৃগাশ্চ মৃগ্যশ্চ মৃগাঃ' এই একশেষ স্থলে মৃগ প্রভৃতি গ্রাম্য না হওয়ায় পুরুষ মৃগ পদটি লুপ্ত হইবে না, পরন্তু স্ত্রীবোধক মৃগী পদটি লুপ্ত হইবে, এবং গর্দভাশ্চ গর্দভ্যশ্চ এইরূপ অর্থে গর্দভাঃ এই একশেষীভূত গর্দভ পদটি এক খুর বিশিষ্ট গর্দভের বোধক হওয়ায় স্ত্রীবোধক গর্দভ পদটি লুপ্ত হইবে, পুরুষবোধক গর্দভ পদটি নহে। বর্করাশ্চ বর্কর্যশ্চ এইরূপ বিগ্রহ হইতে একশেষ স্থলে স্ত্রীবোধক বর্করী শব্দটি তরুণ পশুর বোধক হওয়ায় স্ত্রীবোধক বর্করী শব্দটি লুপ্ত হইবে। স্বসা চ ভ্রাতা চ এইরূপ অর্থে ভ্রাতরৌ এখানে, এবং পুত্রশ্চ দুহিতা চ এইরূপ অর্থে পুত্রৌ এইসকল বিরূপ একশেষ স্থলে, স্বসৃপদ এবং দুহিতৃপদ লুপ্ত হইবে এবং ঐ লুপ্ত পদদ্বয়ের প্রতিসন্ধানবশতঃ ভ্রাতৃভগিনী এই উভয় ও পুত্র এবং কন্যা এই উভয়ের বোধ হইবে। 'জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্র্যোশ্চ জ্যৈষ্ঠে মাসি ন কারয়েদ্' ইত্যাদি স্থলীয় দ্বন্দ্ব সমাসের সাধুত্ব কি করিয়া সম্ভব হয় তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

বিবৃতি

এক একা ইত্যাদি সংখ্যেয় বোধক শব্দকে গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ বোধক পদদ্বয়ের একশেষ স্থলে কোন্ পদটি লুপ্ত হইবে এবং কোন্ পদটি শ্রূয়মাণ থাকিবে এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকার 'দ্বৌ চ দ্বে চ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, সংখ্যেয় বোধক এক, দ্বি প্রভৃতি শব্দদ্বয়ের একশেষ স্থলে অর্থাৎ একশ্চ একা এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে একৌ, দ্বৌ চ দ্বে চ এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে দ্বৌ, উভৌ চ উভে চ এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে উভৌ এবং 'ত্রয়শ্চ তিস্রশ্চ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে ত্রয়ঃ ইত্যাদি একশেষের পক্ষে কোনরূপ বাধক না থাকায় এবং তুল্যযুক্তিতে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ বিহিত সংখ্যেয়[1] বোধক পদদ্বয়ের একশেষ সকল শাব্দিক সম্প্রদায়েরই অভিমত। এই অভিপ্রায়েই জগদীশ বলিয়াছেন, 'ইত্যাদিরেকশেষ ইষ্যত এব,' 'ইত্যাদি' এই আদি পদের দ্বারা 'চত্বারশ্চ চতস্রশ্চ' এইরূপ বিগ্রহস্থলে দ্বন্দ্ব সমাসের অপবাদক 'চত্বারঃ' ইত্যাদি একশেষ অঙ্গীকৃত হইবে। 'গ্রাম্যানেকশফেষ্বতরুণেষু' ইত্যাদি সন্দর্ভের মাধ্যমে গ্রামীণ অনেক খুর বিশিষ্ট ও তরুণ ভিন্ন বহু স্ত্রীপশুর এবং বহু পুরুষপশুর সরূপৈকশেষ স্থলে পুরুষ পশু বোধক পদটি লুপ্ত হইবে। ইহার ফলে মেষ্যশ্চ মেষাশ্চ এইরূপ বিগ্রহ স্থলে মেষ্য এই পদটি শিষ্ট হওয়ায় শ্রূয়মাণ মেষ্যপদটি হইতে বহু মেষ রূপ অর্থে লাক্ষণিক লুপ্ত মেষ পদটির প্রতিসন্ধানবশতঃ বহুমেষবিষয়ক এবং

১। 'আদশতঃ সংখ্যা সংখ্যেয়ে বর্ততে, অতঃ পরং সংখ্যেয়ে সংখ্যানে চ' এই শাব্দিক অনুশাসন অনুসারে অষ্টাদশ পর্যন্ত সংখ্যাবোধক শব্দ কেবল মাত্র সংখ্যেয়ের বোধক হইবে, উনবিংশতি হইতে সংখ্যাবোধক শব্দসমূহ সংখ্যা ও সংখ্যেয় এই উভয়ের বোধক হইয়া থাকে।

অনেক মেষী বিষয়ক বোধ হইবে। 'মহিষাশ্চ মহিষ্যশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ হইতে 'মহিষাঃ' এইরূপ সরূপৈকশেষ স্থলে বহু মহিষরূপ অর্থে লাক্ষণিক লুপ্ত পুংলিঙ্গ মহিষ পদের অনুসন্ধানবশতঃ শ্রুত মহিষী পদ হইতে বহু পুরুষ মহিষ এবং বহু মহিষীর বোধ হইবে।

"গ্রাম্যানেকশফেষ্বতরুণেষু" এই অনুশাসনের অন্তর্গত গ্রাম্যপদটির ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—"মৃগাশ্চ মৃগ্যশ্চ" এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে 'মৃগাঃ' এই একশেষ স্থলে মৃগ প্রভৃতি গ্রাম্য না হওয়ায় "স্ত্রীপুংসয়োঃ পুমান্ শেষ" এই সামান্য অনুশাসন অনুসারে স্ত্রীবোধক মৃগ পদটি লুপ্ত হইবে। পুরুষবোধক মৃগপদটির লোপ হইবে না। গর্দভ পশুটি অনেক খুর বিশিষ্ট না হওয়ায় "গর্দভাশ্চ গর্দভ্যশ্চ" এইরূপ অর্থে 'গর্দভাঃ' এই একশেষ স্থলেও পুরুষ গর্দভ পদটি লুপ্ত হইবে না। পরন্তু স্ত্রীবোধক গর্দভী পদটি লুপ্ত হইবে। এবং পূর্বরীতি অনুসারে লুপ্ত গর্দভী পদের অনুসন্ধান বশতঃ শ্রুতগর্দভ পদটি গর্দভ এবং গর্দভী এই উভয়ের বোধক হইবে।

উক্ত অনুশাসনের অন্তর্গত "অতরুণ" পদটির ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বর্করাশ্চ বর্কর্যশ্চ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে "বর্করাঃ" এই প্রকার একশেষ স্থলেও বর্করা শব্দটি তরুণ পশুরূপ অর্থের বোধক হওয়ায় পুংলিঙ্গ বর্কর শব্দের লোপ হইবে না। পরন্তু স্ত্রীবোধক বর্করী পদটি লুপ্ত ইহবে। এবং পূর্বোক্ত নিয়মে লুপ্ত বর্করী শব্দের অনুসন্ধান বশতঃ শ্রুত পুংলিঙ্গ বর্কর শব্দ হইতে বহুবর্করী এবং বহুবর্করের বোধ হইবে। এখানে বর্কর শব্দটির তরুণপশুরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।[1]

এই পর্যন্ত সরূপৈকশেষ প্রদর্শন করিবার পরে বিরূপৈকশেষ প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার, "স্বসা চ ভ্রাতা চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে পূর্বে আলোচিত সরূপৈকশেষের ন্যায় "স্বসা চ ভ্রাতা চ" এইরূপ বিগ্রহ হইতে "ভ্রাতরৌ" এবং "পুত্রশ্চ দুহিতা চ" এইরূপ বিগ্রহ হইতে "পুত্রৌ" এই সকল বিরূপৈকশেষ স্থলেও লুপ্ত স্বসৃপদের এবং লুপ্ত দুহিতৃপদের অনুসন্ধানবশতঃ ভ্রাতৃ-ভগিনী উভয়ের এবং পুত্রকন্যা উভয়ের অবগতি হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে "জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ জ্যৈষ্ঠে মাসি ন কারয়েৎ" এই ধর্মশাস্ত্রীয় প্রয়োগস্থলে বিরূপৈকশেষ স্বীকৃত না হইয়া দ্বন্দ্ব সমাস স্বীকৃত হইয়াছে কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন 'ইত্যাদিকস্তু প্রয়োগঃ পরিচিন্তনীয়ঃ।' গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে পুষ্পবন্ত পদ হইতে যেরূপ চন্দ্রত্ব সূর্যত্ব উভয় ধর্ম পুরস্কারে চন্দ্র সূর্য উভয়ের শক্তিগ্রহ হইতে চন্দ্রত্ব সূর্যত্ব উভয় ধর্ম পুরস্কারে চন্দ্র এবং সূর্য এই উভয়বিষয়ক একটি শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ধর্মশাস্ত্রীয় প্রয়োগের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠপুত্রদুহিত্রোশ্চ এখানেও পুত্রদুহিতৃ পদটির পুত্রত্বদুহিতৃত্ব উভয়ধর্মপুরস্কারে পুত্র ও দুহিতা এই উভয়ের বোধক একই শক্তিগ্রহ স্বীকৃত হইবে। সুতরাং দ্বিবচনান্ত পুত্র-দুহিতৃ পদটি একটি বিলক্ষণ

১। বর্করস্তরুণো যুবা, তরুণঃ পশুরিতি চ অমরঃ

দ্বিবচনান্ত প্রকৃতি, কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতি নহে। এইরূপে উক্ত শঙ্কার সমাধান জগদীশ তর্কালঙ্কার পরিচিন্তনীয় উক্তির দ্বারা সূচনা করিয়াছেন।

मूलम्

स च मैत्रश्चेति विग्रहे त्यदादिना तदन्यस्य द्वन्द्वे लुकि तावित्यत्रापि लुप्तमैत्रादिपदमनुसन्दधत एव मैत्राद्यवगमः। स च त्वञ्चेत्यादि विग्रहे किं पदान्यत्यदादिद्वयगर्भे द्वन्द्वे तु पूर्वस्यैव स्वानुत्तरस्य वा त्यदादेर्लुकि युवामित्यावप्युक्तक्रमेण तदर्थयुष्मदर्थयोर्बोधः। स च स चेत्यत्रापि विभिन्नार्थयोर्विग्रहे स्वपूर्वागणितोऽपि तदादिः स्वोत्तरा पठित एव। "तत्तन्मानुषतुल्योऽसौ यद्‌यद्विद्यातिनिर्मले"त्यादौ तु न त्यदादिगणेन द्वन्द्वः परन्तु त्यदाद्यव्ययेन, यथा "तत्तत्तामसभूतभीतय" इत्यादौ, यत्तदादिव्यतिरिक्तानामेवाव्ययानां सरूपैकशेषस्य व्युत्पन्नत्वात्, प्रयोगानुसारित्वात् कल्पनायाः। कश्च तञ्चेत्यादिविग्रहेण किमा तादृशद्वन्द्वे तु तदन्यस्यैव त्यदादेर्लुकि कारित्यादिक एव प्रयोगः।

चैत्रस्य पितरावित्यत्रापि विरूपैकशेषे लुप्तस्य मातृपदस्य स्मरणात् मातुरवगमः, तदस्मरतस्तु पितृपदे जनकशरीरत्वेन लक्षणया मातापित्र्योरवगतिरिति तु प्राञ्चः। कौमारास्तु, मात्रा पितुर्द्वन्द्वे मातापितृभ्यां मातरपितराभ्यामिति प्रयोगद्वयी दर्शनात् चैत्रस्य पितरावित्यत्र नैकशेषः परन्तु, पुष्पवन्तादि पदवत् मातृत्व-पितृत्वाभ्यां विभिन्नरूपाभ्यामेकशक्तिमदेव नियतद्विवचनाकाङ्क्षं पितृपदं प्रकृत्यन्तरम्। एवं श्वश्रूश्च श्वशुरश्चेत्यर्थे श्वशुरौ, इत्यत्र श्वशुरपदमपि श्वश्र्वा श्वशुरस्य द्वन्द्वे श्वश्रूश्वशुरावित्येव प्रयोगादित्याहुः॥ ४८॥

অনুবাদ

'স চ মৈত্রশ্চ' এইরূপ বিগ্রহবাক্যস্থলে ত্যদাদি সর্বনামশব্দ এবং তদ্ ভিন্ন শব্দান্তরের সহিত দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি স্থলে ত্যদাদিভিন্ন (মৈত্র প্রভৃতি) শব্দের লোপ হইলে 'তৌ' এই বিরূপৈকশেষস্থলে লুপ্ত মৈত্রাদি পদের অনুসন্ধানবশতঃ মৈত্রাদিবিষয়ক বোধ হইবে। 'স চ', 'ত্বঞ্চ' ইত্যাদিবিগ্রহবাক্য স্থলে কিং পদভিন্ন ত্যদাদি দ্বয়গর্ভ দ্বন্দ্বসমাসস্থলে কিন্তু পূর্ববর্তী ত্যদাদিশব্দের অথবা নিজের উত্তরবর্তী নহে এইরূপ ত্যদাদিশব্দের লোপ হওয়ায় 'যুবাম্' ইত্যাদি একশেষ স্থলেও পূর্বোক্ত ক্রমেই তৎপদার্থ এবং যুষ্মদ্ পদার্থ এই উভয় বিষয়ক বোধ উৎপন্ন হইবে। "স চ স চ" এইরূপ বিভিন্নার্থক তৎপদদ্বয়ের বিগ্রহবাক্যস্থলে স্ব পূর্ববর্তী না হইলেও ত্যদাদি শব্দ স্বোত্তরক্ষণে অপঠিত, (অর্থাৎ সর্বনাম গণনায় নিজের উত্তর ক্ষণে পঠিত নহে, অতএব এইরূপ ত্যদাদিশব্দ লুপ্ত হওয়ায় 'তৌ' ইত্যাদি একশেষ স্বীকৃত হইবে।) "তত্ত্বমানুষতুল্যোঽসৌ যদ্ যদ্বিত্যাতিনির্মলা" ইত্যাদিস্থলে কিন্তু ত্যদাদিগণের সহিত দ্বন্দ্বসমাস স্বীকৃত নহে পরন্তু সর্বনাম বহির্ভূত ত্যদাদি অব্যয়ের সহিত দ্বন্দ্ব সমাসই স্বীকৃত হইবে, একশেষ নহে। যেমন "তত্ত্বামসভূতভীতয়ঃ" ইত্যাদিস্থলে। সর্বনামগণের অন্তর্গত যত্তদাদিভিন্ন অব্যয়পদসমূহেরই সরূপৈকশেষব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, প্রয়োগের অনুরোধেই তাহার নিয়ামকের কল্পনা করা হইয়া থাকে। "কশ্চ ত্বঞ্চ" ইত্যাদি বিগ্রহস্থলে কিম্ শব্দের সহিত তদ্‌ভিন্নত্যদাদি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তিস্থলে 'কিম্' পদভিন্ন ত্যদাদি লুপ্ত হওয়ায় 'কৌ' ইত্যাদি আকারের একশেষের প্রয়োগ স্বীকৃত হইবে। চৈত্রস্য পিতরৌ এই আকারের বিরূপ একশেষ স্থলে লুপ্ত মাতৃপদের স্মরণ হইতে মাতৃবিষয়ক বোধ হইবে। যে ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ স্মরণ সম্ভাবিত নহে, তাদৃশব্যক্তির পক্ষে শ্রুতপিতৃপদের জনক শরীরত্ব পুরস্কারে লক্ষণারূপ বৃত্তি হইতে মাতা পিতা উভয়ের অবগতি হইবে ইহাই প্রাচীনমত। কৌমার বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মতে, মাতার সহিত পিতার দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে 'মাতাপিতৃভ্যাম্' 'মাতরপিতরাভ্যাম্' এই দ্বিবিধ প্রয়োগ দেখা যায়, এই জন্য চৈত্রস্য পিতরৌ এখানে একশেষ নহে, পরন্তু, পুষ্পবন্ত প্রভৃতিপদের ন্যায় মাতৃত্বপিতৃত্বরূপ বিভিন্ন ধর্মদ্বয় পুরস্কারে পিতৃপদের একটি শক্তি স্বীকৃত হইবে এবং উক্ত পিতৃপদ দ্বিবচন সাকাঙ্ক্ষ অপর একটি প্রকৃতিরূপে গণ্য হইবে। এবং শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ এইরূপ বিগ্রহ হইতে শ্বশুরৌ এখানে শ্বশুর পদটিও পূর্বোক্তরীতিতে পত্নীর পিতৃত্বমাতৃত্বরূপ বিরুদ্ধধর্মদ্বয়পুরস্কারে পত্নীর

জনক দম্পতী বিষয়ক বোধের জনক হইবে এবং দ্বিবচন সাকাঙ্ক্ষ স্বীকৃত হইবে, একশেষ নহে। কারণ শ্বশ্রূপদের সহিত শ্বশুরপদের দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে 'শ্বশ্রূ-শ্বশুরৌ' এই আকারেরই প্রয়োগ দেখা যায়, ইহাই কৌমার বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের বক্তব্য ॥ ৪৮ ॥

বিবৃতি

এই পর্যন্ত গ্রন্থকার বিভিন্নার্থক নামদ্বয়ের দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তিস্থলে একশেষ সিদ্ধান্তরূপে গণ্য করিয়া এখন সর্বনামের অন্তর্গত ত্যদ্, তদ্, যদ্, এতদ্, অদস্, ইদম্, কিম্, যুষ্মদ্, অস্মদ্ এই সকল ত্যদাদি গণের সহিত ত্যদাদিভিন্ন শব্দান্তরের দ্বন্দ্বসমাসের প্রসক্তি পক্ষে কোন পদটি লুপ্ত হইয়া লুপ্ত পদার্থের স্মরণ সহকারে শ্রুতপদ হইতে বিশিষ্টবোধ উৎপন্ন হইবে ইহা ব্যক্ত করিবার জন্য গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার 'স চ মৈত্রশ্চ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'তদন্যস্য' এখানে তদন্য পদের ত্যদাদিভিন্ন রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং 'তদন্যস্য' এই অংশের অগ্রিম 'লুকি' এই সপ্তম্যন্ত লুক্ পদের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। 'তাবিত্যত্রাপি' অর্থাৎ 'তৌ' এই আকারের একশেষ স্থলেও লুপ্ত যে মৈত্র প্রভৃতি পদ তাহার অনুসন্ধান অর্থাৎ স্মরণ হইতে মৈত্র প্রভৃতি ত্যদাদি ভিন্ন পদার্থের অবগতি হইবে। 'স চ ত্বঞ্চ' এই আকারের বিগ্রহস্থলে কিং পদভিন্ন ত্যদাদিগণের অন্তর্গত দুইটি পদগর্ভিত দ্বন্দ্বসমাস স্থলে কিন্তু নিজের পূর্ববর্তী অথবা নিজের উত্তরবর্তী নহে এইরূপ ত্যদাদিপদের লোপ হইলে "যুবাম্" ইত্যাদি একশেষস্থলে লুপ্ত তৎপদের অনুসন্ধানক্রমে তৎপদার্থ এবং যুষ্মদ্ পদার্থের বোধ হইবে। 'যানুত্তরস্য বা' এই দ্বিতীয় কল্পানুসরণের বীজ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন 'স চ স চ' এই বিগ্রহ-বাক্যে পদদ্বয়ের সারূপ্য থাকিলেও অর্থগত বৈষম্যব্যতিরেকে একার্থক পদদ্বয়ের দ্বন্দ্ব সমাসের প্রসক্তি না থাকায় একশেষও সম্ভাবিত নহে এইজন্য তৎপদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন "বিভিন্নার্থয়োরিতি"। 'স্বপূর্বা গণিতোঽপি' এই অংশের পর্যবসিত অর্থ করিতে হইবে 'ত্যৎ তদ্ যদ্' ইত্যাদি সর্বনাম গণনায় নিজের পূর্বে গণিত না হইলেও নিজের উত্তরক্ষণে অপঠিত হইয়াছে এইজন্য তৎ পদের লোপ হইবে।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে ত্যদাদিগণ পঠিত ত্যদ্ তদ্ যৎ প্রভৃতি শব্দের সরূপৈকশেষ অথবা বিরূপৈকশেষই যদি শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহা হইলে "তত্তস্মানুষতুলোঽহসৌ যদ্ যদ্ বিদ্যাতিনির্মলা" এই সকল প্রামাণিক কাব্যের প্রয়োগস্থলে দ্বন্দ্বের অপবাদক একশেষ না হইয়া দ্বন্দ্ব সমাসের সাধুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে জগদীশ বলিতেছেন উক্ত আশঙ্কা ঠিক নহে কারণ তত্তস্মানুষতুলোঽহসৌ ইত্যাদি কাব্য সন্দর্ভের অন্তর্গত "তত্তস্মানুষ" এখানে ত্যদাদিগণের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের দ্বারা দ্বন্দ্ব সমাস হয় নাই, পরন্তু ত্যদাদিগণের অন্তর্গত তৎশব্দের সমানার্থক অব্যয় রূপ 'তৎ'

শব্দের সহিত তাদৃশ পদান্তর তৎ শব্দের মাধ্যমেই উক্ত বাক্য সন্দর্ভে 'তত্ত্বম্যানুষ' এই আকারের দ্বন্দ্ব সমাস গৃহীত হইয়াছে—এই অভিপ্রায়ে জগদীশ বলিয়াছেন "ইত্যাদৌ তু ন ত্যদাদিগণেন দ্বন্দ্ব: পরন্তু তদাদ্যব্যয়েন" যেহেতু তৎ প্রভৃতি অব্যয় পদ ঘটিত দ্বন্দ্ব, অতএব একশেষ সম্ভাবিত নহে। "তত্ত্বম্যানুষতুল্যোঽসৌ" ইত্যাদি বাক্যস্থলে 'তদাদি' অব্যয় ঘটিত দ্বন্দ্বসমাসের কথা যে বলা হইয়াছে এই উক্তি প্রমাণিত করিবার জন্য "যথা তত্তত্তামসভূতভীতয় ইত্যাদৌ" এই সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে "তত্তত্তামসভূতভীতয়" এখানে তদাদি অব্যয় পদ ঘটিত দ্বন্দ্ব সমাস যেরূপ সর্ববাদিসম্মত তদ্রূপ "তত্ত্বম্যানুষতুল্যোঽসৌ" এখানেও তৎতৎ স্বরূপ অব্যয় ঘটিত দ্বন্দ্ব সমাস স্বীকৃত হইবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যৎ তৎ স্বরূপ অব্যয় ঘটিত দ্বন্দ্ব সমাস স্থলে সরূপৈকশেষ স্বীকৃত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার সমাধান কল্পে গ্রন্থকার বলিতেছেন—এই আশঙ্কাও ঠিক নহে, কারণ যৎ তৎ প্রভৃতি অব্যয় হইতে ভিন্ন যে অব্যয় সেই সকল অব্যয়সমূহেরই যথাসম্ভব একশেষ ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলা হয় ইহা কি রাজার আজ্ঞা? অর্থাৎ রাজার আদেশ যেমন কিনা বিচারে শিরোধার্য করিতে হয় যৎতদ্ব্যতিরিক্ত অব্যয়সমূহেরই একশেষ স্বীকার করিতে হইবে ইহাও কি তদ্রূপ? এই আশঙ্কার উত্তরে জগদীশ বলিতেছেন, না ইহা রাজ আজ্ঞা নহে "পরন্তু প্রয়োগানুরোধিত্বাৎ কল্পনায়া" অর্থাৎ যৎ তদ্ ভিন্ন অব্যয় পদাবলীর প্রয়োগকে অনুসরণ করিয়াই যেহেতু একশেষ দৃষ্ট হয়—অতএব ইহার অনুকূলেই যৎ তৎ হইতে অতিরিক্ত যে অব্যয়সমূহ তাহাতেই দ্বন্দ্ব সমাসের অপবাদক একশেষ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই "প্রয়োগানুরোধিত্বাৎ কল্পনায়া" এই সন্দর্ভের তাৎপর্য।

"কিংপদান্য ত্যদাদিদ্বয় গর্ভদ্বন্দ্বে তু" এখানে ত্যদাদ্যংশে কিং পদান্যত্ব বিশেষণটি নিবেশের প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার 'স চ ত্বঞ্চেত্যা'দি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'কিমা' এই তৃতীয়ান্ত কিং শব্দের অর্থ করিতে হইবে কিংশব্দের সহিত, "তদন্যস্য" এখানেও ত্যদন্যপদের কিং পদভিন্নরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। উক্ত আলোচনার ফলে কশ্চ তঞ্চ এইরূপ বিগ্রহ হইতে কিং শব্দের সহিত ত্বং পদের দ্বন্দ্বসমাসের প্রসক্তিস্থলে কিং পদভিন্ন ত্যদাদিগণের অন্তর্গত ত্বং পদটি লুপ্ত হইয়া "কৌ" এইরূপ একশেষের উপপত্তি করিতে হইবে।

"চৈত্রস্য পিতরৌ" এই বিরূপ একশেষ স্থলে প্রাচীন মতে, চৈত্রের মাতৃপিতৃ বিষয়ক বোধের উপপত্তি করিবার জন্য "চৈত্রস্য পিতরৌ" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় এই যে মাতা চ পিতা চ এইরূপ বিগ্রহবাক্য হইতে পিতরৌ এই বিরূপ একশেষের সহিত চৈত্রস্য ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত চৈত্রপদটি সাকাঙ্ক্ষ হইলে বিগ্রহবাক্যস্থিত মাতৃপদটি লুপ্ত হইবে এবং উক্ত লুপ্ত মাতৃপদের অনুসন্ধানবশতঃ স্মৃত মাতৃরূপ অর্থের এবং শ্রুত পিতৃপদ হইতে পিতৃরূপ অর্থের উপস্থিতি ক্রমে চৈত্রের পিতৃমাতৃবিষয়ক বোধ উৎপন্ন হইবে। যদি কোনও ব্যক্তির পক্ষে লুপ্ত মাতৃপদের স্মরণ না হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির শ্রুত 'পিতরৌ' এই পদটির প্রকৃতীভূত পিতৃপদটির জনক

শরীরত্বপুরস্কারে অজহৎস্বার্থলক্ষণা রূপ বৃত্তি হইতে শ্রুত পিতৃপদটিই পিতৃমাতৃ উভয় বিষয়কবোধের জনক হইবে।

চৈত্রস্য পিতরৌ এখানে একশেষ যাঁহারা অঙ্গীকার করেন না তাঁহাদের মতান্তর প্রদর্শন করিবার জন্য "কৌমারাস্তু" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। কৌমারাস্তু এই অংশের দ্বারা কলাপ ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। "মাত্রা" এখানে মাতৃ পদের দ্বারা মাতৃশব্দকে এবং 'পিতুঃ' এখানে পিতৃ পদের দ্বারা পিতৃশব্দকে গ্রহণ করিতে হইবে। "দ্বন্দ্বে" অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে, 'মাতৃপিতৃভ্যাং' 'মাতর-পিতরাভ্যামিতি প্রয়োগদ্বয়ী দর্শনাদিতি'। কাতন্ত্র বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে 'চৈত্রস্য পিতরৌ" এখানে একশেষ স্বীকার করিলেও 'মাতৃপিতৃভ্যাং' এবং 'মাতর-পিতরাভ্যাং' এই দ্বিবিধ প্রয়োগের অনুরোধে যখন উক্তস্থলদ্বয়ের প্রকৃত্যন্তর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই তখন 'চৈত্রস্য পিতরৌ' এখানেও একশেষ স্বীকার না করিয়া প্রকৃত্যন্তরস্বীকার করাই সমীচীন। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ কাতন্ত্র ব্যাকরণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন 'চৈত্রস্য পিতরৌ ইত্যত্র নৈকশেষ'—অর্থাৎ "চৈত্রস্য পিতরৌ" এখানে একশেষ স্বীকৃত হইবে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যদি উক্তস্থলে একশেষ স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে কি উপায়ে 'চৈত্রস্য পিতরৌ' এই বাক্য হইতে চৈত্রের পিতৃ-মাতৃবিষয়ক বোধ উৎপন্ন হইবে? এই প্রশ্নের সমাধানকল্পে 'পরন্তু পুষ্পবন্তাদি পদবৎ" ইত্যাদিসন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, পুষ্পবন্তপদ, যেরূপ চন্দ্রত্ব সূর্যত্ব এই দ্বিবিধ ধর্মপুরস্কারে চন্দ্রসূর্যরূপ অর্থে একটি শক্তি বিশিষ্ট ও দ্বিবচনমাত্রের সাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে তদ্রূপ 'চৈত্রস্য পিতরৌ' এখানেও পিতৃপদটি মাতৃত্ব—পিতৃত্বরূপ বিভিন্ন ধর্মপুরস্কারে মাতাপিতারূপ অর্থে একটি শক্তিবিশিষ্ট ও দ্বিবচনসাকাঙ্ক্ষ প্রকৃত্যন্তর স্বীকার করাই সমীচীন। চন্দ্রত্ব, সূর্যত্ব পুরস্কারে চন্দ্র সূর্য রূপ অর্থে পুষ্পবন্তপদটি যেরূপ "একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরৌ" এই অমরকোষ অনুসারে একটি শক্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে তদ্রূপ 'মাতাপিতরৌ' 'পিতরৌ' 'মাতরপিতরৌ' চ 'তাতজনয়িত্র্যৌ' এই অমর সিংহের উক্তি প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে, সুতরাং অমরকোষের উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় 'চৈত্রস্য পিতরৌ' এখানেও পিতৃপদটি প্রকৃত্যন্তর এবং পূর্বোক্ত রীতিতে দ্বিবচন-সাকাঙ্ক্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ইহার পরে গ্রন্থকার 'শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ' এইরূপ অর্থে শ্বশুরৌ এখানে একশেষ স্বীকৃত হইবে? অথবা পিতরৌ এই পদের ন্যায় দ্বিবচনসাকাঙ্ক্ষ প্রকৃত্যন্তর স্বীকৃত হইবে? এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে পূর্বোক্ত কলাপ ব্যাকরণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া "এবং শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ" ইত্যর্থে শ্বশুরৌ ইত্যাদি সন্দর্ভের উপস্থাপনা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ এইরূপ অর্থে নিষ্পন্ন শ্বশুরৌ এই পদটিও পুষ্পবন্ত পদের ন্যায় শ্বশ্রূত্ব শ্বশুরত্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম পুরস্কারে শ্বশ্রূ শ্বশুররূপ অর্থে একশেষ বিলক্ষণ দ্বিবচনমাত্র সাকাঙ্ক্ষ প্রকৃত্যন্তর স্বীকৃত হইবে। কারণ শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরশ্চ এইরূপ বিগ্রহ হইতে যে দ্বন্দ্ব সমাস হইবে তাহার আকার হইবে 'শ্বশ্রূশ্বশুরৌ' এইরূপ। শ্বশ্র্বা অর্থাৎ শ্বশ্রূরপদের সহিত শ্বশুরস্য ইহার

অর্থ হইবে শ্বশুর পদের, 'দ্বন্দ্বে' অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাস হইলে 'শ্বশ্রূশ্বশুরৌ' এইরূপই প্রয়োগ হইবে পরন্তু 'শ্বশুরৌ' এইরূপ একশেষের প্রয়োগ হইবে না।

মূলম্

द्वन्द्वं विभजते—

द्वौ भेदावस्य शास्त्रोक्तौ, समाहारेतरेतरौ।
एकान्यवचनाकाङ्क्षा, हीनोपादानतश्च तौ ॥ ४৯ ॥

অনুবাদ

দ্বন্দ্ব সমাসের বিভাগ করিতেছেন। এই দ্বন্দ্ব সমাসের সমাহার এবং ইতরেতর এই দ্বিবিধ ভেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

যেই দ্বন্দ্ব সমাস, একবচনভিন্ন সুপ্ বিভক্তির সহিত আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইবে, সেই দ্বন্দ্ব সমাসের নাম সমাহার দ্বন্দ্ব। আবার যেই দ্বন্দ্ব সমাস, দ্বিবচনাদি সুপ্ বিভক্তির সহিত আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হইবে তাহার নাম হইবে 'ইতরেতর দ্বন্দ্ব'।

বিবৃতি

পূর্বে ৪৮ সংখ্যক কারিকায় দ্বন্দ্ব সমাসের উদ্দেশ ও লক্ষণ প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 'দ্বৌ ভেদাবস্য শাস্ত্রোক্তৌ' এই কারিকার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সমাসের বিভাগ আলোচনা করিতেছেন। সমাহার এবং ইতরেতর এই দুইটি দ্বন্দ্ব সমাসের 'শাস্ত্রোক্ত' ভেদ অর্থাৎ বিভাগ। এই দুইটির মধ্যে প্রথমটির অর্থাৎ সমাহার দ্বন্দ্বের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—প্রস্তাবিত দুইটি দ্বন্দ্ব সমাসের মধ্যে যেই দ্বন্দ্ব সমাস, একবচনভিন্ন সুপ্ বিভক্তির সহিত আকাঙ্ক্ষা শূন্য হইবে, সেই দ্বন্দ্ব সমাস হইবে সমাহার দ্বন্দ্ব। 'পাণিপাদম্', 'হস্ত্যশ্বম্' ইত্যাদি সমাহার দ্বন্দ্বকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাণীনাং পাদানাঞ্চ সমাহারঃ এই অর্থে 'পাণিপাদম্' এই সমাহার দ্বন্দ্ব হইতে বহু হস্তপদ প্রভৃতির অবগতি হইলেও সেখানে একবচন সুপ্ বিভক্তিই প্রামাণিক এবং হস্তিনামশ্বানাঞ্চ সমাহারঃ এই অর্থে 'হস্ত্যশ্বম্' এই দ্বন্দ্ব সমাস হইতে বহু হস্তী এবং বহু অশ্ব প্রভৃতির অবগতি হইলেও সেখানে সুপ্ বিভক্তির একবচনই প্রমাণসিদ্ধ হইবে। ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ-রূপে 'ধবখদিরৌ' এবং 'ধবখদিরপলাশান্' (ছিন্ধি) এই সকল দ্বন্দ্ব সমাস গৃহীত হইবে। ধবশ্চ খদিরশ্চ এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে 'ধবখদিরৌ' এই ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন— ধবখদিরৌ এই সমস্ত বাক্যটি দ্বিতীয়ার ঔ বিভক্তির সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে এবং 'ধবশ্চ

খদিরশ্চ পলাশশ্চ' এইরূপ বিগ্রহ হইতে 'ধবখদিরপলাশান্' এইরূপ ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস-স্থলে সমস্ত ধবখদিরপলাশ এই অংশের সহিত ত্রিত্ব সংখ্যা বোধক বা বহুত্বসংখ্যাবোধক দ্বিতীয়ার বহুবচন শস্ বিভক্তির সহিত সাকাঙ্ক্ষ হওয়ায় ধবখদিরপলাশান্ (ছিন্ধি) এই সমস্ত বাক্যটি ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস রূপে গণ্য হইবে। এই দ্বন্দ্ব সমাস সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় লক্ষণ প্রকরণেই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মূলম্

अस्य द्वन्द्वस्य द्वौ भेदौ, समाहार इतरेतरश्च शास्त्रसिद्धौ। तत्रैक-वचनान्यसुवाकाङ्क्षाविहीनः समाहारः, तथाविधसुवाकाङ्क्षश्चेतरेतरः। पाणिपादम्, हस्त्यश्वमित्यादितो हि करचरणादीनां बहूनामप्यवगतावेक-वचनमेव प्रमाणं, धवखदिरावित्यादौ तु द्विवचनादिः। 'पदिस्कन्दि-खिदेर्दादि'त्यादौ तु पदिस्कन्दिभ्यां सहितः खिदिरिति विगृह्य मध्यपद-लोपी कर्मधारयो यथा "अव्याप्त्यतिव्याप्ते"रिति मणिग्रन्थादौ॥

অনুবাদ

এই দ্বন্দ্ব সমাসের সমাহার ও ইতরেতর এই দুইটি ভেদ শাস্ত্রসিদ্ধ। এই দুইটির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সমাসটি একবচনভিন্ন সুপ্ বিভক্তির সহিত আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইবে সেই দ্বন্দ্ব সমাস, সমাহার (দ্বন্দ্ব) নামে অভিহিত হইবে। আবার যে দ্বন্দ্ব সমাস একবচন ভিন্ন সুপ্ বিভক্তির সহিত সাকাঙ্ক্ষ হইবে সেই দ্বন্দ্ব (সমাস) ইতরেতর (দ্বন্দ্ব) নামে অভিহিত হইবে। 'পাণিপাদং', 'হস্ত্যশ্বং' ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সমাস হইতে কিন্তু কর-চরণাদি বহুপদার্থ প্রতীয়মান হইলেও একবচনই সেখানে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। 'ধবখদিরৌ' এই সকল ইতরেতর দ্বন্দ্ব স্থলে কিন্তু দ্বিবচনাদি সুপ্ বিভক্তিই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে একবচন নহে। "পদি-স্কন্দিখিদের্দাৎ" ইত্যাদি স্থলে কিন্তু পদিস্কন্দিভ্যাং সহিতং খিদিঃ এইরূপ বিগ্রহ হইতে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস স্বীকৃত হইবে। অতএব মণিগ্রন্থ প্রভৃতিতে "অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তেঃ" ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বিবৃতি

"সমাহারেতরেতরৌ" এই কারিকাংশের পরে 'তয়োর্মধ্যে' এই অর্থে "তত্র" পদটির প্রয়োগ না থাকায় শঙ্কিত গ্রন্থকারীয় ন্যূনতা পরিহার করিবার জন্য, জগদীশ বিবরণ গ্রন্থে, "তত্র" এই অংশটি পূরণ করিয়াছেন। তত্র পদটির অর্থ করিতে হইবে সমাহার ও ইতরেতর এই উভয়ের মধ্যে। বিভাজক কারিকায় প্রথম সমাহার দ্বন্দ্ব উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হওয়ায় বিবরণ গ্রন্থেও কারিকার ক্রম অনুসারে প্রথমে সমাহার দ্বন্দ্বের লক্ষণ পরিষ্কার করিবার জন্য 'একবচনান্তে'ত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। 'একবচনান্ত' এই অংশটি 'সুপে'র বিশেষণ বুঝিতে হইবে। 'তাদৃশ সুবাকাঙ্ক্ষা বিহীন' এই অংশটির পরে বিশেষ্য-রূপে, যে দ্বন্দ্ব সমাস, এই অংশটি পূরণ করিতে হইবে। ইহার ফলে সুপ্রভৃতি একবচনভিন্ন যে ঔ প্রভৃতি সুপ্, তাহার সহিত আকাঙ্ক্ষা শূন্য যে দ্বন্দ্ব সমাস, তাহাই সমাহার দ্বন্দ্ব বুঝিতে হইবে, সমাহার দ্বন্দ্বের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য অগ্রিম গ্রন্থে 'পাণিপাদং' এবং 'হস্ত্যশ্বম্' এই দুইটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে উক্তসমাহার হইতে অনেক কর-চরণাদির বোধ হইলেও একবচনভিন্ন অপর কোনও সুপ্ বিভক্তি প্রমাণিত হইবে না। পরন্তু একবচন সুপই সেখানে প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে।

'ধবখদিরৌ' এবং 'ধবখদিরপলাশান্' এই সকল স্থলীয় ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'তথাবিধ সুবাকাঙ্ক্ষশ্চেতরেতরঃ' এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। এখানে তথাবিধ শব্দটির একবচনভিন্নরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। ইহার ফলে, একবচনভিন্ন (ঔ, জস্) সুপ্ বিভক্তির সহিত সাকাঙ্ক্ষ যে দ্বন্দ্ব সমাস তাহাই হইবে ইতরেতর দ্বন্দ্ব। ধবখদিরৌ এবং "ধবখদিরপলাশান্" এই সকল স্থলে একবচনভিন্ন ঔ, জস্ প্রভৃতি দ্বিবচন ও বহুবচনরূপ সুপ্ বিভক্তি প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। 'দ্বিবচনাদি'— এই আদি পদের দ্বারা বহুবচন গৃহীত হইবে। উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, একটি আশঙ্কা হইতে পারে ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসস্থলে যদি দ্বিবচন বহুবচন প্রভৃতি সুপ্ প্রমাণিত হয় তাহা হইলে "অদি-তুদি-নুদি-খুদি-স্বিদ্যতি-বিদ্যতি-বিন্দতি-বিনত্তি-ছিদি-ভিদি-হদি-সদি-শদি-পদি-স্কন্দি-খিদের্দাৎ" এই সূত্রে পঞ্চমীর একবচন অসঙ্গত হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার "পদি-স্কন্দিখিদের্দাৎ" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, ঐ সূত্রের অন্তর্গত—যে "পদি-স্কন্দিখিদের্দাৎ" এই অংশ গৃহীত হইয়াছে—এইটি ইতর দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন বাক্য নহে। পরন্তু 'পদি-স্কন্দিভ্যাং সহিতঃ খিদিঃ' এইরূপ বিগ্রহ অনুসারে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের দ্বারা ঐ সমস্ত বাক্যটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্থলে ইতরেতর দ্বন্দ্বের প্রসক্তি না থাকায় উক্ত স্থলে একবচনের কোনরূপ অসঙ্গতি হইবে না। ইহার উপরেও প্রশ্ন হইতে পারে উক্ত সূত্রে অবস্থিত 'অদি-তুদি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'পদি-স্কন্দি, পর্যন্ত ইক্প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের ইতরেতর দ্বন্দ্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং উক্ত স্থলে গ্রন্থকারের পদি-স্কন্দিভিঃ এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ না করিয়া পদি-স্কন্দিভ্যাং এইরূপ দ্বিবচনান্ত

প্রয়োগ অসঙ্গত হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, জগদীশ তর্কালঙ্কার, সূত্রে অদি-তুদি-প্রভৃতি পনেরটি ইক্‌প্রত্যয়ান্ত শব্দকে ইতরেতর দ্বন্দ্বরূপে পরিগ্রহ করেন নাই, পরন্তু একদেশ পদি ও স্কন্দি এই দুইটি পদকেই ইতরেতর দ্বন্দ্ব রূপে গ্রহণ করিয়া 'পদি-স্কন্দিভ্যাং সহিতঃ খিদিঃ' এইরূপ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত দ্বিবচনান্ত পদদ্বয় গ্রহণ সঙ্গতই হইয়াছে। নিজের উক্তিকে প্রমাণিত করিবার জন্য গ্রন্থকার মণি গ্রন্থের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন; যথা "অব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তেরি"তি এখানেও "অব্যাপ্তি সহিতা অতিব্যাপ্তিঃ" এইরূপ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় যেরূপ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সম্মত তদ্রূপ 'পদি-স্কন্দি-খিদের্দাৎ' এখানেও মধ্যপদলোপী কর্মধারয় প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে ॥ ৪৯ ॥

মূলম্

উপপদসমাসং লক্ষয়তি—

যদুত্তরপদং নামানুত্তরং সদবোধকম্।
ধাতুকৃদ্‌ভ্যামুপপদসমাসঃ স তদন্তকঃ ॥

অনুবাদ

উপপদ সমাসের লক্ষণ করিতেছেন—

যে সমাসের উত্তরপদটি কোনও শব্দান্তরের উত্তরবর্তী না হইয়া যাদৃশার্থের বোধক হইবে না তাদৃশার্থ বিষয়কবোধের অনুকূল ধাতু এবং কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন অন্তিমপদ ঘটিত উক্ত সমাস উপপদ সমাস নামে অভিহিত হইবে।

বিবৃতি

উপপদসমাস বোধক কারিকাটির অবতরণিকা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—উপপদসমাসং লক্ষয়তি—পূর্বে, মতভেদে সমাসের সংখ্যা যাঁহারা সাতটি বলেন তাঁহাদের মত অনুসারে উপপদ সমাস কর্মধারয় প্রভৃতির ন্যায় একটি ভিন্ন সমাস। তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া দ্বন্দ্ব সমাস নিরূপণ করিবার পরে অবসর সঙ্গতি ক্রমে উপপদ সমাসের লক্ষণ ও বিভাগের মাধ্যমে উপপদ সমাস নিরূপণ করিবার জন্য ক্রমপ্রাপ্ত উপপদ সমাসের লক্ষণ করিতেছেন "যদুত্তরপদং নাম"। এখানে যৎপদের দ্বারা উপপদসমাসরূপে অভিমত সমাসটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। "যদুত্তরপদ"টির 'যস্য উত্তরপদং যদুত্তরপদং' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে সমাসের উত্তরবর্তী পদটি এইরূপ অর্থ গৃহীত হইবে। "নামানুত্তরং সদবোধকম্" এখানে নাম পদটির শব্দরূপ

অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং প্রথম দ্বিতীয় চরণের অর্থ হইবে যে সমাসের উত্তর পদটি কোনও শব্দান্তরের অর্থাৎ ধাতু এবং কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দভিন্ন অপর কোনও শব্দের উত্তরবর্তী না হইলে অর্থের বোধক হয় না। তাদৃশার্থক ধাতু এবং কৃদ্‌যোগে নিষ্পন্ন উত্তরপদযুক্ত যে সমাস তাহার নাম উপপদসমাস। দৃষ্টান্তরূপে কুম্ভকার প্রভৃতি উপপদ সমাস গ্রহণ করিতে হইবে। 'কুম্ভকার' এই উপপদ সমাসস্থলে ধাতু এবং কৃৎপ্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন 'কার' প্রভৃতি পদ অন্য কোনও কুম্ভ প্রভৃতি পদান্তরের উত্তরবর্তী হইলে উক্ত কর্তৃপ্রভৃতির গোচর অন্বয়বোধের অযোগ্য হইয়া থাকে। এইজন্য কুম্ভকার এই বাক্যটিতে উপপদসমাসের লক্ষণের সমন্বয় হইবে। 'ধাতুকৃদ্ভ্যাং' এই অংশটি না দিলে 'চন্দ্রনিভম্' ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসে অতিব্যাপ্তি হইবে। 'ধাতুকৃদ্ভ্যাম্' এই অংশের পরে 'নিষ্পন্নম্' এই অংশটি যোগ করিতে হইবে। এই অংশটি উত্তরপদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইবে।

মূলম্

धातुकृद्भ्यां निष्पन्नं यस्योत्तरपदं शब्दान्तरानुत्तरं सत् यादृशार्थबोधं प्रत्यसमर्थं तादृशार्थकान्त्यपदकः समासः उपपदसंज्ञकः। कुम्भकारः, क्षीरपायीत्यादिके तूपपदसमासे धातुकृद्भ्यां निष्पन्नं कर्त्राद्यर्थकं कारादिपदं पदान्तरानुत्तरं सन्न कर्त्रादेरन्वयबोधक्षमम्।

चन्द्रनिभमित्यादौ तु तत्पुरुषे निभादिपदं सदृशार्थे तादृशमपि न धातुकृद्भ्यां निष्पन्नमिति तद्व्युदासः ॥ ५० ॥

অনুবাদ

ধাতুর সহিত কৃদ্‌যোগে নিষ্পন্ন যেই সমাসের উত্তরপদটি শব্দান্তরের উত্তরবর্তী না হইয়া যাদৃশ অর্থবোধের প্রতি সমর্থ হয় না তাদৃশার্থক অন্তিম পদ ঘটিত সমাস উপপদসংজ্ঞক সমাস হইবে। কুম্ভকারঃ, ক্ষীরপায়ী প্রভৃতি উপপদ সমাস ধাতুর সহিত কৃদ্‌যোগে নিষ্পন্ন কর্তৃ প্রভৃতি অর্থের বোধক কার ইত্যাদি পদ পদান্তরের উত্তরবর্তী না হইলে কর্তৃ প্রভৃতি গোচর অন্বয়বোধেব যোগ্য হয় না। চন্দ্রনিভং ইত্যাদি তৎপুরুষসমাসস্থলে কিন্তু নিভ প্রভৃতি পদ সদৃশরূপ অর্থে শব্দান্তরের উত্তরবর্তী না হইয়া তাদৃশ অর্থবোধের প্রতি অক্ষম হইলেও ধাতুর

সহিত কৃদ্‌যোগে নিষ্পন্ন নহে। (অতএব চন্দ্রনিভ প্রভৃতি তৎপুরুষে অতিব্যাপ্তি হইবে না।)

বিবৃতি

মূল কারিকায় 'নিষ্পন্নম্' পদটি না থাকিলেও ধাতুকৃদ্ভ্যাং এই পদটি সাকাঙ্ক্ষ, এই জন্য উক্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ধাতুকৃদ্ভ্যাং এই পদের সহিত নিষ্পন্নং এই পদটি বিবরণ গ্রন্থে যোগ করা হইয়াছে। কারিকাস্থ 'যদুত্তরপদং' এই অংশটি "যস্যোত্তর-পদং" এই বিবরণ সন্দর্ভের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "শব্দান্তরানুত্তরং সৎ" এই বিবরণ সন্দর্ভের দ্বারা কারিকাস্থ নামানুত্তরং সৎ এই কারিকাংশ বিবৃত হইয়াছে। 'যাদৃশার্থবোধং প্রতি অসমর্থং' এই সন্দর্ভের দ্বারা কারিকায় উল্লিখিত 'অবোধকং' পদটির ব্যাখ্যা উপদর্শিত হইয়াছে। কারিকার চতুর্থ চরণে উল্লিখিত "তদন্তক" এই অংশটি ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিতেছেন 'তাদৃশার্থকান্ত্যপদকঃ' ইতি, "ধাতুকৃদ্ভ্যাং নিষ্পন্নং" ইত্যাদি বিবরণ গ্রন্থের পর্যবসিত অর্থ এই যে, যেই সমাসের যাদৃশার্থক ধাতু কৃৎঘটিত যাদৃশানুপূর্ব্যবচ্ছিন্ন যেই যেই পদটি অপর কোনও শব্দের পরবর্তী না হইয়া যাদৃশ অর্থ-বোধের প্রতি সক্ষম হয় না, তাদৃশার্থক তাদৃশানুপূর্বী বিশিষ্ট উত্তরপদ ঘটিত সমাস উপপদ সংজ্ঞক সমাস হইবে।[১] কৃষ্ণকান্তও এইভাবেই উপপদ সমাসের লক্ষণ পরিষ্কার করিয়াছেন। গ্রন্থকার, কুম্ভকারঃ, ক্ষীরপায়ী ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে উপপদ সমাসের লক্ষণটি লক্ষ্যে সমন্বয় করিতেছেন।

কারাদিপদং এখানে আদি পদের দ্বারা ক্ষীরপায়ী ইত্যাদি উপপদসমাসের উত্তরপদ পায়ী প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। "ধাতুকৃদ্ভ্যাং নিষ্পন্নং" এই অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিবার জন্য "চন্দ্রনিভমিত্যাদি তৎপুরুষে তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। তৎপুরুষে তু এখানে সপ্তমী বিভক্তির অর্থ ঘটকত্ব, সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত তৎপুরুষ পদের পরে অন্তিমরূপ অর্থের বোধক অন্ত্যশব্দটির যোজনা করিতে হইবে। ঘটকত্বরূপ সপ্তমী বিভক্তির অর্থ উক্ত অন্ত্যপদার্থে অন্বিত হইবে। আবার অন্ত্য পদার্থও পরবর্তী নিভপদার্থে অন্বিত হইবে। অতএব "চন্দ্রনিভং ইত্যাদৌ তু তৎপুরুষে নিভাদিপদং" এই সমুদিত বাক্য হইতে চন্দ্রনিভমিত্যাদি তৎপুরুষ ঘটকীভূত অন্তিম নিভাদি পদ, এইরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে। 'তাদৃশমপি' এই পদটিরও শব্দান্তরের উত্তরবর্তী না হইয়া তাদৃশ অর্থবোধে অক্ষম হইলেও, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

১। তথাচ যস্য সমাসস্য যাদৃশার্থকং ধাতুকৃদ্‌ঘটিত যাদৃশ আনুপূর্ব্যবচ্ছিন্নং যদ্ যৎ পদং শব্দান্তরানুত্তরং যৎ যাদৃশার্থবোধং প্রত্যসমর্থং তাদৃশার্থক তাদৃশানুপূর্বীমদুত্তরপদকঃ সমাসস্তাদৃশার্থে উপপদসংজ্ঞক ইতি পর্যবসিতম্"। শব্দশক্তি ৫০ শ্লোক, কৃষ্ণকান্তী টীকা।

মূলম্

বিভজতে চ

কারকৈকোপপদকঃ ষড়্বিধোঽয়মিতি ভ্রমঃ ।
কর্মকর্ত্রাদ্যুপপদভেদাত্ বহুবিধস্ত্বসৌ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ

উপপদ সমাসের বিভাগ করিতেছেন—

এই উপপদ সমাস কারকমাত্রকে উপপদরূপে গ্রহণ করিয়া কারকমাত্র উপপদ ঘটিত হওয়ায় (কারক ভেদে) উপপদ সমাসও যাঁহাদের মতে ষড়্বিধ বলা হয়, ইহা ভ্রম, বাস্তবিকপক্ষে কর্মকর্তৃভেদে উপপদ সমাস বহুবিধ হইবে।

বিবৃতি

উপপদ সমাসের প্রস্তাবে 'বিভজতে চ' এইরূপ প্রয়োগ করায় প্রস্তাবিত উপপদ সমাসেরই বিভাগ প্রতীয়মান হইবে। 'কারকৈকোপপদক' ইহার অর্থ করিতে হইবে কারকমাত্রোপপদ ঘটিত। যাঁহারা কারকমাত্রকে উপপদরূপে গ্রহণ করিয়া ছয়টি কারকের ভেদ নিবন্ধন উপপদ সমাসও ষড়্বিধ স্বীকৃত হইবে বলেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য কারিকার প্রথমাংশে 'কারকৈকোপপদকঃ' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। 'ষড়বিধোঽয়মিতি ভ্রমঃ' এই কারিকাংশের মাধ্যমে ন্যূনত্ব এবং অধিকত্ব দোষ নিবন্ধন কারকভেদে ষড়্বিধ উপপদ সমাসবাদিগণের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত তাহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয় পরবর্তী বিবৃতি গ্রন্থে ব্যক্ত হইবে। কারিকার চতুর্থ চরণে যে বলা হইয়াছে, এই উপপদ সমাস বহুবিধ, কেন উপপদ সমাস বহুবিধ হইবে ইহার অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন, 'কর্মকর্ত্রাদ্যুপপদভেদাৎ' এখানে 'কর্মকর্ত্রাদি' এই আদি পদের দ্বারা যেরূপ করণ অপাদান অধিকরণ রূপ কারকোপপদ গৃহীত হইবে তদ্রূপ কারক ভিন্ন 'ব্রহ্মভূয়ম্' ইত্যাদি স্থলীয় 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি উপপদও গৃহীত হইবে। সুতরাং কর্ম-কর্তৃ-করণ প্রভৃতি কারকোপপদকে গ্রহণ করিয়া যেরূপ উপপদ সমাস স্বীকৃত হইবে তদ্রূপ 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কারক ভিন্ন উপপদকে গ্রহণ করিয়াও উপপদ সমাস স্বীকৃত হইবে।

मूलम्

कारकेषु उत्तानशयः, पूर्वसर इत्यादावुत्तानादिः कर्ता। कुम्भकारः सौवीरपायीत्यादौ कर्म। कच्छपः पार्श्वशयः इत्यादौ करणम्। उखाश्रत् वहभ्रट् इत्यादावपादानम्। खशयः कुरुचरः इत्यादावधिकरणमुपपदम्। सम्प्रदानन्तु न कुत्रापि दृश्यते। दृश्यते च ब्रह्मभूयमित्यादौ कारकभिन्नेनाप्युपपदेन समास इत्यसावनेकविध एव। न तु कारकमात्रोपपदकत्वात् षड् विध एव। न्यूनत्वाधिकत्वाभ्यां विभागव्याघातादिति। 'सूर्यम्पश्ये'त्यपि उक्तः समासः परन्तु अन्ययपदस्येव नञा समस्तस्यैव तस्य स्वार्थबोधने व्युत्पन्नत्वान्न केवलस्य तस्य प्रयोगः ॥ ५१ ॥

इति श्रीजगदीशतर्कालङ्कारकृतौ शब्दशक्तिप्रकाशिकायां
समासप्रकरणं समाप्तम्।

অনুবাদ

কারক উপপদ ঘটিত সমাসসমূহের মধ্যে 'উত্তানশয়ঃ, পূর্বসরঃ' ইত্যাদি সমাসস্থলে উত্তানাদি কর্তা, কুম্ভকারঃ সৌবীরপায়ী ইত্যাদি সমাসস্থলে কর্ম, কচ্ছপ, পার্শ্বশয়ঃ ইত্যাদি সমাসস্থলে করণ, 'উখাশ্রত্' 'বহভ্রট' ইত্যাদি সমাসস্থলে অধিকরণ উপপদ হইবে। সম্প্রদান (কারক) কিন্তু কোথাও উপপদ সমাসের ঘটক দেখা যায় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে 'ব্রহ্মভূয়ম্' ইত্যাদি স্থলবিশেষে কারকভিন্ন উপপদের দ্বারা ঘটিতও উপপদ সমাস হইয়া থাকে। অতএব উপপদ সমাস অনেকবিধ। কারকমাত্র উপপদ ঘটিত হওয়ার ফলে উক্ত সমাস ষড়্‌বিধ নহে। কারণ ন্যূনত্ব, অধিকত্ব নিবন্ধন বিভাগ ব্যাহত হইবে। 'সূর্যম্পশ্যা' এই সমাসটিও উপপদ সমাস, পরন্তু নঞ্‌ ঘটিত (অসূর্যম্পশ্যা) সমস্ত বাক্যটিই স্বার্থবোধের অনুকূলে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইয়া থাকে কিন্তু নঞ রহিত তাদৃশ বাক্যের কদাচ প্রয়োগ হইবে না ॥ ৫১ ॥

বিবৃতি

কারকস্বরূপ উপপদকে গ্রহণ করিয়া উপপদ সমাস নিরূপণ করিবার জন্য 'কারকেষু' ইত্যাদি সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছেন। প্রথমতঃ কর্তারূপ উপপদকে গ্রহণ করিয়া উপপদ সমাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন, 'উত্তানশয়ঃ' 'পূর্বসরঃ' ইত্যাদাবুত্তানাদিঃ কর্তা ইতি, অর্থাৎ 'উত্তানঃ শেতে' এইরূপ বিগ্রহ হইতে এবং পূর্বং সরতি এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে কর্তৃকারকরূপ উপপদকে গ্রহণ করিয়া উপপদ সমাস হওয়ায় উক্ত সমাসের অন্তর্গত উত্তানপদ এবং পূর্বপদ, কারকোপপদ হইবে। মূলগ্রন্থোক্ত "উত্তানাদিঃ কর্তা" এই অংশটি অগ্রিম উপপদং এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। কর্মরূপ উপপদকে গ্রহণ করিয়া 'কুম্ভকারঃ', 'সৌবীরপায়ী' এই দুইটি উপপদ সমাসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। কারণ, কুম্ভং করোতি, সৌবীরং পাতুং শীলমস্য এই বিগ্রহ হইতে উক্ত উপপদ সমাসদ্বয়, নিষ্পন্ন হওয়ায় 'কুম্ভকারঃ' এই উপপদ সমাসের ঘটক কুম্ভ পদটি এবং সৌবীরপায়ী এই উপপদ সমাসের ঘটক 'সৌবীর' পদটি কর্মরূপ উপপদ হইয়াছে। কুম্ভকারঃ সৌবীরপায়ীত্যাদৌ কর্ম। এই কর্মপদটিরও অগ্রিম 'উপপদং' এই অংশের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। করণ রূপ উপপদ ঘটিত উপপদ সমাসের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য 'কচ্ছপঃ' 'পার্শ্বশয়ঃ' এই দুইটি উপপদ সমাস দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। কেননা 'কচ্ছেন পিবতি', 'পার্শ্বেন শেতে' ইত্যাদি বিগ্রহ হইতে এই দুইটি উপপদ সমাস নিষ্পন্ন হওয়ায় 'কচ্ছপঃ' এই উপপদ সমাসের ঘটক কচ্ছ পদটি 'পার্শ্বশয়ঃ' এই উপপদ সমাসের ঘটক পার্শ্ব পদটি করণ কারক হওয়ায় উক্ত সমাসদ্বয় করণোপপদ সমাসরূপে গণ্য হইবে। 'ইত্যাদৌ করণং' এই করণ পদটিও অগ্রিম উপপদং এই অংশের সহিত অন্বিত হইবে। অপাদান কারকরূপ উপপদকে গ্রহণ করিয়া উপপদসমাসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার জন্য 'উখাস্রৎ' 'বহভ্রট্' এই দুইটি স্থলের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ উখায়াঃ স্রংসতে এই বিগ্রহ অনুসারে উখাস্রত্‌ এই সমাসটি এবং 'বহাদ্ ভ্রশ্যতে' এইরূপ বিগ্রহ ইহতে 'বহভ্রট্' এই সমাসটি নিষ্পন্ন হওয়ায় উক্ত সমাস দুইটির অন্তর্গত উখা এবং বহ এই দুইটি পদ অপাদান কারক রূপ উপপদ হইয়াছে। এখানে অপাদানং এই অংশটিও অগ্রিম উপপদং ইহার সহিত অন্বিত হইবে। অপাদান কারকরূপ উপপদ সমাস প্রদর্শনের পরে অধিকরণ কারকরূপ উপপদ সমাস প্রদর্শন করিবার জন্য 'খশয়ঃ', 'কুরুচরঃ' এই দুইটি উদাহরণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কারণ এই দুইটি উপপদ সমাস 'খে শেতে', 'কুরুষু চরতি' এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায় উক্ত সমাসদ্বয়ের অন্তর্গত 'খ' পদটি এবং 'কুরু' পদটি অধিকরণ কারকরূপ উপপদ হইয়াছে। 'খ' এবং 'কুরু' এই পদদুইটিও উপপদং এই অংশের সহিত যুক্ত হইবে। সম্প্রদান কারককে উপপদ সমাসের ঘটক পূর্বপদ হইতে ব্যাবৃত্ত করিবার জন্য জগদীশ বলিতেছেন 'সম্প্রদানন্তু ন কুত্রাপি দৃশ্যতে' এই অংশটি সিংহ দৃষ্টির ন্যায়ে পূর্বোক্ত উপপদং ইহার সহিতই যুক্ত হওয়ায়, সম্প্রদান কারক কিন্তু কুত্রাপি উপপদ দৃষ্ট হয় না, এইরূপ পর্যবসিত অর্থ হইবে। সুতরাং সম্প্রদান কারক উপপদ সমাসের ঘটক না হওয়ায় যাঁহারা ষট্কারকভেদে ষড়্‌বিধ

উপপদ সমাস স্বীকার করিতে চান, তাঁহাদের মতে সম্প্রদান উপপদসমাসের ঘটক না হওয়ায় ন্যূনতা দোষ অবশ্যম্ভাবী, এবং ইহাদের মতে 'ব্রহ্মভূয়ম্' ইত্যাদি উপপদ সমাসস্থলে উপপদ সমাসের ঘটক ব্রহ্ম পদটি কারকোপপদ না হওয়ায় অধিক দোষ হইবে। অতএব ন্যূনতা এবং আধিক্য রূপ নিগ্রহ স্থান দোষ নিবন্ধন কারক ভেদে ষড়্‌বিধ উপপদ সমাস বাদিগণের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত হইবে। এই অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "নতু কারক-মাত্রোপপদকত্বাৎ ষড়্‌বিধ এব, ন্যূনত্বাধিকত্বাভ্যাং বিভাগব্যাঘাতাদি"তি। 'অসূর্য্যম্পশ্যা' এই নঞ্‌ তৎপুরুষের অন্তর্গত 'সূর্য্যম্পশ্যা' এই অংশটিও সূর্য্যরূপ কারকাতিরিক্ত উপপদ ঘটিত সমাস হওয়ায় উপপদ সমাসরূপেই গণ্য হইবে। কিন্তু নঞ্‌ পদটি যুক্ত না হইলে কেবলমাত্র 'সূর্য্যম্পশ্যা' এইরূপ প্রয়োগ কোনক্রমেই হইবে না। এই অভিপ্রায়ে জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিতেছেন[১]—"সূর্য্যম্পশ্যেত্যপ্যুক্তসমাসঃ, পরন্ত্বব্যয়পদস্যেব নঞা সমস্তস্যৈব তস্য স্বার্থবোধনে ব্যুৎপন্নত্বান্ন কেবলস্য তস্য প্রয়োগঃ।" অর্থাৎ অব্যয় পদের ন্যায় নঞ্‌ পদের সহিত সমস্ত যে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' এই সমস্ত বাক্য তাহাই স্বকীয় অর্থবোধনে ব্যুৎপন্ন হইবে অতএব নঞ্‌ পদ রহিত কেবল সূর্য্যম্পশ্যা এইরূপ উপপদ সমাসের দ্বারা সমস্ত বাক্যটি তাদৃশার্থ বোধের যোগ্য না হওয়ায় কদাপি নঞ্‌ শূন্য তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ হইবে না। ইহাই গ্রন্থকারের নিগূঢ় তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। ৫১।

সমাস প্রকরণের বিবৃতি সমাপ্ত।

আস্তিকশিরোমণি ৺শিবদাসস্মৃতিভূষণাত্মজ-

শ্রীমধুসূদনন্যায়াচার্য্যকৃত-বঙ্গানুবাদবিবৃতিসহিতং

শব্দশক্তিপ্রকাশিকায়াঃ সমাসপ্রকরণং সমাপ্তম্।

১। কাশী বা অন্যত্র মুদ্রিত পুস্তকে অসূর্য্যম্পশ্যা এই পাঠ ভ্রান্তিপূর্ণ। এরজন্য আমরা সূর্য্যম্পশ্যা এই পাঠটি গ্রহণ করিয়াছি। কেন গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিবৃতি গ্রন্থ অনুসরণ করিলেই অনুসন্ধিৎসুগণ বুঝিতে পারিবেন।

শুদ্ধিপত্র

[সংশোধন ও সংযোজন]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৩	পরবর্ত্তী	পরবর্তি
৮	৬	বাক্যে	বাক্যের
১২	১৫	ঘটাধিকরণ	ঘটানধিকরণ
১৩	৯	পদার্থ	পদার্থে
১৪	১০	দ্বন্দ্বসমাসমাত্র হইবে	দ্বন্দ্বসমাসমাত্রই বহুপদঘটিত
১৪	১৩	এখানে শব্দটি	এখানে পদ শব্দটি
১৪	১৬	নিপাত হইলে	নিপাত পদ হইলেও নাম নহে।
১৪ (মূলম্)	২০	যথেতরে	যথেতরেতরো
১৫	৩	হইবে	হইবে যথা ইতরের দ্বন্দ্ব বা দ্বন্দ্বমাত্র।
১৫	১০	অন্তিম পদের	অন্তিম পদার্থ
১৫	২২	জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাস্য
১৫	২৬	আরূঢ়ো	আরূঢ়
১৭	৭	পণিপাদ	পাণিপাদ
১৭	২৭	দ্বে বিধ্যমপ্যস্তি	দ্বৈবিধ্যমপ্যস্তি
১৯	৬	কোনোও	কোনও
১৯	১২	বিভক্তি	বিভক্তির
২০	২২	সমাসলভ্য	সমাস লভ্য অর্থের
২১	২০	স্ফুরদ্ভিন্ন	স্ফুরদভিন্ন
২২	৬	ব্যঞ্জকবিধর্ম্মেনেতি	ব্যঞ্জকবৈধর্ম্যেণেতি
২২	১৮	এই প্রশ্নের	কেন অব্যয়ীভাব সমাস হইতে ও
২২	২৮	দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট সম্বন্ধ পুরুষ পদার্থের।	দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট যুবা পুরুষের সম্বন্ধ।
২৩	১৩	প্রত্যয়ান্ত	প্রত্যয়ার্থ
২৩	১৫	শব্দের অর্থ অর্থশব্দের	ও অর্থশব্দের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৭	বোধক	বোধ
২৫	১১	পূর্বনামার্থ প্রকারক পরবর্ত্তী নামার্থ বিশেষ্যক	এক নামার্থ বিশেষ্যক অপর নামার্থ প্রকারক
২৫	১৫	পূর্ব নামার্থপ্রকারক উত্তর নামার্থ বিশেষ্যক	একনামার্থ বিশেষ্যক অপর নামার্থপ্রকারক
২৫	১৮	প্রথমোদ্দিষ্ট নামবিশিষ্ট দ্বিতীয়োদ্দিষ্ট	একনামবিশিষ্ট অপরনামটি
২৫	১৯	প্রথমোদ্দিষ্ট নামার্থ প্রকারক দ্বিতীয়োদ্দিষ্ট নামার্থবিষেষ্যক	একনামার্থ প্রকারক অপর নামার্থবিশেষ্যক
২৬	৯ (মূলম্)	প্রায়েনোপমেয়স্তোপমানৈবিতি	প্রায়েণোপমেয়স্তোপমানৈ-রিতি।
২৬	১৫	হইবে	হইবে তাদৃশ
২৬	১৮	প্রভৃতি	প্রভৃতিতে
২৬	১৯	উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ	উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে।
২৬	২০	প্রায়েনোপ···	প্রায়েণোপ···
২৭	৪	মধ্যবর্ত্তী	মধ্যবর্তি
২৭	১৭	তৎপ্রকারক	তৎপ্রকারকপুরুষবিশেষ্যক
২৭	২৯	প্রায়েনোপ···	প্রায়েণোপ···
২৮	৮	প্রায়েনোপ	প্রায়েণোপ···
২৮	৩৫	অতিব্যাপ্তিকারক	অতিব্যাপ্তিবারক
৩০	২	অব্যবহিতোত্তরবর্ত্তী	অব্যবহিতোত্তরবর্তি
৩১	২৫	অব্যবহিতোত্তরবর্ত্তী	অব্যবহিতোত্তরবর্তি
৩৭	২৩	বিশেষ্যপদার্থটি	বিশেষণ পদার্থটি বিশেষ্য পদার্থের ন্যায় বিশেষ্য পদার্থটিও
৪১	৬	অব্যবহিতোত্তরবর্ত্তী	অব্যবহিতোত্তরবর্তি
৪৬	২৪	সমাসের	সমাসলক্ষণের
৪৬	১৫	নীলপীতক্ষোৎপলম্	নীলং পীতক্ষোৎপলম্
৪৭	২১	প্রমেয়ধূমব্যভিচারী	প্রমেয় ধূমের
৫০	২৪	আকাঙ্ক্ষা	আশঙ্কা
৫৩	২২	সমাসাৎ চেহ	সমাসশ্চেহ
৫৩	১৮	পত্রের	এখানে শাস্তিত পত্রের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৫	৫	প্রতিযোগী	প্রতিযোগিপদ
৫৫	১০	কারকাপি	কারকাদপি
৫৫	১৩	প্রতিযোগীপদ	প্রতিযোগিপদ
৫৫	১৩-১৪	সম্বন্ধীপদ	সম্বন্ধিপদরূপে
৫৬	৯	•	—ইতি কর্মধারয় সমাসঃ।
৫৮	৪	লক্ষ্যার্থাভিন্ন	অলক্ষ্যার্থাভিন্ন
৫৮	২৪	অব্যবহিতোত্তরবর্ত্তী	অব্যবহিতোত্তরবর্তি
৬৫	১	তদ্ধিতার্থান্বিতান্বয় স্বার্থকঃ	তদ্ধিতার্থান্বিতস্বার্থকঃ
৬৬	১৫	তদ্ধিতার্থান্বিতান্বয় সার্থকঃ	তদ্ধিতার্থান্বিতস্বার্থকঃ।
৬৮	৪	লক্ষ্যার্থ	লক্ষ্যার্থের
৬৮	২৫	অন্তঃপাতী	অন্তঃপাতি
৬৯	১৪	সমাসে	সমাসের
৭১	১	···ন্নলভ্য	···ন্নলভো
৭৩	১৭	হইল।	হইলেও
৭৪	১৫-১৬	কায় পদটি	কায় পদার্থটি
৭৫	৬	কর্মতানিরূপকগতমান	কর্মতার নিরূপক গতির আশ্রয়
৭৫	২২	পদার্থ সম্বন্ধ	পদার্থ সম্বন্ধ
৭৬	২২	পদার্থে	পুরুষ পদার্থ
৭৯	১৪	ব্রাহ্মন দত্তঃ	ব্রাহ্মণ দত্তঃ
৮৫।৮৭	১২।৬	নামোত্তরবর্ত্তী···	নামোত্তরবর্তি···
৮৭	২৩	অব্যবহিতোরবর্ত্তী	অব্যবহিতোত্তরবর্তি
৮৮	৫	নামোত্তরবর্ত্তী	নামোত্তরবর্তি
৮৮	২০	(পূর্ব)	পূর্ববর্ত্তী
৯৪	১৮	তন্ত্বৈবাসী	তন্ত্বৈবামী
৯৫	৩০	মণিসম্বন্ধি	মণিশব্দটি
৯৫	৩১	পদার্থের একদেশ যে মণিপদার্থ ইহাদের	ভ্রাতা এবং মণিসম্বন্ধিরূপ মণিপদার্থের একদেশ যে মণি ইহাদের।
৯৬	১	নম্বেমনম্বেব	নম্বেবমনম্বৈব
৯৬	৮	স্বীকৃত হয়	স্বীকৃত না হয়।
৯৭	১৪-১৫	ত্রয়ীবর্ণিকান্যোপলক্ষকত্বাৎ	ত্রৈবর্ণিকান্যোপলক্ষকত্বাৎ।
৯৯	২৪	করাই	করা।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৪	২৮	পূর্ববর্ত্তী	পূর্ববর্তি
১০৫	৪	নিবেশে	নিবেশের
১০৮	২০	য়েকে ও উপকুম্ভাৎ	উপকুম্ভেন উপকুম্ভাৎ
১০৮	২১	সমাস শ্রূয়মান	সমাস
১০৯	১৬	সমাসান্তর অর্থের	সমাসান্তরার্থের
১১১	১৪	লুপ্তেঽপি	লুপ্তাঽপি
১১২	২১	সম্বন্ধীরূপ	সম্বন্ধিরূপ
১১৩	১০	সম্বন্ধীরূপ	সম্বন্ধিরূপ
১১৩	১১	জন পদটি	গোপদটি
১১৪	৯	সম্বন্ধীবোধের	সম্বন্ধিবোধের
১১৪	২৭	ধর্ম্মীসমূহের	ধর্মিসমূহের
১১৫	২	না থাকায় গুরুস্ত সম্বন্ধী ঘটঃ	না থাকিলে অরূঢ়ো বানরো যম্।
১১৫	৩	'ঘ' এই অংশের নিরূঢ়	নিরূঢ় লক্ষণার দ্বারা
১১৫	১৭	ঘট প্রভৃতি পদ	প্রভৃতি পদের অর্থ
১১৬	১৭	আরূঢ়ো বানরো বৃক্ষঃ	আরূঢ় বানরো বৃক্ষঃ
১২০	৩	বলিয়া বুঝিতে হইবে	অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকৃত হইবে না কেন ?
১২৬	১৫	অন্য	জন্য
১৩০	৩	চিত্রভিন্ন	চিত্রাভিন্ন
১৩২	২-৩	স্ত্রিয়ামাদাদীনাঞ্চেতি যে	গোরপ্রধানস্যান্তস্যাস্ত্রিয়ামাদাদীনাঞ্চেতি হ্রস্বঃ।"
১৩২	১৯	যদি গো পদটির	যেখানে গোপদটি
১৩৭	৯	গোসম্বন্ধী	গোসম্বন্ধি
১৪০	১১	ভেদার্থকসুবন্ত অন্যান্য নামের সহিত ভেদার্থক সুবন্ত	ভেদার্থক সুবন্ত
১৪৫	২১	স্বসম্বন্ধিক	স সম্বন্ধিক
"	"	প্রতিযোগিসাকাঙ্ক্ষ পদার্থ	প্রতিযোগিসাকাঙ্ক্ষ কোন ও পদার্থে
"	২৪	স্বসম্বন্ধিক	সসম্বন্ধিক
"	"	বোধে	বোধের
১৪৭	৩	ঘটত্ব	ঘট
"	১৪	গুণীভূত সম্যক্	গুণীভূত পদার্থের সম্যক্

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫০	২৪	অন্বয়ী	অন্বয়ি
১৫১	৩	বহুব্রীহিলভ্য	বহুব্রীহির্লভ্য
„	৫	বৈচিত্রেণান্বয়বধনে	বৈচিত্র্যেণান্বয়বোধনে
„	১১	অন্বয়ীকর্মত্বাদি	অন্বয়ি কর্মত্বাদি
„	১২	হারাদিরূপ	হারাদি,
১৫২	৪	লম্বকর্ণসম্বন্ধীপশু	লম্বকর্ণ সম্বন্ধি পশুস্থলে,
১৫২	৫	কেবলমাত্রপশু	কেবল মাত্র পশুর
১৫৫	৪	গোপদার্থের	গো পদার্থে
„	১৪	সাধকরূপে	সাধকরূপে গদাধর ভট্টাচার্য ও অনুমিতি গ্রন্থে
১৫৫	১৫	সংখ্যক	সংজ্ঞক
১৫৫	১৫	এই উদাহরণ দিয়াছেন	এই কারিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন
১৫৬	১	অন্যান্য সমাসের ন্যায়	অন্যান্য সমাসে যেরূপ লক্ষণা স্বীকৃত হয় তদ্রূপ
১৫৬	১৬	সমুদায়ত্ব পুরস্কারে	তাদৃশনিশ্চয়ত্ব পুরস্কারে
১৫৬	২০	পাণিপাদে	পাণিপাদ
১৫৭	২	সমাহার একত্ব	সমাহারের একত্ব
১৫৭	১১	পুরস্কারে কারণত্ব	পুরস্কারে তাদৃশ নিশ্চয়ের কারণত্ব
১৫৭	২৯	লক্ষণা বাদী	লক্ষণাবাদি
১৫৯	২০	সাহিত্য লক্ষণা	সাহিত্যে লক্ষণা
১৫৯	১৩	পারেনা,	পারেনা,
১৬০	৩	ধবখদিরাবিত্যাদি	ধবখদিরৌ ইত্যাদি
১৬০	১০	লক্ষণা বাদী	লক্ষণা বাদি
১৬০	২২	নাই। কারণ	নাই, কারণ,
১৬৩	১৪	যাহার সঙ্গে	যাহার ফলে,
১৬৩	১৭	পরিস্কৃত	পরিষ্কৃত
১৬৪	৯	বিষয়কত্বের	বিষয়ত্বের
১৬৪	২৮	পর্যাপ্ত	পর্যাপ্তি
১৬৬	১১	পরবর্ত্তী যে সুবর্থ একত্বের	পরবর্তি সুবর্থ একত্বের
১৭০	৪	পীত পটোত্তর বর্ত্তী	পীতপটোত্তরবর্তি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭০	২৬	পুরস্কারে।	পুরস্কারে
১৭২	৭	স্ত্রীপুংনুসয়োর্বোধঃ	স্ত্রীপুংসয়োর্বোধঃ
১৭৩	১৪	শ্রুত	লুপ্ত
১৭২	১৫	শ্রুত হরিপদটিই শক্তির ভ্রম হইতে বিষ্ণু চন্দ্র এতদু-ভয়ের এবং সিংহত্রয়ের একই লক্ষণা মূলে বোধের জনক হইবে।	শ্রুতহরি পদটিই একই লক্ষণার দ্বারা অথবা শক্তির ভ্রান্তি বশত বিষ্ণুচন্দ্র এতদুভয়ের এবং সিংহ ত্রয়ের বোধক হইবে।
১৭৩	২৩	সু ঔ প্রভৃতিবিভক্তিয়	ঔ প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির
১৭৬	১১	ব্রাহ্মণৌআনয়েৎ	ব্রাহ্মণাবানয়েৎ
১৭৬	২০	সম্ভবপর হইবে।	সম্ভব পর হইবে ?
১৮০।৮১	৪।৮	খুর	ক্ষুর
১৮২	১২	কারিত্যাদিক এব	কাবিত্যাদিক
১৮৫	১৩	কিনা বিচারে	বিনা বিচারে
১৮৪	২৩	তাদন্যপদের	তদন্য পদের
১৮৬	৩৪	শ্বশ্রুর পদের	শ্বশ্রূ পদের
১৮৮	২০	পদি স্কন্দিভ্যাং সহিতং	পদিস্কন্দিভ্যাং সহিতঃ দ্বন্দ্ব সমাস সমাপ্ত।
১৯২	২৯	শব্দান্তরানুত্তরং যৎ	শব্দান্তরানুত্তরং সৎ
১৯৩	১৮	কর্ম কর্তাদি	কর্মকর্ত্রাদি
১৯৬	১৬	•	উপপদ সমাস সমাপ্ত।

यदि च, पञ्च पुलीत्यतः पञ्चानां पुलानामेव बोधो, न तु तत-समाहारस्यापि, अतएव पञ्च पुलों छिनत्तीत्यादिकः प्रयोगः प्रमाणम्, अन्यथा समूहात्मनः समाहारस्य च्छिदाद्यसम्भवेन तदयोग्यत्वापत्तेः, पुला-देर्द्वित्वबहुत्वेऽप्येकवचनन्त्वानुशासनिकम्, दारादेर्बहुवचनवदुपपद्यते। न च द्रव्यप्राधान्ये पञ्च खट्वीत्यादौ ह्रस्वो न स्यात् गोशब्दस्येव स्त्रीप्रत्यय-स्याऽपि समासान्तस्योपसर्जनस्यैव तद्विधानादिति वाच्यम्, समाहार संज्ञक-द्विगोरप्यन्त्यस्य स्त्रीप्रत्ययस्य पृथगेव ह्रस्वविधेर्वक्तव्यत्वात्। प्रयोगानु-सारित्वात् कल्पनायाः, पञ्चपाचकीत्यादावव्याप्तिश्च, तत्रोत्तर पदस्य वाक्यत्वेन लक्षकत्वायोगादिति न सूक्ष्ममीक्ष्यते तदा पूर्वं निरुक्ताभ्यां तद्धितार्थोत्तरपद द्विगुभ्यां भिन्न द्विगुरेव समाहार द्विगुर्बोध्यः। एवञ्च द्विगोः कर्मधारयान्तर्गतत्वेऽपि न क्षतिरिति तु विभावनीयम्॥ ३८॥*

* [৭১ পৃঃ (মূলের) ৩ পংক্তি হইতে।]

অনুবাদ

[আশঙ্কা] যদি (চ) পঞ্চপুলী এই সমস্ত বাক্য হইতে পঞ্চ সংখ্যক পুলেরই বোধ (হইয়া থাকে) পরন্তু পঞ্চ পুল সমাহারের নহে অতএব 'পঞ্চপুলীং ছিনত্তি' ইত্যাদি প্রয়োগ প্রমাণসিদ্ধ হইয়া থাকে যদি পঞ্চপুলী এই সমাস হইতে সমূহাত্মক পঞ্চপুল সমাহারের বোধ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সমূহাত্মক সমাহারের ছেদন সম্ভাবিত নহে বলিয়া (পঞ্চপুলী ইত্যাদি বাক্যে) অযোগ্যতার আপত্তি হইবে। পুল প্রভৃতির দ্বিত্ব, বহুত্ব সংখ্যা থাকিলেও আনুশাসনিক একবচন কিন্তু দারাদি শব্দের বহুবচনের ন্যায় উপপত্তি করিতে হইবে। ইহার উপর আশঙ্কা হইতে পারে দ্রব্যের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলে 'পঞ্চখটি' ইত্যাদি হ্রস্ব (ই-কার) হইতে পারে না। কারণ গোশব্দের ন্যায় স্ত্রী প্রত্যয়েরও সমাসের অন্তিম উপসর্জনীভূত (স্ত্রী লিঙ্গে বিহিত দীর্ঘ-ঈকার ও দীর্ঘ-উ কারেরই হ্রস্ববিধান স্বীকৃত হইয়াছে), এই আশঙ্কা কিন্তু ঠিক নহে, কারণ, সমাহারসংজ্ঞক দ্বিগুসমাসেরও অন্তিম স্ত্রী প্রত্যয়ের পৃথক্‌ভাবে হ্রস্ববিধি বলা হইয়াছে। কেন না, প্রয়োগ অনুসারে বিধি কল্পনা করিতে হয়। পঞ্চপাচকী ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তিও হইবে। কারণ, উক্ত বাক্যের ঘটক উত্তরপদটিও বাক্য হওয়ায় লাক্ষণিক হইতে পারে না। এইভাবে সূক্ষ্মদোষ অনুসন্ধান করা হয় তাহা হইলে (এই লক্ষণ পরিহার করিয়া) পূর্ব-কথিত তদ্ধিতার্থোত্তরপদ দ্বিগু সমাসদ্বয় হইতে ভিন্ন যে দ্বিগু সমাস তাহাই সমাহার দ্বিগু বুঝিতে হইবে। (এইভাবে লক্ষণান্তর করিবার ফলে দ্বিগু সমাস কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত হইলেও কোনরূপ ক্ষতি হইবে না—ইহাই চিন্তনীয়) ॥ ৩৮ ॥[১]

১. ৭১ পৃঃ (অনুবাদের) ১৪ পংক্তির পরে সংযোজন।